হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

কুইন অভ দ্য ডন

রূপান্তর: সায়েম সোলায়মান

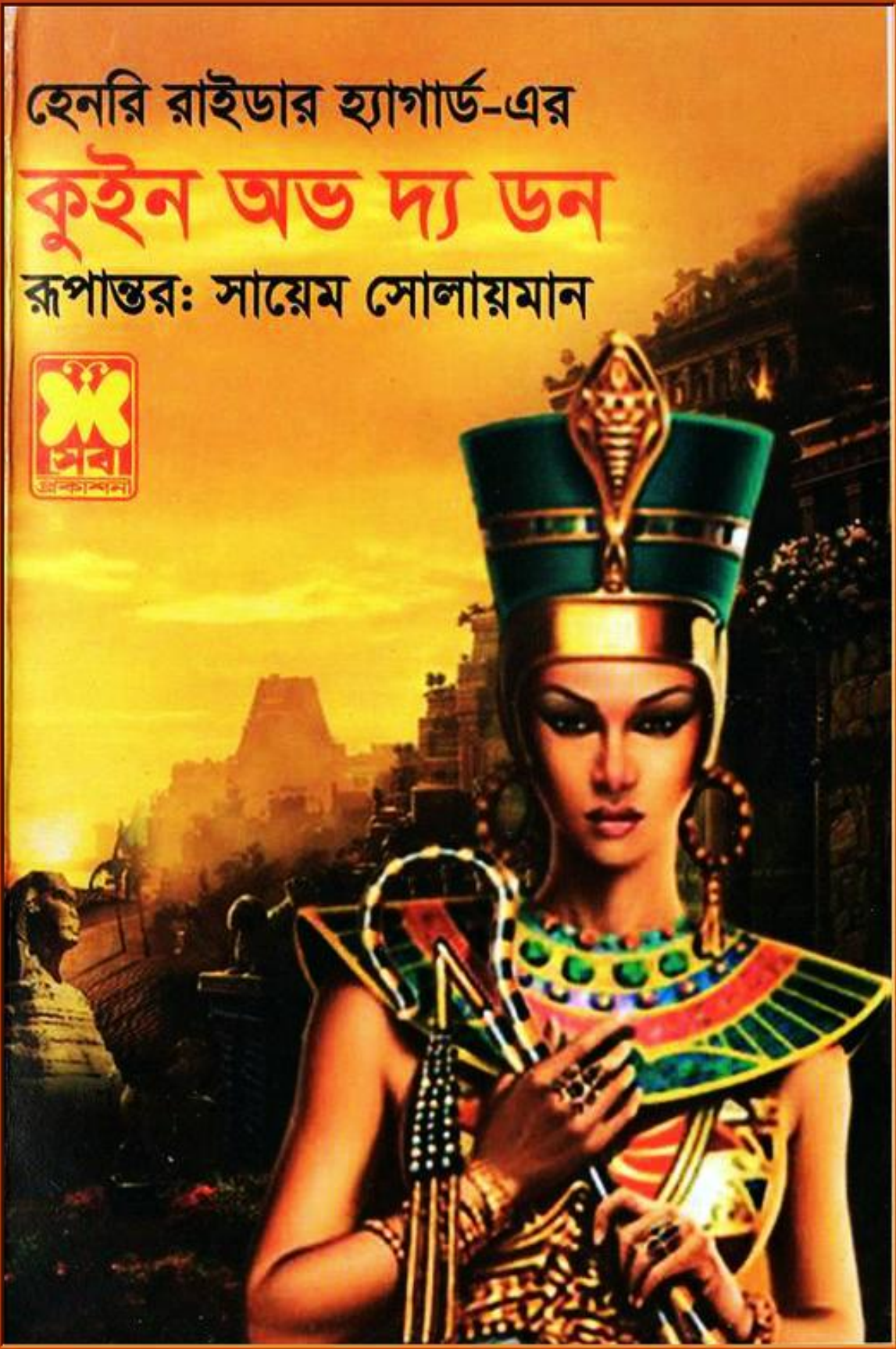

দলটা অদ্ভুত।
রানি হয়েও চাষির স্ত্রীর বেশ ধারণ-করা রিমা।
চাষির মেয়ের মতো করে সাজানো রাজকুমারী নেফ্‌রা।
সম্ভ্রান্ত ধাইমা থেকে আটপৌরে রমণী সাজা কেম্মাহ্‌।
দেহরক্ষী থেকে কুলিতে পরিণত হওয়া দৈত্যাকৃতির রু।
এবং ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়া রহস্যময় টাউ।
পালাচ্ছেন তাঁরা।
কারণ ভীষণ এক যুদ্ধে নিহত হয়েছেন ফারাও খেপের্‌রা,
বিজয়ীপক্ষ হত্যা করতে চাইছে রানি ও রাজকুমারীকে।
দলটা কি পারবে মেমফিসের পবিত্র ভূমিতে হাজির হতে,
যেখানে থাকেন গোপন এক ভ্রাতৃসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধু রয়?
তিনি কি নেফ্‌রাকে আগলে রাখতে পারবেন আসলেই?
দেবী আইসিস ও হাথোরকে নিয়ে যে-স্বপ্ন দেখেছেন রিমা,
তা কি সত্যি হবে শেষপর্যন্ত?
...প্রাচীন মিশর ও ব্যাবিলনের পটভূমিতে ক্ষমতার-দ্বন্দ্ব, বিশ্বাসঘাতকতা,
প্রেম এবং অবশ্যম্ভাবী নিয়তির একটি অবিস্মরণীয় উপাখ্যান।

সেবা প্রকাশনী

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

কুইন অভ দ্য ডন

রূপান্তর ■ সায়েম সোলায়মান

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-3272-1

প্রকাশক: কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ ২০১৭

প্রচ্ছদ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং বি এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩১৪১৮৪, ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

QUEEN OF THE DAWN
By: Sir Henry Rider Haggard
Trans. By: Sayem Solaiman

সেবা প্রকাশনী

একশ' উনত্রিশ টাকা

কুইন অভ দ্য ডন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

এক

রিমা'র স্বপ্ন

ভীষণ যুদ্ধ হয়েছে মিশরে। দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে দেশটা।

উত্তরে মেমফিস ও ট্যানিসে এবং অনেক শাখায় বিভক্ত হয়ে সমুদ্রের দিকে বয়ে-চলা নীল নদের উর্বর ব-দ্বীপ অঞ্চলে একসময় জোর করে ক্ষমতা দখল করেছিল দুর্ধর্ষ মেষপালকরা, যারা জাতিগতভাবে আটি নামে পরিচিত। এদের বাপ-দাদারা, কয়েক প্রজন্ম আগে, বন্যার মতো অপ্রত্যাশিতভাবে আবির্ভূত হয়েছিল মিশরে; ধ্বংস করে দিয়েছিল অনেক মন্দির আর দেবদেবীর মূর্তি, হস্তগত করেছিল ওখানকার সম্পদ।

দক্ষিণে, মানে থেবেসে, শাসনকাজ চালিয়ে যাচ্ছিল প্রাচীন ফারাওদের বংশধররা, তবে ওদের অবস্থা খুব একটা সুবিধার ছিল না কখনোই। কারণ উত্তরের সবগুলো শহর দখল করে রাখা আটিদের তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিল ওরা নিরন্তর, কিন্তু সফল হতে পারছিল না।

ওদের এই ব্যর্থতার কারণ, ওরা সামরিক দিক দিয়ে দুর্বল। আটিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ওরা যাতে শক্তিশালী হতে পারে সেজন্য ব্যাবিলনের রাজা ডিটানাহ্, তাঁর মেয়ে রিমাকে বিয়ে দিয়েছিলেন ফারাও খেপের্‌রা'র সঙ্গে।

খেপের্‌রা আর রানি রিমার একমাত্র সন্তান রাজকুমারী

নেফ্‌রা। একমাত্র, কারণ, মেয়েটা জন্ম নেয়ার পরদিনই খেপের্‌রাকে যেতে হয় নীল নদের তীরে, তাঁর পক্ষে যত সৈন্য জোগাড় করা সম্ভব ছিল সবাইকেসহ। ট্যানিস আর মেমফিস থেকে কুচকাওয়াজ করতে করতে সেখানে হাজির হয়েছিল আটিরা, ঘাঁটি গেড়েছিল।

শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। মারা পড়েন খেপের্‌রা, পরাজিত হয় তাঁর সেনাবাহিনী। তবে তার আগে শত্রুপক্ষের অনেক সৈন্যকে হত্যা করেন তাঁরা। ফলে যুদ্ধে জয়লাভ করেও, আরও অগ্রসর হয়ে থেবেস দখল করার চিন্তা বাদ দিতে হয় আটিদের সেনাপতিকে। তাঁর যেসব সৈন্য বেঁচে ছিল তাদেরকে নিয়ে, যেখান-থেকে-এসেছিলেন সেখানে ফিরে যান তিনি।

এই বিজয়ের ফলে আটিদের রাজা আপেপি কাগজেকলমে মিশরের ফারাও হয়ে যান।

নিহত খেপের্‌রা রেখে যান দুগ্ধপোষ্য নেফ্‌রাকে, রেখে যান নামীদামি কয়েকজন থেবান লর্ডকে। জান বাঁচাতে এবং পদমর্যাদা ধরে রাখতে ওই লর্ডদের প্রায় সবাই তড়িঘড়ি করে গিয়ে উপস্থিত হন আপেপির কাছে, তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেন।

দক্ষিণ মিশরের অধিবাসীদের মতো আটিরাও যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত, নতুন লড়াই শুরু করার ইচ্ছা নেই ওদের। তাই খেপের্‌রার অনুসারীরা পরাজিত হওয়ার পরও তাদের উপর নিপীড়ন চালানো হলো না, এমনকী মাত্রাতিরিক্ত করের-বোঝাও চাপিয়ে দেয়া হলো না। শুধু তাই না, তাদেরকে তাদের ধর্মকর্মও চালিয়ে যেতে দেয়া হলো।

আটিরাও মনোযোগ দিল ধর্মচর্চায়, নতুন নামকরণ করা হলো তাদের প্রধান দেবতার—সেট। মিশরে হানা দেয়ার সময় আপেপির পূর্বপুরুষরা যেসব মন্দির ধ্বংস করেছিলেন সেগুলোর পুনঃনির্মাণ করালেন তিনি; ফলে নতুনভাবে তৈরি হলো রা,

BanglaBook.org

আমেন, টাহ্, আইসিস আর হাথোরের মন্দির। কিন্তু সেসব জায়গায় চলতে লাগল সেটের উপাসনা, চলতে লাগল ওই দেবতার নামে বিসর্জন।

তবে পরাজিত থেবানদের কাছে একটা কিছু ঠিকই চাইলেন আপেপি—রানি রিমা আর তাঁর শিশুকন্যা নেফ্‌রাকে। আবদারটা শোনামাত্র, বলা বাহুল্য, নেফ্‌রাকে নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন রিমা। সে-কাহিনি বলা হবে পরে। নেফ্‌রার জন্মের সময় যে-অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল, সেটা আগে বলা যাক।

জন্মের সময় নেফ্‌রা ছিল খুবই সুন্দরী। ধূসর চোখ, ধবধবে ফর্সা গায়ের রঙ, কালো চুল। যথাযথভাবে পালন করা হলো ওর জন্মপরবর্তী অনুষ্ঠান, তারপর ওকে শুইয়ে দেয়া হলো ওর মা'র পাশে।

মেয়ের দিকে তাকালেন রিমা। ওকে জন্ম দিতে গিয়ে যারপরনাই কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে, তাই আশপাশে যারা আছে তাদেরকে চলে যেতে বললেন দুর্বল গলায়। এমন কিছু একটা আছে তাঁর কণ্ঠে যে, উপস্থিত চিকিৎসক আর মহিলারা ভাবল রানির আদেশ পালন করাই ভালো। পর্দা দিয়ে আলাদা করা হয়েছে আঁতুড়ঘর, সেগুলোর আড়ালে চলে গেলেন তাঁরা। চুপ করে আছেন সবাই।

রাত নেমেছে, আঁতুড়ঘরের ভিতরটা অন্ধকার। আলো জ্বালানো হয়নি, কারণ তা সহ্য করতে পারছেন না রিমা। পর্দার আড়ালে আছেন কেম্মাহ্ নামের এক মহিলা পুরোহিত এবং ফারাও খেপের্‌রা'র ধাইমা, নেফ্‌রাকেও লালনপালন করার কথা আছে তাঁর। অদ্ভুত এক আভায় আলোকিত হয়ে উঠতে দেখলেন তিনি আঁতুড়ঘরটা। ঘাবড়ে গেলেন, উঁকি দিয়ে তাকালেন পর্দার ফাঁক দিয়ে।

এ কী! রিমা সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছেন, কিন্তু তাঁর পাশে

BanglaBook.org

কোত্থেকে যেন হাজির হয়েছেন রাজকীয় ও দ্যুতিময় চেহারার দুই মহিলা। তাঁদের শরীর থেকে, পরনের আলখাল্লা থেকে যেন আলো বের হচ্ছে। তারার মতো ঝিকমিক করছে তাঁদের চোখ। দেখে মনে হচ্ছে তাঁরাও রানি, কারণ দু'জনের মাথায়ই মুকুট আছে। দু'জনই এমন সব রত্নপাথর পরে আছেন যা শুধু রানিদের পক্ষেই পরা সম্ভব।

তাঁদের একজনের হাতে সোনা-দিয়ে-বানানো একটা ক্রুশ।

মহিলা-পুরোহিতরা যখন সারি করে এগিয়ে যায় দেবতাদের মূর্তির দিকে, তখন সুর বাজানোর জন্য সিসট্রাম ব্যবহার করে; সে-রকম একটা বাদ্যযন্ত্র দেখা যাচ্ছে অন্যজনের হাতে। সেটার সোনার তারে ঝুলছে রত্নপাথর।

কেম্মাহ্‌র সঙ্গে যারা আছে তারা ঘুমিয়ে গেছে আগেই, তিনি জেগে ছিলেন; তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না যা দেখছেন তা বাস্তব। তাঁর মনে হচ্ছে, স্বপ্ন দেখছেন। চমৎকার ওই জুটি যেন বাকহারা করে দিয়েছে তাঁকে। হাঁটু কাঁপছে তাঁর। তারপরও, কে জানে কেন, সঙ্গীদের ডেকে তুলতে পারলেন না তিনি।

যাঁর হাতে ক্রুশ আছে তিনি ঝুঁকলেন, রিমার এক কানে ফিসফিস করে কী যেন বললেন। তারপর ঝুঁকলেন যাঁর হাতে সিসট্রাম আছে তিনি, ফিসফিস করছেন রিমার আরেক কানে। ততক্ষণে প্রথমজন খুব সাবধানে এবং পরম মমতায় নেফ্‌রাকে তুলে নিয়েছেন ওর মা'র পাশ থেকে। মেয়েটাকে চুমু খেলেন তিনি। ক্রুশটা আলতো করে ছোঁয়ালেন ওর ঠোঁটে। তারপর ওকে বাড়িয়ে ধরলেন অন্য দেবীর দিকে, তিনিও চুমু খেলেন ওকে। সিসট্রামটা বাজালেন ওর মাথার উপর। আবেশ তৈরি-করা অদ্ভুত টুং টাং আওয়াজে ভরে গেল আঁতুড়ঘর।

এতক্ষণ যিনি ধরে ছিলেন নেফ্‌রাকে, তিনি ওকে আবার শুইয়ে দিলেন ওর মা'র পাশে। পরমুহূর্তেই, ভোজবাজির মতো,

BanglaBook.org

উধাও হয়ে গেলেন তাঁরা।

আঁতুড়ঘরের ভিতরটা এখন অন্ধকার।

সাংঘাতিক ঘাবড়ে গেছেন কেম্মাহ্, জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন তিনি। পরদিন সকালের আগে সংজ্ঞা ফিরল না তাঁর। যা দেখেছেন তা একইসঙ্গে পবিত্র কিন্তু ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে তাঁর কাছে। কাউকে বলবেন কি না, বললে কেউ বিশ্বাস করবে কি না—এসব নিয়েও শঙ্কা জেগেছে মনে। তাই চুপ করে থাকাটাই ভালো মনে হলো তাঁর কাছে।

কিন্তু সেটা যে জানাজানি হলো না, তা কিন্তু না।

ঘটনাটা যেদিন ঘটল তার পরদিন সকালে ফারাও খেপের্‌রাকে ডেকে পাঠালেন রিমা। বললেন, 'গতকাল রাতে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখলাম। ওটা স্বপ্ন নাকি সত্যি ঘটনা বুঝতে পারছি না। প্রসবব্যথায় খুব কাহিল লাগছিল, কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ি। চমৎকার পোশাক-পরা দ্যুতিময় দুই মহিলা কোত্থেকে যেন এসে দাঁড়ান আমার পাশে। তাঁদের সঙ্গে-থাকা জিনিস দেখে তাঁদেরকে প্রাচীন-মিশরের দেবী বলে মনে হয়েছে আমার।

'একজনের হাতে একটা ক্রুশ ছিল। তিনি আমাকে বললেন, "ব্যাবিলনের মেয়ে, বিবাহসূত্রে মিশরের রানি, আর মিশরের উত্তরাধিকারিণীর মা, আমাদের কথা শোনো। আমি আইসিস, আর আমার সঙ্গে আছে হাথোর—আমরা দু'জনই প্রাচীন মিশরের দেবী। আমাদেরকে চেনো তুমি, কারণ বেশ কিছুদিন হলো এই দেশে আছো। আমাদের মন্দিরে পূজা করেছ, আমাদের বেদীতে বলি দিয়েছ। আমরা জানি তুমি আসলে অন্য দেবদেবী মানো, তারপরও তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমরা তোমার বাচ্চাটাকে আশীর্বাদ করার জন্য এসেছি।

"রানি, অনেক দুঃখদুর্দশা লেখা আছে তোমার কপালে। অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হবে তোমাকে, একাকী দিন

BanglaBook.org

কাটাতে হবে। আমরা আমাদের সব শক্তি দিয়েও রক্ষা করতে পারবো না তোমাকে। কারণ যা বললাম তা নিয়তি-নির্ধারিত—অবশ্যই ঘটবে। মিশর দখল করে রাখবে আটিরা, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তা লম্বা-সময় বলে মনে হবে। কিন্তু অনন্তকালের তুলনায় তা কিছু-সময় মাত্র। তারপর একদিন ওদের কবল থেকে মুক্তি পাবে মিশরীয়রা।

' "প্রত্যেক পাপীকে পাপের শাস্তি পেতে হয়, নিয়মটার ব্যতিক্রম হবে না মিশরের ক্ষেত্রেও। কারণ এই দেশ তার নিজের সঙ্গে, নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে এবং অতীতের শিক্ষার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাই কিছু-সময়ের দুর্গতির পর, গ্রীষ্মের মেঘ যেভাবে সরে যায় সেভাবে কেটে যাবে দেশটার সব দুর্ভোগ, আবার ঝিকমিক করে উঠবে তার গৌরবের উজ্জ্বল তারা।"

'জবাবে আমি বললাম, "দেবী, আপনার কথা আসলে বুঝতে পারছি না আমি। মিশরের ব্যাপারে কিছু করার নেই আমার, আমি এই দেশের ফারাওয়ের বউ ছাড়া আর কিছু না। ছিলাম আরেক দেশের রাজকুমারী, ভাগ্যচক্রে চলে এসেছি এখানে। নিয়তি মিশরের ভাগ্যে ভালোমন্দ যা-ই লিখে থাকুক না কেন, তা খণ্ডানোর কোনও ক্ষমতা নেই আমার। আমি শুধু জানি আমার স্বামীকে ভালোবাসি আমি, ভালোবাসি যে-বাচ্চা জন্ম নিয়েছে তাকে।"

'আমার কথা শুনে আবার কী যেন বললেন ওই দেবী, ঠিক বুঝলাম না। ঝুঁকে পড়লেন তিনি, আমার মনে হলো আমার মেয়েটাকে যেন কোলে নিলেন, চুমু খেলেন। তখন শুনলাম তিনি বলছেন আমার মেয়েটাকে, "তোমার উপর আইসিসের আশীর্বাদ। আইসিসের শক্তিই এখন থেকে তোমার শক্তি। আইসিসের জ্ঞান এখন থেকে তোমার দিকদর্শী তারা। ভয় পেয়ো না! দুর্বলচিত্ত হয়ো না! মনে রেখো, তোমার পাশে সবসময় আছে

BanglaBook.org

আইসিস। বিপদ যত বড়ই হোক না কেন তা কখনও কোনও ক্ষতি করতে পারবে না তোমার। দিন যত বড়ই হোক না কেন তা শেষপর্যন্ত তোমার জন্য শান্তির হবে। জীবনের শেষপর্যায়ে তুমি দেখবে, তোমার নাতিপুতিরা তোমার পায়ের কাছে বসে খেলছে। যে-দেশ ভাগ হয়ে যাবে অচিরেই, একদিন সেটাকে জোড়া লাগাবে তুমি। আর সে-কারণে তোমার নাম হবে–দেশ জোড়াদাত্রী। এটাই তোমার জন্য আইসিসের পক্ষ থেকে উপহার।"

'আমাদের মেয়েটাকে আরও কিছুক্ষণ আদর করলেন তিনি, তারপর ওকে বাড়িয়ে ধরলেন তাঁর পাশে-দাঁড়ানো তাঁর বোনের দিকে। তিনিও ওর কপালে চুমু খেয়ে বললেন, "আমি হাথোর, প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী। আমার যা দেয়ার আছে তার সবই দিচ্ছি তোমাকে, মিশরের রাজকুমারী। সেই সঙ্গে তোমার নাম দিচ্ছি–ভালোবাসার ফুল। বড় হলে চোখ ধাঁধানো সুন্দরী হবে তুমি, ভালোবাসা দিয়ে মন জয় করবে লক্ষ লক্ষ লোকের। ডানে-বাঁয়ে দেখার দরকার নেই তোমার, এড়িয়ে চলবে সব জটিলতা আর নোংরা রাজনীতি। অনুসরণ করবে হাথোরের তারা, এবং তোমার মন যা ভালো বলবে তা-ই করবে। তা হলেই সুখী হতে পারবে পৃথিবীতে।"

'স্বপ্নের মধ্যে এ-সবই বলতে শুনলাম ওই দুই দেবীকে। তারপর হঠাৎ করেই গায়েব হয়ে গেলেন তাঁরা।'

এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে রিমার কথা শুনছিলেন খেপের্‌রা, এবার মুচকি হাসলেন। 'সুন্দর একটা স্বপ্ন। তবে যা দেখেছ তা সত্যি হলে আসলেই দুর্ভোগ আছে আমাদের কপালে। আমাদের মেয়েকে মিশরের জোড়াদাত্রী বলেছেন দেবী আইসিস। আর দেবী হাথোর বলেছেন ভালোবাসার ফুল। সে যদি সত্যিই তা হয়, ভালোই হয় ওর জন্য।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, লর্ড, মেয়েটার জন্য ভালোই হয়। তবে বাকিদের কথা ভেবে খারাপ লাগছে আমার।'

'কী করার আছে আমাদের; বলো? এক মৌসুমের ফসল লাগাতে হলে ক্ষেত থেকে আগের মৌসুমের ফসল কেটে ফেলতে হয়। এটাই নিয়তির নিয়ম। ...তুমি কাঁদছ নাকি? প্রসববেদনায় কাহিল হয়ে ঘুমের ঘোরে কী দেখেছ না-দেখেছ তা নিয়ে কান্নাকাটি কোরো না। ...যাওয়ার সময় হয়েছে আমার, বিদায় দাও। নীল নদের তীরের উদ্দেশে রওনা হবে আমার সেনাবাহিনী, আটিরা ঘাঁটি গেড়েছে সেখানে।'

কিন্তু তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হলেন না তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। বরং দেখা করলেন এমন কয়েকজন পুরোহিতের সঙ্গে যাঁরা দেবী আইসিস আর হাথোরের পূজা করেন। রানি রিমার স্বপ্নের ব্যাপারটা বিস্তারিত জানালেন তাঁদেরকে।

সব শুনে থতমত খেয়ে গেলেন ওই পুরোহিতরা, বুঝতে পারছেন না খেপের্‌রার কথা বিশ্বাস করবেন কি না। আঁতুড়ঘরের দায়িত্বে কারা ছিল, খোঁজ করতে শুরু করলেন তাঁরা। তাদের মধ্যে কেউ কিছু দেখেছে কি না, জানতে হবে।

কাউকে কিছু না বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন লেডি কেম্মাহ্, কিন্তু এবার মুখ খুলতে হলো তাঁকে।

বুড়ি ধাইমা'র কথা শুনে ওই পুরোহিতরা একইসঙ্গে বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। কারণ এমন কিছু একটা ঘটেছে, যা কখনও ঘটেনি মিশরে। স্বপ্নের ঘটনাটা বিস্তারিতভাবে আলাদা তিনটা পার্চমেন্টে লিখিয়ে নিলেন তাঁরা, সেগুলোতে সিলমোহর দিলেন রানি রিমা আর লেডি কেম্মাহ্। সাক্ষী হিসেবে সিলমোহর দিলেন পুরোহিতরাও।

রাজকুমারী নেফ্‌রার কথা ভেবে একটা পার্চমেন্ট দেয়া হলো রানি রিমার কাছে। বাকি দুটো রাখা হলো দেবী হাথোর আর

BanglaBook.org

আইসিসের মন্দিরের মহাফেজখানায়।

স্বপ্নের ব্যাপারটা নিয়ে চাপা একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল পুরোহিত আর জাদুকরদের মধ্যে। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, কীসের দুর্ভোগ পোহাতে হবে আমাদের সবাইকে? কী ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হবে রানি রিমাকে? কেন একা হয়ে যাবেন তিনি? যেখানে সুখ ও সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তাঁর মেয়েকে, সেখানে তাঁর ক্ষতি হবে কেন?

তবে আতঙ্কের ব্যাপারটা গোপনই থাকল, যা জানাজানি হলো তা হচ্ছে: অলৌকিকভাবে উপস্থিত হয়ে মিশরের সদ্যোজাত রাজকুমারীকে আশীর্বাদ করে গেছেন দেবী আইসিস আর হাথোর।

যে-ভয় কাজ করছিল পুরোহিত আর জাদুকরদের মনে, দু'মাস অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই সত্যি হলো সেটা। ততদিনে খবর এসেছে থেবেসে, নীল নদের তীরে নিজের সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেয়ার সময় বীরের মতো লড়াই করতে করতে মারা পড়েছেন ফারাও খেপের্‌রা। তবে ধ্বংস হয়ে যায়নি তাঁর সেনাবাহিনী। কিন্তু এত সৈন্য আর ক্যাপ্টেন মারা পড়েছে যে, নতুন করে যুদ্ধ করা সম্ভব না। যারা বেঁচে আছে তারা ফিরে আসছে থেবেসে।

খবরটা শুনলেন রানি রিমা, কিন্তু শোকে ভেঙে পড়লেন না। বললেন, 'এ-রকম কিছু যে ঘটবে, তা আগেই আমাকে জানিয়েছেন মিশরের প্রধান দুই দেবী। কোনও সন্দেহ নেই, উপযুক্ত সময়ে সত্যি হবে তাঁদের বাকি কথাগুলোও।'

ব্যাবিলোনিয়ান রীতি অনুযায়ী একজন বিধবা হিসেবে নিজেকে ওই আঁতুড়ঘরে অন্তরণ করে ফেললেন তিনি—শোক করছেন মৃত স্বামীর জন্য, ভালোবাসার মানুষটার জন্য। সঙ্গে আছে নেফ্‌রা। সে-ঘরে প্রবেশের অনুমতি আছে শুধু লেডি

BanglaBook.org

কেম্মাহ্‌র।

থেবেসে পৌঁছাল খেপের্‌রার বিধ্বস্ত সেনাবাহিনী, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ফারাওয়ের মৃতদেহ। মমি বানানোর কাজটা যেনতেনভাবে সারা হয়েছে যুদ্ধের ময়দানেই।

স্বামীর চেহারাটা শেষবারের মতো দেখলেন রিমা। সে-চেহারার জায়গায় জায়গায় এত ক্ষত যে, দেখলে মনে হয় চুরমার হয়ে গেছে সেটা।

'দেবতারা নিয়ে গেছেন তাঁকে,' বললেন রানি, 'এবং বীরের মতো মরেছেন তিনি। আমার মন বলছে, যেহেতু রক্তপাত ঘটানোর মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে তাঁকে, এমন একদিন আসবে যেদিন রক্তপাতের মাধ্যমেই মরতে হবে তাঁর হত্যাকারীদের—মিশরের শাসনক্ষমতা জোর করে দখলকারীদের।'

কথাগুলো গিয়ে পৌঁছাল আপেপির কান পর্যন্ত।

ভয় পেয়ে গেলেন তিনি, সে-ভয় কাটিয়ে উঠতে পারেননি বাকি জীবনে। তাঁর মন তাঁকে বলল, প্রতিশোধের দেবতার শরণাপন্ন হয়ে বলা হয়েছে কথাগুলো। পুরোহিতদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন তিনি এই ব্যাপারে, তাঁরাও একই কথা বলল তাঁকে।

রানি রিমা জন্মসূত্রে ব্যাবিলনের রাজকুমারী—মনে পড়ে যাওয়ায় আপেপির ভয়টা পরিণত হলো আতঙ্কে। কারণ তাঁর পূর্বপুরুষদের একজন একসময় দাস হিসেবে ছিল এক ব্যাবিলোনিয়ান পরিবারে, তাই তিনি জানেন ওদের কেউ কেউ পৃথিবীর সেরা জাদুকর। একই কারণে রিমার স্বপ্নের কথাটা যখন শুনলেন, আশ্চর্য হলেন না। তবে এই ব্যাপারে যা বুঝতে পারলেন না তা হলো, একজন ব্যাবিলোনিয়ানের কাছে কেন হাজির হবে মিশরের দুই দেবী?

BanglaBook.org

মন্ত্রণাসভার সদস্যদের নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসলেন তিনি।

'মৃত খেপের্‌রার বউ স্বপ্নে যা দেখেছে তা যদি সত্যি হয়ও,' বললেন আপেপির মন্ত্রণাপরিষদের প্রধান-সদস্য, 'তা হলেও আপনাকে ক্ষমতা থেকে সরাতে অনেক বছর লাগবে মিশরীয়দের। এবং ওই কাজ করবে খেপের্‌রারই সদ্যোজাত মেয়ে। আমার পরামর্শ হচ্ছে, এখানে নিয়ে আসা হোক ওই ব্যাবিলোনিয়ান বিধবা আর ওর মেয়েকে। পাতাল কারাগারে সারাজীবনের জন্য কয়েদ করে রাখা হোক ওদের দু'জনকে। তারপর দেখি কী করে সিংহাসনচ্যুত করে ওরা আপনাকে।'

'কয়েদ করে রাখার দরকার কী?' বললেন আপেপি। 'ওই ব্যাবিলোনিয়ান মহিলা আর ওর বাচ্চাকে মেরে ফেললেই তো ঝামেলা চুকে যায়!'

'আমার মনে হয় কাজটা করলে ঝামেলা কমবে না, বরং বাড়বে।'

'কীভাবে?'

'কখনও কখনও মরা মানুষ জীবিত মানুষের চেয়েও বেশি শক্তিশালী হয়। ...প্রাচীন মিশরের বাসিন্দারা খেপের্‌রাকে হারিয়ে এবং যুদ্ধে হেরে এমনিতেই খেপে আছে আমাদের উপর। এখন যদি শুধু একটা স্বপ্নের কারণে, যা সত্যি হবে কি না সে-ব্যাপারে কারও কাছে কোনও নিশ্চয়তা নেই, হত্যা করা হয় রিমা আর ওর মেয়েকে, তা হলে ওদের ক্ষোভ পরিণত হতে পারে আক্রোশে। তাই বলছিলাম রক্তমাংসের জীবিত রিমা হয়তো কোনও ক্ষতিই করতে পারবে না আমাদের, যতটা ক্ষতি করতে পারে ওর আত্মা—সে মারা যাওয়ার পর। ...আরও একটা কথা আছে।'

'কী?'

'মিশরীয় দেবীদের ভবিষ্যদ্বাণী যদি সত্যি হয়, তা হলে আপনি হয়তো রিমাকে খুন করাতে পারবেন, কিন্তু ওর বাচ্চাকে

BanglaBook.org

মারতে পারবেন না। কাজেই লোক পাঠিয়ে যত জলদি সম্ভব ধরে আনুন ওদেরকে, কয়েদ করুন। ...আমরা জানি না কী আছে রিমার মনে।'

'কী বলতে চাও?'

'শোনা যাচ্ছে বৈধব্যের শোক পালন করছে সে। কিন্তু তলে তলে যে যোগাযোগ করছে না ব্যাবিলনের সঙ্গে, নিশ্চয়তা কী? আরও কয়েকটা দেশের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যে সংগঠিত হচ্ছে না আপনার বিরুদ্ধে, জানছি কী করে?'

'ঠিক। রিমা আর নেফ্‌রাকে ধরে আনার ব্যবস্থা করো তা হলে। দরকার হলে সেনাবাহিনী পাঠাও। তোমার লোকদের বলবে, রিমার কাছে গিয়ে প্রথমে যেন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ওরা, নানা রকমের প্রতিশ্রুতি দেয়। তাতে যদি কাজ না হয়, থেবান লর্ডদের যেন ঘুষ দেয় ওরা, আমার হাতে তুলে দিতে বলে রিমা আর নেফ্‌রাকে।'

দুই

দূত

গুপ্তচরদের মাধ্যমে খবর পেয়েছেন রাজি রিমা, তাঁকে আর নেফ্‌রাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কয়েদ করার পরিকল্পনা করছেন আপেপি।

জরুরি মন্ত্রণাসভা ডেকেছেন তিনিও। হাজির হয়েছেন

BanglaBook.org

কয়েকজন থেবান লর্ড আর পুরোহিত।

রিমা বলছেন, 'বীরের মতো লড়াই করতে করতে মারা গেছেন আমার আর আপনাদের লর্ড। তাঁর মৃত্যুর খবরে মনোবল নষ্ট হয়ে যায় আমাদের সৈন্যদের, ওরা পিছু হটে ফিরে আসে থেবেসে। তখন বিজয় দাবি করে আটিরা। এখন শুনছি আরও কিছু দাবি করছে ওরা। আমাকে চাইছে ওরা, অথচ কয়েকদিন আগেও আপনাদের ফারাওয়ের স্ত্রী ছিলাম আমি। নেফ্রাকেও চাইছে, অথচ জন্মসূত্রে আপনাদের রাজকুমারী সে। শুনছি আমাদের দু'জনকে যদি তুলে দেয়া না হয় আপেপির হাতে, তা হলে নাকি সেনাবাহিনী পাঠাবেন তিনি। এখন আপনারাই বলুন কী করতে চান। আপনারা কি রক্ষা করবেন আমাদেরকে, নাকি করবেন না?'

জবাবে লর্ডদের কেউ বললেন একরকমের কথা, কেউ বললেন সম্পূর্ণ উল্টোটা। তবে তাঁদের বেশিরভাগের মতে, মাত্র কিছুদিন আগে যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এখনই আবার নতুন করে লড়াই করতে চাইবে না পুরনো মিশরের বাসিন্দারা। কারণ এত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে যে, নতুন করে রক্তপাত দেখার ইচ্ছা নেই কারও। যারা বেঁচে আছে, তারা, কীভাবে বেঁচে থাকা যায় সে-চিন্তায় ব্যস্ত; 'মিশরের ফারাও' নামে কাকে ডাকা হবে না-হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। যুদ্ধে জয়লাভ করেও ওদের কাউকে দাস বানাননি আপেপি, আর সে-কারণে তাঁর প্রতি কিছুটা হলেও কৃতজ্ঞ ওরা।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রিমা। 'বুঝতে পারছি আপনাদের কাছ থেকে আমার এবং আপনাদের রাজকুমারীর কিছুই আশা করার নেই। অথচ আপনাদের কারণে জীবন দিয়েছেন আমার স্বামী, বাচ্চাটার বাবা।' তাকালেন পুরোহিতদের দিকে। 'আপনারা কী বলেন?'

BanglaBook.org

পুরোহিতরা সবসময়ই নির্ঝঞ্ঝাট, তাঁদের কথাবার্তাও সে-রকম। একজন বললেন, 'দেব-দেবীদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতেই হবে।'

আরেকজন বললেন, 'রানি, কিছু মনে করবেন না, আপনি যদি আপেপির কাছে চলে যান, তা হলে সবদিক দিয়ে ভালো হয় সম্ভবত। শুনছি আপনাদের দু'জনকে নাকি যারপরনাই খাতিরযত্ন করবেন তিনি, সম্মানের সঙ্গে রাখবেন।'

তৃতীয় আরেকজন বললেন, 'আমার মনে হয়, আপনি যদি আপনার বাবা, মানে ব্যাবিলনের রাজার কাছে গিয়ে সব বলেন, তা হলে সবচেয়ে ভালো হয়। সামরিক দিক দিয়ে অনেক শক্তিশালী তিনি, আপনার বিপদের সময় নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন।'

তিতা হাসি হাসলেন রিমা। 'শুনেছিলাম আটিদের রাজা ঘুষ দিয়েছেন আপনাদেরকে, এখন দেখছি কথাটা ঠিক। তাঁর ছুঁড়ে-দেয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলো এতই ভারী যে, এত দূর থেকে উড়ে এসে ঠিকমতোই জমা হয়ে গেছে আপনাদের ধনভাণ্ডারে।'

থেবান লর্ড আর পুরোহিতদের কেউ প্রতিবাদ করলেন না কথাটার।

'সোজাসুজি কথা বলা যাক,' বলছেন রিমা। 'আপেপি জেয়েদ করতে চাইছেন আমাকে আর নেফ্‌রাকে, আপনারা যদি আমার পাশে থাকেন, আমিও আপনাদের পাশে থাকবো। এবং কথা দিচ্ছি, বড় হলে, বুঝ-সমঝ হলে আমার মেয়েও তা করবে। কিন্তু যদি প্রত্যাখ্যান করেন আমাদেরকে, আপনাদের ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলবো আমরা। আপনারা যেদিকে যাবেন, আমরা যাবো তার ঠিক উল্টোদিকে।'

লর্ড আর পুরোহিতদের কারও মুখে কোনও কথা নেই।

'হয়তো শেষপর্যন্ত ব্যাবিলনেই যেতে হবে আমাকে,' বলে

BanglaBook.org

চললেন রিমা। 'অথবা হয়তো যাবো অন্য কোথাও। কিন্তু আপেপির কয়েদখানা এড়াতেই হবে আমাকে। কারণ আমি জানি সেখানে একদিন-না-একদিন ঠিকই খুন করা হবে নেফ্‌রাকে, যাতে মিশরের সিংহাসনের বৈধ কোনও উত্তরাধিকারী না-থাকে।'

তবুও কিছু বলছেন না লর্ড আর পুরোহিতদের কেউ।

'ঠিক আছে, বাইরে চলে যাচ্ছি আমি, নিজেদের মধ্যে আলোচনা সেরে নিন আপনারা। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে জেনে নেবো আপনাদের সিদ্ধান্ত কী।'

বাউ করে সম্মান জানালেন তিনি লর্ড আর পুরোহিতদের, তাঁরাও একই কায়দায় সম্মান জানালেন তাঁকে।

বাইরে চলে গেলেন রানি।

ফিরে এলেন ঠিক সময়ে, সঙ্গে লেডি কেম্মাহ্‌। নেফ্‌রাকে দু'হাত দিয়ে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে আছেন ওর ধাইমা।

যে-পার্শ্বদরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন সেখান দিয়েই সভাকক্ষে ঢুকেছেন রিমা। এ কী! খাঁ খাঁ করছে পুরো সভাকক্ষ। লর্ড আর পুরোহিতদের সবাই চলে গেছেন!

'আজ বুঝতে পারছি আমি রানি হয়েও কতখানি একা,' রিমার কণ্ঠে আক্ষেপ, 'যারা পরাজিত হয় তাদের বেলায় এ-রকমই ঘটে।'

'আপনি সম্পূর্ণ একা না, রানি,' বললেন লেডি কেম্মাহ্‌। 'কারণ আপনার সঙ্গে এখনও রাজকুমারী আছেন, আমি আছি।'

'এখানে যদি থাকি আমি, কোনও সন্দেহ নেই ওই বিশ্বাসঘাতক লর্ড আর পুরোহিতরাই বন্দি করবে আমাকে, তারপর তুলে দেবে আপেপির লোকদের হাতে। কারণ ওরা ঘুষ খেয়েছে।'

'তা হলে যত দূরে সম্ভব পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। এবং যত জলদি সম্ভব করতে হবে কাজটা।'

BanglaBook.org

'কোথায় যাবো? আপেপির গুপ্তচরদের নজর এড়িয়ে কোথায় যেতে পারে মিশরের রানি আর তার মেয়ে?'

'মিশর এখন দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে—উত্তর আর দক্ষিণ। দক্ষিণে থাকাটা সম্ভব না আপনার পক্ষে। কিন্তু উত্তরে যেতে অসুবিধা নেই নিশ্চয়ই?'

'মানে! আপনিও কি আমাকে আপেপির কাছে...'

'দয়া করে ভুল বুঝবেন না, রানি। একটা কথা মনে রাখবেন, সিংহের গুহার কাছে লুকিয়ে-থাকা হরিণকে কখনও খোঁজে না সিংহ।'

'মনে হচ্ছে আপনার মনে কোনও পরিকল্পনা আছে।'

'জী। আমার দাদার এক ভাই আছেন, নাম রয়। বুড়ো মানুষ তিনি, তাঁকে সাধু বলে মানে অনেকেই। আমার মনে হয় থেবান রাজাদের বংশলতিকা তৈরি করলে সেখানে পাওয়া যাবে তাঁর নাম।'

'তো?'

'আমি যখন বালিকা, তখন থেকেই এই দাদার সঙ্গে খাতির আমার। আমরা যেসব দেব-দেবীর পূজা করি, তাঁদের উপাসনা করেন না তিনি, বরং অন্য দেবতা মানেন। অনেকেই বলে, তিনি নাকি "ব্রাদারহুড অভ দ্য ডন" নামের গোপন এক ভ্রাতৃসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। মেমফিসে যেসব পিরামিড আছে, সেগুলোর কাছাকাছি এক জায়গায় ঘাঁটি গেড়েছেন তাঁরা। সেখানে গত ত্রিশ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে ভ্রাতৃসঙ্ঘের অন্য সদস্যদের নিয়ে বাস করছেন তিনি।'

'আপনি কি সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে বলছেন আমাকে?'

'জী, বলছি। কারণ ওখানে যাওয়ার সাহস পায় না কেউই। অন্তত আটিরা যে যায় না, সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ওদের ভয়ডর বেশি।'

BanglaBook.org

'কীসের ভয়?'

'শুনেছি, সুন্দরী এক মেয়েমানুষের রূপ ধারণ করে সেখানে নাকি প্রায়ই হাজির হয় এক আত্মা। মেয়েটার বুকে কোনও কাপড় থাকে না, দেখা যায় ওর স্তন। ওই আত্মা আসলে কী, জানে না কেউই। অনেকে বলে, ওখানকার কোনও এক কবরে শান্তি পাচ্ছিলেন না কোনও এক মৃত রানি, তাই প্রেতাত্মা হয়ে হাজির হচ্ছেন বার বার। আবার কেউ কেউ বলে, না, ওটা প্রেতাত্মা না, বরং নরক থেকে হাজির হওয়া ভূত। কেউ আবার বলে, প্রেতাত্মা বা ভূত কোনওটাই না, ওটা আসলে মেয়েমানুষের-রূপ-ধারণ-করা মিশরের ছায়া। আসল কথা হচ্ছে, ওটা যা-ই হোক, রাত নামার পর প্রাচীন ওই পিরামিডগুলোর ধারেকাছে ঘেঁষে না কেউ।'

'আশ্চর্য লাগছে আমার কাছে। ভূত হোক আর যা-ই হোক, অর্ধনগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ায় একটা সুন্দরী মেয়ে, তাকে একনজর দেখার সুযোগ ছাড়ার কথা না কোনও পুরুষমানুষের।'

'বাকি কথা শুনলেই বুঝবেন কেন অত বড় লোভ সামলায় ওখানকার পুরুষরা। অনেকেই বলে, ওই মেয়ের দেখা যে পাবে সে-ই নাকি পাগল হয়ে যাবে, বনেবাদাড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরতে ঘুরতে শেষে শোচনীয়ভাবে মারা যাবে। কেউ কেউ বলে, মেয়েটাকে দেখে পাগল হয়ে গেছে অনেকে। কেউ আবার ওকে অন্ধের মতো অনুসরণ করে ওঠার চেষ্টা করেছে কোনও-না-কোনও পিরামিডে, তারপর সেখান থেকে পড়ে গিয়ে মরেছে।'

'আষাঢ়ে গল্প। ...কিন্তু আমাদের কী করণীয় এখন?'

'আমরা যদি কোনওভাবে উপস্থিত হতে পারি ওই সমাধিগুলোর কাছে, আমার মনে হয় আমার দাদা রয়ের সঙ্গে নিরাপদেই থাকতে পারবো। কেউ ঘাঁটাবে না আমাদেরকে। পিরামিডগুলোর মাইলখানেকের মধ্যে তাঁবু ফেলে না কোনও

BanglaBook.org

ভবঘুরে বেদুইনও। আটিরা অভিশপ্ত বলে মানে জায়গাটাকে, কারণ এখন পর্যন্ত ওদের দু'জন রাজপুত্রের লাশ পাওয়া গেছে সেখানে—কীভাবে মারা গেছে ওরা তা ঠিকমতো জানা নেই কারও। সিরিয়ার সব সোনা যদি দিয়ে দেয়া হয়, তা হলেও ওদের কেউ যাবে না সেখানে। আরও কথা আছে। জাদুবিদ্যার চর্চা করে ভ্রাতৃসঙ্ঘের কোনও কোনও সদস্য, সেই জাদুকেও ভয় পায় আটিরা। তবে...শুনেছি ভূতটাকে দেখতে উঠতি বয়সের ছেলেছোকরারা মাঝেমধ্যে যায় সেখানে, তারপর হয় পাগল হয়ে যায়, নয়তো মরে।'

'তারমানে আমরা সেখানে শান্তিতেই থাকতে পারবো?'

মাথা ঝাঁকালেন কেম্মাহ্।

'কিন্তু...' দ্বিধা ফুটেছে রিমার চোখেমুখে, 'মেমফিসে যাবো কীভাবে? উত্তর আর দক্ষিণ মিশর—যুদ্ধের কারণে দুই অঞ্চলের সীমান্তেই কড়া নজরদারি চলছে। লোকচক্ষু এড়ানোর জন্য মরুভূমি পাড়ি দিতে রাজি আছি আমি, একা থাকলে যত কষ্টই হোক সব সহ্য করে নিতে পারতাম, কিন্তু একটা দুধের-বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে...' কথা শেষ না করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'কেম্মাহ্, আপনার দাদা যে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবেন, তারই বা নিশ্চয়তা কী?'

'রানি, কাকতালীয় অনেক ঘটনা ঘটে পৃথিবীতে, যেমন আজ ঘটেছে একটা। একটা বার্তা পেয়েছি আমার সেই দাদার কাছ থেকে। শস্য পরিবহন করে এ-রকম একটা জাহাজের ক্যাপ্টেন মেমফিস থেকে হাজির হয়েছেন থেবেসে, বার্তাটা নিয়ে এসেছেন তিনি।'

'ক্যাপ্টেন? কী নাম তাঁর?'

'টাউ—আমাকে সেটাই বলেছেন তিনি।'

'তাঁর সঙ্গে কখন দেখা হয়েছে আপনার?'

BanglaBook.org

'আজ ভোরে। গতকাল রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারিনি, আপনার আর রাজকুমারীর জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। ভোর হওয়ার আগেই উঠে পড়ি, বাইরে যাই। পাথর দিয়ে বানানো যে-ব্যক্তিগত জেটি আছে প্রাসাদের বাগানের সঙ্গে, গিয়ে দাঁড়াই সেখানে। ইচ্ছা ছিল সূর্যোদয় দেখবো, প্রার্থনা করবো দেবতা রা'র কাছে।

'তখন আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে আসছে রাতের কুয়াশা। হঠাৎ লক্ষ করি, আমি একা না। আমার কাছেই একটা তালগাছের কাণ্ডে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেউ, তাকিয়ে আছেন নীল নদের দিকে, বলা ভালো নদের এপাড়ে নোঙর-করে-রাখা একটা সওদাগরী জাহাজের দিকে। লোকটা লম্বা ও পেশিবহুল, পরনে নাবিকদের মতো কাপড়।

' "অপেক্ষা করছি আমি," আমাকে চমকে দিয়ে বলে উঠলেন তিনি, "কখন কুয়াশা কেটে যাবে, কখন বাতাস উঠবে নদে। মাল নিয়ে একটা সওদাগরী জেটিতে যেতে হবে আমাকে।"

'জানতে চাইলাম, "কোত্থেকে এসেছেন?"

"মেমফিস থেকে। মেমফিস আর থেবেসের গভর্নরের অনুমতি নেয়া আছে আমার, তাই অবাধে বাণিজ্য করতে পারি দু'জায়গাতেই।"

' "প্রার্থনা করি দেবতারা যেন সহায় হন আপনার। ...যদি কিছু মনে না করেন, ব্যক্তিগত কিছু প্রার্থনা করার ছিল আমার, অন্য কোথাও যেতে হবে আমাকে।"

' "দাঁড়ান। আসুন একসঙ্গে প্রার্থনা করি। আমিও রা'র উপাসক। আমার নাম টাউ।"

'সূর্য তখন উঠি উঠি করছে, ইঙ্গিতে পুব আকাশটা দেখালেন আমাকে টাউ।

'প্রার্থনা শেষ হলো আমাদের। আবারও চলে আসতে উদ্যত

BanglaBook.org

হয়েছি, আবারও আমাকে বাধা দিয়ে টাউ বললেন, "থেবেসের কী অবস্থা?"

'জানালাম তাঁকে।

'তিনি বললেন, "শুনলাম রানি রিমা নাকি তাঁর স্বামী খেপের্‌রাকে হারিয়ে শোক করতে করতে শেষপর্যন্ত মারা গেছেন? কেউ কেউ বলছে রানিকে নাকি তাঁর সন্তানসহ খুন করা হয়েছে?"

' "মিথ্যা কথা। আমাদের রানি শোক করছেন সত্যি, তবে তিনি মারা যাননি। বেঁচে আছেন আমাদের রাজকুমারীও।"

'মনে হলো আমার কথা শুনে খুশি হয়েছেন টাউ। দেবতাদেরকে ধন্যবাদ দিলেন তিনি। তারপর চাপা গলায় বললেন, "কোনও সন্দেহ নেই রাজকুমারী নেফ্‌রাই মিশরের সিংহাসনের যোগ্য উত্তরাধিকারিণী।"

' "আমাদের রাজকুমারীর নাম জানলেন কী করে?"

' "একজন সাধু বলেছেন আমাকে।"

' "সাধু?"

"তপস্বীও বলতে পারেন তাঁকে, কারণ নির্জনে উপাসনা করতে পছন্দ করেন তিনি। তাঁর কাছে আমার জীবনের সব পাপের কথা স্বীকার করেছি আমি।"

' "কোথায় থাকেন সেই সাধু?"

"মেমফিসে বেশ কয়েকটা পিরামিড আছে, কতগুলো সমাধিও আছে। জায়গাটা এখন বিরান তেপান্তরের মতো হয়ে গেছে। ওখানেই থাকেন তিনি।"

' "আর কী বলেছেন তিনি?"

"রাজকুমারী নেফ্‌রার ধাইমার নাম। ওই মহিলার সঙ্গে নাকি রক্তের সম্পর্ক আছে তাঁর।"

' "কী নাম সেই মহিলার?" আমার গলা তখন কাঁপছে।

"কেম্মাহ্‌। ধাইমা হলেও তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের। ...আমি

BanglaBook.org

থেবেসে আসছি শুনে আমাকে কিছু কথা বলেছেন সেই সাধু, আরও বলেছেন যদি লেডি কেম্মাহ্‌র সঙ্গে দেখা হয় তা হলে তাঁকে যেন বলি কথাগুলো। সেসব এত গোপনীয় যে, পার্চমেন্টে লিখে দেয়ার মতো না।"

'মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছি আমি, নিষ্পলক চোখে দেখছি টাউকে। তিনিও দাঁড়িয়ে আছেন একই ভঙ্গিতে, নির্নিমেষ দেখছেন আমাকে। ভাবছি, পুরো ব্যাপারটা কোনও ফাঁদ কি না। আমাকে ফাঁসানোর জন্য আপেপির গুপ্তচরদের কোনও চাল কি না।

'বললাম, "গোপন বার্তাটা যদি অন্য কোনও মহিলাকে দেন, সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া কেম্মাহ্‌ নামের একাধিক মহিলা থাকতে পারে থেবেসে। আসল কেম্মাহ্‌ কে, জানবেন কী করে?"

' "ওই সাধু একটা উপায় বাতলে দিয়েছেন আমাকে।"

' "কী?"

"নীলকান্তমণির একটা কবচ দিয়েছেন তিনি আমাকে, বলেছেন ওটা বিশেষ একটা প্রার্থনার প্রতীক। প্রার্থনাটার কিছু অংশ এ-রকম: *যে এই পবিত্র কবচ পরে থাকবে, তাকে যেন রাতের বেলায় রক্ষা করেন দেবতা রা। যে এই পবিত্র কবচ পরে থাকবে, তাকে যেন জলের বুকে রক্ষা করেন দেবতা রা...*" আমাকে সরু চোখে দেখছেন টাউ। "লেডি, ওই সাধু বলেছেন, বাকি অংশ জানা থাকার কথা আসল কেম্মাহ্‌র।"

"*এবং সে যেন দেবতা থথ্‌-এর আশীর্বাদ পায়,*" বলছি আমি, "*এবং দেবতা ওসিরিস যেন এত সন্তুষ্ট হন ওর উপর, যাতে পরকালে ওকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসেন প্রতিদিন।*"

'মুচকি হাসলেন টাউ। "নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না যা বলেছেন আপনি, তা ওই সাধুর বলে-দেয়া প্রার্থনার সঙ্গে হুবহু

BanglaBook.org

মিলে গেছে কি না। কারণ আমার স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল, বিশেষ করে প্রার্থনা বা দেবতাদের বেলায়। ...হয়তো আমার অবস্থা অনুমান করে নিয়েই আরও একটা কথা বলেছেন ওই সাধু।"

' "কী?"

"আসল কেম্মাহ্ নাকি নীলকান্তমণির-কবচটার মতো দেখতে একটা কবচ পরে থাকেন সবসময়।"

' "আপনার কবচটা দেখাতে পারবেন?"

'এদিকওদিক তাকালেন টাউ, নিশ্চিত হলেন কেউ দেখছে না আমাদেরকে। তারপর একটা হাত ঢুকিয়ে দিলেন পোশাকের ভিতরে, বের করে আনলেন ছোট্ট আর খুব পুরনো একটা লিপিফলকের অর্ধেকটা। খোদাই করে কয়েকটা কথা লেখা আছে ওই ফলকে। দড়ির সাহায্যে ওটা ঝুলিয়েছেন তিনি নিজের ঘাড়ে। ...ফলকটা মাঝামাঝি জায়গায় ভেঙে গেছে। বলা ভালো করাত দিয়ে সমান দু'ভাগে কাটা হয়েছে ওটাকে। এমনভাবে করা হয়েছে কাজটা, যাতে অনেকগুলো খাঁজ থেকে যায় দুটো টুকরোতেই।

'একনজর দেখেই চিনতে পারলাম ফলকটা। ঠিক ও-রকম দেখতে আরেকটা টুকরো অনেক বছর আগে আমাকে দিয়েছিলেন আমার সেই দাদা। বলেছিলেন যদি কখনও সাহায্যের দরকার হয়, তা হলে যেন নিদর্শন হিসেবে ওটা পাঠাই তাঁর কাছে। তারপর থেকে আমার কাপড়ের নিচে, বুকের উপর ঝুলছে ওটা।

'বের করলাম জিনিসটা, টাউয়ের টুকরোটার সঙ্গে মেলালাম। খাঁজে খাঁজে মিলে গেল টুকরো দুটো—এত বছরেও ক্ষয়ে যায়নি পাথরের লিপিফলক।

'টাউও খেয়াল করেছেন ব্যাপারটা। মাথা ঝাঁকিয়ে তিনি বললেন, "লেডি কেম্মাহ্, কল্পনাও করিনি এভাবে দেখা হয়ে যাবে আপনার সঙ্গে। যদি কিছু মনে না করেন...আসলে নিরাপত্তার

BanglaBook.org

খাতিরে জানতে চাইছি...ওই সাধুর নামটা বলবেন? তাঁর ব্যাপারে আর কী কী জানেন আপনি, বলবেন?"

' "তাঁর নাম রয়। বেশিরভাগ লোকের কাছে *রাজপুত্র রয়* নামে পরিচিত তিনি । তাঁর বাবা মারা গেছেন আজ থেকে অনেক বছর আগে। যেমনটা বলেছেন আপনি...মেমফিসের পিরামিডসংলগ্ন এলাকায় থাকেন তিনি। গোপন একটা ভ্রাতৃসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা বলা হয় তাঁকে। বড় বড় সাদা দাড়ি আর চুল আছে তাঁর। এত বয়স, তারপরও চেহারাটা সুন্দর। কণ্ঠ মনোরম। অন্ধকারেও দেখতে পান বিড়ালের মতো, কারণ তপস্যার জন্য লম্বা একটা সময় কাটিয়েছেন অন্ধকারে। দিনের পর দিন আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মাটিতে-হাঁটু-গেড়ে প্রার্থনা করার কারণে শক্ত হয়ে গেছে তাঁর দুই হাঁটু। যখনই একা থাকেন, খুব দ্রুত বিড়বিড় করে কথা বলেন নিজের সঙ্গে—নিজেকেই প্রশ্ন করেন, আবার নিজেই সে-প্রশ্নের জবাব দেন। ...যা বললাম, তারচেয়ে বেশি কিছু আপাতত মনে পড়ছে না সাধু রয় সম্পর্কে। কারণ লিপিফলকের টুকরোটা যেদিন দিয়েছিলেন তিনি আমাকে, সেদিনই তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল আমার। মাঝখানের এতগুলো বছরে আর কী পরিবর্তন হয়েছে তাঁর, বলতে পারবো না।"

' "লেডি, যা বর্ণনা দিলেন আপনি তাতেই চলবে। তবে আপনার বর্ণনার সঙ্গে এখনকার সাধু রয়ের পার্থক্য হচ্ছে, তাঁর মাথায় চুল নেই বললেই চলে। তিনি এত শুকিয়ে গেছেন যে, এখন আর সুদর্শন বলার উপায় নেই। তাঁকে হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে অনেক বয়স্ক কোনও বাজপাখি। ...তারপরও, সন্দেহ নেই, আমরা আসলে একই লোকের ব্যাপারে কথা বলছি।"

' "তাঁর বার্তাটা নিশ্চিন্তে বলতে পারেন আমাকে।"

BanglaBook.org

'বদলে গেল টাউয়ের চেহারা। "আপনাদের রানির সামনে ভীষণ বিপদ। এই শহরে এমন কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক আছে যারা নিজেদের ভালোর জন্য রানির ক্ষতি করতে চায়। ওরা আগামীকাল অথবা পরশু রানির কাছে যাবে, তাঁকে নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখার প্রস্তাব দেবে। তিনি যদি তাঁদের কথায় প্ররোচিত হন, তা হলে খুব শীঘ্রিই বন্দি হবেন ট্যানিসে আপেপির যে-পাতাল কারাগার আছে সেখানে—যদি ওখানে নিয়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা হয় তাঁকে।"

' "রানিকে বাঁচানোর কোনও পরিকল্পনা আছে আপনার?"

"আছে। একটু আগেই বলেছি, একটা সওদাগরী জেটিতে যেতে হবে আমাকে। আমার জাহাজে তিনজন যাত্রীও আছে। তাদের একজন সাধারণ এক কৃষক, আটিদের ভয়ে বাপ-দাদার ভিটা ছেড়েছে। আরেকজন আপনার মতো দেখতে মাঝবয়সী এক মহিলা, আমার ধর্মবোন। তৃতীয়জন সুন্দরী এক মেয়েছেলে—আমার বউ, কোলে তিন মাস বয়সের একটা মেয়ে বাচ্চা। ...যে-জেটির কথা বললাম সেখানে নেমে যাবে ওই কৃষক। তারপর মাল খালাস হয়ে গেলে আমার বোন, বউ আর বাচ্চাকে খুবই গোপনে কয়েকদিনের জন্য রেখে যাবো আমার এক বন্ধুর বাড়িতে, এখানেই এক জায়গায়। তারপর...বাকিটা কি বুঝতে পারছেন, লেডি কেম্মাহ্?"

' "পারছি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কখন এবং কীভাবে?"

"আজ রাতে। শুনেছি নীল নদের দেবতার সম্মানে ধর্মীয় একটা উৎসব আছে আজ আপনাদের শহরে। ভূরিভোজ হবে সে-উপলক্ষে। রাতটা উদ্‌যাপন করার জন্য অনেকেই নাকি নৌকা নিয়ে ভেসে পড়বে নদে। সঙ্গে থাকবে জ্বলন্ত লণ্ঠন, গলায় থাকবে দেবতার স্তুতিগান। ওদেরকে কৌশলে এড়িয়ে আমার জাহাজ নিয়ে এই জেটিতে চলে আসার চেষ্টা করবো আমি। আমার

BanglaBook.org

অনুমান, তখন দক্ষিণদিক থেকে বাতাস বইবে নদের উপর। ...আপনি কি সূর্য ওঠার ঘণ্টাখানেক আগে এই তালগাছগুলোর আশপাশে থাকতে পারবেন রানি আর রাজকুমারীকে নিয়ে?"

' "সম্ভবত পারবো। ...একটা কথা বলুন তো। ঠিক কোথায় নিয়ে যাবেন আপনি আমাদেরকে?"

' "সাধু রয়ের কাছে। তিনি বলেছেন তাঁর আস্তানা গরিবখানা হলেও নিরাপদ।"

' "কীভাবে জানবো আপনি কোনও ফাঁদে ফেলছেন না আমাদেরকে? কীভাবে নিশ্চিত হবো আপনিও আটিদের একজন গুপ্তচর না? কীভাবে বুঝবো আপনিও একজন থেবান বিশ্বাসঘাতক না, যে আসলে লোভ দেখিয়ে শেষ করে দিতে এসেছে আমাদেরকে?"

' "নীলকান্তমণির সেই কবচের নামে শপথ করে বলছি, যদি স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে কোনও ক্ষতি করার চেষ্টা করি আপনাদের, তা হলে যেন অনন্তকাল জ্বলি নরকের আগুনে। ...আপনার প্রশ্নের জবাবে এর বেশি কিছু বলার নেই আমার।"

'আবারও একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম আমরা কিছুক্ষণ। ভয় আর সন্দেহ দিয়ে ভরে গিয়েছিল আমার মন। ...দেবতারাই জানেন, ওই লোকের জাহাজে গিয়ে যদি উঠি, তা হলে কী হতে পারে। নিজের জন্য কোনও চিন্তা নেই আমার, আপনাকে আর রাজকুমারীকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিলাম আমি তখন।'

'বুঝতে পারছি,' এতক্ষণ পর মুখ খুললেন রানি রিমা। 'তারপর কী হলো?'

'আমি চুপ করে আছি দেখে টাউ জিজ্ঞেস করলেন, "আজ ভোররাতে আসছেন তো?"

' "হ্যাঁ," জবাব দিলাম আমি। "ভোররাতে এখানে পাবেন

BanglaBook.org

আমাদেরকে। কিন্তু একটা সমস্যা আছে।"

' "কী?"

"রানি যদি তাঁর নিজের পোশাক পরে নৌকায় ওঠেন, সহজেই ধরা পড়ে যাবেন। মিশরের সাধারণ মেয়েছেলেরা পরে এ-রকম আটপৌরে কাপড় পাই কোথায় এখন? একদিনের মধ্যে বানিয়ে নেয়া সম্ভব না। তা ছাড়া বানাতে গেলে কথা উঠবে, সন্দেহ দেখা দেবে অনেকের মনে।"

'মুচকি হাসলেন টাউ। "মহান রয় শুধু একজন সাধুই না, তিনি ভবিষ্যৎও দেখতে পারেন সম্ভবত।" বলে, একটু এগিয়ে গিয়ে একটা পাথরের আড়াল থেকে একটা গাঁটরি বের করে নিয়ে এলেন, বাড়িয়ে ধরলেন আমার দিকে। "এই নিন। আপনাদের যা যা লাগবে তার সবই এই গাঁটরির ভিতরে পাবেন।"

'লোকটাকে ধন্যবাদ দিলাম আমি।

' "এখন তা হলে আসি, লেডি কেম্মাহ্। কুয়াশা কেটে গেছে, নদে জাহাজ চালাতে সমস্যা হবে না। ...মনে রাখবেন, সূর্য ওঠার একঘণ্টা...না...দু'ঘণ্টা আগে আবার এখানে আসবো আমি।"

'চলে গেলেন টাউ, আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম আমিও। ইচ্ছা করলে ঘটনাটা আগেই বলতে পারতাম আপনাকে, কিন্তু বলিনি। ভেবেছিলাম ওই লর্ড আর পুরোহিতরা কী বলে শুনি আগে।'

'গাঁটরির ভিতরে কী আছে, দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করলেন রিমা।

'জী। দুটো আলখাল্লা। আরও কিছু কাপড় আছে—কৃষকদের বউরা বাড়ির-বাইরে-কোথাও গেলে যে-রকম কাপড় পরে, সে-রকম। ওগুলো আপনার আর আমার গায়ে ঠিকমতোই আঁটবে মনে হয়। রাজকুমারীর জন্যও কিছু কাপড় আছে।'

'চলুন গিয়ে দেখি।'

BanglaBook.org

তিন

পলায়ন

প্রাসাদের অন্দরমহলে আছেন রানি রিমা। খোজা প্রহরীরা আছে পাহারায়, বলা ভালো পাহারায় থাকার কথা ওদের। রাজকীয় প্রতীক, অলঙ্কার, সুযোগসুবিধা ইত্যাদি এখনও ব্যবহার করছেন তিনি।

অন্দরমহলের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে রু—দৈত্যাকৃতির এক ইথিয়োপিয়ান, একসময় ফারাও খেপের্‌রার দেহরক্ষী ছিল। যুদ্ধের ময়দানে অভাবনীয় বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে লোকটা। খেপের্‌রাকে যখন ঘিরে ধরে শত্রুপক্ষের বেশ কয়েকজন সৈন্য, রণহুঙ্কার ছেড়ে এগিয়ে যায় সে; নিজহাতে একে একে খুন করে শত্রুপক্ষের ছ'জনকে, তারপর উদ্ধার করে ওর প্রভুকে। আটিরা যেভাবে ভেড়া বয়ে নিয়ে যায়, গুরুতর আহত খেপের্‌রাকে সেভাবে কাঁধে তুলে নেয় সে, তারপর নিয়ে আসে নিরাপদ জায়গায়।

টাউ যে-কাপড়গুলো দিয়েছেন, সেগুলো দেখেছেন রানি রিমা আর লেডি কেম্মাহ্, তারপর লুকিয়ে রেখেছেন। এখন তাঁরা দু'জনে কথা বলছেন। কাছেই ছোট একটা বিছানায় ঘুমিয়ে আছে রাজকুমারী নেফ্‌রা।

'আপনার পরিকল্পনাটা বিপজ্জনক,' বললেন রানি। বিচলিত

BanglaBook.org

মনে হচ্ছে তাঁকে, পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন তিনি, একটু পর পর তাকাচ্ছেন ঘুমন্ত বাচ্চাটার দিকে। 'মেমফিসে যেতে বলছেন আমাকে, অথচ সেখানে যাওয়া আর সোজা হায়েনার সামনে হাজির হওয়া এক কথা। কাজটা করতে বলছেন, কারণ আপনার দাদার কাছ থেকে হঠাৎ হাজির হয়েছেন এক বার্তাবাহক। যদি বলি, অনেক আগেই মারা গেছেন আপনার সেই দাদা? যদি বলি, আমাদেরকে পাকড়াও করার জন্য টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে মরা মানুষটাকে?'

'তা হলে পাথরের সেই লিপিফলকের কথা বলবো আমি,' বললেন কেম্মাহ্। 'কীভাবে খাঁজে খাঁজে মিলে গেল টুকরো দুটো, তা যেন এখনও ভাসছে আমার চোখের সামনে।'

'হ্যাঁ, মিলে যেতে পারে। ওগুলো একই কবচের টুকরোও হতে পারে। কিন্তু ও-রকম পবিত্র জিনিসের কথা অহরহ শোনা যায়। যদি বলি, কেউ জানত বা জেনেছে সাধু রয় একটা টুকরো দিয়েছেন আপনাকে? যদি বলি, তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর গলা থেকে অন্য টুকরোটা খুলে নেয়া হয়েছে? অথবা, তিনি হয়তো মারা যাননি, কিন্তু যদি বলি তাঁর সেই টুকরোটা চুরি হয়ে গেছে?'

চুপ করে আছেন লেডি কেম্মাহ্। আসলে বুঝতে পারছেন না, ঠিক কী বলে দূর করা যেতে পারে রানির সন্দেহ।

'কে এই টাউ?' বলছেন রিমা। 'বলা নেই কওয়া নেই হুট করে হাজির হলেন কেন তিনি? আর এত সহজে খুঁজে পেলেন কী করে আপনাকে? জাহাজ নিয়ে মেমফিস থেকে ভেসে আসবেন তিনি, তারপর ফিরে যাবেন সেখানে, অথচ কেউ তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না, তা-ও আবার যখন যুদ্ধ মাত্র শেষ হয়েছে তখন—এত সহজ? আপনাকে তাঁর বোন আর আমাকে তাঁর বউ সাজানোর জন্য সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন নিজের ধর্মবোন আর বউকে—সব কেমন বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে না?'

BanglaBook.org

'লোকটা আসলে কে, জানি না। নীলকান্তমণির কবচটা দেখার পর আমি আর সন্দেহ করিনি তাঁকে।'

'কিন্তু আমার মন থেকে সন্দেহ যাচ্ছে না। কেন যেন মনে হচ্ছে, ওই লোককে বিশ্বাস করা আর নীল নদের পানিতে বাচ্চাসহ ডুবে মরা সমান কথা। মনে হচ্ছে, লোকটার জাহাজে গিয়ে ওঠা আর ট্যানিসের পাতাল কারাগারে বন্দি-থাকা-অবস্থায় মারা যাওয়া একই কথা। ...তারচেয়ে বরং যেখানে আছি সেখানেই থাকি। আমাদেরকে রক্ষা করার ইচ্ছা যদি আসলেই থেকে থাকে দেবতাদের, পৃথিবীর যে-কোনও জায়গায় কাজটা করতে পারবেন তাঁরা।'

'ঠিক আছে, মানলাম আপনার কথা। চলুন কিছু খেয়ে নিই এখন। পরে কী হবে তা পরে দেখা যাবে।'

খাওয়া শেষ করলেন তাঁরা।

রাত নেমেছে। প্রাসাদের ভিতরটা সুনসান। একটা প্রদীপ হাতে নিয়ে প্রাসাদের ভিতরে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালেন কেম্মাহ্। মনে হচ্ছে সবাই চলে গেছে। দেখা মিলল শুধু বুড়ো এক অসুস্থ দাসের। লোকটা জানাল, নীল নদের দেবতার সম্মানে আয়োজিত ভোজউৎসবে যোগ দিতে গেছে সবাই। তারপর নৌকা নিয়ে নেমে পড়বে নদের পানিতে।

'ফারাও খেপেরা বেঁচে থাকলে এ-রকম হতো না,' আক্ষেপ করে বলল লোকটা। 'কে কবে শুনেছে, প্রাসাদে থাকার কথা যাদের, তারা সেটা খালি ফেলে রেখে উৎসবে যোগ দিতে যায়? যুদ্ধের পর স্বার্থপর হয়ে গেছে সবাই, এখন সবার মনে একটাই চিন্তা: চাচা আপন পরান বাঁচা। লেডি কেম্মাহ্, বাজি ধরে বলতে পারি, টাকার খেলা চলছে প্রাসাদের বাইরে। যেভাবে খাবার ছুঁড়ে দেয়া হয় মুরগির সামনে, সেভাবে টাকা বিলিয়ে কিনে নেয়া হচ্ছে সবাইকে। কোত্থেকে আসছে এত টাকা, জানি না। ঘুষ নেয়ার

BanglaBook.org

প্রস্তাব পেয়েছিলাম আমিও, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেছি। কারণ বয়স হয়েছে আমার, বাঁচি না মরি ঠিক নেই, অবৈধ টাকা দিয়ে কী করবো? যে-ক'দিন বেঁচে আছি, দু'বেলা দু'মুঠ খেতে পেলে আর কিছু চাই না।'

লোকটাকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখলেন কেম্মাহ্। তারপর বললেন, 'বন্ধু, ঠিকই বলেছ, টাকার দরকার নেই তোমার। ...একটা কথা বলো তো। প্রাসাদের সব দরজার খবর জানো তুমি?'

'জী, জানি। অসুস্থ হয়ে পড়ার আগপর্যন্ত আমার কাজই ছিল দরজাগুলোয় তালা লাগানো আর খোলা। সবগুলো দরজার একগোছা বাড়তি চাবি এখনও আছে আমার কাছে। তালা লাগানো ছাড়াও এমন কিছু কৌশল জানি, যা অবলম্বন করলে, তালা খুলে ফেলা হলেও দরজা সহজে খুলতে পারবে না শত্রুপক্ষের লোকজন।'

'তা হলে, বন্ধু, এক কাজ করো। যত কষ্টই হোক গিয়ে তালা মারো সবগুলো দরজায়, তারপর তোমার সেই বিশেষ কৌশল খাটাও। কাজ শেষে চাবির গোছা নিয়ে চলে এসো অন্দরমহলে। ...অনুমতি না-নিয়ে যারা উৎসব করতে গেছে, তাদের উচিত শিক্ষা হবে। আগামীকাল সূর্য ওঠার আগপর্যন্ত প্রাসাদের বাইরে থাকবে তারা।'

'ঠিক, উচিত শিক্ষা হবে লোকগুলোর। চাবির গোছাটা নিয়ে এখনই যাচ্ছি আমি। ...লণ্ঠনটা কোথায় রাখলাম? ওটা জ্বালাতে হবে।'

আধ ঘণ্টা পর অন্দরমহলে হাজির হলো লোকটা। জানাল, সবগুলো দরজায় তালা দিয়েছে। প্রতিটা দরজাই খোলা ছিল, এবং চাবি ছিল না কোনও দরজার সঙ্গেই।

চাবির গোছাটা লেডি কেম্মাহ্-এর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল,

BanglaBook.org

'দয়া করে নিন এটা, এত ওজন আর সামলাতে পারছি না।'

লোকটার হাত থেকে গোছাটা নিলেন লেডি কেম্মাহ্। বললেন, 'অন্দরমহলের দরজায় যে-গেটহাউস আছে, সেখানে যাও তুমি, কড়া নজর রাখবে। কাউকে যদি অন্দরমহলের দিকে আসতে দেখো, সঙ্গে সঙ্গে জানাবে রুকে। মনে থাকবে?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। কোনও একটা কাজ পাওয়া গেছে ভেবে গর্বিত বোধ করছে সে। যদিও বুঝতে পারছে না অন্দরমহলের গেটহাউসে হঠাৎ নজরদারির দরকার হয়েছে কেন। কিন্তু সে-ব্যাপারে কিছু জানতে না চেয়ে বলল, 'আপনার কথামতো কাজ করবো।' রওয়ানা দিল গেটহাউসের উদ্দেশে।

রু'র কাছে গেলেন কেম্মাহ্, জরুরি কিছু কথা বললেন দৈত্যাকৃতির লোকটাকে। মনোযোগ দিয়ে শুনল সে, মাথা ঝাঁকাল কয়েকবার। তারপর ষাঁড়ের চামড়া দিয়ে বানানো একটা বর্ম পরে নিল নিজের বিশাল দেহকাঠামোর উপর। দেখে নিল ওর বর্শাগুলো হাতের কাছেই আছে কি না, লড়াইয়ের সময় ব্রোঞ্জের যে-বিশাল হাতকুড়াল ব্যবহার করে সেটার ফলা ধারালো আছে কি না। সবশেষে কয়েকটা প্রদীপ জ্বালিয়ে এমনভাবে রাখল দেয়ালের কুলুঙ্গিতে, যাতে দরজা ভেঙে কেউ যদি উঠে আসে সিঁড়ি দিয়ে তা হলে আলো পড়বে লোকটার উপর, অথচ সিঁড়ির শেষমাথায় থাকার কারণে সে নিজে থেকে যাবে অন্ধকারে।

প্রাথমিক কাজ মোটামুটি শেষ। রিমার কাছে ফিরে এলেন কেম্মাহ্। নেফ্রার বিছানার পাশে মনমরা হয়ে বসে আছেন রানি।

কেম্মাহ্কে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকালেন রিমা। কিছুটা আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'আপনার হাতে বর্শা কেন?'

'কারণ বর্শা দিয়ে দুটো কাজ করা যায়। ভর দিয়ে দাঁড়ানো যায়, আবার কেউ হামলা করলে ঠেকানো যায়। ...থমথম করছে প্রাসাদের ভিতরটা, কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে নিয়তি ঘনিয়ে

BanglaBook.org

আসছে।'

'আপনি অদ্ভুত একটা মানুষ, কেম্মাহ্,' বলে শুয়ে পড়লেন রিমা। ঘুমিয়ে গেলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই।

কিন্তু কেম্মাহ্ ঘুমালেন না। অপেক্ষা করছেন তিনি। রু যেখানে পাহারা দিচ্ছে সে-জায়গা আড়াল করে রেখেছে একটা পর্দা, তাকিয়ে আছেন সেটার দিকে।

প্রাসাদের ভিতরে তো বটেই, বাইরেও অখণ্ড নীরবতা। কখনও কখনও বিষণ্ন কণ্ঠে ডেকে উঠছে একটা-দুটো কুকুর, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে সে-আওয়াজ। শহরের সবাই বোধহয় উৎসবে যোগ দিতে গেছে, তা না হলে চারদিক এত সুনসান হওয়ার কথা না।

কখন যেন চোখ লেগে এসেছিল কেম্মাহ্‌র। হঠাৎ মনে হলো তাঁর, প্রাসাদের কোনও একটা দরজা ধরে ঝাঁকাচ্ছে কেউ, ভিতরে ঢুকতে চাইছে। উঠলেন তিনি, পর্দা সরিয়ে হাজির হলেন রু'র কাছে। 'কিছু শুনেছ?'

'জী, লেডি। প্রাসাদের ভিতরে ঢুকে পড়তে চাইছে একাধিক লোক, কিন্তু দরজা খুলতে পারছে না। বুড়ো দাসটা আমাকে বলল ওরা আসছে, তারপরই কোথায় যেন পালিয়ে গেল। ...গেটহাউসে যাবেন আপনি? কী ঘটছে আসলে, দেখবেন?'

অন্ধকারে কিছু ঠাহর করা যায় না, হাতড়ে হাতড়ে সরু একটা সিঁড়ি বেয়ে গেটহাউসের ছাদে হাজির হলেন কেম্মাহ্। মেঝে থেকে ত্রিশ ফুট উপরে আছেন তিনি। এখানে সবসময় পাহারাদার থাকার কথা, কিন্তু এখন কেউ নেই।

ছাদের তিনদিকে নিচু প্রাকার আছে। প্রাকারের জায়গায় জায়গায় ছিদ্র—প্রয়োজন হলে সেগুলো দিয়ে তীর নিক্ষেপ করা যাবে। ছাদের আরেকদিক গিয়ে মিশেছে প্রাসাদের মূল দেয়ালের সঙ্গে, ওখানে মোটা গরাদে-দেয়া বড় জানালা আছে।

জানালাটার কাছে এগিয়ে গেলেন কেম্মাহ্।

BanglaBook.org

আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ। রূপালি আলোয় ভেসে যাচ্ছে প্রাসাদের বাগানটা এবং পুরো শহর। কিন্তু নীল নদটা দেখা যাচ্ছে না এত দূর থেকে। তবে যারা নৌকায় ভাসতে ভাসতে স্তুতিগান গাইছে, তাদের সম্মিলিত আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, গুঞ্জনের মতো মনে হচ্ছে সেটা। সূর্য ওঠার আগে ফিরবে না ওরা।

প্রাসাদের একদিকের একটা দরজার বাইরে জড়ো হয়েছে একদল লোক। দেখে মনে হচ্ছে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করছে ওরা। এতক্ষণ ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল, এবার একটু সরে গিয়ে চাঁদের আলোয় দাঁড়াল। মোট আটজন ওরা, গুনলেন কেম্মাহ্। সবাই সশস্ত্র। চাঁদের আলোয় চকচক করছে ওদের প্রত্যেকের বর্শার ফলা। পরামর্শ শেষ হয়েছে ওদের, দেখে মনে হচ্ছে সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছে। এখন বাগানের উপর দিয়ে চুপিসারে এগিয়ে আসছে প্রাসাদের ব্যক্তিগত ঘরগুলোর দিকে।

সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত পায়ে নামলেন কেম্মাহ্, রু'র কাছে গিয়ে জানালেন কী দেখেছেন।

'আপনার জায়গায় আমি থাকলে,' কঠোর হয়ে গেছে রু'র চেহারা, 'গরাদের ফাঁক দিয়ে বর্শা ছুঁড়ে ঘায়েল করতাম ওদের দু'-একজনকে।'

'কাজটা কি ঠিক হতো? আমরা এখনও নিশ্চিতভাবে জানি না ওরা শত্রুপক্ষের লোক কি না। হতে পারে ওরা বার্তাবাহক। আবার ওরা সৈন্যও হতে পারে—রানিকে পাহারা দিতে এসেছে হয়তো। ওরা আসলে কারা, জানার আগপর্যন্ত একটু ধৈর্য ধরো।'

'ওরা যে-দরজার দিকে এগিয়ে আসছে সেটা বেশি মজবুত না। ইচ্ছা করলে ভেঙে ফেলতে পারবে দরজাটা। তখন লড়াই হবে—আটজনের বিরুদ্ধে একজন। যদি আমার কিছু হয়ে যায়, রানি রিমা আর রাজকুমারী নেফ্রাকে বাঁচাবেন কীভাবে?'

'বাঁচানোর কোনও উপায় নেই। কাজেই, রু, দেবতাদের

BanglaBook.org

কাছে প্রার্থনা করো, তাঁরা যেন এত শক্তি দেন তোমাকে, যাতে ওই লোকরা হামলা করলে সামাল দিতে পারো।'

'প্রাণ থাকা পর্যন্ত চেষ্টা করে যাবো আমি।'

একটা চিন্তা খেলে গেল কেম্মাহ্‌র মাথায়। 'আচ্ছা, রু, মনে করো ওদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছ তুমি। তারপর তোমাকে বলা হলো রানি রিমা, রাজকুমারী নেফ্‌রা আর এক ধাইমার বদলে সাধারণ এক চাষার-বউ, আটপৌরে এক মিশরীয় মহিলা আর এক ক্ষেতমজুরের নবজাতক মেয়ের সঙ্গে পালিয়ে যেতে হবে। পারবে কাজটা করতে?'

'মনে হয় পারবো।'

'আশ্চর্য হবে না তো?'

'না, হবো না, কারণ আমার বিস্ময়বোধ কম। তা ছাড়া এখান থেকে চলে যেতে পারলে ভালোই লাগবে। কারণ থেবানদের বিশ্বাসঘাতকতা দেখতে দেখতে মনটা বিষিয়ে গেছে। টাকাপয়সা, ক্ষমতা আর উচ্চতর সামাজিক অবস্থানের লোভে যারা রাতারাতি পরিণত হয়েছে আপেপির পা-চাটা কুকুরে, তাদের চেহারা দেখতেও ঘেন্না হয় আমার। ...কোথায় যাবেন আপনারা?'

'বাগানের সঙ্গে ব্যক্তিগত যে-জেটি আছে, সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করার কথা একটা জাহাজের। টাউ নামের এক লোক ওটার ক্যাপ্টেন। সূর্য ওঠার দু'ঘণ্টা আগে আমাদেরকে নিতে আসবেন তিনি। ওখানে একটা সমাধি আছে...জানো নিশ্চয়ই...ওটার কাছে যাওয়ার কথা আমাদের।'

'হ্যাঁ, জানি, কিন্তু...' কথা শেষ না করে থেমে গেল রু, কান পেতেছে। 'শুনতে পাচ্ছেন?' বলল ফিসফিস করে। 'কারা যেন আসছে!'

'মনে রেখো,' ফিসফিস করলেন কেম্মাহ্‌ও, 'আক্রান্ত হওয়ার আগে হামলা করা যাবে না।' দৌড়ে চলে গেলেন পর্দার আড়ালে।

BanglaBook.org

তাঁর ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল রিমার। উঠে বসলেন তিনি, চোখেমুখে প্রশ্ন।

'আটজন লোক এসেছে,' উত্তরটা দিলেন কেম্মাহ্। 'ওরা ভালো না খারাপ জানি না, ওদের উদ্দেশ্য কী তা-ও জানি না। তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে ফেলুন, টাউয়ের দেয়া পোশাক আর আলখাল্লা পরে ফেলুন। ...দয়া করে কথা বাড়াবেন না, যা বলছি তা করুন জলদি।'

কেম্মাহ্র চেহারার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন রিমা, তারপর ঝটপট কাজ শুরু করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি রানি থেকে হয়ে গেলেন চাষার-বউ, নেফ্রা রাজকুমারী থেকে হয়ে গেল চাষার-মেয়ে। আর লেডি কেম্মাহ্ হয়ে গেলেন আটপৌরে এক মিশরীয় রমণী।

টাউয়ের গাঁটরি খালি হয়ে গেছে, সেটার ভিতরে ঝটপট রানির মুকুট, রাজদণ্ড ইত্যাদি ভরে ফেললেন কেম্মাহ্। রানির গহনাগুলোও ভরলেন। কাজে লাগতে পারে ভেবে কিছু স্বর্ণমুদ্রাও নিলেন।

তাকিয়ে তাকিয়ে কেম্মাহ্র কাজ দেখছেন রিমা। 'এখন এই ভারী গাঁটরি বহন করবে কে?'

'আছে একজন।'

'কেম্মাহ্, আমাদের জীবন যখন বিপন্ন, তখন ওই স্বর্ণমুদ্রা আর অলঙ্কার কার জন্য নিচ্ছেন?'

'রাজকুমারী নেফ্রার জন্য।'

কারা যেন সমানে লাথি মারছে অন্দরমহলে ঢোকার দরজায়।

'খোলো!' হুঙ্কার ছাড়ল ওদের একজন। 'খোলো বলছি!'

'পারলে তোরাই খোল্!' পাল্টা হুঙ্কার ছাড়ল রু। 'কিন্তু জেনে রাখিস্, দরজা ভেঙে যে আগে ঢুকবে, সে আগে মরবে।'

BanglaBook.org

'আমরা রানি আর রাজকুমারীকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'কোথায়?'

'এমন এক জায়গায়, যেখানে এখানকার চেয়েও বেশি নিরাপদে থাকতে পারবেন তাঁরা।'

'সাক্ষাৎ যম হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি, আমার চেয়ে বেশি নিরাপত্তা কে দিতে পারে রানিকে?'

কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর আবার শোনা যেতে লাগল বাড়ির শব্দ। এবার কুড়াল ব্যবহার করছে লোকগুলো, একের পর এক কোপ মারছে দরজায়। একটু পর থেমে গেল সব আওয়াজ। কিছুক্ষণের মধ্যেই শোনা গেল ভোঁতা কিন্তু ভারী আরেকটা শব্দ। এবার বোধহয় গাছের গুঁড়ি ব্যবহার করছে ওরা, ওটা বয়ে নিয়ে ছুটে এসে ওটা দিয়ে জোরে গুঁতো মারছে দরজায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই কব্জা থেকে আলগা হয়ে গেল পাল্লা, কোনওকিছু বিধ্বস্ত হলে যে-রকম আওয়াজ হয় সে-রকম শব্দ তুলে ছিটকে পড়ে গেল একপাশে।

চিলের মতো ছোঁ মেরে ঘুমন্ত নেফ্‌রাকে তুলে নিলেন রিমা, জড়িয়ে ধরলেন বুকের সঙ্গে। তারপর একছুটে গিয়ে লুকালেন অন্ধকার এক কোনায়।

একলাফে পর্দার কাছে হাজির হলেন কেম্মাহ্, ফাঁক দিয়ে দেখছেন কী হচ্ছে সিঁড়ির কাছে। ছুঁড়ে মারার ভঙ্গিতে উঁচু করে ধরে রেখেছেন বর্শাটা।

সিঁড়ির মাথায় অন্ধকার এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে রু। ওর ডান হাতে একটা বর্শা, বাঁ হাতে হাতকুড়াল আর ছোট একটা ঢাল। আলো-আঁধারির পটভূমিতে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে ইথিয়োপিয়ান ওই দৈত্যকে।

তলোয়ার হাতে নিয়ে লম্বা একটা লোক হাজির হলো সিঁড়ির গোড়ায়। দরজা ভেঙে গেছে, চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে ওই

BanglaBook.org

জায়গা, রূপালি আলোর প্রতিফলনের কারণে চকচক করছে লোকটার বর্ম। রূপালি আলোয় চকচক করে উঠল অন্য কিছু একটা—রু'র বর্শার ফলা। ওটা সজোরে ছুঁড়ে মেরেছে সে, বিদ্যুচ্চমকের মতো ছুটে যাচ্ছে ওটা বর্মপরিহিত লোকটার দিকে। বর্ম ভেদ করে লোকটার বুক এফোঁড়ওফোঁড় করে দিল ধারালো ফলা—না দেখলে বিশ্বাস হয় না। হুড়মুড় করে পড়ে গেল লোকটা, দরজার ব্রোঞ্জের কব্জার সঙ্গে বাড়ি লেগে ঝনঝন আওয়াজ তুলল ওর বর্ম।

লোকটার পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে ওকে একটা স্তূপ বলে মনে হচ্ছে। ওকে টেনে একপাশে সরিয়ে দিল ওর কয়েকজন সঙ্গী। সতর্ক হয়ে গেছে ওরা। অপেক্ষা করছে, বোঝার চেষ্টা করছে প্রতিপক্ষের সঠিক সংখ্যা কত।

অপেক্ষা করছে রুও। হাতকুড়ালটা ডান হাতে নিয়েছে সে, উঁচিয়ে ধরে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। ঢালটা বাঁ হাতে তুলে ধরেছে মাথার কাছে, আড়াল করেছে মাথাটা।

হঠাৎ চিৎকার করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে ছুটে এল একটা লোক, হাতেধরা তলোয়ার দিয়ে সজোরে কোপ মারল রুকে। ঢাল দিয়ে আঘাতটা ঠেকাল রু, ভয়জাগানো রণহুঙ্কার ছেড়ে কুড়াল দিয়ে প্রচণ্ড কোপ মারল লোকটাকে। টুঁ শব্দ করারও সুযোগ পেল না লোকটা, একদিকে কাত হয়ে পড়ে গেল সিঁড়ির উপর। সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে ওর মৃতদেহ।

অকল্পনীয় একটা কাজ করে বসল রু এমন সময়। গেয়ে উঠল ইথিয়োপিয়ান একটা রণসঙ্গীত! রণসঙ্গীত গাইছে আর অবিশ্বাস্য দ্রুততা ও দক্ষতায় ডানে-বাঁয়ে সমানে চালাচ্ছে ওর হাতকুড়াল। একইসঙ্গে বিশাল শরীরটা নিয়ে নামছে সিঁড়ি দিয়ে।

ওর সেই কুড়ালের একেকটা প্রাণঘাতী কোপে একে একে নিহত হচ্ছে হামলাকারীরা, একে একে লুটিয়ে পড়ছে ওরা সিঁড়ির

BanglaBook.org

উপর। নিথর দেহগুলোকে পায়ের তলায় পিষে পিষে এগোচ্ছে তো এগোচ্ছেই রু, থামাথামির কোনও লক্ষণ নেই।

তারপরও, সিঁড়িটা অনেক চওড়া, পুরোটা কভার দেয়া সম্ভব না রু'র একার পক্ষে। ওর কুড়ালের কোপ এড়িয়ে অন্দরমহলের দিকে ছুটে এল এক হামলাকারী। পর্দা সরিয়ে ঢুকতে যাবে, এমন সময় দেখতে পেল কেম্মাহ্‌কে, থমকে গেল। চোখে চোখ রেখে একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে আছেন দু'জনে।

লোকটাকে চিনতে পেরেছেন কেম্মাহ্। জনৈক থেৰান লর্ড।

এই লোক কয়েকদিন আগে খেপের্‌রার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে আটিদের বিরুদ্ধে। অথচ আজ, ওদের টাকা খেয়ে, ওদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে অপহরণ করতে এসেছে রানিকে।

এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা দেখে রাগে রক্ত চড়ে গেল কেম্মাহ্‌র মাথায়। একলাফে আগে বাড়লেন তিনি, বর্শাটা দু'হাতে ধরে সজোরে ঢুকিয়ে দিলেন লোকটার গলায়। চিৎ হয়ে পড়ে গেল লোকটা, জবাইকরা মুরগির মতো ছটফট করছে।

এগিয়ে গিয়ে লোকটার মাথায় সজোরে লাথি মারলেন কেম্মাহ্। তারপর লোকটার মুখে থুতু ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, 'মর্, কুত্তা, মর্! তোর মতো বিশ্বাসঘাতকদের এই পরিণতিই হওয়া উচিত।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা গেল লোকটা।

অন্দরমহলের পর্দাটা এমনভাবে সরে গেল যে দেখে মনে হলো সেটার উপর আঘাত হেনেছে ঝোড়ো বাতাস। গোবরাটে দেখা যাচ্ছে রুকে। রক্তে গোসল হয়ে গেছে ওর। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ছ'জনকে খতম করেছি। আরেকজন কীভাবে যেন আমাকে ফাঁকি দিয়ে...' মেঝেতে পড়ে-থাকা লাশটা দেখে যা বোঝার বুঝে নিল। 'ভালো, খুব ভালো। এতদিন মেয়েমানুষ দেখামাত্র নাক সিটকেছি, আজ থেকে ভালো কিছু ভাবার চেষ্টা

BanglaBook.org

করবো ওদের ব্যাপারে। যা-হোক, জলদি করতে হবে আমাদেরকে। একটা কুত্তা বেঁচে গেছে, পালিয়েছে সে। মনে হয় খবর দিয়ে আনতে গেছে বাকিদেরকে। ...ওটা কী? মদের বোতল নাকি? দিন তো, খাই! পারলে একটা আলখাল্লাও দিন। আমাকে এই অবস্থায় দেখলে নির্ঘাত মূর্ছা যাবেন রানি।'

'আহত হয়েছ নাকি?' মদের বোতলটা রু'র হাতে ধরিয়ে দিলেন কেম্মাহ্।

'না, একটা আঁচড়ও পড়েনি।' ঢকঢক করে কিছু মদ গিলল রু, তারপর কেম্মাহ্র বাড়িয়ে দেয়া আলখাল্লাটা টেনেটুনে পরে নিল কোনওরকমে। 'এটা দেখি ছোট হয়ে গেছে আমার গায়ে! ...টানতে টানতে ওটা কীসের গাঁটরি নিয়ে আসছেন, লেডি কেম্মাহ্?'

'জেনে কাজ নেই। তোমার দায়িত্ব হচ্ছে এটা বহন করা। মনে রেখো, তুমি এখন যোদ্ধা না, বরং একজন কুলি। ...নাও, গাঁটরিটা কাঁধে নাও। সাবধান...মিশরের রানির মুকুট আছে ওটার ভিতরে! ...রানি, বেরিয়ে আসুন এবার, পথ আপাতত পরিষ্কার। একজন বাদে হামলাকারীদের সবাই মারা গেছে। ধন্যবাদ যদি দিতেই হয় তা হলে রু'র হাতকুড়ালটাকে দিতে হবে।'

আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন রিমা, কোলে নেফ্রো। গোবরাটের কাছে পড়ে-থাকা লাশটা দেখে কুঁকড়ে গেলেন, কী যেন বললেন বিড়বিড় করে।

লাশটার দিকে এগিয়ে গেলেন কেম্মাহ্। পড়ার সময়, যে-কোনও কারণেই হোক, একদিকে অনেকখানি সরে গেছে মৃত লর্ডের বর্ম; ওখানে গুঁজে রাখা রোল-করা একখণ্ড প্যাপাইরাস দেখা যাচ্ছে। ঝুঁকে পড়ে ওটা বের করে নিলেন কেম্মাহ্। খুলে চোখ বুলালেন দ্রুত।

মৃত লর্ডকে সম্বোধন করে লেখা হয়েছে ওটা। প্রধান

BanglaBook.org

পুরোহিতসহ আরও কয়েকজনের সিলমোহর দেখা যাচ্ছে।

লিখিত বার্তায় বলা হয়েছে:

দেবতাদের দোহাই দিয়ে এবং মিশরের মঙ্গলের খাতিরে আমরা আপনাকে আদেশ করছি, ব্যাবিলোনিয়ান রিমা আর তাঁর মেয়ে নেফ্‌রাকে আমাদের কাছে নিয়ে আসুন—সম্ভব হলে জীবিত, না হলে মৃত; যাতে তাঁদেরকে, আমাদের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী, তুলে দিতে পারি মহান আপেপির হাতে।

কথাগুলো পড়ে রানিকে শোনালেন কেম্মাহ্।

কাঁপছেন রিমা। একহাতে ধরে রেখেছেন নেফ্‌রাকে, আরেকহাতে ধরেছেন কেম্মাহ্‌কে। বললেন, 'বিশ্বাসঘাতক দিয়ে ভরা এই দেশে আসার আগে মরণ হলো না কেন আমার?'

'আরও কিছুক্ষণ যদি থাকেন প্রাসাদে, ঠিক ঠিকই মরণ হবে আপনার,' বললেন কেম্মাহ্। 'জলদি চলুন! আরও বিশ্বাসঘাতক এখনও বেঁচে আছে থেবেসে।'

কিন্তু প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছেন রানি। এক পা-ও এগোতে পারলেন না তিনি, ধপ করে বসে পড়লেন মেঝেতে।

ঘুমন্ত নেফ্‌রাকে চট করে ধরে ফেললেন কেম্মাহ্, তারপর আঁকড়ে ধরলেন বুকের সঙ্গে। কী করতে হবে তা জানিয়ে দিলেন রুকে।

'রানিকে না হয় কাঁধে তুলে নিলাম আমি,' বলল রু, 'কিন্তু গাঁটরিটার কী হবে? ওটা ফেলে যাবো?'

'না, ওটা ফেলে যাওয়া যাবে না। ওটা তোমার মাথায় তুলে নাও, রু, কুলিরা যেভাবে বোঝা বহন করে সেভাবে। রাজকুমারীকে একহাত দিয়ে সামলাচ্ছি আমি, আরেকহাত দিয়ে ধরে রাখবো গাঁটরিটা যাতে পড়ে না যায় ওটা।'

বিশাল দুই হাত দিয়ে রানিকে অনায়াসে কাঁধে তুলে নিল রু।

BanglaBook.org

তারপর গাঁটরিটা তুলে নিল মাথায়। নামতে শুরু করল সিঁড়ি দিয়ে। ভাঙা দরজাটা পার হয়ে বেরিয়ে এল বাইরে, চাঁদের আলোয়। সঙ্গে আঠার মতো সেঁটে আছেন কেম্মাহ্।

খোলা জায়গাটা পার হচ্ছেন তাঁরা, বাগান ছাড়িয়ে গিয়ে হাজির হবেন তালগাছগুলোর কাছে। এমন সময় ঘুম ভেঙে গেল নেফ্রার, নিচু গলায় কেঁদে উঠল সে। ওকে চটপট আলখাল্লার ভিতরে চালান করে দিলেন কেম্মাহ্, চাপা পড়ে গেল কান্নার আওয়াজ।

তালগাছগুলোর ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁরা। কী মনে হওয়ায় ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন কেম্মাহ্। সঙ্গে সঙ্গে যেন দম আটকে গেল তাঁর। অনেকগুলো লোক একসঙ্গে ছুটে যাচ্ছে প্রাসাদের অন্দরমহলের দিকে।

'আমরা যে পালিয়ে গেছি,' নিচু গলায় বললেন তিনি রুকে, 'তা বুঝতে বেশি সময় লাগবে না ওদের। চলো!'

ইচ্ছা ও সক্ষমতা দুটোই থাকার পরও দ্রুত পা চালাতে পারছে না রু, কারণ কেম্মাহ্। সে যত জলদি হাঁটবে তত পিছিয়ে পড়বেন তিনি, শেষে গাঁটরিটা পড়ে যাবে রু'র মাথা থেকে। নিশুতি রাতে মুকুটসহ অন্য ধাতব জিনিসগুলোর পতনের আওয়াজ শোনাবে কোনওকিছু বিধ্বস্ত হওয়ার শব্দের মতো, তারপর...

বাকিটা ভাবতে চাইল না রু।

সমাধিটার কাছে এসে পড়েছে ওরা। এত উত্তেজনা আর সামলাতে পারছেন না কেম্মাহ্, ধপ করে বসে পড়লেন তিনি ওটার এককোনায়।

একটা তালগাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন টাউ। বললেন, 'নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই চলে এসেছেন, লেডি কেম্মাহ্।'

BanglaBook.org

'একই কথা আপনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য,' হাঁপাচ্ছেন কেম্মাহ্।

'আমাদের জন্য ভালো খবর আছে। নীল নদে বাতাস বইছে। ...দেখা যাচ্ছে আপনারা তিনজনই এসেছেন। কিন্তু...' রুকে আপাদমস্তক দেখছেন টাউ, 'এই লোককে তো চিনলাম না!'

'ওর নাম রু, আমাদের দেহরক্ষী। খালি হাতে আপনার শরীরের সব হাড় ভেঙে ফেলতে পারবে সে।'

'কোনও সন্দেহ নেই,' রুকে আরেকবার আপাদমস্তক দেখলেন টাউ। 'তবে হাড় ভাঙাভাঙি নিয়ে পরেও কথা বলা যাবে, আপাতত জলদি চলুন আমার সঙ্গে।'

গাঁটরিটা রুর মাথা থেকে নামালেন তিনি, তুলে নিলেন নিজের কাঁধে। আরেকহাত দিয়ে ধরলেন কেম্মাহ্‌কে। এগিয়ে যাচ্ছেন জেটির দিকে।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে নীল নদের পানিতে, সেগুলোর সঙ্গেই ভাসছে একটা নৌকা। সঙ্গে যারা আছে তাদের সবাইকে নিয়ে ওটাতে উঠে পড়লেন টাউ, বৈঠা তুলে নিলেন হাতে। বৈঠা বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন দূরে নোঙর-করে-রাখা তাঁর জাহাজের দিকে।

ওটার কাছাকাছি গেছেন, এমন সময় তুলে নেয়া হলো নোঙর, ভিতর থেকে ছুঁড়ে দেয়া হলো একটা দড়ি। খপ্ করে দড়িটা ধরে ফেললেন টাউ, বেঁধে ফেললেন গলুইয়ের সঙ্গে। নামিয়ে দেয়া হয় দড়ির একটা মই, ওটা বেয়ে জাহাজের ডেকে উঠে পড়লেন তাঁরা সবাই।

'পাল তোলো!' চিৎকার করে আদেশ দিলেন টাউ।

'জী, ক্যাপ্টেন!' জবাব দিল একটা কণ্ঠ।

জোরালো দখিনা বাতাসের ধাক্কায় মিনিট তিনেকের মধ্যেই নীল নদের বুক চিরে এগোতে শুরু করল জাহাজটা।

একটা কেবিনে শুইয়ে দেয়া হয়েছে রানিকে, তাঁর সঙ্গেই

BanglaBook.org

আছে নেফ্‌রা। পাশের কেবিনটা বরাদ্দ করা হয়েছে কেম্মাহ্‌র জন্য। ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন টাউ, তাকিয়ে আছেন জেটির দিকে। দেখছেন, সেখানে জ্বলন্ত লণ্ঠন হাতে উত্তেজিত ভঙ্গিতে ছোটাছুটি করছে বেশ কয়েকজন লোক। বুঝতে অসুবিধা হয় না, তালগাছগুলোর আড়ালে আর সমাধিটার আশপাশে কাদেরকে খুঁজছে ওরা।

টাউয়ের পাশে এসে দাঁড়াল রু। ওর দিকে তাকালেন টাউ, ওকে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'এই যে, মানুষের হাড় ভাঙার ওস্তাদ, কেন যেন মনে হচ্ছে, আমাকে বলার মতো খাসা একটা গল্প আটকে আছে তোমার মুখে। কিছু খাবার আর একপাত্র মদ যদি দিই তোমাকে, তোমার জিভ কি আলগা হবে?'

চার

স্ফিংস-এর মন্দির

নীল নদের বুক চিরে দিনের পর দিন ধরে এগিয়ে চলেছে টাউয়ের জাহাজ। রাতের বেলায়, অথবা নদে যখন বাতাস থাকে না তখন, তীরের কাছে এমন কোনও জায়গায় নোঙর ফেলা হয় যার কাছাকাছি কোনও শহর নেই, বরং যা যতটা সম্ভব নির্জন।

দু'বার নোঙর ফেলা হলো দুটো মন্দিরের কাছে। যুদ্ধে জয়লাভ করার পর বিজয়ের বিকৃত আনন্দে মন্দির দুটো ধ্বংস করে দিয়েছে আটিরা, এখন পর্যন্ত মেরামত করা হয়নি।

BanglaBook.org

যে-জায়গায় একবার মানববসতি গড়ে ওঠে তা বোধহয় কখনোই জনমানবশূন্য হয় না। কাজেই যত নির্জন জায়গার কাছেই নোঙর ফেলার চেষ্টা করুন না কেউ টাউ, কারও-না-কারও সঙ্গে দেখা হয়ই। জাহাজ ভিড়েছে, কাছে গেলে কিছু-না-কিছু বেচাবিক্রি হবেই ভেবে খাবার আর টুকটাক জিনিস নিয়ে আসে আজব কিছু লোক। তাদের কেউ পুরোহিত—ধ্বংসপ্রাপ্ত কোনও সমাধির কাছেপিঠে কাটিয়ে দিচ্ছে নিঃসঙ্গ জীবন। কেউ বেশ্যা, শরীর বেচতে চায়। কেউ দাগি আসামি, লুটের মাল ভালোমন্দ যা-ই হোক না কেন গছাতে চায়।

তবে যারাই আসে তারা সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখে টাউকে, কারণ নীল নদের বুকে বাণিজ্য-জাহাজ চালানোর অনুমতি দেয়া হয় না যাকে-তাকে। তাঁর সঙ্গেই বেশিরভাগ সময় কথা বলে ওরা।

ফারাও খেপের্‌রা নিহত হওয়ায় মনে যে-চোট পেয়েছেন রিমা, তা কাটিয়ে উঠতে পারেননি এখনও। তাঁকে দেখলে মনে হয়, তাঁর শরীরে কোনও আত্মা নেই। তাঁর মনের ক্ষত আরও গভীর হয়েছে, কারণ যাদেরকে তাঁর স্বামীর বন্ধু বলে মনে করতেন, যাদেরকে লর্ড হিসেবে সম্মান করতেন, তাদের বিশ্বাসঘাতক আর স্বার্থপর চেহারা দেখতে হয়েছে।

ওই লোকগুলোরই কেউ-না-কেউ খেপের্‌রার সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিল। কেউ না কেউ মন্ত্রণাপরিষদের সদস্য ছিল। ওদেরই সাতজনকে মরে পড়ে থাকতে দেখেছেন রিমা যে-রাতে পালিয়ে এসেছেন সে-রাতে। অথচ বেঁচে থাকতে কত বিনয়ের সঙ্গে কথা বলেছে ওরা তাঁর সঙ্গে!

তাঁর মন তাই বিষিয়ে গেছে। ইদানীং কোনও কিছুতেই আর আগ্রহ পাচ্ছেন না তিনি। নেফ্‌রাই এখন তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান।

রুকে যথেষ্ট পছন্দ করেন তিনি, কিন্তু ইদানীং এড়িয়ে চলছেন ওকে। কারণ সে-রাতে রক্তস্নাত অবস্থায় তাঁকে কাঁধে তুলে

BanglaBook.org

নিয়েছিল সে, তারপর থেকে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই যেন রক্তের গন্ধ পান তিনি। এড়িয়ে চলছেন টাউকেও, খুব একটা কথা বলেন না তাঁর সঙ্গে। পুরুষমানুষের উপর থেকে বিশ্বাস উঠে গেছে তাঁর। মন খুলে কথা বলেন একমাত্র কেম্মাহ্‌র সঙ্গে, তা-ও আবার যখন ইচ্ছা করে তখন। মাঝেমধ্যে আলোচনা করেন কীভাবে এই অভিশপ্ত মিশর ছেড়ে নেফ্‌রাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় ব্যাবিলনে, তাঁর বাবার কাছে।

'বুঝতে পারছি মিশর অসহ্য লাগছে আপনার,' একদিন বললেন কেম্মাহ্‌। 'কিন্তু একটু ভেবে দেখুন, মিশরের দেবতারা শুধুই প্রাসাদ থেকে পথে নামিয়ে দেননি আপনাকে। ফুটফুটে একটা কন্যাসন্তানও দিয়েছেন তাঁরা আপনাকে। তাঁরা ইচ্ছা করলে বিশ্বাসঘাতকদের ফাঁদে আটকে ফেলতে পারতেন আপনাকে, কিন্তু অবিশ্বাস্য উপায়ে রক্ষা করেছেন। রাজকুমারীসহ এই জাহাজে নিরাপদে আছেন আপনি এখন। আরেকটা কথা। যদি আমার পক্ষে সম্ভব হতো, অবশ্যই আপনাকে দিয়ে আসতাম ব্যাবিলনে। কিন্তু আফসোস, সেটা সম্ভব না। যে-জায়গা পাড়ি দিয়ে মিশর থেকে যেতে হয় ব্যাবিলনে তা খুবই বিপজ্জনক আপনার জন্য। কাজেই ধৈর্য ধরুন, অপেক্ষা করুন।'

একদিন একটা ঘটনা ঘটল।

মেমফিস আর বেশি দূরে নেই তখন। টাউয়ের ইচ্ছা ছিল সারাটা রাত জাহাজ চালিয়ে ভোরের আগে পৌঁছে যাবেন জায়গামতো, যাতে লোকচক্ষু এড়িয়ে জাহাজঘাটে নামাতে পারেন বানিকে। কিন্তু বড় একটা নৌকা নিয়ে জাহাজের কাছে হাজির হলো আপেপির দু'জন অফিসার, জাহাজ থামাতে বলল।

টাউ ভেবে দেখলেন, অফিসারদের কথামতো কাজ করাটাই সবদিক দিয়ে ভালো।

যখন পাল নামিয়ে নেয়া হচ্ছে, নোঙর ফেলা হচ্ছে, তখন

BanglaBook.org

পাশে-দাঁড়ানো কেম্মাহ্‌কে চাপা গলায় বললেন তিনি, 'লেডি, নিখুঁত অভিনয় করার সময় এসে গেছে। মনে রাখবেন, আপনি আমার বোন আর রানি রিমা আমার বউ—অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছে কেবিনে। তাড়াতাড়ি যান তাঁর কাছে। গিয়ে বলুন দুঃখকষ্ট যা আছে তাঁর মনে সব যেন আপাতত ভুলে যান তিনি। কালকেউটের মতো ধূর্ত হয়ে উঠতে হবে তাঁকে। ...রু, তোমার ওই হাতকুড়ালটা কোথাও লুকাও জলদি। তবে হাতের নাগালেই রেখো, যে-কোনও সময় প্রয়োজন হতে পারে। মনে রেখো, তুমি একটা দাস। অনেক টাকা খরচ করে তোমাকে কিনেছি আমি থেবেস থেকে। উদ্দেশ্য: বাজারে বাজারে তোমার শক্তিমত্তা দেখিয়ে টাকা কামাই করা। অফিসাররা যদি কিছু জানতে চায় তোমার কাছে, জবাব দেবে না। মিশরীয় ভাষা না-জানার ভান করবে।'

জাহাজের সঙ্গে এসে লাগল অফিসারদের নৌকাটা। দু'জন অফিসারই যুবক। ঘুমে ঢুলুঢুলু করছে দু'জনেরই চোখ। হাই তুলছে ওরা একটু পর পর। দাঁড় বাইছে আটপৌরে চেহারার এক লোক, এবং এত রাতেও ওই কাজ থেকে নিস্তার পাচ্ছে না বলে যারপরনাই বিরক্ত সে।

ডেকে হাজির হলো দুই অফিসার। প্রথমেই খোঁজ করল ক্যাপ্টেনের। ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন টাউ। পোশাক এলোমেলো হয়ে আছে তাঁর। খনখনে গলায় বললেন, 'আপনাদের আগমনের কারণ জানতে পারি?'

'প্রশ্ন করার কথা আমাদের,' মনে করিয়ে দেয়ার ঢঙে বলল এক অফিসার, 'আপনার না। ...কে আপনি? এটা কীসের জাহাজ?'

'আমার নাম টাউ। আমি একইসঙ্গে এই জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং একজন ব্যবসায়ী।'

BanglaBook.org

'কীসের ব্যবসা?'

'এক শহর থেকে আরেক শহরে পণ্য-পরিবহনের ব্যবসা। সাধারণত শস্য নিয়ে যাই, গরুবাছুর নিয়ে ফিরি। এবার কয়েকটা বাছুর আছে আমার সঙ্গে, তাগড়া ষাঁড়ের বাচ্চা সব ক'টা। ...আপনারা খদ্দের নাকি? যদি হন, ইচ্ছা হলে বাছুরগুলো দেখতে পারেন।'

'ও...আমাদেরকে দেখে তা হলে গরুব্যবসায়ী বলে মনে হচ্ছে আপনার? কাগজপত্র দেখান।'

'সঙ্গেই আছে...' একখণ্ড প্যাপাইরাস বের করলেন টাউ, বাড়িয়ে ধরলেন অফিসারদের দিকে। মেমফিস এবং অন্যান্য শহরের ট্রেডমাস্টারদের সিলমোহর আছে সেটাতে।

সিলমোহরগুলো ভালোমতো দেখল দুই অফিসার। তারপর প্যাপাইরাসটা ফিরিয়ে দিল। একজন বলল, 'কে কে আছে আপনার সঙ্গে?'

বললেন টাউ।

'হুঁ...বউ আর বাচ্চা, আর একটা বোন,' অফিসারের কণ্ঠে সন্দেহ। 'আমরা দু'জন মহিলা আর একটা বাচ্চাকেই খুঁজছি। আপনার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে দেখা দরকার।'

'বাদ দাও তো,' হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল অন্য অফিসার। 'এই জাহাজটাকে দেখতে কোনও রানির যুদ্ধজাহাজের মতো লাগছে নাকি তোমার? মনে নেই, ঠিক কীরকম জাহাজ খুঁজতে বলা হয়েছে আমাদেরকে? ...বেশিক্ষণ হয়নি পেট ভরে খেয়েছি, বাছুরগুলোর দুর্গন্ধে বমি আসছে আমার।'

'যুদ্ধজাহাজ, স্যর?' কথাটা ধরলেন টাউ। 'যুদ্ধজাহাজের কথা বললেন? ও-রকম একটা জাহাজ আসছিল আমাদের পিছন পিছন। তখন নদের যে-জায়গায় ছিলাম সেখানে পানির গভীরতা কম, তাই হঠাৎ একটা চরায় আটকা পড়ে জাহাজটা, আমিও আর

BanglaBook.org

দেখতে পাইনি ওটাকে। এখনও মনে হয় আটকা পড়ে আছে। মেমফিসে কখন যে পৌঁছাতে পারবে ওটা কে জানে!'

'ওটা দেখতে কেমন?'

'এককথায় যদি বলি, চমৎকার। ডেকের উপর অনেক সশস্ত্র লোক। শুনেছি ওটার আসল গন্তব্য মিশরের দক্ষিণ সীমান্তের শহর সিয়ুত। কিন্তু...থাক, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই...আসুন, আমার বউ আর বোনকে দেখতে চেয়েছেন...এদিকে আসুন।'

যুদ্ধজাহাজের খবরটা এতই কৌতূহলী করে তুলেছে দুই অফিসারকে যে, টাউয়ের পেছন পেছন যাচ্ছে ওরা ঠিকই, কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে।

জ্বলন্ত একটা লণ্ঠন হাতে নিয়েছেন টাউ, গিয়ে হাজির হলেন রানি রিমার কেবিনের দরজায়। লণ্ঠনটা একহাতে ধরে রেখে আরেকহাতে পর্দা সরিয়ে দিলেন যাতে উঁকি দিয়ে দেখতে সুবিধা হয় অফিসারদের।

ওদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছেন, 'লণ্ঠনটাকে ভূতে ধরে না কেন! এটা একেবারে অকেজো হয়ে যায় না কেন! টিমটিম করে জ্বলার চেয়ে না-জ্বলা অনেক ভালো।'

একহাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে নাকের একদিকে চিমটি কাটতে কাটতে উঁকি দিল এক অফিসার। ওর মাথার কাছে একটুখানি ফাঁকা জায়গা পেয়ে সেদিক দিয়ে নিজের মাথা গলিয়ে দিল অন্যজন।

লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলোয় কেবিনের ভিতরের অন্ধকার কমেনি, বরং আরও বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে। প্রথমেই দেখা গেল কেম্মাহ্‌কে, আটপৌরে আর নোংরা কাপড় পরে সেই গাঁটরির উপর বসে আছেন তিনি, লাউয়ের শুকনো খোলস দিয়ে বানানো পাত্রে দুধের সঙ্গে পানি মেশাচ্ছেন। গাঁটরির ভিতরে কী আছে তা কল্পনা করতে পারল না দুই অফিসারের একজনও, পারার কথাও

BanglaBook.org

না।

কেম্মাহ্‌র পেছনে ছেঁড়াখোঁড়া একটা গদিতে উসুখুসু চুলে আধশোয়া হয়ে আছেন রিমা, বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে আছেন বাণ্ডিলের মতো দেখতে কী যেন।

লণ্ঠনটা নিভে গেল এমন সময়।

'এই, অকর্মার দল!' ধমক দিয়ে উঠলেন টাউ, কিন্তু কাকে ধমকাচ্ছেন তা বোঝা গেল না ঠিক। 'তোরা কি লণ্ঠনে ঠিকমতো তেলও ভরতে পারিস না? মানইজ্জত আর কিছু থাকল না আমার! যা, জলদি তেল ভরে নিয়ে আয়!'

'উত্তেজিত হওয়ার দরকার নেই,' বলল এক অফিসার, 'আমাদের যা দেখার ছিল, দেখা হয়ে গেছে। ...আশা করি নির্বিঘ্নেই মেমফিসে পৌঁছাতে পারবেন আপনি, বেশি দামে বেচতে পারবে বাছুরগুলো।' ডেকের উদ্দেশে পা বাড়িয়েছিল, কিন্তু থমকে গেল হঠাৎ।

টাউয়ের বুকের খাঁচায় বাড়ি মারল তাঁর হৃৎপিণ্ডটা।

অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছে রু। কুঁজো হয়ে নিজের দানবীয় শরীরটা গোপন করার চেষ্টা করছে সে, তারপরও ধরা পড়ে গেছে অফিসারের চোখে।

'বিশালদেহী কালো এক লোক,' ধীরে ধীরে বলল অফিসারটা। 'গুপ্তচর মারফত কী যেন জেনেছি আমরা? থেবেসের প্রাসাদে আমাদের কয়েকজন বন্ধুকে একাই খতম করে দিয়েছে এক কৃষ্ণাঙ্গ। ...এই, সোজা হয়ে দাঁড়াও তো!'

কাজটা করতে যাচ্ছিল রু, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কথা বলে উঠলেন টাউ—বিজাতীয় ভাষা যা আসছে তাঁর মুখে তা-ই আওড়াচ্ছেন; ভাবখানা এমন, অফিসারের কথা অনুবাদ করে শোনাচ্ছেন রুকে।

বুক চিতিয়ে দাঁড়াল রু।

' "বিশালদেহী" শব্দটা আসলে কম হয়ে গেছে ওই লোকের

BanglaBook.org

জন্য,' আবার বলল অফিসারটা। 'সে আসলে একটা দানব। বুকের ছাতিটা দেখো ওর! হাত দুটো দেখো! ...ক্যাপ্টেন, ওই দানব আসলে কে? একটা সওদাগরী জাহাজে ওর মতো কারও থাকার মানে কী?'

টাউ বললেন, 'লর্ড, ওকে আমার...কী বলবো..."আবিষ্কার" বলতে পারেন।'

'আবিষ্কার?'

'জী। এবার বাণিজ্য করতে গিয়ে একজায়গায় খুঁজে পেয়েছি ওকে, আমার কাছে জমানো টাকা যা ছিল তার প্রায় সব খরচ করে কিনে নিয়েছি। ...সে আসলেই একটা দানব। প্রচণ্ড শক্তি ওর গায়ে। শক্তির খেলা দেখাতে পারে সে। ইচ্ছা আছে, বড় বড় শহর, যেমন ট্যানিস বা মেমফিসের বাজারে বাজারে ঘুরবো ওকে নিয়ে, ওকে দিয়ে খেলা দেখিয়ে টাকা কামাই করবো।'

'তা-ই? এই, দানব, দেখি তো কী খেলা পারো তুমি?'

মাথা নাড়লেন টাউ। 'লর্ড, লোকটা ইথিয়োপিয়ান, মিশরীয় ভাষা বোঝে না। একটু দাঁড়ান, ওকে বুঝিয়ে বলছি আমি।'

আরও একবার বিদেশি ভাষা বলার অভিনয় করতে হলো টাউকে।

কথাগুলো শুনে, মনে হলো, প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে রুর শরীরে। মাথা ঝাঁকাল সে, দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে। পরমুহূর্তে, চোখের পলকে, লাফিয়ে আগে বাড়ল; সিংহের মতো থাবা চালিয়ে দুই হাতে আঁকড়ে ধরেছে দুই অফিসারের জামার নেকব্যাণ্ড। একটুও দেরি না করে ওদেরকে শূন্যে তুলে ফেলল, ওরা যেন ওর তুলনায় শিশু। ওদের পিলে চমকে দিয়ে হেসে উঠল হা হা করে, পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে জাহাজের এক কিনারার দিকে। সেখানে গিয়ে থামল, এখনও নেকব্যাণ্ড ধরে ঝুলিয়ে রেখেছে দুই অফিসারকে, জাহাজের কিনারা দিয়ে বের করে

BanglaBook.org

পানির উপর ধরল ঝুলন্ত শরীর দুটো। ভাবখানা এমন, পানিতে ফেলে দেবে ওদেরকে।

চিৎকার করে উঠল দুই অফিসার।

"ভিনদেশী ভাষায়" চিৎকার করছেন টাউও, টেনে সরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন রুকে, কিন্তু একচুল নড়াতে পারছেন না। দানবটার কানের কাছে একের পর এক আদেশ দিয়ে যাচ্ছেন।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রু, দেখে মনে হচ্ছে আশ্চর্য হয়েছে। এখনও পানির উপর ঝুলিয়ে রেখেছে দুই অফিসারকে, ওর ভাব দেখলে মনে হয় ওদেরকে জাহাজের তলায় ছুঁড়ে ফেলতে পারলে খুশি হবে। কিন্তু হঠাৎ করেই যেন বুঝতে পারল টাউয়ের কথা, অফিসারদেরকে ডেকের উপর নিয়ে এসে ছেড়ে দিল নেকব্যাণ্ড। ডেকের উপর আছড়ে পড়ল দুই অফিসার।

'খেলা দেখেছেন, স্যর?' গদগদ কণ্ঠে বললেন টাউ। 'ওটা আসলে ওই দানবের প্রিয় খেলাগুলোর একটা।' এগিয়ে গেলেন, উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করছেন দুই অফিসারকে। 'শুধু হাত দিয়েই না, দাঁত দিয়ে যে-কারও জামা কামড়ে ধরে লোকটাকে শূন্যে তুলে ফেলতে পারে সে। দেখাতে বলবো?'

'না, না,' আঁতকে উঠল এক অফিসার, বেকায়দায় পড়ে গিয়ে কোমরে ব্যথা পেয়েছে বলে ডলছে জায়গাটা, 'ওই মহাদানবের খেলা আর দেখতে চাই না আমরা। জন্তুটাকে আমাদের থেকে দূরে থাকতে বলুন। আরেকটা কথা। শক্তির খেলা সাবধানে দেখাতে বলবেন ওকে। কারণ ওসব দেখিয়ে শেষপর্যন্ত জেলে যাবে সে, সঙ্গে যাবেন আপনিও।'

'আমরা এখন আমাদের নৌকায় উঠবো,' বলল অন্য অফিসার। 'দানবটাকে দূরে যেতে বলুন।'

অফিসারদের নৌকা চলে গেছে অনেকক্ষণ আগে। মেমফিসের

BanglaBook.org

জেটির দিকে এগিয়ে চলেছে টাউয়ের জাহাজ। নীল নদের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে পাতলা কুয়াশা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য উঠবে।

জাহাজের হাল ঘোরানোর হাতলের কাছে হাজির হলো রু। বলল, 'লর্ড টাউ, ওই দুই অফিসারকে পানিতে ফেলে দিতে বাধা দিলেন কেন বুঝলাম না। ডুবে মরা মানুষ কাউকে কোনওকিছু বলতে পারে না। এখন একটা যুদ্ধজাহাজের খোঁজ শুরু করবে ওরা। কিন্তু আমরা যে আসলে ধাপ্পা দিয়েছি ওদেরকে তা টের পেতে বেশি সময় লাগবে না ওদের।'

'আশা করছি যতক্ষণে টের পাবে ওরা ধাপ্পাবাজিটা, ততক্ষণে আসল "জিনিস" খালাস হয়ে যাবে আমার জাহাজ থেকে। আর...দুই অফিসারকে পানিতে ফেলে দিলে ভালো হতো না মোটেও। ওদের সঙ্গে একজন মাঝিও ছিল। লোকটা ফিরে গিয়ে যদি বলত একটা জাহাজে ওঠার পর থেকে অফিসার দু'জন লাপাত্তা, তা হলে কী হতো?'

'ঠিক। ব্যাপারটা আমার মাথায় আসেনি।'

রাত নেমেছে।

পরিত্যক্ত একটা জেটিতে জাহাজ ভিড়িয়েছেন টাউ। নীল নদে যখন জোয়ার আসে তখন এই জায়গা ডুবে যায়। এটা থেকে বড় বড় কয়েকটা পিরামিড বেশি দূরে না। ওগুলোর সঙ্গেই আছে কয়েকটা স্ফিংস। নির্মিত হওয়ার পর থেকে তাকিয়েই আছে মূর্তিগুলো, ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত তাকিয়েই থাকবে।

জেটিতে নামলেন তাঁরা। আড়াল হিসেবে আছে রাতের অন্ধকার, আর জেটির আশপাশে গজিয়ে-ওঠা নলখাগড়ার কিছু ঝোপ। মাটিতে পা দিয়েছেন কি দেননি, নীল নদের বুকে দেখা গেল কয়েকটা নৌকা। বড় বড় জ্বলন্ত লণ্ঠন দেখা যাচ্ছে প্রতিটা

BanglaBook.org

নৌকার গলুইয়ে এবং পেছনের দিকে। দেখা যাচ্ছে একাধিক সশস্ত্র লোক।

নলখাগড়ার জঙ্গলের ভিতরে মড়ার মতো পড়ে থাকলেন তাঁরা বেশ কিছুক্ষণ।

নৌকাগুলো চলে যাওয়ার পর টাউ নিচু গলায় বললেন, 'মনে হয় খোঁজখবর করে জানতে পেরেছে ওরা যুদ্ধজাহাজের গল্পটা বানোয়াট। তাই এখন নির্দিষ্ট একটা বাণিজ্য-জাহাজ খুঁজছে যেটাতে দু'জন মহিলা আর একটা মেয়েবাচ্চা আছে। খুঁজতে থাকুক ওরা। ওদের খাঁচা ভেঙে পাখি পালিয়ে গেছে।'

জাহাজের মেটকে ডাকলেন তিনি, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিলেন। মেট লোকটা খুবই চুপচাপ প্রকৃতির, একটার বেশি দুটো কথা বলে না। জাহাজে অন্য যারা আছে তাদেরকেও কয়েকটা কথা বললেন টাউ। তারপর হাত বাড়িয়ে রানির একটা হাত ধরলেন, অন্ধকারে পথ চিনে নিয়ে এগোচ্ছেন। পেছন পেছন আসছেন কেম্মাহ্, নেফ্‌রা এখন তাঁর কাছে। সবার পেছনে রু, ওর কাঁধে সেই গাঁটরিটা।

প্রথমে সারি সারি তালগাছের আড়ালে আড়ালে, তারপর মরুভূমির নগ্ন বালির উপর দিয়ে একটানা অনেকক্ষণ ধরে এগিয়ে চললেন তাঁরা। একসময় অনুজ্জ্বল চাঁদ দেখা দিল আকাশে। বিস্ময়কর একটা দৃশ্য দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন টাউ বাদে বাকি সবাই। অন্যদের থেমে দাঁড়াতে দেখে টাউও থামলেন।

পাথর কেটে বানানো হয়েছে বিশাল একটা সিংহের মূর্তি। ওটার চেহারাটা একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের। মিশরীয় দেবতা অথবা রাজাদের মাথায় যে-রকম অলঙ্কৃত মস্তকাবরণ দেখা যায়, পাথর কুঁদে সে-রকম বানানো হয়েছে মূর্তিটার মাথায় আর চেহারার পাশে। গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে চেহারায়,

BanglaBook.org

ভয়জাগানো চোখে তাকিয়ে আছে ওটা সোজা পুবদিকে।

'ওটা কী?' ভয়-পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন রিমা। 'প্রেতলোকে হাজির হয়েছি নাকি আমরা? ওটা কি সেখানকার কোনও দেবতা? সাধারণ কোনও মানুষের তো ও-রকম ভয়ঙ্কর চেহারা থাকার কথা না?'

টাউ বললেন, 'ওটা সুপরিচিত এক দেবতার মূর্তি—স্ফিংস। কত বছর আগে থেকে মূর্তিটা আছে এখানে, কেউ জানে না। ওই দেখুন! মূর্তিটা ছাড়িয়ে দূরে...দেখতে পাচ্ছেন? দূর আকাশের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা পিরামিড। ওগুলোর পাদদেশে যেতে হবে আমাদেরকে।'

কেম্মাহ্ বললেন, 'পাথর কেটে বানানো অনেক সমাধিও নিশ্চয়ই আছে সেখানে?'

মাথা ঝাঁকালেন টাউ।

পরিবেশটা ভয় ধরিয়ে দিয়েছে আগন্তুকদের মনে, এমনকী ঘাবড়ে গেছে রুও। অন্ধকার ফিকে করতে পারেনি চাঁদের আলো, বরং কেমন ঘোলাটে হয়ে আছে চারপাশ। আকাশে একটা-দুটো তারা দেখা যায় কি যায় না। মনে হচ্ছে আশপাশের সবকিছু ছাড়িয়ে আকাশ ছুঁয়ে ফেলার ইচ্ছায় মাথার উপর বিস্তৃত হয়েছে স্ফিংসটা, চাঁদের মরা আলোয় বাকি সবকিছু ফ্যাকাসে দেখালেও ওটা কেন যেন জ্বলজ্বল করছে। মনে হচ্ছে, বেশি জ্বলজ্বল করছে ওটার দুই চোখ, নিঃশব্দে ঘোষণা করছে মৃত্যুর আগমনী বার্তা। প্রকাণ্ড মাথাটা এমন কায়দায় বানানো হয়েছে যে, যেদিকেই যাচ্ছে ওরা, মনে হচ্ছে মূর্তিটা ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকেই তাকাচ্ছে বার বার।

'ভয়ে কলিজা শুকিয়ে গেছে আমার,' বলল রু। 'মনে হচ্ছে, আমার হাঁটু দুটো আলগা হয়ে গেছে যেন। এই অনুভূতির বিরুদ্ধে লড়াই করার সামর্থ্য নেই কোনও মানুষের, এমনকী আমারও না।

BanglaBook.org

এখানে যদি একা থাকতাম, ওই মূর্তির দিকে তাকানোমাত্র ওটার মতোই পাথরে পরিণত হতাম বলে মনে হয়।'

'হাঁটতে থাকো,' গম্ভীর গলায় বলল টাউ। 'এটাই স্ফিংস-এর মন্দির—সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, না-আছে কোনও ছাদ না-আছে কোনও দেয়াল। কোথাও কোনও আগুন নেই এবং অন্য কোনও মূর্তিও নেই। তারপরও এখানে নিয়তির পূজা চলছে সবসময়।'

সামনের দিকে দুই থাবা মেলে বসে-থাকা প্রকাণ্ড ওই ভাস্কর্য ছাড়িয়ে অনেকদূর গেলেন তাঁরা। থেমে দাঁড়ালেন এমন একটা দেয়ালের সামনে, যেটার একদিকে বিরাট একটা গ্র্যানিটের-বোল্ডার আছে।

মাটি থেকে একটুকরো পাথর কুড়িয়ে নিলেন টাউ। এগিয়ে গেলেন বোল্ডারটার দিকে, হাতেধরা পাথর দিয়ে বিশেষ ভঙ্গিতে টোকা দিলেন ওটার গায়ে। পর পর তিনবার করলেন কাজটা, টোকা দেয়ার ভঙ্গি বদল করেছেন শেষের দু'বার। অপেক্ষা করছেন।

তিনি বাদে অন্য সবাইকে চমকে দিয়ে হঠাৎ একদিকে ঘুরে গেল বোল্ডারটা। নিঃশব্দে একটু একটু করে আরও ঘুরছে ওটা, একটু একটু করে উন্মুক্ত হচ্ছে একটা প্যাসেজের মুখ। ওটার ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালেন টাউ, তাঁকে অনুসরণ করার ইশারা করছেন অন্যদেরকে।

এগোলেন বাকিরা।

প্যাসেজের ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তবে শোনা যাচ্ছে। কতগুলো গোপন শব্দ উচ্চারণ করা হচ্ছে, জবাবে টাউও উচ্চারণ করছেন কিছু গোপন শব্দ। হঠাৎ করেই আলো জ্বলে উঠল—কয়েকটা লণ্ঠন জ্বালানো হয়েছে। ওগুলো হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছেন পুরোহিতদের মতো সাদা রোব-পরিহিত ছ'জন লোক। তাঁদের অন্যহাতে, যাঁর যাঁর লণ্ঠনের

BanglaBook.org

আলোয়, চকচক করছে নগ্ন তলোয়ার। কোমরবন্ধে ছুরি গুঁজে রেখেছেন প্রত্যেকে। আরও একজন আছেন, সবার আগে হাঁটছেন তিনি, মনে হচ্ছে তিনিই দলটার নেতা।

লোকটাকে টাউ বললেন, 'যাঁদেরকে আনতে গিয়েছিলাম, তাঁদেরকে নিয়ে এসেছি।' নেফ্‌রাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে রেখেছেন কেম্মাহ্‌, ইঙ্গিতে মেয়েটাকে দেখালেন তিনি। দেখালেন কেম্মাহ্‌র পেছনে দাঁড়িয়ে-থাকা রানি আর রুকেও।

পুরোহিতদের সবাই একে একে এগিয়ে এলেন নেফ্‌রার দিকে, এমনভাবে অভিবাদন জানালেন ওকে যেন সে কোনও রানি। কাজটা শেষ হওয়ার পর, তাঁদের নেতা অনুসরণ করার ইঙ্গিত করলেন টাউসহ বাকিদেরকে।

আবার হাঁটতে শুরু করলেন তাঁরা।

প্রথমে মনে হয়েছিল প্যাসেজটা বোধহয় সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যথেষ্ট লম্বা সেটা। শ্বেতস্ফটিকের ছোট-বড় টুকরো পড়ে আছে জায়গায় জায়গায়, ওগুলোর জন্য হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, সময়ও লাগছে বেশি। বড় হলরুমের মতো দেখতে একটা জায়গায় হাজির হলেন তাঁরা একসময়। এখানে ছাদের ভার বহন করছে গ্র্যানিটের কতগুলো বিশাল বিশাল থাম। হলের এখানে-সেখানে বসে-থাকা-অবস্থায় দেখা যাচ্ছে দেবতা বা রাজাদের গম্ভীর-মুখাবয়বের কিছু মূর্তি।

হলটা পার হলেন তাঁরা। ওটার একদিকের দেয়ালের সঙ্গে উঁচু মঞ্চের মতো করে বানানো হয়েছে গ্যালারি, কতগুলো ঘর আছে সেখানে। একনজর দেখলেই বোঝা যায় থাকার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে ওগুলো। জানালার মতো বড় ফোকর আছে প্রায় প্রতিটা ঘরের দেয়ালেই।

আগন্তুকদের থাকার উপযোগী করে গুছিয়ে রাখা হয়েছে কয়েকটা ঘর। বিছানাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস আছে।

BanglaBook.org

এমনকী মহিলাদের কাপড় পর্যন্ত আছে। একটা ঘরে দেখা গেল বড় একটা টেবিল, সেটার উপর রাখা আছে খাবার আর মদ।

'খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন আপনারা,' বলল টাউ। 'আমি গিয়ে দেখা করি মহান রয়ের সঙ্গে, আপনাদের আসার খবর জানাই। আপনাদের সঙ্গে আগামীকাল কথা বলবেন তিনি।'

পাঁচ

শপথ

পরদিন খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেল কেম্মাহ্‌র। জানালা দিয়ে রোদ ঢুকছে, তেরছাভাবে পড়ছে বিছানার উপর।

ঘরে আরেকটা বিছানা আছে, সেটার উপর নেফ্‌রাকে নিয়ে শুয়ে আছেন রানি রিমা। কেম্মাহ্‌র ঘুম ভেঙেছে দেখে আস্তে আস্তে উঠে বসলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগছে?'

'ভালো। দেবতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করছি।'

'কেন?'

'প্রাসাদে নেই আমরা, কিন্তু অন্তত কবরেও তো নেই। কবরে জানালা থাকে না।'

'মরা মানুষের জানালার দরকার নেই।'

'উঠে পড়ুন, রানি। কিছু কাপড় দেয়া হয়েছে, আসুন পরিয়ে দিই আপনাকে। তারপর দেখি লর্ড টাউয়ের সঙ্গে দেখা করা যায় কি না।'

BanglaBook.org

'লর্ড? আপনি কি নিশ্চিত লোকটা একজন লর্ড?'

'না, আমি নিশ্চিত না। আমার ও-রকম মনে হয়েছে, তাই বলেছি। লোকটার চালচলন বা কথাবার্তা নাবিকদের মতো না।'

'যদি তাঁর দেখা না পান তা হলে কী করবেন?'

'তা হলে যেখানে এসেছি, আপনাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরেফিরে দেখবো সে-জায়গা। খাবার আছে এখানে, লণ্ঠন আছে। এমন কিছু লোক আছে যাঁদেরকে প্রথম দেখায় বন্ধুর মতো মনে হয়েছে। আর আছে অন্ধকার কতগুলো গুহা।'

'গুহা?'

মাথা ঝাঁকালেন কেম্মাহ্। 'যদি কখনও শত্রুরা হামলা করে, তা হলে কোথায় লুকালে ভালো হবে আমাদের জন্য তা আগেই জেনে রাখতে হবে।'

'ঠিক বলেছেন। উঠছি আমি।' কিন্তু বিছানা ছেড়ে নামতে গিয়েও নামলেন না রিমা। 'রয় নামের লোকটাকে দেখতে ইচ্ছা করছে। আমাদের যখন জীবন-মরণ সমস্যা তখন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।'

'সময় হলে তিনি নিজেই দেখা দেবেন।'

সকালের নাস্তা খেতে বসেছেন রানি রিমা আর লেডি কেম্মাহ্। পরিবেশনার দায়িত্বে আছেন কয়েকজন মহিলা পুরোহিত। এঁদেরকে এই প্রথমবার দেখছেন রিমা আর কেম্মাহ্।

তাঁদের খাওয়া যখন শেষ পর্যায়ে, তখন হাজির হলেন টাউ। জানালেন, রয় দেখা করতে চাইছেন রানি আর কেম্মাহ্র সঙ্গে।

খাওয়া শেষ করে টাউয়ের পিছু নিলেন তাঁরা দু'জন। রিমা ভর দিয়ে আছেন টাউয়ের এক হাতে, কারণ থেবেস থেকে যাত্রা করে এতদূর এসে ক্লান্ত হয়ে গেছেন, সে-ক্লান্তি এখনও যায়নি। দেখলে মনে হয় না কারও সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারবেন। নেফ্রা

BanglaBook.org

কেম্মাহ্‌র কাছে। রু সবার পেছনে।

কিছুদূর যাওয়ার পরই শোনা গেল গানের আওয়াজ। বিশাল ওই হলরুমে ঢুকলেন তাঁরা। বড় বড় জানালা আছে এখানে, সেগুলো খোলা থাকায় বিনা বাধায় ভিতরে ঢুকছে সকালের রোদ, ফলে আলোকিত হয়ে আছে পুরো হল। পুবদিকের দেয়ালের কাছে বড় একটা দরজার মতো আছে। হলের ভিতরে জড়ো হয়েছে বেশকিছু নারী-পুরুষ। সবার পরনে সাদা রোব। পুরুষরা আছে হাতের ডানদিকে, মেয়েরা বাঁ দিকে। ওদেরকে ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে একটা বেদী। ওটার পেছনে আছে শ্বেতস্ফটিক দিয়ে বানানো একটা সমাধি আর মৃত্যুর দেবতা ওসিরিসের প্রমাণ আকারের একটা মূর্তি। কোনও রাজা বা রানি মারা গেলে তাঁদেরকে কবর দেয়ার আগে যে-রকম অলঙ্কার পরানো হয়, সে-রকম কিছু গহনা দেখা যাচ্ছে মূর্তিটার গায়ে।

বেদীর সামনে কালো পাথর দিয়ে বানানো একটা চেয়ারে বসে আছেন অতি বৃদ্ধ এক লোক। তাঁর পরনে পুরোহিতদের মতো সাদা কাপড়, কিন্তু কাপড় পরার ঢং বিচিত্র। সোনা আর রত্নপাথর দিয়ে বানানো কিছু গহনা পরে আছেন তিনি। তাঁর দাড়ি লম্বা, তুষারের মতো সাদা। হাত দুটো মমির হাতের মতো সরু। নাকটা বাঁকানো। জ্বলজ্বলে কালো দুই চোখে অন্তর্ভেদী কালো দৃষ্টি।

লোকটাকে অনেক বছর দেখেননি কেম্মাহ্‌, তারপরও এখন দেখামাত্র বুঝতে পারছেন, তিনিই রয়—তাঁর দাদার ভাই। সবাই যে তাঁকে পবিত্র রয় বলে ডাকে, শুধু শুধু ডাকে না। কিছুটা কুঁজো হয়ে বসে আছেন তিনি চেয়ারে, দেখে দুর্বল মনে হচ্ছে তাঁকে; তারপরও পবিত্রতা আর গোপন কোনও ক্ষমতা যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাঁর শরীর থেকে।

গান থেমে গেছে, কারণ হলরুমে আগন্তুকদের উপস্থিতি টের

BanglaBook.org

পেয়েছে অন্যরা। ঝট্ করে মাথা তুললেন রয়, জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছেন আগন্তুকদের দিকে। তারপর, স্পষ্ট এবং বয়সের তুলনায় শক্তিশালী কণ্ঠে রুকে বললেন, 'তুমি সাহসী লোক। তোমার মনটাও ভালো। ফারাও খেপের্‌রাকে যারা হত্যা করেছে তাদেরকে হত্যা করেছ তুমি, তারপর ফারাওয়ের মৃতদেহটা বহন করে নিয়ে এসেছ যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে। শক্তি ও দক্ষতা দিয়ে কয়েদ হওয়া থেকে বাঁচিয়েছ রানি আর রাজকুমারীকে। তাই তোমাকে আমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছি। জেনে রেখো, আমাদের দলে আজকের আগে আর কোনও কালোমানুষ ঢুকতে পারেনি। আরও জেনে রেখো, আমাদের গোপন কথা যদি ফাঁস করো কখনও, যদি ভ্রাতৃসঙ্ঘের কোনও সদস্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করো, নৃশংস মৃত্যু হবে তোমার।'

ভয়ে কাঁপছে রু, বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'মহান রয়, অনেককিছু দেখেছি আমি, অনেককিছু শুনেছি, কিন্তু আপনাদের এই ভ্রাতৃসঙ্ঘের মতো কোনওকিছু দেখিনি বা শুনিনি—ইথিয়োপিয়াতেও না, মিশরেও না। আরেকটা কথা। আমাকে হুমকি দেয়ার দরকার নেই, কারণ যারা বিশ্বাস করে আমাকে তাদের সঙ্গে কখনোই বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, কখনও করবোও না। আমি নিমকহারাম না, বরং যার নুন খাই তার গুণ গাই।'

'জানি, রু। তারপরও কথাগুলো বললাম, কারণ মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে-নিয়তি পরিচালিত করে তাকে সেটার বৈচিত্র্য সম্পর্কে অনুমান করাটা কঠিন কাজ। ...শোনো! আজ থেকে তুমি মিশরের রাজকুমারীর দেহরক্ষী। যেভাবে সবসময় রক্ষা করেছ তাঁর বাবাকে, আজ থেকে সেভাবে সবসময় ছায়ার মতো থাকবে তাঁর সঙ্গে। তিনি যেখানে যাবেন, তুমি সেখানে যাবে। তিনি যখন ঘুমাবেন, তুমি ঘুমাবে তাঁর ঘরের দরজায়।

BanglaBook.org

তিনি যদি কখনও লড়াই করেন, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর পাশে থাকবে, দরকার হলে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করবে তাঁকে। দিনে বা রাতে যদি ঘুরে বেড়ান তিনি, তুমিও তাঁর পিছন পিছন ঘুরবে। মনে থাকবে?'

'জী।'

'কেম্মাহ্,' ডাক দিলেন রয়, 'রাজকুমারীকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

ঘুমন্ত নেফ্‌রাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে আগে বাড়লেন কেম্মাহ্।

'এমনভাবে ধরো বাচ্চাটাকে যাতে সবাই দেখতে পায়,' বললেন রয়।

কাজটা করলেন কেম্মাহ্।

'ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের সদস্যরা,' উঁচু গলায় বলে উঠলেন রয়, 'আজ থেকে ছোট্ট এই মেয়ে তোমাদের রানি! তিনি মিশরেরও ভবিষ্যৎ রানি।'

কথাটা শোনামাত্র হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ভ্রাতৃসঙ্ঘের সব সদস্য, মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানাল নেফ্‌রাকে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রয়। এতক্ষণ কুঁজো দেখাচ্ছিল, কিন্তু এবার দেখা গেল, তিনি আসলে বেশ লম্বা। কেম্মাহ্‌র কাছ থেকে নিলেন নেফ্‌রাকে। আবারও চেঁচিয়ে বললেন, 'আজ থেকে এই মেয়ে কুইন অভ দ্য ডন!'

আবারও মাথা ঝুঁকিয়ে নেফ্‌রাকে সম্মান জানাল ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যরা।

নেফ্‌রাকে আশীর্বাদ করলেন রয়। অতীন্দ্রিয় কিছু ইঙ্গিত করলেন ওর প্রতি, দেবতাদের কাছে প্রার্থনা জানালেন তাঁরা যেন সারাজীবন রক্ষা করেন মেয়েটাকে। তারপর ওর কপালে চুমু খেয়ে ওকে ফিরিয়ে দিলেন কেম্মাহ্‌র কাছে। তাঁকে বললেন,

BanglaBook.org

'আশীর্বাদ বর্ষিত হবে তোমার উপরও, কারণ বিশ্বাস রক্ষা করেছ তুমি।'

রয়ের থেকে কিছুটা দূরে, তাঁর মুখোমুখি একটা চেয়ার দেয়া হয়েছে; সেটাতে বসে আছেন রানি রিমা। শূন্য দৃষ্টিতে দেখছেন রয়কে। তাঁর প্রতিটা কথা শুনছেন, কিন্তু কিছুই যেন বুঝতে পারছেন না। এই ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান কোনও প্রভাবই ফেলেনি তাঁর উপর। তারপরও বললেন, 'মহান রয়, রুকে কিছু কথা বললেন আপনি। কথা বললেন কেম্মাহ্‌র সঙ্গে, আশীর্বাদ করলেন তাঁকে। আপনাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের রানি হিসেবে ঘোষণা করলেন আমার মেয়েকে, দেবতাদের বললেন তাঁরা যেন সবসময় থাকেন ওর সঙ্গে। কিন্তু আমাকে কি কিছু বলার নেই আপনার?'

রয় বললেন, 'আপনাকে কিছু বলার নেই আমার।'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন বেদীর পেছনে স্থাপিত মৃত্যুদেবতা ওসিরিসের দিকে।

তিন দিন কেটে গেছে।

ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন রিমা। সেদিন রয়ের সঙ্গে দেখা করে ফেরার পর জ্বর এসেছিল তাঁর, তা বাড়তে বাড়তে এমন এক অবস্থা হয়েছিল যে, চেতন-অচেতনের মাঝামাঝি অবস্থায় চলে গিয়েছিলেন। এখনও সুস্থ হননি তিনি, বরং বুঝতে পারছেন পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার সময় হয়েছে তাঁর।

লোক মারফত খবর পাঠালেন তিনি রয়ের কাছে, জানালেন কথা বলতে চান তাঁকে।

রয় আসার পর তাঁকে বললেন, 'সেদিন আমাকে কিছু না বলে মৃত্যুদেবতা ওসিরিসের দিকে তাকিয়েছিলেন আপনি। তার মানে আপনি কি জানতেন শীঘ্রিই মারা যাবো আমি?'

কিছু বললেন না রয়।

BanglaBook.org

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রিমা। 'আমি জানি না আপনি কে। আপনাদের এই ব্রাদারহুড অভ দ্য ডন কী তা-ও জানি না। আপনাদের উদ্দেশ্য কী, আমার মেয়েকে কেন নিয়ে এসেছেন এখানে—কিচ্ছু জানি না। তারপরও আমার মন বলছে, আপনি নীতিবান একজন মানুষ এবং আপনার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে। আমার মন আরও বলছে, আপনি এবং আপনার সঙ্গে যাঁরা আছেন তাঁরা কখনও কোনও ক্ষতি করবেন না আমার মেয়ের। পৃথিবীতে ন্যায়বিচার বলে যদি কিছু থেকে থাকে, ওই মেয়ে একদিন মিশরের রানি হবে। ব্যাপারটা দেবতাদের হাতে ছেড়ে দিলাম, কারণ ওই দিনটা দেখে যেতে পারলাম না—মরার সময় ঘনিয়েছে আমার।'

রয় বললেন, 'আমাকে ডেকেছেন কেন?'

'আপনাকে দিয়ে কয়েকটা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়ার জন্য।'

'প্রতিজ্ঞা?'

'হ্যাঁ। আপনার, টাউয়ের এবং ভ্রাতৃসঙ্ঘের সব সদস্যের পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞাগুলো করতে হবে আপনাকে। রাজি আছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন রয়।

'ফারাও অথবা তাঁর স্ত্রী মারা গেলে মিশরীয়রা যেভাবে মমি বানায় মৃতদেহের, আমি মরলে আমার লাশটাকেও সেভাবে মমি বানাতে হবে। তারপর, যদি কখনও সুযোগ পান, আমার লাশ পৌঁছে দেবেন আমার বাবা ব্যাবিলনের-রাজা ডিটানাহুর কাছে।'

'যদি ততদিন পর্যন্ত বেঁচে না থাকেন তিনি?'

'তা হলে তাঁর জায়গায় সিংহাসনে যিনি থাকবেন, তাঁর কাছেই হস্তান্তরিত করবেন আমার মমি। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে এখন যেসব কথা বলছি আমি, কাউকে দিয়ে প্যাপাইরাসে লিখিয়ে নেবেন এগুলো, তারপর সম্ভব হলে ওগুলোও তুলে দেবেন তাঁর হাতে। এবং নেফ্‌রাকেও পৌঁছে দেবেন ব্যাবিলনের

BanglaBook.org

রাজদরবারে।'

আবারও মাথা ঝাঁকালেন রয়।

'আপনার কাছে আরও কিছু চাওয়ার আছে আমার।'

'বলুন।'

'যাঁরা আমার মমি নিয়ে যাবেন ব্যাবিলনে, সিংহাসনে আমার বাবা অথবা অন্য যে-ই থাকুন না কেন, তাঁকে আমাদের সব দেবতার দোহাই দিয়ে তাঁরা বলবেন, আমার সঙ্গে যে-অন্যায় করা হয়েছে তার বদলা যেন নেয়া হয়। নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে আমার স্বামীকে, তার বদলা যেন নেয়া হয়। যতদিন করা না হবে কাজটা, আমার আত্মা আর রক্তের অভিশাপ থেকে যাবে ব্যাবিলনের উপর।'

চুপ করে আছেন রয়, গম্ভীর হয়ে গেছেন।

'সাগরের ঢেউ যেভাবে ধেয়ে আসে তীরের দিকে, ব্যাবিলোনিয়ানরা যেন সেভাবে ছুটে আসে আটিদের দিকে। ওদেরকে যেন নিশ্চিহ্ন করে দেয়, মিশরের সিংহাসনে যেন বসায় আমার মেয়েকে। ...পারবেন এই প্রতিজ্ঞাগুলো করতে?'

'আপনার প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে একটা কথা বলি। আমি এবং আমার অনুসারীরা ক্ষমার ধর্মে বিশ্বাসী, প্রতিশোধের ধর্মে না। কিন্তু একইসঙ্গে এই কথাও সত্যি, আটিদের হটিয়ে রাজকুমারী নেফ্‌রাকে যদি বসাতে হয় মিশরের সিংহাসনে, তা হলে রক্তপাতের কোনও বিকল্প নেই।'

'আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আর আমার দৃষ্টিভঙ্গি এক না। আপনার অবস্থান আর আমার অবস্থানও এক না। আমি এমন এক মেয়েমানুষ যার স্বামীকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হয়েছে। আমি এমন এক মেয়েমানুষ যাকে তার দুধের-বাচ্চাসহ বিক্রি করে দেয়ার চক্রান্ত করা হয়েছে। ক্ষমার বদলে যদি বর্শা আর তীরের মাধ্যমে বদলা চাই আমি, তা হলে কি বেশি চাওয়া হয়ে যায়? ...এবার

BanglaBook.org

বলুন, প্রতিজ্ঞা করবেন কি না আপনি? মনে রাখবেন, যদি ফিরিয়ে দেন আমাকে, তা হলে বাঁচি বা মরি, বিকল্প উপায় চিন্তা করতে হবে আমাকে।'

'একটু সময় দিন আমাকে। এত কঠিন প্রতিজ্ঞা করার আগে অন্যদের সঙ্গে কথা বলি।'

রানির ঘরে ফিরে এসেছেন রয়। তাঁর সঙ্গে আছেন টাউ আর একজন মহিলা পুরোহিত। বালিশে ভর দিয়ে বিছানার উপর আধশোওয়া হয়ে আছেন রিমা।

রয় বললেন, 'রানি, আপনি যে-প্রতিজ্ঞা করতে বলেছেন, আমাদের সবার পক্ষ থেকে তা করতে রাজি আছি। আপনার শেষ-ইচ্ছা লেখা হয়েছে প্যাপাইরাসে, ওগুলোতে সিলমোহর করে দেবো আমি আর টাউ। আপনাকে বলা হয়নি...আমার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃসঙ্ঘের দায়িত্ব নেবে সে।'

কী লেখা হয়েছে প্যাপাইরাসে তা লেডি কেম্মাহ্‌কে পড়তে বললেন রানি। দু'-এক জায়গায় টাউয়ের সাহায্য নিয়ে কাজটা করলেন কেম্মাহ্‌।

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকালেন রানি।

কাদামাটির সঙ্গে মোম মিশিয়ে একরকমের মিশ্রণ বানিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে একটা পাত্রে; নিজের দুর্বল আর কাঁপা কাঁপা আঙুল থেকে একটা আংটি খুলে নিলেন রিমা, ওটার মাথায় খোদাই করা আছে এক ব্যাবিলোনিয়ান দেবতার মূর্তি। প্যাপাইরাসে সিলমোহর দিলেন তিনি। কেম্মাহ্‌র জামার ভিতরে বুকের কাছে ফিতার সাহায্যে ঝুলছে গুবরেপোকার-মতো-দেখতে একটা গহনা, ওটা বের করে সাক্ষী হিসেবে সিলমোহর করলেন তিনিও।

'লেখাটার একটা কপি আর আমার এই আংটিও পৌঁছে

BanglaBook.org

দেবেন ব্যাবিলনের রাজার কাছে,' বললেন রিমা। 'অন্য কপিগুলো লুকিয়ে ফেলবেন গোপন কোনও জায়গায়।'

'ঠিক আছে,' বললেন রয়।

জানালা দিয়ে রোদ আসছে। নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপ যেভাবে শেষবারের মতো অত্যুজ্জ্বল হয়ে ওঠে, অপার্থিব কোনও শক্তি যেন সেভাবে ভর করল রিমার গায়ে। নেফ্‌রাকে তুলে নিলেন তিনি, সূর্যের আলোয় ধরলেন ওকে।

'কুইন অভ দ্য ডন!' বললেন জোরালো কণ্ঠে। 'রাজত্ব করতে থাকো তুমি, তারপর একদিন আবার ফিরে এসো আমার বুকে।'

বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন মেয়েটাকে, আদর করলেন কিছুক্ষণ, তারপর কাছে ডাকলেন কেম্মাহ্‌কে। তাঁর কাছে ফিরিয়ে দিলেন বাচ্চাটাকে। বিড়বিড় করে বললেন, 'আমার কাজ শেষ। পৃথিবীতে আমার দিনও শেষ। আমার স্বামী অপেক্ষা করছেন আমার জন্য।' শুয়ে পড়লেন।

সেদিন সময় যত গড়াল, তাঁর অবস্থা তত খারাপ হলো।

রাতের প্রথম প্রহরে মারা গেলেন তিনি।

BanglaBook.org

ছয়

নেফ্‌রার পিরামিড বিজয়

অদ্ভুত জিনিস অনেক আছে পৃথিবীতে। মানুষের জীবনের-খাতাটা বোধহয় সবচেয়ে অদ্ভুত। ফেলে আসা দিনগুলো নিয়ে যতবার

ভাবে নেফ্‌রা, কথাটা ততবার মনে হয় ওর।

শৈশবের স্মৃতি যখন হাতড়ায় সে তখন ওর মনে পড়ে যায় বিশাল বিশাল থামওয়ালা একটা হলরুম। পাথরের কতগুলো মূর্তি নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে সেখানে। দেয়ালের গায়ে খোদাই করে অথবা রঙের সাহায্যে ছবি এঁকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কিম্ভূতকিমাকার কিছু প্রতিমা আর প্রাণিমূর্তি—দেখলে মনে হয় একটা দল যেন অনন্তকাল ধরে ধাওয়া করছে আরেকটা দলকে, অন্ধকার কোনও জগতে চলছে লুকোচুরির ওই খেলা।

মনে পড়ে যায় সাদা রোব-পরা বেশকিছু নারীপুরুষকে, যারা সময়ে সময়ে হাজির হয় হলরুমে। বি.াদের গান গায় ওরা, কখনও আবার হাসিখুশি ঢঙে গুণকীর্তন করে দেবতাদের। হলরুমে প্রতিধ্বনিত হয় ওদের সম্মিলিত কণ্ঠ, বছরের পর বছর ধরে ঘুমের ঘোরে সে-আওয়াজ শুনেছে নেফ্‌রা।

মনে পড়ে দৃষ্টিনন্দন দেহবল্লরীর অধিকারিণী লেডি কেম্মাহ্‌কে। ধাইমা হলেও আসল মা'র চেয়ে কোনও অংশে কম না তিনি। তাঁকে একইসঙ্গে ভালোবাসত এবং ভয় পেত নেফ্‌রা, কিন্তু ভয়ের চেয়ে ভালোবাসাটা অনেক বেশি। আর আছে রু—দানবের মতো এক ইথিয়োপিয়ান, যে-লোক ছায়ার মতো থাকে নেফ্‌রার সঙ্গে। লোকটার হাতে সবসময় থাকে ব্রোঞ্জের একটা হাতকুড়াল, ওটা যেন ওর শরীরেরই একটা অংশ। নেফ্‌রা জানে, অন্য অনেকে ভীষণ ভয় পায় রুকে। কিন্তু সে একটুও ভয় পায় না, বরং ভালোবাসে।

অতি বৃদ্ধ এক লোকও দোলা দিয়ে যায় নেফ্‌রার স্মৃতিতে, যাঁর বয়স ঠিক কত জানতে পারেনি সে কখনও। ধবধবে সাদা দাড়ি লোকটার, জ্বলজ্বলে কালো চোখ। হলরুমের সবাই খুব মানে লোকটাকে, দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে। নেফ্‌রার মনে পড়ে যায়, কখনও কখনও গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যেত ওর, তখন

BanglaBook.org

দেখত হাতে একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন নিয়ে ওই লোক ঝুঁকে তাকিয়ে আছেন ওর দিকে। কখনও কখনও দিনের বেলায় কোনও অন্ধকার প্যাসেজে দেখা হয়ে যেত লোকটার সঙ্গে। তখন বিড়বিড় করে ওকে আশীর্বাদ করতেন লোকটা। নেফ্‌রার তখনকার শিশুসুলভ কল্পনায় লোকটা যেন কোনও মানুষ না, বরং একটা ভূত—যার কাছ থেকে যত তাড়াতাড়ি যত দূরে পালিয়ে যাওয়া যায় ততই ভালো। কিন্তু ভূতটা খুব ভালো আর দয়ালু, কারণ মাঝেমধ্যে মজার মজার মিষ্টি খেতে দিতেন নেফ্‌রাকে। কখনও আবার উপহার দিতেন সুন্দর সুন্দর ফুল। ঝুড়িতে করে সেসব ফুল নিয়ে আসতেন একজন 'ভাই'। ভ্রাতৃসঙ্ঘের পুরুষ সদস্যদের ভাই ডাকার নিয়ম।

শিশুসুলভ বোধবুদ্ধি দিয়ে নেফ্‌রা তখন বুঝত না, ভ্রাতৃসঙ্ঘ কী, তাদের উদ্দেশ্য কী। কেন তারা নিজেদেরকে বন্দি করে ফেলেছে জনবিরল একটা জায়গায়? কেন তারা আর দশজন মানুষের মতো স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে না? কেন তারা খুব কম হাসে, আবার প্রায় কখনোই কাঁদে না? শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের কথা বলে, অথচ প্রায় প্রত্যেকেই ছুরি-তলোয়ার বহন করে কেন?

একসময় কৈশোরে পা দেয় নেফ্‌রা। তখনও, ওর স্মৃতিতে, সেই একই হলরুম, সাদা রোব-পরা একই নারীপুরুষের দল। আগে নিষেধের একটা অদৃশ্য বেড়াজাল ছিল ওর আশপাশে: এটা করবে না, ওখানে যাবে না; আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে আসে সেটা। আস্তে আস্তে বাইরের পৃথিবীটা চিনতে শুরু করে সে।

তখন এমনকী রাতের বেলাতেও বাইরে যেত সে, পূর্ণিমার ঝকঝকে চাঁদ পথ দেখাত ওকে। এভাবে একরাতে পরিচয় হয়ে গেল স্ফিংসের সঙ্গে—বিশাল দুই থাবা সামনের দিকে মেলে বসে আছে প্রকাণ্ড ওই সিংহমানবমূর্তি মরুভূমির উপর।

BanglaBook.org

প্রথম দেখায় ভয় পেয়ে যায় নেফ্‌রা। শরীরটা সিংহের, লাল রঙ-করা চেহারাটা মানুষের। যে-রকম অলঙ্কৃত মস্তকাবরণ দেখা যায় রাজা বা রানিদের মাথায়, সে-রকম বানানো হয়েছে সেই চেহারার চারপাশে। থুঁতনির নিচে দাড়ি আছে।

কিন্তু ভয় দেখানো পর্যন্তই, বিশাল সেই মূর্তি কখনও প্রাণ পায় না, কখনও কারও ক্ষতি করে না। তাই মূর্তিটা যত দেখে নেফ্‌রা, ওর ভয় তত কমে। এবং একসময় টের পায়, গোমড়া চেহারাটা ভালো লাগছে ওর। মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকলে একটুখানি হাসিও যেন দেখা যায় সেখানে। হাসিটা বন্ধুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় মেয়েটার কাছে। শূন্যতার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকা দুই চোখ দেখলে মনে হয়, গোপন কিছু একটা খুঁজছে যেন ওগুলো।

মাঝেমধ্যে অদ্ভুত এক কাজ করত নেফ্‌রা, মনে পড়লে হাসি পায় ওর এখন। স্ফিংসের মুখোমুখি বালির উপর বসে পড়ত সে, দূরে পাঠিয়ে দিত কেম্মাহ্‌ আর রুকে। তারপর ওর মনে যত দুঃখকষ্ট আছে, যত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সে প্রতিনিয়ত, সব বলত মূর্তিটাকে, সমাধান চাইত। কিন্তু মূর্তিটার বিশাল দুই ঠোঁট নড়ে ওঠেনি কখনও, তাই নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিত মেয়েটা।

মনে পড়ে স্ফিংসের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা বড় বড় কয়েকটা পিরামিডের কথা। তিনটা পিরামিড অনেক বড়, ওগুলোই মনে হয় প্রধান; চূড়াগুলো যেন আকাশ ছুঁতে চাইছে। কোনও কোনওটার পাদদেশে মন্দির আছে, যেখানে একসময় পূজা করা হতো মৃত রাজাদের। বাকি পিরামিডগুলো তুলনামূলকভাবে ছোট। এগুলোকে তখন বড়গুলোর বাচ্চা বলে মনে হতো নেফ্‌রার।

পিরামিডগুলো দেবতারা বানিয়েছেন ভেবে নিয়ে ওগুলোকে একসময় পূজা করত নেফ্‌রা। কিন্তু একদিন ওর শিক্ষক টাউ

BanglaBook.org

ওকে জানালেন, ওগুলো মানুষের বানানো। এবং ওগুলো আসলে আগেরদিনের রাজাদের সমাধি ছাড়া আর কিছু না।

'যে-রাজাদের সমাধি এত বড়,' বলেছিল নেফ্‌রা, 'তাঁরা বিখ্যাত না হয়ে পারেন না। একদিন ঢুকতে হবে পিরামিডগুলোর ভিতরে। দেখতে হবে কী আছে।'

ভ্রাতৃসঙ্ঘের 'ভাই' আর 'বোনদের' মধ্যে বিয়ের প্রচলন আছে, তাই নেফ্‌রা ছাড়াও তখন আরও বাচ্চা ছিল সেখানে। ওদেরকে নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল একটা বিদ্যালয়। সঙ্ঘের যে-ভাই যখন দায়িত্ব পান, তিনি তখন পড়ান সেখানে। দেখতে দেখতে সে-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষার্থী হয়ে ওঠে নেফ্‌রা। কারণ সে শুধু সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ রানিই না, অন্য ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে অনেক মেধাবী। অন্যদের চেয়ে ওর শেখার ইচ্ছা ও ক্ষমতা অনেক বেশি।

ভেড়ার শুকনো লোম যেভাবে শিশির শুষে নেয়, নেফ্‌রাকে কোনওকিছু শেখানো হলে সেটা সেভাবে আত্মস্থ করে নেয় সে। অন্য বাচ্চাদের কেউ বসে থাকত টুলে, কেউ প্যাপাইরাসের গায়ে চিত্রলিখন শিখত, কিন্তু নেফ্‌রা বসত সবার আগে, ওর চোখেমুখে অন্যকিছুর ছাপ। অথচ অন্যদের মতো ওর পরনেও সাধারণ সাদা রোব, পাথরকণা আর কাঁকড়াবিছা থেকে বাঁচার জন্য পায়ে সাধারণ স্যাণ্ডেল, অন্যদের মতোই চুল বাঁধত সে লম্বা ও শক্ত ঘাস দিয়ে। সে যে সাধারণ কেউ না, তা যাতে বোঝা না যায়, সেজন্য আর দশটা সাধারণ মেয়ে যেভাবে চলে সেভাবে চলতে শেখানো হয়েছে ওকে।

কিন্তু যারা অসাধারণ তারা শুধু পোশাকে বা কথাবার্তায় অন্যদের চেয়ে আলাদা না। তাদেরকে অন্য অনেককিছুতেও অসাধারণ হতে হয়। তাই বিদ্যালয়ের অন্য বাচ্চারা যখন ছুটির দিনে হইহুল্লোড় করত, নেফ্‌রাকে নিয়ে লেডি কেম্মাহ্‌ তখন

BanglaBook.org

যেতেন এমন এক ঘরে যেখানে অনেক আগে একসময় ঘুমাতেন একজন পুরোহিত। সেখানে মেয়েটাকে লোকবিদ্যা শেখাতেন টাউ।

এভাবে টাউয়ের কাছ থেকে ব্যাবিলোনিয়ান ভাষা বলতে ও লিখতে শিখল নেফ্‌রা। শিখল জ্যোতিষবিদ্যা আর ধর্মতত্ত্ব। বুঝল, সব দেবতাই আসলে কোনও না কোনও অদৃশ্য শক্তির প্রতীক। কিন্তু সব শক্তির চেয়ে বড় কোনও শক্তি শাসন করছেন বিশ্বজগৎ, এবং সব জায়গায় আছেন তিনি। আছেন এমনকী নেফ্‌রার অন্তরেও।

টাউ শেখান, নেফ্‌রা শেখে। কখনও লোকটার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত সে। কখনও আবার রয় চুপিসারে ঢুকে পড়তেন ঘরে, শুনতেন কী পড়াচ্ছেন টাউ। তখন একটা-দুটো কথা বলে দিতেন তিনি। তারপর নেফ্‌রাকে আশীর্বাদ করে চলে যেতেন।

মেয়েটা তাই ভ্রাতৃসঙ্ঘের আর দশটা বাচ্চার মতোই ছিল, কিন্তু ওর ভিতরটা বিকশিত হয়েছে পদ্মফুলের মতো। দেখতে সে অন্যদের মতোই সাধারণ, কিন্তু আসলে অসাধারণ।

সেই মধুর কৈশোর ফেলে এসে নেফ্‌রা এখন যুবতী। গড়পড়তা মেয়েদের চেয়ে লম্বা সে। দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে, এমনকী ওর মা'র চেয়েও। চেহারাটা মায়াকাড়া।

একদিন নিজের ঘরে বসে আছে সে, ঘরে ঢুকলেন রয়, পিছনে আছেন টাউ। লেডি কেম্মাহ্‌ও আছেন। নেফ্‌রা কে, ওর বংশের ইতিহাস কী, জানালেন রয়। বললেন কেন দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে মিশর। সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারী কে, জানালেন সে-কথাও।

কথাগুলো শুনল নেফ্‌রা, কেঁদে ফেলল। কাঁপছে সে।

'এতদিন সুখী ছিলাম,' কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'আজ থেকে

BanglaBook.org

আমার সব সুখ শেষ। ...মহান রয়, আপনি বলছেন এই দেশে অনেক অন্যায়-অত্যাচার, অনেক তিক্ততা আর হানাহানি। সামান্য একটা মেয়ে হয়ে সেসব কীভাবে থামাবো আমি? কীভাবে শান্তি আনবো এই দেশে?'

'মিশরের রাজকুমারী,' নেফ্‌রাকে প্রথমবারের মতো ওর উপাধিতে সম্বোধন করলেন রয়, 'আপনার প্রশ্নের জবাব জানা নেই আমার। কারণ তা জানানো হয়নি আমাকে। কিন্তু আমাকে এবং আরও কয়েকজনকে যা জানানো হয়েছে তা হলো, আপনিই করবেন ওই কাজ।' রানি রিমার স্বপ্নের কথাটা বললেন তিনি। 'দেবী আইসিস বলে গেছেন, "দেশ জোড়াদাত্রী" নামে একদিন পরিচিতি পাবেন আপনি।'

'অবিশ্বাস্য!' বিড়বিড় করল নেফ্‌রা।

'অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়,' বললেন রয়, 'কিন্তু আসলে সত্যি। এমনকী প্রমাণও আছে। সিলমোহর করা পুরনো কিছু প্যাপাইরাস আছে লেডি কেম্মাহ্‌র কাছে, ওগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন। আপনার মা মারা যাওয়ার আগে আমাদেরকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন, লিখিত আছে সেসব কথাও।'

নেফ্‌রা কিছু বলল না, চোখের পানি মুছছে।

রয় বলে চললেন, 'মন খারাপ করে দেয়, ঘাড়ে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয় এ-রকম আলোচনা এখন থাক। পরিপূর্ণ একজন নারীতে পরিণত হতে বেশিদিন বাকি নেই আপনার, তাই কথা বলা যাক অন্যকিছু নিয়ে।'

'অন্যকিছু?'

'আপনাকে নিকট-ভবিষ্যতে মিশরের রানি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হবে।'

'মিশরের রানি! আমাকে? কীভাবে সম্ভব সেটা? হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে রাজা বা রানি হিসেবে ঘোষণা দেয়ার পর

BanglaBook.org

তাঁদের মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয়া হয় মন্দিরে—সে-রকমই শুনেছি। অনেক ধুমধাম হয় তখন, হইচই হয়। কিন্তু...'

'আপনি এখন যেখানে আছেন সেটা কি মিশরের অন্যতম প্রাচীন আর পবিত্র মন্দির না? হাজার হাজার লোক হয়তো উপস্থিত নেই এখানে, কিন্তু ভ্রাতৃসঙ্ঘের সবাই কি হাজির থাকতে পারবে না? তা ছাড়া, যদি ভেবে থাকেন আমাদের সঙ্ঘ নেহাত এক গোপন সংগঠন, তা হলে ভুল হয়েছে আপনার। নীল নদের উৎপত্তিস্থল থেকে শুরু করে সাগর পর্যন্ত, এমনকী সাগর ছাড়িয়ে দূর দেশেও ছড়িয়ে আছে আমার ভক্তরা। আমাদের এই আস্তানা মাটির-নিচের সমাধি বলে মনে হতে পারে আপনার, কিন্তু এখান থেকে যদি কোনও আদেশ যায় সঙ্ঘের ভাইদের কাছে, সেটা দেবতাদের আদেশ মনে করে পালন করবে ওরা।'

'আপনার ভক্তরা যদি আপনার জন্য জানবাজিই রাখবে, তা হলে এই জায়গায় কী করছেন আপনি? চলে যাচ্ছেন না কেন ট্যানিসে? নিজেকে নতুন মতবাদের প্রবক্তা হিসেবে ঘোষণা করছেন না কেন?'

'কারণ আমি ক্ষমতা চাই না। আমি শুধু নিরিবিলিতে আমার ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যদের নিয়ে ধর্মচর্চার সুযোগ চাই। নিয়তি হয়তো শেষপর্যন্ত যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবে আমাদেরকে, কিন্তু সেটাও হবে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, এবং যদি লড়াই করি তা হলে আত্মরক্ষার তাগিদেই করতে হবে।'

'ঠিক আছে। এবার আমাকে বিশ্রাম নেবার সুযোগ দিন। আমার মনটা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।'

BanglaBook.org

কেটে গেছে আরও বছরখানেক। এখনও রানি হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি নেফ্‌রাকে।

পিরামিডগুলোর আশপাশের অনেক বড় একটা জায়গা

আসলে কবরস্থান, সেখানে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে নেফ্‌রা। ওখানকার বেশ কয়েকটা সুন্দর সমাধিতে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন কয়েকজন প্রাচীন মহৎ ব্যক্তি আর রাজবংশের সন্তান। কেউ জানে না কত হাজার বছর আগে কবর দেয়া হয়েছে তাঁদেরকে। কালক্রমে তাঁদের নামও ভুলে গেছে সবাই।

এই কবরস্থানে যখন ঘুরে বেড়ায় নেফ্‌রা, শুধু রু থাকে ওর সঙ্গে। কারণ কেম্মাহ্‌র বয়স হয়েছে, এখানে-সেখানে পড়ে-থাকা পাথর টপকে অথবা গভীর বালিতে পা দাবিয়ে দাবিয়ে বেশিক্ষণ চলতে পারেন না তিনি।

নিজের এই একাকিত্ব উপভোগ করে নেফ্‌রা। সে রাজবংশের সন্তান, সিংহাসন উদ্ধার করতে হবে ওকে একদিন—এসব ভাবে একা বসে থেকে। ভাবে নিজের ইতিহাস আর নিয়তি নিয়ে।

প্রাচীন মন্দিরগুলোর প্রাচীরবেষ্টিত আঙিনায় থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছে সে। ইদানীং প্রায়ই এমন কিছু করে যার ফলে কিছুটা হলেও ব্যায়াম হয় শরীরের, একইসঙ্গে রোমাঞ্চের স্বাদ পায় মন। প্রকৃতি ওকে এমন অঙ্গসৌষ্ঠব দিয়েছে যে, কোনওকিছু বেয়ে উঠতে খুব একটা কষ্ট হয় না ওর। উঁচু কোনও জায়গায় উঠতে পারলে মজা পায় সে। ওখানে দাঁড়িয়ে বা বসে থেকে অনায়াসে দেখা যায় ফেলে-আসা জমিন। তাই বেয়ে বেয়ে উঠে হাজির হয় উঁচু কোনও সমাধিসৌধের চূড়ায়, কখনও ছোটখাটো পিরামিডেও। ওর পা পিছলে যায় না, মাথা ঘুরায় না।

ওর এসব দুঃসাহসী কাজের কথা কেম্মাহ্‌কে গিয়ে বলে রু। কেম্মাহ্‌ আবার সেসব বলেন রয় বা টাউকে, কারণ ইদানীং তাঁর তিরস্কার গায়ে মাখছে না মেয়েটা। বরং বকাঝকা করলে উল্টো রেগে যায়, ফুঁসে উঠে মনে করিয়ে দেয় সে এখন আর বাচ্চা না, নিজের দেখভাল নিজেই করতে পারে।

কিন্তু রয়ের কাছে নালিশ জানিয়ে সুফল পান না কেম্মাহ্‌।

BanglaBook.org

বরং তাঁকে নেফ্‌রার কাজে বাধা দিতে নিষেধ করে রয় বলেন, 'রাজকুমারীকে তাঁর ইচ্ছামতো চলাফেরা করতে দিন। এতে হয়তো কোনও লাভ হবে না, কিন্তু অন্তত তাঁর কোনও ক্ষতিও হবে না।'

বাধা দেয়ার কেউ নেই, তাই নেফ্‌রার একগুঁয়েমি আরও বেড়েছে। সুযোগ খুঁজছে সে, আরও উঁচু কোনও জায়গায় ওঠা যায় কি না।

ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের সদস্যদের সেবা করে, সঙ্ঘের মতবাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে এবং শরীরে আরব রক্ত বহন করে—এ-রকম কয়েকটা পরিবার বাস করে পিরামিডগুলোর কাছেপিঠে। এরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পিরামিডে চড়ায় ওস্তাদ। পিরামিডগুলোর মার্বেলের-বহিরাবরণে কোথায় কোন্ ফাটল আছে, ওগুলোর গায়ে কোথায় কোন্ গর্ত তৈরি করেছে মরুভূমির বালিঝড়—সব ওদের মুখস্থ।

এই যোগ্যতা অর্জন করার কারণও আছে। অদ্ভুত এক নিয়ম আছে ওদের পরিবারে—পিরামিডের চূড়ায় ওঠার মতো দক্ষতা যতক্ষণ পর্যন্ত না অর্জন করতে পারছে কেউ, ততক্ষণ পর্যন্ত বিয়ে করতে পারবে না সে।

এই লোকগুলোর সর্দারের সঙ্গে খাতির গড়ে তুলেছে নেফ্‌রা। ওকে আনন্দ দেয়ার জন্য ওর চোখের সামনে সর্দার লোকটা তাঁর ছেলেকে নিয়ে প্রতিটা পিরামিডের চূড়ায় উঠেছেন। তারপর নিরাপদে নেমে এসেছেন জমিনে।

'আপনারা যা করতে পারেন তা আমি কেন করতে পারবো না?' একদিন সর্দার লোকটাকে জিজ্ঞেস করল নেফ্‌রা। 'আমার শরীর হালকাপাতলা, পা-ও পিছলায় না। উঁচুতে উঠলে মাথা ঘুরায় না।'

ওর দিকে তাকালেন সর্দার, তাজ্জব হয়ে গেছেন। মাথা নেড়ে

BanglaBook.org

বললেন, 'পিরামিডের চূড়ায় ওঠা কোনও মেয়েমানুষের পক্ষে সম্ভব না। তবে পিরামিডের আত্মার কথা আলাদা।'

'পিরামিডের আত্মা?'

'একটা মেয়েমানুষ। বলা উচিত ছিল, একটা মেয়েমানুষের ভূত। পূর্ণিমার রাতে বের হন তিনি। তাঁকে দেখামাত্র চেহারা ঢেকে ফেলি আমরা।'

'কেন?'

'কারণ তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হলে পাগল হয়ে যেতে হবে।'

'কেন?'

'যারা খুব বেশি সুন্দরী হয়, তাদের দিকে তাকালে ওই অবস্থাই হয় পুরুষমানুষের।'

লাল আভা পড়ল নেফ্‌রার গালে। 'আমিও তো অনেক সুন্দরী। কই, আমাকে দেখে তো পাগল হচ্ছে না কেউ?'

কিছু বললেন না সর্দার।

'ভূতটা আসলে কে?' আলোচনাটা ধরে রাখতে চায় নেফ্‌রা। 'তিনি কী করেন?'

'আমরা নিজেরাও ঠিকমতো জানি না তিনি আসলে কে। তাঁর ব্যাপারে যে-গল্প চালু আছে তা হলো, আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগে তিনি ছিলেন এই দেশের রানি। বিয়ে করেননি, কারণ একটা ছেলেকে ভালোবাসতেন, অথচ ওই ছেলের সঙ্গে তাঁর সামাজিক অবস্থানের অনেক ফারাক। যা-হোক, ভিনদেশী এক সেনাবাহিনী একবার হামলা করে মিশরে, এই দেশের সেনাবাহিনীর সামরিক দুর্বলতা আর জনগণের বিভেদের সুযোগে সহজেই দখল করে সিংহাসন। ওই রানিকে প্রথমবারের মতো দেখেন হানাদার বাহিনীর রাজা। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেন, রানিকে বউ বানাবেন, দরকার হলে জোর খাটাবেন। কিন্তু রাজার কবল থেকে পালিয়ে যান রানি, নিরুপায় হয়ে উঠতে শুরু করেন

BanglaBook.org

এখানকার সবচেয়ে উঁচু পিরামিড বেয়ে। রাজা তখন রানিকে ধরার বাসনায় পেছন পেছন উঠছেন। চূড়ায় উঠে রানি দেখলেন, পালানোর কোনও উপায় নেই তাঁর, এদিকে কিছুতেই ধরা দেবেন না তিনি ওই অত্যাচারী রাজার কাছে। কাজেই যা করার তা-ই করলেন—নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলেন। দৃশ্যটা দেখে মাথা ঘুরে গেল রাজার, ফস্কে গেল হাত, এত উঁচু থেকে খসে পড়লেন জমিনের উপর। মারা গেলেন তিনিও। এখানকার কোনও এক পিরামিডের গোপন এক প্রকোষ্ঠে দাফন করা হলো তাঁদেরকে। প্রকোষ্ঠটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে অনেকেই, কিন্তু পারেনি।'

'ভূতের গল্প হিসেবে আপনার কাহিনিটা ভালো। ...রাজা আর রানিকে দাফন করার পর কী হলো?'

'তারপর কীভাবে যেন একটা ভবিষ্যদ্বাণী চালু হয়ে গেল আমাদের মধ্যে।'

'কীসের ভবিষ্যদ্বাণী?'

'আরেকজন রাজা যদি মিশরের অন্য কোনও রানিকে অনুসরণ করে গিয়ে ওঠে ওই পিরামিডের চূড়ায় এবং রানির মন জিতে নিতে পারে, শুধু তা হলেই শান্তি পাবে আত্মহত্যা-করা রানির আত্মা। সেক্ষেত্রে পুরুষদের উপর প্রতিশোধ নেয়া বন্ধ করবেন তিনি।'

'ভূতটাকে দেখা দরকার। আমি যেহেতু মেয়ে সেহেতু আমার কোনও ক্ষতি হবে না।'

'আপনি যেহেতু মেয়ে সেহেতু আপনার সামনে হাজির না-ও হতে পারেন তিনি। তবে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনার উপর ভর করতে পারেন।'

'কেউ ভর করতে পারবে না আমার উপর,' রেগে গেছে নেফ্‌রা। 'তা ছাড়া ও-রকম কোনও ভূত আছে বলে বিশ্বাসও হয়

BanglaBook.org

না আমার। পূর্ণিমার চাঁদের আলো অদ্ভুত এক আলোছায়ার খেলা তৈরি করে এই গোরস্থানে, খেয়াল করেছি আমি। আপনি এবং আপনার পরিবারের লোকেরা সেই খেলায় বিভ্রান্ত হয়ে চকচকে কোনওকিছুকে ভূত বলে মনে করছেন বার বার।'

'লেডি, এই গোরস্থানেই কিন্তু চিরনিদ্রায় শুয়ে আছে দু'-একজন পাগল লোক, যারা নিজচোখে দেখেছিল ভূতটাকে,' চলে যাওয়ার জন্য ঘুরলেন সর্দার।

'দাঁড়ান! পিরামিডে কীভাবে চড়তে হয় তা আপনার কাছ থেকে শিখতে চাই আমি, এখনই। আসুন তিন নম্বর পিরামিডটা দিয়ে শুরু করা যাক, বড় তিনটার মধ্যে ওটাই সবচেয়ে খাটো। শেখা হয়ে গেলে বাকিগুলোতেও চড়বো।'

নেফ্‌রার দিকে তাকিয়ে আছেন সর্দার, কিছু বলছেন না।

'মহান রয় কী বলেছেন তা কি শোনেননি? আমি যা চাই তা যেন করতে দেয়া হয় আমাকে। আপনি কি সে-আদেশ অমান্য করতে চান?'

'না, চাই না। কিন্তু আপনার আদেশ কেন মানবো সেটাও বুঝতে পারছি না।'

'কারণ আপনি পিরামিডে চড়তে পারেন, অথচ আমি পারি না। সে-হিসেবে আপনি আমার চেয়ে যোগ্য, যা হওয়া উচিত না। চলুন কাজ শুরু করা যাক।'

অজুহাত দেখাচ্ছেন সর্দার, এটা-সেটা বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, কাঁদকাঁদ হয়ে গেছেন।

ভয় দেখানোর ভঙ্গিতে নেফ্‌রা বলল, 'আপনি না এলে আমি একাই চড়বো পিরামিডে। তারপর যদি পড়ে মরি, দায়ী থাকবেন আপনি।'

নিরুপায় হয়ে ছেলেকে ডাকলেন সর্দার। ছেলেটা কিশোরবয়সী, চটপটে, যে-কোনওকিছু বেয়ে উঠতে পারে পাহাড়ি

BanglaBook.org

ছাগলের মতো। তালপাতার তন্তু পাকিয়ে বানানো লম্বা দড়ির বাণ্ডিল নিয়ে আসতে বললেন ওকে। বাবার কথামতো কাজ করল ছেলেটা।

দড়ির একটা প্রান্ত নেফ্‌রার সরু কোমরে বেঁধে দিলেন সর্দার। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল রুকে নিয়ে। সে বলল, 'আমার উপর আদেশ আছে সবসময় যেন ছায়ার মতো অনুসরণ করি লেডি নেফ্‌রাকে। তা হলে এখন কী হবে?'

হাসল নেফ্‌রা। 'তা হলে, বন্ধু রু, আমার সঙ্গে পিরামিডে চড়ো।'

'পিরামিডে চড়বো!' রু যেন আকাশ থেকে পড়েছে। 'আমি কি বিড়াল না বানর? যুদ্ধের ময়দানে একের পর এক শত্রুকে খতম করার সময় মরতে রাজি আছি আমি, কিন্তু পিরামিডে চড়তে গিয়ে আছড়ে পড়তে রাজি না।'

রুকে দেখছে নেফ্‌রা। এতগুলো বছর পার হয়েছে, তারপরও এই ইথিয়োপিয়ানের বিশাল শরীরটা একটুও কুঁজো হয়নি, ওর শক্তি একটুও কমেনি। 'এই শরীর নিয়ে তোমার পক্ষে পিরামিডে চড়া সম্ভবও না,' বলল সে। 'তুমি বরং এক কাজ করো। আমি যেদিক দিয়ে উঠবো, তার ঠিক নিচে দাঁড়িয়ে থাকো। যদি পিছলে গিয়ে পড়ে যাই, ধরে ফেলো আমাকে।' আর কিছু না বলে তৃতীয় পিরামিডের পাদদেশে হাজির হলো সে।

উঠতে শুরু করল ওরা।

সবার আগে সর্দার, নেফ্‌রার কোমরে বাঁধা দড়ির অন্যপ্রান্তটা তাঁর কাছে। সুপরিচিত 'পথ' বেয়ে উঠছেন তিনি। তাঁর নিচেই আছে নেফ্‌রা। স্যাণ্ডেল খুলে ফেলেছে সে, রোব গুটিয়ে নিয়েছে হাঁটুর কাছে। ওর নিচে সর্দারের ছেলে, সতর্ক নজর রেখেছে নেফ্‌রার উপর।

'শুনুন!' নিচ থেকে চেঁচাল রু। 'আপনাদের কোনও ভুলের

BanglaBook.org

কারণে যদি পিছলে যান লেডি নেফ্‌রা, তা হলে চূড়ায় উঠে বাকি জীবন যেন ওখানেই থাকেন আপনারা দু'জন। কারণ তাঁকে ছাড়া নেমে এলে এই হাতকুড়াল দিয়ে মুণ্ডু ফেলে দেবো আপনাদের।'

পিরামিডের একদিকের ঢালে গাল, বুক আর পেট মিশিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছেন সর্দার; ওই অবস্থাতেই রুকে বললেন, 'লেডি নেফ্‌রা যদি পিছলে যান, আমরাও পিছলে যাবো। কাজেই কষ্ট করে আমাদের মুণ্ডু ফেলতে হবে না আপনার।'

আগেই বলা হয়েছে, নেফ্‌রা খুব মনোযোগী ছাত্রী, যে-কোনওকিছু চট করে শিখে ফেলতে পারে। ওর চোখ বাজপাখির মতো, সাহস সিংহের মতো, বেয়ে ওঠার ক্ষমতা বানরের মতো। অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে দেখছে সে ওর গাইডকে। খেয়াল করছে হাত দিয়ে ঠিক কোন্ জায়গা আঁকড়ে ধরছেন তিনি, মনে রাখছে ঠিক কোন্ জায়গায় পা রাখছেন। তারপর কায়দাটা হুবহু অনুকরণ করছে।

পিরামিডের অর্ধেক উচ্চতা পর্যন্ত ওঠার পর থামলেন সর্দার।

'আজকের মতো যথেষ্ট হয়েছে,' বললেন তিনি। 'আমাদের পরিবারের শিক্ষানবীশ কেউ প্রথমবারে এর বেশি ওঠে না। এখন কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিন, তারপর নামতে শুরু করুন। এক পা এক পা করে নামবেন, তাড়াহুড়ো করবেন না। আপনার পা ধরে রাখবে আমার ছেলে, ঠিক কোথায় কোথায় পা রাখতে হবে দেখিয়ে দেবে।'

সহজেই নেমে আসতে পারল নেফ্‌রা। পাদদেশের বালিতে বসে পড়ল সে। অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে। রুর দিকে তাকিয়ে হাসল।

কপাল ঘেমে গেছে রুর, পরনের গাউনের একটা প্রান্ত দিয়ে মুছল। ওর চোখ দুটো এমনিতেই বড় বড়, এখন আরও বড় হয়ে গেছে। আগে কখনও এত ভয় পায়নি।

উঠে দাঁড়িয়ে স্যাণ্ডেল পরল নেফ্‌রা। সর্দারের দিকে তাকিয়ে

BanglaBook.org

বলল, 'আগামীকাল আবার দেখা হবে, ঠিক এই জায়গায়, একই সময়ে। আজ অর্ধেকটা উঠেছি, কাল চূড়ায় হাজির হতে চাই।'

অদ্ভুত এক খেঁলায় মেতে উঠেছে নেফ্‌রা—পিরামিডে চড়ার খেলা। ওর এই নেশা হয়তো কিছুই না, কিন্তু নারীত্ব যখন কেবল বিকশিত হচ্ছে ওর মধ্যে, তখন এটাই ওর জন্য সবকিছু। ওকে বলা হয়েছে সে মিশরের রানি—আজ না হলেও একদিন হবে; তাই সবকিছুতেই পারদর্শিতা অর্জন করতে চায়।

আরও কারণ আছে। পরিত্যক্ত কিছু মন্দির আর ভূতুড়ে কিছু সমাধিতে থাকতে থাকতে ওর মনে হয়, মিশরের রানি হতে পারাটা নিছক এক স্বপ্ন। তাই সে চায়, লোকে অন্তত ওকে 'পিরামিডের রানি' নামে ডাকুক। তা ছাড়া ভূত বিশ্বাস না করলেও ভূতের-গল্পটা দাগ কেটেছে ওর মনে; যদি কখনও কারও তাড়া খেয়ে উঠতে হয় পিরামিডে, চায় না চূড়া থেকে পড়ে যাতে মরে।

গল্পটা নিয়ে যে-ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তা যেন আরও চমৎকার। কোনও একদিন রক্তমাংসের কোনও এক রানি উঠবে পিরামিড বেয়ে, পিছু পিছু উঠবে তার প্রেমিক।

প্রেম কী, জানে না নেফ্‌রা। কিন্তু টের পায়, প্রেম বলে সুন্দর আর আকর্ষণীয় কিছু একটা আছে। বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাস যেভাবে বয়ে যায় ফুলের-বাগানে, প্রেম যেন সেভাবে দোলা দিয়ে যায় ওর অবচেতন মনে। কিন্তু তা নিয়ে ভাবতে চায় না সে। ওর এখন একটাই ধ্যানজ্ঞান: মেয়েমানুষের জন্য যা অসম্ভব তা সম্ভব করে দেখানো—পিরামিড জয় করা।

একাগ্রতা এবং ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকলে মানুষ যে-কোনও কাজ করতে পারে, নেফ্‌রাও সবগুলো পিরামিডে একা চড়ার মতো দক্ষতা অর্জন করে ফেলল।

BanglaBook.org

ওর কৃতিত্ব দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন সেই সর্দার। কারণ তিনি কখনও কল্পনাও করেননি, চোখের সামনে একটা মেয়েকে দেখবেন তরতর করে উঠে যাচ্ছে সুউচ্চ পিরামিডের ঢাল বেয়ে। ভাবেননি, ওই কাজে দ্রুততায় তাঁকে, এমনকী তাঁর ছেলেকেও ছাড়িয়ে যাবে মেয়েটা; এবং দিনে তো বটেই, সে-মেয়ে পূর্ণিমার রাতেও সবাইকে তাক লাগিয়ে চড়ে বসতে পারবে পিরামিডের চূড়ায়।

সবকিছুর যেমন শুরু আছে তেমন শেষও আছে। একদিন বিপদে পড়ল নেফ্‌রা।

সাত

উজিরের চক্রান্ত

পিরামিডে চড়াটা নেফ্‌রার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ইদানীং সাধারণত সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্তের সময় গিয়ে ওঠে সে পিরামিডের চূড়ায়। ওখানে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করে। কখনও আবার একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নিচের দিকে। তখন ভাবে, ভাগ্য ওকে কী দিয়েছে, এবং আর কী পাওয়ার আছে ওর।

ওর এই অভ্যাসের কথা জানাজানি হয়ে গেছে। শুধু যে ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যরাই এটা জানে, তা না। পিরামিডের পাদদেশে অবস্থিত 'পবিত্র ভূমি' নামে পরিচিত এই এলাকার সীমানায় যারা থাকে, অথবা সেখান দিয়ে যারা যাতায়াত করে, তারাও জানে

BanglaBook.org

কথাটা। অনেকেই যাতায়াতের সময় থমকে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখে, সুউচ্চ পিরামিডের মাথায় অবস্থান নিয়েছে এক নারীমূর্তি; ভোরের ধূসর অথবা সন্ধ্যার লালচে আকাশের পটভূমিতে যাকে দেখলে পৃথিবী আর স্বর্গের মাঝখানে থাকা কেউ বলে মনে হয়। নীল নদে যখন বন্যা হয়, ছোট-বড় নৌকাগুলো যখন তীর ঘেঁষে চলতে গিয়ে কাছিয়ে আসে, তখনও অনেকে দেখে নেফ্‌রাকে।

ওরা বলাবলি করে, মিশরের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগ ঘনিয়েছে। কারণ অত উঁচু কোনও পিরামিডে কোনও মেয়ের একা ওঠাটা শুধু অসম্ভবই না, অবিশ্বাস্যও। কিন্তু ও-রকম ঘটনা যখন প্রতিনিয়ত ঘটছে, তখন চোখ বন্ধ করে ধরে নেয়া যায়, সামনে খারাপ সময় আসছে।

দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল এই গল্প। রাজা আপেপির দরবারেও তা পৌঁছে গেল একসময়।

সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। পিরামিডে চড়েছিল নেফ্‌রা, এখন নেমে আসছে। সময় যত যাচ্ছে দিনের আলো তত কমছে। নেফ্‌রা বুঝতে পারল, যেদিক দিয়ে যে-গতিতে নামছে, যদি সেদিক দিয়ে সেভাবে নামতে থাকে তা হলে পাদদেশে পৌঁছানোর আগেই রাত হয়ে যাবে। তাই সংক্ষিপ্ত একটা পথ বেছে নিল নামার জন্য।

সে জানে, পিরামিডের দক্ষিণদিকের পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছে রু, অপেক্ষা করছে ওর জন্য। এখন পশ্চিমদিকের ঢাল বেয়ে নামছে সে। গোধূলির আলো এখনও যেন লেপ্টে আছে এখানে। কিছুটা 'পথ' বাকি থাকতে হাত ছেড়ে দিল নেফ্‌রা, লাফিয়ে নামল বালির উপর।

এদিকওদিক তাকাচ্ছে সে, খুঁজছে রুকে। কিন্তু দেখতে পেল না ওকে। বরং দেখা মিলল চারজন অচেনা লোকের। বোধহয় কাছেপিঠেই দাঁড়িয়ে ছিল ওরা, ওকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে

BanglaBook.org

আসছে। আলোআঁধারিতে ওদের চেহারা দেখা যাচ্ছে না ঠিকমতো। পাত্তা দিল না নেফ্‌রা। ভাবছে, চার আগন্তুক হয়তো ওই সর্দারের পরিবারের সদস্য।

দাঁড়িয়ে আছে নেফ্‌রা, ধরে নিয়েছে ওকে ছাড়িয়ে দূরে কোথাও চলে যাবে ওই চারজন।

কাছাকাছি চলে এসেছে লোকগুলো, দাঁড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু কেন যেন সামনে আসছে না। ইতস্তত ভাব দেখা যাচ্ছে ওদের মধ্যে। নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কী যেন ফিসফাস করছে। তারপর, হঠাৎ, উঁচু গলায় বলে উঠল ওদের একজন, 'এই সেই মেয়ে, কোনও সন্দেহ নেই! ধরো ওকে! সাবধান, যেন পালাতে না পারে! ওকে ধরতে পারলে কী পুরস্কার পাবো আমরা, মনে রেখো!'

সঙ্গে সঙ্গে ছুট লাগাল বাকি তিনজন।

বিপদ টের পেয়েছে নেফ্‌রা, ঘুরে দৌড়াতে শুরু করেছে। কিছুদূর গিয়েই অদ্ভুত দক্ষতায় লাফিয়ে চড়ল পিরামিডের একদিকের ঢালে, ইচ্ছা আছে ঢাল বেয়ে উঠে চলে যাবে চার গুণ্ডার নাগালের বাইরে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পা পিছলে গেল ওর, হড়হড় করে নেমে এল বেশ কয়েক ফুট। ওটাই যথেষ্ট ছিল লম্বাচওড়া এক গুণ্ডার জন্য। হাত বাড়িয়ে খপ্‌ করে চেপে ধরল সে নেফ্‌রার একটা টাখনু, হ্যাঁচকা এক টান মেরে বালির উপর এনে ফেলল বেচারীকে।

'রু!' চিৎকার করে উঠল নেফ্‌রা। 'বাঁচাও রু! আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ওরা!'

রু বুঝতে পারেনি, নামতে নামতে দিক বদল করেছে নেফ্‌রা। উপরের দিকে তাকিয়ে ছিল সে, ওর দৃষ্টি থেকে হঠাৎ করেই উধাও হয়ে যায় মেয়েটা। অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে রু, কারণ এই জায়গায় দ্রুত নেমে আসে রাতের অন্ধকার।

BanglaBook.org

পিরামিডের চারপাশে চক্কর দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে। পশ্চিমদিকের পাদদেশে পা রেখেছে মাত্র, এমন সময় ওর কানে এল নেফ্‌রার চিৎকার। সঙ্গে সঙ্গে ছুট লাগাল সে।

মাটিতে পড়ে আছে নেফ্‌রা। ওকে ঘিরে ধরেছে চারজন লোক। সঙ্গে করে আনা দড়ি দিয়ে ওর হাত-পা বাঁধায় ব্যস্ত তিনজন। অন্যজন লিনিনের একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে ওর মুখে, যাতে আর চিৎকার করতে না পারে সে।

সিংহের মতো হুঙ্কার ছাড়ল রু, একহাতে ধরা বিশাল হাতকুড়ালটা তুলে ফেলেছে মাথার উপর। নেফ্‌রার মুখ বাঁধছিল যে, সে-ই সবার আগে দেখল রুকে। ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের পটভূমিতে তীরবেগে ছুটে আসছে কুচকুচে কালো বিশালদেহী কিছু একটা, সিংহের মতো গর্জন করছে সেটা—দেখে কলিজা শুকিয়ে গেল ওর। ভাবল, ওটা নিশ্চয়ই পিরামিডের পবিত্রতা রক্ষাকারী কোনও প্রেতাত্মা। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বাদ দিয়ে দৌড়ে পালানোর জন্য ঘুরেছে।

কিন্তু ওকে সে-সুযোগ দিল না রু। ছুটে এসে হাতকুড়ালের প্রচণ্ড এক কোপ মারল সে লোকটার মাথায়, খুলি ফাটিয়ে দিয়ে অনেক গভীরে ঢুকে গেল নৃশংস ফলা। দাঁড়ানো অবস্থা থেকে কাত হয়ে একদিকে পড়ে গেল লোকটা, তার আগেই মারা গেছে। ওর মাথার ভিতর থেকে হাতকুড়ালটা বের করে নেয়ার সুযোগ পেল না রু।

বাকি তিনজন এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি কী হচ্ছে আসলে। এখনও ওদের ধারণা, ক্ষুধার্ত একটা সিংহ হামলা চালিয়েছে ওদের এক সঙ্গীর উপর। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ভুল ভাঙল ওদের একজনের, কারণ ওর থেকে মাত্র দু'হাত দূরে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে দেখেছে রুকে। কোনও মানুষ যে এত বিশালদেহী হতে পারে তা বুঝতে পেরে যারপরনাই আশ্চর্য হয়ে

BanglaBook.org

গেছে। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকল না ওর সেই অনুভূতি।

সাপের মতো ছোবল দেয়ার ভঙ্গিতে একটা হাত চালাল রু, টুঁটি চেপে ধরল লোকটার। একহাতে ধরে রেখেই শূন্যে তুলে ফেলল ওকে। অসহায় সঙ্গীকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল আরেকজন, ওরও একই হাল করল রু।

দুই হাতে দুই গুণ্ডার গলা টিপে ধরেছে রু, চাপ বাড়াচ্ছে, দম বন্ধ করে মেরে ফেলতে চায়। ওই অবস্থাতেই ঝাঁকাতে শুরু করল সে ওদেরকে। তারপর, চতুর্থ এবং শেষ গুণ্ডার রক্ত পানি করে দিয়ে, একহাতে ধরা এক গুণ্ডার মাথার সঙ্গে সর্বশক্তিতে বাড়ি মারল অন্যহাতে ধরা গুণ্ডাটার মাথা। খুলি ফাটার বীভৎস কিন্তু স্পষ্ট আওয়াজ পাওয়া গেল। দু'জনই মারা গেছে নিশ্চিত হওয়ার পর, যেন কোলবালিশ ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে এমনভঙ্গিতে, লাশ দুটো ছুঁড়ে ফেলে দিল রু।

চতুর্থ লোকটার হাতে একটা ছুরি দেখা যাচ্ছে। ওটা দিয়ে সে রুকে আঘাত করবে নাকি নেফ্‌রাকে খুন করবে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এমন সময়, ওর পিলে চমকে দিয়ে, আরও একবার সিংহের হুঙ্কার ছাড়ল রু।

ভয়ে দাঁড়িয়ে গেল লোকটা, ওর সব সাহস শেষ। ছুরিটা আপনাআপনি ছুটে গেছে ওর হাত থেকে। দৌড়ে পালাচ্ছে সে।

একলাফে ছুরির কাছে গিয়ে হাজির হলো রু, ওটা তুলে নিল বালি থেকে। তারপর ছুঁড়ে মারল পলায়নরত লোকটার উদ্দেশে। অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না কী ক্ষতি হয়েছে লোকটার, তবে একটা আর্তচিৎকার শোনা গেল।

লোকটা যেদিকে গেছে সেদিকে দৌড় দিতে যাচ্ছিল রু, কিন্তু নেফ্‌রা বলল, 'না, ফিরে এসো! ওদের সঙ্গে আরও লোক থাকতে পারে।'

বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশ পালন করল রু।

BanglaBook.org

নেফ্‌রার কাছে ফিরে এসে ঝুঁকে পড়ে ওকে বালি থেকে তুলে নিল সে, একহাতে বুকের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে মেয়েটাকে যেন সে কোনও বাচ্চা। অন্যহাতে খুঁজে নিল ওর হাতকুড়াল। তারপর এক মুহূর্তও দেরি না করে ছুট লাগাল ভ্রাতৃসঙ্ঘের আস্তানার উদ্দেশে।

'আপনার পিরামিড পিরামিড খেলা এখানেই শেষ, লেডি,' বলল কর্কশ গলায়। কাঁপছে—ভয়ে না, কী থেকে নিস্তার পেয়েছে নেফ্‌রা তা ভেবে।

'আজ তুমি না থাকলে...' গলা কাঁপছে নেফ্‌রার। 'শিক্ষা হয়েছে আমার। নামিয়ে দাও আমাকে, রু। দম ফিরে পেয়েছি।'

নেফ্‌রার উপর হামলার ঘটনাটা সবার আগে জানতে পারলেন লেডি কেম্মাহ্‌, তারপর ভ্রাতৃসঙ্ঘের সবাই। ভয় আর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল তাঁদের মাঝে। এমনকী টাউও ঘাবড়ে গেছেন। শুধু রয়কে দেখে মনে হচ্ছে যেন কিছুই হয়নি।

'যাঁরা মিথ্যা বলতে পারেন না তাঁরা আমাকে জানিয়েছিলেন,' বললেন তিনি, 'মেয়েটার কোনও ক্ষতি হবে না। তাই তাঁকে তাঁর ইচ্ছামতো চলতে দিয়েছি আমি। চেয়েছিলাম যদি কখনও খারাপ কিছু ঘটে তা হলে তা থেকে যেন শিক্ষা নেন তিনি। তারপরও আমি বলবো, বিপদ মাত্র শুরু হলো। এখন থেকে সতর্ক অবস্থায় থাকতে হবে আমাদের সবাইকে।'

রুর হাতে যারা মারা গেছে তাদের লাশ নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠালেন তিনি। ওদেরকে বললেন, যদি সম্ভব হয় তা হলে যে-গুণ্ডা পালিয়ে গেছে তাকে যেন জীবিত ধরে আনে। কিন্তু জীবিত তো পরের কথা, মৃত অবস্থাতেও পাওয়া গেল না লোকটাকে। বালির উপর কিছুদূর পর্যন্ত রক্তের-দাগ রেখে এগিয়ে গেছে সে, তারপর একজায়গায় গিয়ে হারিয়ে গেছে সব চিহ্ন।

BanglaBook.org

তারমানে রক্তপাত খুব সম্ভব বন্ধ করে ফেলতে পেরেছে। বুদ্ধি খাটিয়ে বালি ছেড়ে পাথুরে জমিনের উপর দিয়ে হেঁটেছে, তাই ওর পায়ের-চিহ্নও পাওয়া গেল না।

যাদের লাশ নিয়ে আসা হলো তাদেরকে একনজর দেখেই যা বোঝার বোঝা গেল। তিনজনই আটি গোত্রের। দু'জনের পরনে এমন পোশাক, যা সচরাচর পরতে দেখা যায় রাজা আপেপির দরবারের লোকদের। তৃতীয়জনকে দেখলে, বলা ভালো লোকটার জামাকাপড় দেখলে পথপ্রদর্শক বলে মনে হয়। এই লোকের মাথাতেই কুড়ালের কোপ মেরেছে রু, মাথাটা দুই খণ্ড হয়ে গেছে।

কবর দেয়া হলো না ওই তিনজনকে, বরং শেয়াল-শকুনের জন্য ছুঁড়ে ফেলা হলো ওদের লাশ। তার আগে ওদেরকে অভিশাপ দিলেন রয়: পরজন্মে বা পরকালে কখনোই শান্তি পাবে না ওরা।

নেফ্‌রার পিরামিডে ওঠা বন্ধ হয়ে গেল পুরোপুরি।

ট্যানিসের রাজদরবার।

লোকটা আহত, চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে যারপরনাই ক্লান্ত সে। ওর পিঠে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। থেকে থেকে কেশে উঠছে সে, তখন রক্ত বেরিয়ে আসছে মুখ দিয়ে। সম্ভবত জখম হয়েছে ওর ফুসফুস। টলতে টলতে ঢুকল সে দরবারে।

এখানে প্রায় সবাই চেনে ওকে, তাই ভিতরে আসতে অসুবিধা হলো না। উচ্চপদস্থ একজন অফিসারের কাছে গেল লোকটা, বলছে কী ঘটেছে। পুরোটা শোনার আগেই রেগে গেলেন ওই অফিসার। গলা চড়িয়ে ডাকলেন একজন মহাফেজকে, হাজির হওয়া লোকটার প্রতিটা কথা লিখে রাখতে বললেন।

কাজটা শেষ হওয়ার পর আহত লোকটাকে অভিশাপ দিলেন

BanglaBook.org

অফিসার, কারণ যে-কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তাকে তা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে সে।

'দোষ কি আমার?' জানতে চাইল লোকটা। 'মানুষের গর্ভে জন্মনেয়া কারও পক্ষে কি কোনও ভূত বা ডাইনিকে পাকড়াও করা সম্ভব?'

'তোমাকে কে বলেছে মেয়েটা ভূত?' খেঁকিয়ে উঠলেন অফিসার। 'কে বলেছে সে ডাইনি?'

'তা না হলে সে কী? মাছি যেভাবে দেয়াল বেয়ে ওঠে-নামে, কোনও মানুষের পক্ষে কি পিরামিডের মসৃণ আর চকচকে পাথর বেয়ে সেভাবে ওঠানামা করা সম্ভব? আমরা নিজচোখে কাজটা করতে দেখেছি ওই মেয়েকে। তা ছাড়া...' কাশির দমকে কথা শেষ করতে পারল না লোকটা, মুখ দিয়ে বেরিয়ে-আসা রক্ত মুছল সঙ্গে-রাখা একটা ন্যাকড়ায়।

'তা ছাড়া কী?' জিজ্ঞেস করলেন অফিসার।

'কে জানত প্রেতলোক থেকে হঠাৎ হাজির হবে কুচকুচে কালো কোনও বিশালদেহী শয়তান? ওর মতো লম্বাচওড়া কাউকে কখনও দেখিনি আমি। ওর হুঙ্কার শুনলে মনে হয় সিংহ ডাকছে। খালিহাতে আমাদের দু'জনের খুলি ফাটিয়ে দিল সে—দেখে মনে হলো ডালিম ভাঙছে।'

'তুমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলে কেন? ছুরি ছিল না তোমার হাতে?'

'ও-রকম একটা ভূতুড়ে জায়গায় এমনিতেই গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, ভূত সামলাবো কখন আর ছুরি চালাবো কখন? আসলে আমি একটা বোকা, কারণ পুরস্কারের লোভে আপনার কথামতো কাজ করতে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে যারা গিয়েছিল তারাও বোকা। তা না হলে সবাই যেখানে যেতে মানা করে, সেখানে মরতে গেলাম কেন আমরা? যা-হোক, যা হওয়ার হয়েছে, এবার

BanglaBook.org

আমার পুরস্কার আমাকে দিয়ে দিন। মরার আগে আমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে ওসব ভাগবাঁটোয়ারা করে দিতে চাই।'

'পুরস্কার!' কণ্ঠ শুনে মনে হলো অফিসারের শ্বাস আটকে আসছে। 'তোকে তো লাঠি দিয়ে পেটানো উচিত, কুত্তা! যা, বের হ এখান থেকে!'

'কোথায় যাবো?'

'যারা ব্যর্থ হয় তারা যেখানে যায়—নরকে।' এক চাকরকে ডাকলেন অফিসার, ঘাড় ধরে বের করে দিতে বললেন লোকটাকে।

রাজদরবারের বাইরে বের করে দেয়া হলো লোকটাকে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নরক অথবা অন্য কোথাও চলে গেল সে। কারণ রুর ছুঁড়ে-মারা ছুরিটা বিষমাখানো ছিল। ওটা লোকটার কাঁধের নিচ দিয়ে ঢুকে ছিদ্র করে দিয়েছে ফুসফুস।

দরবারের ভিতরে একজায়গায় একটা খাসকামরা আছে। কখনও জরুরি আলোচনার দরকার হলে সঙ্গের লোকদের নিয়ে এখানে চলে আসেন রাজা আপেপি। এখন এখানেই আছেন তিনি।

কামরাটায় ঢুকলেন একটু আগের সেই অফিসার। দেখলেন, কয়েকজন মন্ত্রণাদাতা এবং যুবরাজ খিয়ানকে নিয়ে বসে আছেন আপেপি। রাজা ইদানীং তাঁর অনেক কাজকর্মের সঙ্গে জড়াচ্ছেন খিয়ানকে। তারমানে, সম্ভবত, যুবরাজের কাছে সিংহাসন ছেড়ে দেয়ার চিন্তা কাজ করছে তাঁর মাথায়।

আপেপি বিশালদেহী, মাংস বা চর্বির কোনোটারই কমতি নেই তাঁর শরীরে। কিন্তু আশ্চর্য, তারপরও বয়স ধরে রেখেছেন কোনও এক গোপন কৌশলে। তাঁকে দেখলে মাঝবয়সী বলে মনে হয়। আটি গোত্রের বেশিরভাগ সদস্যের মতোই তাঁর নাকটা বাঁকানো, পুঁতির মতো ছোট ছোট দুই চোখ কালো। গোত্রের প্রায় সব

BanglaBook.org

সদস্যের মতোই তিনি ভীষণ বদরাগী, প্রতিশোধপরায়ণ ও সন্দেহপ্রবণ।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে তাঁর ছেলে খিয়ানের অনেক পার্থক্য। সে আসলে ওর মা'র মতো হয়েছে। ভদ্রমহিলা মিশরীয়, সম্ভ্রান্ত বংশের রক্ত ছিল তাঁর শরীরে। তাঁকে যতটা না সাংসারিক প্রয়োজনে, তারচেয়ে অনেক বেশি রাজনৈতিক কারণে বিয়ে করেছিলেন আপেপি। কিন্তু বিয়ের পর টের পান, লক্ষ্মী একটা মেয়েকে বউ হিসেবে পেয়েছেন। আস্তে আস্তে ভালোবেসে ফেলেন স্ত্রীকে। তাই খিয়ানকে জন্ম দিতে গিয়ে যখন মারা যান ভদ্রমহিলা, তারপর আর বিয়ে করেননি তিনি, রানির মর্যাদা দেননি কাউকে। তবে বেশ কয়েকজন উপপত্নী আছে তাঁর।

খিয়ান এখন পরিপূর্ণ একজন যুবক। নম্রভদ্র সে, দৃষ্টি কোমল। আটিদের স্বভাবচরিত্রের প্রায় কিছুই নেই ওর মধ্যে। যথেষ্ট শক্তি রাখে শরীরে, একইসঙ্গে সুদর্শন। শরীরটা যেমন চটপটে, বুদ্ধিও তেমন প্রখর। কিছুটা ভাবুক প্রকৃতির, পড়তে ভালোবাসে। একজন সৈনিক সে, একইসঙ্গে একজন শিকারী। ওর গোত্রের অন্য লোকদের মতো যুদ্ধবাজ না, বরং বিশ্বাস করে, যুদ্ধের চেয়ে শান্তি অনেক ভালো। বিশ্বাস করে, রাজা মানেই শুধু শাসক না; জনগণের সুবিধা-অসুবিধার দিকে যিনি খেয়াল রাখেন, দেশের মঙ্গলচিন্তা যার ভিতরে কাজ করে, তিনিই আসল রাজা।

গোবরাটে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে আপেপি আর খিয়ানকে দেখছিলেন উজির অ্যানাথ, মানে সেই অফিসার, এবার এগিয়ে এলেন। রাজার সামনে দাঁড়িয়ে আটিদের কায়দায় সম্মান জানালেন তাঁকে, একটু আগে পাওয়া খবরটা জানালেন।

মনোযোগ দিয়ে শুনলেন আপেপি। তারপর বললেন, 'মেয়েটা কে, জানো?'

'না, মহান রাজা, জানি না। তবে...' উজিরের কণ্ঠে দ্বিধা,

BanglaBook.org

'অনুমান করতে পারি।'

ক্রূর হাসি হাসলেন আপেপি। 'তোমার আর আমার অনুমান মনে হয় এক। মেয়েটা খেপের্‌রার একমাত্র সন্তান। ...খেপের্‌রার কথা মনে আছে তো?'

'জী, আছে।'

'মনে আছে, কয়েকজন থেবান লর্ডকে ঘুষ দিয়েছিলাম আমরা, রিমা আর ওর মেয়েকে তুলে দিতে বলেছিলাম আমাদের হাতে?'

'জী, আছে।'

'কিন্তু শেষপর্যন্ত কীভাবে যেন মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যায় রিমা। ওদেরকে অপহরণ করার দায়িত্ব ছিল যাদের উপর, একজন ছাড়া মারা পড়ে তাদের সবাই। লোকটা পরে কসম খেয়ে বলে আমাদের কাছে, কালো এক দানব নাকি পাহারা দিচ্ছিল রিমা আর ওর মেয়েকে, সে-ই খতম করেছে সবাইকে। মনে পড়ে?'

'জী, মহান রাজা, মনে পড়ে।'

'যে-যুদ্ধে মারা যায় খেপের্‌রা, সেখানেও ও-রকম এক কালো দানবকে দেখেছিলাম আমরা। গুরুতর আহত খেপের্‌রাকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিল সে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে। পরে আমার অফিসাররা ওই একই লোককে দেখে একটা সওদাগরী জাহাজে। লোকটার সঙ্গে তখন দু'জন মহিলা আর একটা দুধের-বাচ্চাও ছিল।' মাথা নাড়লেন আপেপি। 'আফসোস, চোখ থাকতেও যারা দেখে না সে-রকম কয়েকটা লোককে গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি দিয়ে ফেলেছিলাম!'

'মহান রাজা, দায়িত্বে অবহেলা করার কারণে পরে চাকরি গেছে ওদের।'

'তা গেছে, কিন্তু আমার কী লাভ হয়েছে? আমি কি আমার

BanglaBook.org

উদ্দেশ্য পূরণ করতে পেরেছি?'

চুপ করে আছেন উজির।

'বার বার ভুল করেছে তোমার অফিসাররা, গুপ্তচররা। বার বার ভুল খবর দেয়া হয়েছে আমাকে। ...বলো, কথাটা সত্যি না মিথ্যা?'

'জী, মহান রাজা, আপনার কথা সত্যি।'

'আগে একবার বলেছ, ব্যাবিলনে চলে গেছে রিমা, সঙ্গে ওর মেয়েটাও। পাঠালাম কয়েকজন গুপ্তচরকে। ওরা পাকা খবর দিল, ব্যাবিলনে দেখা যায়নি রিমাকে, ওখানকার রাজা ডিটানাহ্‌র কোনও নাতনির খবরও শোনা যায়নি। তারপরও সন্দেহ যায়নি আমার, আর সেটার বশবর্তী হয়েই বছরের পর বছর ধরে সীমান্তবর্তী এলাকায় যুদ্ধ করছি ব্যাবিলোনিয়ানদের বিরুদ্ধে। অথচ এখন আমাকে শুনতে হচ্ছে, আমারই নাকের ডগায়, এই মিশরেই লুকিয়ে আছে "মিশরের রাজকুমারী" নামে পরিচিত ওই মেয়ে!'

আপেপির কথার জবাব দিতে সাহস পাচ্ছেন না উজির। মাথা নিচু করে তাকিয়ে আছেন মেঝের দিকে।

'তোমাদের মতো অকর্মাদের কারণে কী হয়েছে জানো?' খেপে গেছেন আপেপি। 'নীল নদের উৎপত্তিস্থল থেকে সাগর পর্যন্ত এবং নদের দুই তীরের প্রতিটা শহর আর গ্রামে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। বলা হচ্ছে, বেঁচে আছেন মিশরের রানি, এবং সিংহাসনের দখল নেয়ার জন্য অচিরেই দেখা দেবেন তিনি। বলা হচ্ছে, মেমফিসের পিরামিড আর সমাধিগুলোর আড়ালে থাকা এক ভ্রাতৃসঙ্ঘের আশ্রয়ে আছেন তিনি আপাতত, যে-সঙ্ঘের নাম ব্রাদারহুড অভ দ্য ডন।'

'শুনেছি, মহান রাজা,' মিনমিন করে বললেন উজির।

'শুনেছ!' গর্জে উঠলেন আপেপি। 'তা হলে বলো, আমার

BanglaBook.org

সঙ্গে পরামর্শ না করে ওই সঙ্ঘের উপর গুপ্তচরগিরি করার জন্য লোক পাঠাতে কে বলেছিল তোমাকে? ওই গুপ্তচরদেরকে পুরস্কারের লোভ দেখাতে কে বলেছিল তোমাকে?'

'আমার ভুল হয়ে গেছে, মহান রাজা। আমি ক্ষমা চাই।'

একটু যেন নরম হলেন আপেপি। 'একজন বিশ্বাসঘাতকও নেই ওই সঙ্ঘে, জানো? সেক্ষেত্রে তুমি কীভাবে আশা করতে পারো সফল হবে তোমার লোকেরা?'

'আশা করতে পারি না। হয়তো সে-কারণেই ব্যর্থ হয়েছে ওরা।'

'তোমার লোকেরা পিরামিড বেয়ে নেমে আসতে দেখল মেয়েটাকে, পাকড়াও করল ওকে। মেয়েটা যদি রক্তমাংসের না হতো তা হলে ওকে ধরতে পারত? সাহায্যের জন্য চিৎকার করল মেয়েটা, সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়ে গেল এক কালো দানব। খেয়াল করো, আবার সেই কালো দানব। কাজেই দুইয়ে দুইয়ে যোগ করে আমি বলতে চাই, ওই মেয়েই নেফ্‌রা—মিশরের রাজকুমারী। এবং ওর বাবাকে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে গিয়েছিল যে-ইথিয়োপিয়ান আর এবার ওকে রক্ষা করল যে-কালো দানব, দু'জনে একই লোক।'

'ঠিক বলেছেন, মহান রাজা,' 'আপনার অনুমানের তুলনা হয় না,' 'আপনার মতো বুদ্ধিমান রাজা কখনও ছিলেন না মিশরে, ভবিষ্যতেও আসবেন না কেউ'—মন্ত্রণাদাতাদের পক্ষ থেকে এই জাতীয় তোষামুদি কথা শেষ হওয়ার পর আপেপি আবার বললেন, 'ব্যাপারটা আমাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে। আমরা মেষপালকের জাত। আমাদের পূর্বপুরুষরা হানা দিয়েছিল মিশরে, উত্তরে সমৃদ্ধ নগর আর জনপদ যা ছিল তার প্রায় সব দখল করে নিয়েছিল, তখনকার ফারাওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল থেবেসে। সিংহাসন এখন পর্যন্ত আমার দখলে। ঘুষ দিয়ে কিনে রাখা হয়েছে

BanglaBook.org

থেবেসের লর্ড আর পুরোহিতদের। তারপরও বিপদ কমেনি। ব্যাবিলোনিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে আমরা দুর্বল হয়ে গেছি। আমাদের অনেকেই মিশরীয় মেয়েদের বিয়ে করেছে, অথবা মিশরীয় ছেলেদের কাছে মেয়ে বিয়ে দিয়েছে। আমি নিজেও রানি বানিয়েছিলাম এক মিশরীয় মেয়েকে। কাজেই আমরা শুধু সামরিক দিক দিয়েই না, জাতিগতভাবেও কিন্তু দুর্বল হয়ে যাচ্ছি।'

থামলেন আপেপি, একটু দম নিলেন, তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'মিশরীয়দের হাড়ে হাড়ে চিনি আমি। ওরা একগুঁয়ে, কোনওকিছু করার সংকল্প করলে তা করে ছাড়ে। নিজেদের প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য আর হাজার-বছর-ধরে যেসব রাজা ওদেরকে শাসন করেছে তাদের রক্তের প্রতি সাংঘাতিক টান আছে ওদের। ওরা যদি কখনও জানতে পারে, সেই রাজকীয় রক্ত গায়ে নিয়ে কেউ আসলেই বেঁচে আছে মিশরে, তা হলে কী হবে ভাবতে পারো? নীল নদে বন্যা হলে যে-অবস্থা হয় সেভাবে গণজাগরণ তৈরি হবে। আর তা স্রেফ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আমাদেরকে—আমি নিজেও জানি না কোথায়।' আবারও থামলেন তিনি, কী যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, 'সুতরাং, আমার কথা হচ্ছে, রানি বা রাজকুমারী যা-ই হোক, ওই মেয়েকে খতম করতে হবে। শেষ করে দিতে হবে ব্রাদারহুড অভ দ্য ডন নামের ওই ভ্রাতৃসঙ্ঘকেও।'

চুপ করে আছেন সবাই। রাজার মতের বিপক্ষে কিছু বলার সাহস হচ্ছে না কারও।

নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল যুবরাজ খিয়ান, অন্য সবাই যেভাবে সম্মান জানায় আপেপিকে সেভাবে সম্মান জানাল। তারপর বলল, 'আমার কয়েকটা কথা বলার আছে। প্রাচীন মিশরের ইতিহাস-ঐতিহ্য আর রহস্য নিয়ে অনেককিছু পড়েছি

BanglaBook.org

আমি। ব্রাদারহুড অভ দ্য ডন সম্পর্কেও জানি। সঙ্ঘটা পুরনো, সদস্যরা সবাই শান্তিপ্রিয়। তলোয়ারের বদলে নিজেদের চেতনা দিয়ে লড়াই করে ওরা। সঙ্ঘটা গোপন, কিন্তু খুব শক্তিশালী; মিশরের আনাচে-কানাচে হাজার হাজার সমর্থক আছে ওদের। এমনকী এই দরবারেও থাকতে পারে। সমর্থক আছে দূর দেশেও, বিশেষ করে ব্যাবিলনে। সঙ্ঘের নেতৃত্বে আছেন আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী এক সাধু—রয় নামের অতিবৃদ্ধ এক লোক। তিনি নাকি দেবতাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের পূর্বপুরুষরা কিন্তু শান্তিচুক্তি করে গেছেন পবিত্র ভূমিতে বসবাসকারী লোকদের সঙ্গে। কারণ, বলা হয়, সেখানে অনুপ্রবেশকারীদের জন্য অভিশাপ থাকে।'

আবারও রেগে গেলেন আপেপি। 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমিও যোগ দিয়েছ ওই সঙ্ঘে। যেখানে আমাদের রাজত্ব থাকে কি না তার ঠিক নেই, সেখানে শান্তিচুক্তি বা অভিশাপের কথা বলে লাভ আছে? ...সারা মিশরে রাজনৈতিক অসন্তোষ চলছে, ব্যাবিলোনিয়ানদের কাছে ক্রমাগত নাজেহাল হচ্ছি আমরা। কেন? কারণ ওদের দাবি, রিমার সঙ্গে অন্যায় করেছি আমরা, অথবা খুন করে গুম করেছি ওর লাশ। ...তুমি জানো না, কয়েকদিন আগে আমাকে চিঠি পাঠিয়েছে ডিটানাহ্। ওটা পড়ে আমার সন্দেহ বেড়েছে, মিশর থেকে খবর পাচার হয়ে যাচ্ছে ব্যাবিলনে। এই ষড়যন্ত্রকারীদের বিষদাঁত উপড়ে না ফেললে তার পরিণতি কী হবে, অনুমান করতে পারো? মেয়ের নিয়তি মেনে নিয়েছে ডিটানাহ্, কিন্তু যদি জানতে পারে ওর নাতনি বেঁচে আছে, সে কী করবে, জানো? কাজেই তোমার ভালো লাগুক বা না-লাগুক, আমার যা ভালো মনে হবে তা করবোই।'

বসে পড়ল খিয়ান, কিছু বলল না।

উজির বললেন, 'মহান রাজা, যদি অনুমতি দেন, একটা কথা

BanglaBook.org

বলবো।'

'বলো।'

'যদি এমন কোনও কায়দা অবলম্বন করা যায়, যার ফলে সাপ মরবে কিন্তু লাঠি ভাঙবে না, তা হলে কেমন হয়?'

'কী কায়দা?'

'মনে করুন, আমরা দূত পাঠালাম সাধু রয়ের কাছে। সে গিয়ে বলবে, নেফ্‌রাকে বিয়ে করে রানি বানাতে চান আপনি। প্রস্তাবটা যদি গ্রহণ করেন রয়, তা হলে ভেবে দেখুন, শান্তিচুক্তিও ঠিক থাকবে, আমাদের কারও উপর অভিশাপও নামবে না। কাউকে অন্যায়ভাবে খুনের দায়ও বহন করতে হবে না আপনাকে। অথচ বন্ধ হয়ে যাবে সব গুজব আর রাজনৈতিক অসন্তোষ।'

হা হা করে হেসে ফেলল খিয়ান।

মাথা নিচু করে ফেললেন মন্ত্রণাদাতারা। প্রত্যেক স্বার্থান্বেষীর মতো তাঁরাও চান না, তাঁদের মুচকি হাসি দেখে ফেলুক রাজা তাঁর সঙ্কট-মুহূর্তে।

উজিরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আপেপি। আস্তে আস্তে নিভু নিভু হয়ে আসছে তাঁর চোখের আগুন। বোঝা যাচ্ছে, উজিরের প্রস্তাবটা বিবেচনা করছেন তিনি। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'সিংহের বাচ্চাকে হত্যাও করা যায়, আবার পোষও মানানো যায়। কিন্তু কথা হচ্ছে, ওটাকে যদি পোষ মানাও, বড় হলে ওটা সিংহই হবে। তখন তোমার কাছে থাকতেও পারে, আবার না-ও পারে। তোমার দেয়া খাবার খাওয়ার বদলে মরুভূমিতে ফিরে গিয়ে নিজে শিকার করতে পারে! যা-হোক, একদিক দিয়ে চিন্তা করলে তোমার বুদ্ধিটা ভালো। ওই মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে এক হয়ে যাবে আটি রাজা আর প্রাচীন ফারাওরা, শেষপর্যন্ত শান্তি আসবে মিশরে।' খিয়ানের দিকে তাকালেন। 'ইচ্ছা করলে

BanglaBook.org

এখনও বাবা হতে পারি আমি। কিন্তু একত্রিত মিশরের সিংহাসনে আমার পরে কে বসবে তা নিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে।'

আপেপি কী ইঙ্গিত দিয়েছেন বুঝতে পেরে আবারও হাসল খিয়ান। উজির এবং মন্ত্রণাদাতাদের উদ্দেশে বলল, 'রাজা খেপের্‌রার মেয়ে যদি আসলেই বেঁচে থাকে, আটিদের রাজা যদি বিয়ে করেন ওকে, যদি কোনও সৎ ভাই বা বোন হয় আমার, এবং যদি তখন একত্রিত থাকে মিশর, তা হলে কে বসবে সিংহাসনে সেটাই আলোচনার বিষয়। আসলে অনেকগুলো "যদি" চলে আসছে আমাদের সামনে। সবগুলো "যদি" ঠিকমতো মিলে যেতে মোট কত বছর লাগবে, তা কি জানি আমরা কেউ? আরও বড় কথা হচ্ছে, উত্তর মিশরের এই যুদ্ধ-আর-ঝামেলায় ভরা সিংহাসনে বসার সাধ তেমন একটা নেই আমার। মানুষের আয়ু সংক্ষিপ্ত; ফারাও হোক বা চাষি, মরার পর একটা মানুষকে এমনিতেই ভুলে যায় সবাই। কাজেই আমার বিবেচনায়, জীবদ্দশায় জমকালো রোব আর অলঙ্কার পরে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে, অন্যদের সুখশান্তির জন্য কিছু করতে পারাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।'

'খিয়ান, একটু আগে বলেছিলাম, তুমিও যোগ দিয়েছ ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনে। এখন আমার মনে হচ্ছে অনুমানটা ঠিক। কারণ তোমার জায়গায় যদি আমি থাকতাম আর আমার বাবা যদি সিংহাসনের উত্তরাধিকারের ব্যাপারে জানতে চাইতেন আমার কাছে, অবশ্যই সেটা নিজের জন্য চাইতাম আমি। যা-হোক, মানুষে মানুষে তফাত থাকেই। এবার একটা প্রশ্ন করি, সরাসরি জবাব দিয়ো। তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি ভালো, রাজনৈতিক জ্ঞানও আছে। সাধু রয়ের কাছে আমার দূত হিসেবে পাঠাতে চাই তোমাকে। দায়িত্বটা কি নিতে রাজি আছ?'

'যদি সেখানে গিয়ে শান্তির কথা বলতে হয় আমাকে, তা হলে

BanglaBook.org

আমি রাজি। কিন্তু যদি যুদ্ধের কথা বলতে হয়...'

'বলবে, উত্তর মিশরের ফারাওয়ের অনুমতি ছাড়া একদল পাগল অনুপ্রবেশ করেছিল প্রাচীন পিরামিডের পবিত্র ভূমিতে এবং নিজেদের কৃতকর্মের মাশুল দিয়েছে, পুরো ঘটনাটার জন্য মহান ফারাও যারপরনাই দুঃখিত। প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে নৈবেদ্য পাঠানো হয়েছে তাঁর পক্ষ থেকে, তিনি চান মহান রয় যে-দেবতারই পূজা করুন না কেন, তাঁর বেদীতে যেন অর্পণ করা হয় সেসব। ...তিনি জানতে চান, ব্যাবিলনের রাজার নাতনি এবং দক্ষিণ মিশরের এককালের রাজার মেয়ে নেফ্‌রাকে আশ্রয় দিয়েছে ভ্রাতৃসঙ্ঘ—কথাটা ঠিক কি না। ...যদি ঠিক হয় তা হলে মহান আপেপি, এখনও বিয়ে করার মতো শারীরিক সামর্থ্য আছে যাঁর, যিনি একজন রানি-ছাড়া রাজা, বিয়ে করতে চান ওই মেয়েকে। ...তিনি কথা দিচ্ছেন, মেয়েটার গর্ভে যদি কোনও সন্তান জন্ম নেয়, তা হলে তাঁর মৃত্যুর পর পুরো মিশরের ফারাও বানানো হবে ওই বাচ্চাকে। ...প্রতিজ্ঞাটা লিখিত আকারে পাঠিয়েছেন তিনি, সিলমোহরও করে দিয়েছেন,' থামলেন আপেপি।

'সবই তো মনে হচ্ছে শান্তির কথা,' বলল খিয়ান।

'কারণ যুদ্ধের কথা এখনও বলিনি। ...রয়কে বলবে, যদি মেয়েটা বেঁচে থাকে এবং প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করা হয়, তা হলে আমার সিংহাসন আর দেশের শান্তির বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী হিসেবে গণ্য করা হবে পুরো ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনকে। এবং সমস্ত চুক্তি ও নিষেধাজ্ঞা ভুলে গিয়ে, অভিশাপ অমান্য করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

'যদি গিয়ে দেখি যে-মেয়ের কথা বলেছেন উজির সে-রকম কেউ নেই সেখানে?'

'তা হলে যে-হুমকি দিয়েছি সে-ব্যাপারে একটা শব্দও উচ্চারণ করবে না। সোজা ফিরে আসবে আমার কাছে, সব

BanglaBook.org

জানাবে।'

'সিরিয়ার যুদ্ধ থেকে ফেরার পর এই দরবার একঘেয়ে লাগছে আমার কাছে। অন্যরকম একটা কাজের দায়িত্ব পেয়ে তাই ভালো লাগল। কিন্তু যুবরাজ খিয়ান হিসেবে না, সাধারণ দূত হিসেবে সেখানে যেতে চাই আমি।'

'কেন?'

'কারণ ভ্রাতৃসঙ্ঘের লোকদের মনে যদি কোনও কুমতলব থাকে, আমাকে জিম্মি করতে পারে।'

'ঠিক বলেছ। এবার আমার একটা কথা শুনে রাখো। নেফ্‌রাকে আসলেই বিয়ে করতে চাই আমি। এ-ব্যাপারে সাধু রয় অথবা অন্য যে-কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে আমার সঙ্গে, আমার শত্রুতে পরিণত হবে সে। তার মৃত্যু নিশ্চিত করবো আমি।' উজিরের দিকে তাকালেন আপেপি, গলা থেকে একটা সোনার-চেইন খুলে ছুঁড়ে দিলেন তাঁর দিকে। 'চমৎকার একটা উপায় বাতলে দিয়েছ তুমি, পুরস্কার দিলাম তোমাকে। সবকিছু ভালোয় ভালোয় মিটে গেলে আরও বড় পুরস্কার আছে তোমার জন্য।'

পায়ের কাছে এসে-পড়া চেইনটা তুলে নিলেন উজির, আটিদের কায়দায় সম্মান জানালেন আপেপিকে।

খিয়ানের দিকে তাকালেন আপেপি। 'যেমনটা বলেছ—এই দায়িত্বে বিপদ আছে। যে-কোনওকিছু ঘটে যেতে পারে। যদি কোনওরকম অসুবিধা মনে করো, এখনই বলো, অন্য কারও খোঁজ করি। আরেকটা কথা। তুমি সাধারণ দূত হিসেবে গেলেও যে ফাঁকি দিতে পারবে ওই লোকদের, তা না-ও হতে পারে। ওরা চালাকচতুর না-হলে এত বছর ধরে লুকিয়ে রাখতে পারত না নেফ্‌রাকে।'

'ঝুঁকিটা নিলাম,' উঠে দাঁড়াল খিয়ান। 'যাই, দেখি খুঁজে বের

BanglaBook.org

করা যায় কি না ওই কালো-দানবের ছুরি-খাওয়া লোকটাকে। জরুরি কিছু তথ্য জানা যেতে পারে লোকটার কাছ থেকে।'

আট

মহাফেজ রাসা

মাসখানেক পর।

'পবিত্র ভূমির' সঙ্গে দিগন্তবিস্তৃত শস্যখেত আছে। একজায়গায় কাজ করছে এক কৃষক। সে দেখল, ওর দিকে এগিয়ে আসছে অচেনা এক লোক। বেশভূষা দেখলে মনে হয়, ট্যানিসের রাজদরবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা আছে লোকটার। আরও মনে হয়, সে কোনও দূত বা বার্তাবাহক।

কৃষকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা, হাতেধরা প্যাপাইরাস বাড়িয়ে ধরে জানাল ওটা ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের নেতার জন্য।

দূতের দিকে বোকার মতো তাকিয়ে আছে কৃষক। কিছুক্ষণ পর বলল, 'কীসের ব্রাদারহুড অভ দ্য ডন? কীসের নেতা?'

প্যাপাইরাসটা একরকম জোর করে কৃষকের হাতে ধরিয়ে দিল দূত। 'বন্ধু, কীসের ভ্রাতৃসঙ্ঘ তা তুমিই না-হয় খুঁজে বের করো। খুঁজে বের করো সেটার নেতাকেও। তারপর আমার পক্ষ থেকে প্যাপাইরাসটা দিয়ো তাঁর হাতে। ততদিন এখানেই কোথাও থাকি আমি, অপেক্ষা করি তাঁর জবাবের।' ইঙ্গিতে দূরের একটা তালগাছের-বাগান দেখাল। 'আপাতত ওখানে যাচ্ছি—ছায়াও

BanglaBook.org

মিলবে, আশ্রয়ও মিলবে। একদম ভোরে আর ঠিক সূর্যাস্তের সময় সহজেই দেখা পাওয়া যাবে আমার। ওই দুই সময়ে প্রার্থনা করি আমি।'

মাথা চুলকাচ্ছে কৃষক, হতভম্ব দৃষ্টিতে একবার তাকাচ্ছে দূতের দিকে, আরেকবার প্যাপাইরাসটার দিকে। বলল, 'আপনার কথামতো কাজ করার চেষ্টা করবো। কিন্তু বুঝতে পারছি না, কাকে জিজ্ঞেস করবো ওই সঙ্ঘের কথা। বুঝতে পারছি না, কোথায় খুঁজে পাবো সঙ্ঘটার নেতাকে।'

কিছু বলল না দূত, এগিয়ে যাচ্ছে বাগানটার দিকে।

পরদিন সূর্যাস্তের সময় সেখানে হাজির হলো ওই কৃষক। এবার নতুন একটা প্যাপাইরাস দেখা যাচ্ছে লোকটার হাতে। ওটা দূতের হাতে দিয়ে বলল, 'অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে আমাকে। আমার উপর রীতিমতো খেপে গিয়েছিল অচেনা কয়েকজন লোক। শেষপর্যন্ত এই প্যাপাইরাস আমার হাতে দিয়ে ওরা বলল, এটা আপনাকে দিয়ে যেন বলি ট্যানিসের রাজদরবারে ঠিকমতো পৌঁছে দিতে। কিছু কথা লেখা আছে এটাতে, সেগুলো যেন ঠিকমতো জানতে পারেন রাজা আপেপি।'

উপহাসের হাসি হাসল দূত। 'রাজা আপেপি? তিনি আবার কে? আর ট্যানিসের রাজদরবার? ট্যানিস কোথায় তা-ই জানি না, আবার রাজদরবার! তারপরও, বন্ধু, এত করে যখন বলছ তখন চেষ্টা করে দেখি তোমার কথামতো কাজ করা যায় কি না।'

একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসল দূত আর কৃষক। তারপর যে যার কাজে চলে গেল।

BanglaBook.org

কয়েকদিন পর।

রাজা আপেপির সামনে হাজির হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত মহাফেজ। ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের পক্ষ থেকে যে-প্যাপাইরাস

দেয়া হয়েছে রাজাকে তা পড়ে শোনাচ্ছে:

' "পৃথিবী শাসন করেন যে-শক্তি তাঁর, এবং তাঁর ভৃত্য মৃত্যুদেবতা ওসিরিসের নামে।

' "বর্তমানে ট্যানিস নগরীতে বসবাসরত আটিদের রাজা আপেপি, আপনাকে অভিনন্দন।

' "রাজা, আপনি হয়তো জানেন, আমরা, ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যরা, পিরামিডের ছায়ায় ঢাকা পবিত্র ভূমিতে থাকি। এখানে অনেক পুরনো কিছু কবর আর সমাধিসৌধ আছে, সেগুলোর সেবক বলা হয় আমাদেরকে। এখানে এমনকিছু আছে, যা, সম্ভবত পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত, অন্যদের দৃষ্টিতে বিস্ময়ের বিষয় হয়ে থাকবে। এখানে আছে স্ফিংস, যা অন্যদের কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক, অথচ আমাদের জন্য জ্ঞানের উৎস।

' "রাজা, আপনার বার্তা পেয়েছি আমরা, এবং তা বিবেচনা করেছি। সাম্প্রতিক সময়ে আপনারই কয়েকজন অফিসার এমন এক কাজ করেছে যা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। শেষপর্যন্ত পবিত্র ভূমির অভিশাপ কিন্তু ওদের উপরই নেমেছে। যে বা যারা একই কাজ করবে অথবা করার চেষ্টা করবে, আপনি নিশ্চিত থাকুন, একই পরিণতি হবে তাদেরও। যে বা যারা আমাদের সঙ্ঘের পবিত্রতা নষ্ট করবে অথবা করার চেষ্টা করবে, আমাদের গোপনীয়তা ভাঙবে অথবা ভাঙার চেষ্টা করবে, আমরা নিশ্চিত, একই পরিণতি হবে তাদেরও।

' "রাজা, আপনার বার্তায় আপনি বলেছেন, বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে এবং জরুরি একটা প্রয়োজনে একজন দূত পাঠাতে চান আমাদের কাছে। কী সেই উদ্দেশ্য, বলেননি। কী সেই প্রয়োজন, জানাননি। তারপরও আমরা একমত হয়েছি, আপনার পাঠানো দূতকে গ্রহণ করবো, সমাদর করবো, তিনি যে-ই হোন না কেন। তবে একটা শর্ত আছে। সম্পূর্ণ একা আসতে হবে তাঁকে। কারণ

BanglaBook.org

পবিত্র ভূমির সীমানায় একজনের বেশি আগন্তুককে ঢুকতে দেয়াটা আমাদের নিয়মের বাইরে। যদি এই শর্তে রাজি থাকেন, তা হলে আপনার দূতকে আগামী পূর্ণিমায় পাঠিয়ে দেবেন তালগাছের ওই বাগানে, যেখানে আপনার বার্তাবাহকের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে এই প্যাপাইরাস। সেখানে আমাদেরই কেউ খুঁজে নেবে তাঁকে, তারপর পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে আমাদের কাছে।

' "আরেকটা কথা। আপনার দূত যদি কোনও ক্ষতি না করেন আমাদের কারও, নিশ্চিত থাকুন, তাঁরও কোনও ক্ষতি হবে না।" '

চিঠি পড়া শেষ। যুবরাজ খিয়ানকে ডেকে পাঠালেন আপেপি, চলে যেতে বললেন মহাফেজকে। খিয়ান আসার পর ওকে চিঠির বিষয়বস্তু জানিয়ে বললেন, 'এখনও সময় আছে, ভালোমতো ভেবে বলো সেখানে যেতে চাও কি না আসলেই। সম্পূর্ণ একা যেতে হবে তোমাকে, সম্পূর্ণ একা থাকতে হবে।'

'সমস্যা কী? ওদের কোনও ক্ষতি করার ইচ্ছা থাকলে আমি একা থাকলেও করতে পারবে, আমার সঙ্গে আরও দশজন থাকলেও করতে পারবে। ইতিহাস সাক্ষী, দেহরক্ষী থাকার পরও অবলীলায় খুন করা হয়েছে অনেক দেশের অনেক রাজাকে, কাউকে এমনকী রাজপ্রাসাদেও।'

কিছু বললেন না আপেপি।

খিয়ান বলে চলল, 'তা ছাড়া তালগাছের বাগানে যদি একজনের বেশি দু'জনও যাই, ভ্রাতৃসঙ্ঘের পক্ষ থেকে কেউ নিতে আসবে না আমাদেরকে।'

'গোছগাছ সেরে ফেলো তা হলে। আমার পক্ষ থেকে যে-চিঠি দেয়ার কথা তা আগামীকাল তোমাকে দেবে উজির। কিছু নির্দেশনা থাকবে তোমার প্রতি, সেগুলোও জানাবে। আর, যে-জাহাজে করে মেমফিসে যাবে তুমি, সেটার ক্যাপ্টেন তোমাকে

BanglaBook.org

পৌঁছে দেবে জায়গামতো। আমি চাই নিরাপদে ফিরে আসো তুমি। চাই সঙ্গে করে নিয়ে আসো ওই মেয়েটাকে, এবং ওর খেদমতগার হিসেবে যদি কোনও মেয়ে বা মহিলা থাকে তা হলে তাকেও।'

'ফিরতে পারবো কি না জানি না। আর ফিরলেও আমার সঙ্গে ওই মেয়ে থাকবে কি না জানি না। কারণ দেবতাদের ইচ্ছাই মানুষের নিয়তি। আর তাঁরা বেশিরভাগ সময় মানুষের জন্য সেটাই চান, যা তারা কখনোই নিজের জন্য চায় না।'

পরদিন রওয়ানা হয়ে গেল খিয়ান।

আপেপির দেয়া প্যাপাইরাসটা আছে ওর সঙ্গে। ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যরা যে-দেবতারই পূজা করুক না কেন, তাঁর জন্য নৈবেদ্য হিসেবে আছে বেশকিছু স্বর্ণ। রাজকুমারী নেফ্‌রার জন্য আছে অনেকগুলো রত্নপাথর আর রত্নপাথর-বসানো অলঙ্কার।

পবিত্র ভূমিতে যুবরাজ হিসেবে যাচ্ছে না খিয়ান। বরং ট্যানিসের রাজদরবারের একজন মহাফেজ হিসেবে যাচ্ছে। এখন ওর ছদ্মনাম রাসা।

এত গোপনে ট্যানিস ত্যাগ করল সে যে, খুব কম লোকই জানতে পারল সেটা। একটা সওদাগরী জাহাজে উঠেছে, নাবিকদের কারও সঙ্গেই পূর্বপরিচয় নেই। তবে জাহাজের সবার উপর আদেশ আছে, সে যা বলবে তা যেন পালন করা হয়। সবাই জানে, সে একজন দূত, রাজার বিশেষ কাজে যাচ্ছে।

মোট ছ'জন দেহরক্ষী আছে ওর সঙ্গে। তবে ওদেরকে আনা হয়েছে অনেক দূরের এক জায়গা থেকে। কখনও খিয়ানের চেহারা দেখেনি ওরা। তাই ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারছে না, ওর আসল পরিচয় কী।

BanglaBook.org

দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে।

একটা তালগাছের কাণ্ডে ভর দিয়ে মাটিতে বসে আছে খিয়ান। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দূরের পিরামিডগুলোর দিকে। ভাবছে, যাঁদের আদেশে বানানো হয়েছে ওগুলো তাঁরা আসলেই বিখ্যাত রাজা ছিলেন। খুশি খুশি লাগছে ওর। দুঃসাহসিক অভিযান পছন্দ করে সে, পছন্দ করে নতুন নতুন জায়গায় যেতে। যে-দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ওকে তা যত অদ্ভুতই হোক না কেন, সেটাও ভালো লাগছে।

ভাবছে, ওই রাজকুমারী যদি আসলেই এখানে থাকে, আর ওকে নিয়ে যদি ট্যানিসে ফিরতে পারে, রাজমুকুট হারাবে নিঃসন্দেহে। যদি ফিরতে না পারে, তা হলেও একই অবস্থা হবে। কারণ যারা ব্যর্থ হয় তাদেরকে কখনোই ক্ষমা করে না ওর বাবা। তারমানে নেফ্‌রা নামের কেউ এখানে না থাকলে, অথবা থাকলেও যদি তাকে খুঁজে না পাওয়া যায় তা হলে সবদিক দিয়ে ভালো হয়।

কিন্তু ওই কালো-দানবের ছুরি-খাওয়া লোকটা মরার আগে কসম খেয়ে বলেছে, যে-মেয়েকে পাকড়াও করেছিল, তাকে পিরামিড বেয়ে নিজচোখে নামতে দেখেছে। বলেছে, ওই মেয়ে নাকি খুবই সুন্দরী, এত সুন্দরী কাউকে কখনও দেখেনি সে।

হতে পারে...রাজকুমারীরা সাধারণত সুন্দরীই হয়...কিন্তু ওরা পিরামিড বেয়ে ওঠানামা করতে পারে—এ-রকম কথা কি শোনা গেছে কখনও? ওরা বরং শুয়ে-বসে দিন কাটায়, আর মজার মজার খাবার খায়।

ভ্রাতৃসঙ্ঘের লোকেরা যদি কখনও জানতে পারে খিয়ান আসলে কে, যদি জানতে পারে মিথ্যা পরিচয়ে এসেছে সে ওদের কাছে, তা হলে কী করবে? খুন করবে ওকে? নাকি স্রেফ তাড়িয়ে দেবে?

BanglaBook.org

এসব ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমে বন্ধ হয়ে এল ওর দু'চোখ। কারণ খুব গরম পড়েছে, তা ছাড়া সওদাগরী জাহাজটাতে গাদাগাদি করে আসতে হয়েছে বলে ঠিকমতো বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ পায়নি।

ওকে তালগাছের বাগান পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার আগে পিরামিডের ভূতের ব্যাপারে যে-গল্প বলেছেন জাহাজের ক্যাপ্টেন, ঘুমিয়ে পড়ার সময় তা মনে পড়ে গেল খিয়ানের।

ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের আস্তানায়, প্রাচীন একটা মন্দিরের ভিতরে কথা বলছেন সাধু রয়, লর্ড টাউ আর নেফ্‌রা।

'দূত এসে গেছে, মহান রয়,' বললেন টাউ। 'তালগাছের বাগানে দেখা গেছে ওকে।'

'লোকটা কেন এসেছে সে-ব্যাপারে কিছু জানা গেছে?' জিজ্ঞেস করলেন রয়।

মাথা ঝাঁকালেন টাউ। 'ট্যানিসের রাজদরবারে গুপ্তচর আছে আমাদের—সঙ্ঘেরই ভাই সে, গোপনে খবর পাঠিয়েছে আমার কাছে। ব্যাপারটা রাজকুমারী নেফ্‌রাকে নিয়ে।'

'আমাকে নিয়ে!' আশ্চর্য হয়ে গেছে নেফ্‌রা। 'মানে?'

ওর দিকে তাকালেন টাউ। 'সেদিন একটা ভুল করেছে রু। চার হামলাকারীর মধ্যে তিনজনকে খতম করেছে সে, কিন্তু একজনকে মারতে পারেনি। ট্যানিসের রাজদরবারে গিয়ে ওই লোক জানায়, আজ থেকে অনেক বছর আগে থেবেসে ফাঁদ পেতেও যাঁদেরকে গ্রেপ্তার করতে পারেননি আপেপি, সম্ভবত তাঁদেরই একজনকে দেখা গেছে এখানে। ভ্রাতৃসঙ্ঘের আশ্রয়ে বাস করছে সে। রাজা তখন দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে আপনার পরিচয় অনুমান করে নেন।'

'আপেপি সাংঘাতিক ধূর্ত,' বললেন রয়।

BanglaBook.org

'শুধু ধূর্তই না,' বলছেন টাউ, 'সিদ্ধান্ত নিতেও দেরি করেন না তিনি। আরেক ধূর্ত লোক উজির অ্যানাথ বুদ্ধিপরামর্শ দিয়েছেন তাঁকে, ফলে রাজকুমারী নেফ্‌রাকে এখন বিয়ে করতে চাইছেন আপেপি। অথচ প্রথমে ঠিক করেছিলেন খুন করে ফেলবেন তাঁকে। আসলে বিয়ের মাধ্যমে এক করতে চাইছেন তিনি মিশরকে। আমাদেরকে নাকি কথা দেবেন, রাজকুমারী নেফ্‌রার গর্ভে জন্মনেয়া সন্তানকে পরবর্তী ফারাও বানাবেন।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'আজই এসে হাজির হলো ওই দূত। অথচ আমি ভেবেছিলাম আসতে দু'-একদিন দেরি হবে ওর, একটু সময় পাওয়া যাবে।'

'কীসের জন্য?' জিজ্ঞেস্ করল নেফ্‌রা।

'আপনার মনে আছে কি না জানি না, অনেক আগে বলা হয়েছিল, একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাকে মিশরের রানি হিসেবে গ্রহণ করে নেবো আমরা। আমার হিসেব অনুযায়ী, আজকের রাতটা সে-অনুষ্ঠানের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত। যা-হোক, আপেপিকে বিয়ে করার ব্যাপারে আপনার কী মত?'

'একটা অথবা এক শ'টা মুকুটের কাছে বিক্রি হওয়ার মতো মেয়ে না আমি,' শীতল কণ্ঠে বলল নেফ্‌রা। 'যে-লোক আমাদের পারিবারিক শত্রু, তাকে বিয়ে করবো? লোকটা একটা চোর, মিশরের সিংহাসন চুরি করেছে সে। জোর খাটিয়ে এবং প্রতারণা করে দখল করে রেখেছে সেটা। সে বয়সে আমার বাবার সমান হবে...আমাকে বিয়ে করার চিন্তা এল কী করে ওর মাথায়? কী করে ভাবল, সে প্রস্তাব দেয়ামাত্র রাজি হয়ে যাবো? আমি কি ভুলে গেছি আমার বাবার খুনি কে? আমি কি ভুলে গেছি, যখন দুধের-বাচ্চা ছিলাম তখন আমাকে আর আমার মাকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিল কে? ...কখনও দেখেওনি আমাকে, অথচ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বউ বানাতে চাইছে! আমি কোনও আরব ঘোড়া

BanglaBook.org

নাকি? ইচ্ছা হওয়ামাত্র যত-খুশি-দামে আমাকে কিনে নিয়ে ঢোকানো যাবে না আস্তাবলে। ...দরকার হলে সবচেয়ে উঁচু পিরামিড থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবো, তবুও বিয়ে করবো না ওই শয়তানটাকে।'

'সেটাই ভেবেছিলাম আমি,' রয়ের ঠোঁটের কোনায় মুচকি হাসি। 'ভয় পাবেন না, রাজকুমারী, ব্রাদারহুড অভ দ্য ডন যতদিন আছে, ততদিন আপনার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না আপেপি নামের ওই নেকড়েটা।' টাউয়ের দিকে তাকালেন। 'শুধু কি বিয়ের প্রস্তাবই দিয়েছে আপেপি? নাকি আরও কিছু বলেছে?'

'বলেছে। রাজকুমারী নেফ্‌রাকে যদি তুলে দেয়া না-হয় তাঁর হাতে তা হলে নাকি যুদ্ধের ঘোষণা দেবেন তিনি ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের বিরুদ্ধে।'

আরেকবার মুচকি হাসলেন রয়। 'অনেক আগের একটা গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে। একবার এক দুষ্টু ছেলে বনে গিয়ে একটা সাপের গর্ত দেখতে পেল। উঁকি দিয়ে দেখল, গর্তের ভিতরে ঘুমিয়ে আছে সাপ। উঁকি দেয়া অবস্থাতেই সাপটার ঘুম ভাঙানোর জন্য যা যা করা সম্ভব করতে শুরু করল সে। বোকা ছেলেটা কল্পনাও করতে পারেনি, ওকে ছোবল দেয়ার জন্য গর্তের বাইরে আসতে হবে না সাপটাকে। ...ঠিক সে-অবস্থা হয়েছে আপেপির। যা-হোক, আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে, যে-দূত এসেছে, তাকে যতখানি সম্ভব খাতিরযত্ন করবো আমরা—যেমনটা কথা দিয়েছিলাম আপেপিকে। ...একটা পরিকল্পনা আছে আমার মাথায়, তবে তাতে রাজকুমারী নেফ্‌রা রাজি হবেন কি না জানি না।'

'কী?' জিজ্ঞেস করল নেফ্‌রা।

'আপনার পোশাকের উপর পুরুষমানুষের রোব পরে ওই দূতের কাছে যান। ওকে নিয়ে আসুন এখানে।'

'বলেন কী!'

BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকালেন রয়। 'ব্যাপারটা কল্পনাও করতে পারবে না ওই দূত।'

'কিন্তু...' দ্বিধা যাচ্ছে না নেফ্‌রার, 'আমি একা...'

'আড়ালে থেকে আপনার উপর নজর রাখবেন লেডি কেম্মাহ্ আর রু।'

'এর ফলে কী লাভ হবে?'

'প্রথম লাভ, এটা একটা ফাঁদ—অসতর্ক হয়ে আপনার কাছে হয়তো বেফাঁস কিছু বলে ফেলতে পারে ওই দূত। দুই, আপনিই যদি সবার আগে দেখা করেন ওই লোকের সঙ্গে, তা হলে আপনাকে আর যা-ই হোক রাজকুমারী নেফ্‌রা বলে কল্পনাও করতে পারবে না লোকটা—যেমনটা আগেও বলেছি।'

'কিন্তু গতবারের মতো যদি অতর্কিত হামলা চালানো হয় আমার উপর?'

'সম্ভাবনা কম। কারণ এখন পর্যন্ত আমি আর টাউ ছাড়া অন্য কেউ জানে না ওখানে যাচ্ছেন আপনি। তা ছাড়া গতবারের হামলার পর পাহারা বসানো হয়েছে পবিত্র ভূমির সীমান্তে। পাহারাদারদের দেখতে পাবেন না আপনি, অথবা দেখলেও বুঝতে পারবেন না ওরা আসলে পাহারা দিচ্ছে। কাজেই ভয়ের কিছু নেই। যান সেখানে, যা যা জানা সম্ভব হয় আপনার পক্ষে জেনে নিন ওই দূতের কাছ থেকে। তারপর লোকটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসুন স্ফিংসের কাছে। ওখানে চোখ বেঁধে ফেলা হবে ওর, তারপর হাজির করা হবে আমাদের আস্তানায়।'

নেফ্‌রাকে কেম্মাহ্ আর রুর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন টাউ। তাঁর খুব কাছের কয়েকজনকে ডেকে জরুরি কিছু আদেশ দিয়েছেন। তারপর ফিরে এসেছেন রয়ের কাছে।

নিচু গলায় বললেন, 'মহান সাধু, কিছু কথা ছিল।'

BanglaBook.org

অনুমতি দেয়ার ঢঙে মাথা ঝাঁকালেন রয়।

'আপনি অনেককিছু জানেন। অনেককিছু অনুমান করতে পারেন। রাজা আপেপির সেই দূত আসলে কে, কিছু কি বুঝতে পেরেছেন সে-ব্যাপারে?'

'মনে হয় পেরেছি। লোকটা রাজদরবারের একজন সাধারণ কর্মচারীর ছদ্মবেশে এসেছে। কিন্তু আসলে মোটেও সাধারণ না সে। ওই যুবক আসলে যুবরাজ খিয়ান, আপেপির উত্তরাধিকারী।'

চমকটা সামলে নিতে সময় লাগল টাউয়ের। তারপর বললেন, 'যুবরাজ খিয়ানের ব্যাপারে কী কী জানেন?'

'রাজদরবারে আমার যে-গুপ্তচররা আছে, খিয়ান যখন ছোট তখন থেকে আমার কাছে নিয়মিত খবর পাঠাচ্ছে ওরা। ...ছেলেটা এমনিতে বেশ ভালো। যৌবনে পুরুষমানুষের কিছু দোষ থাকে, ওরও কমবেশি আছে। যেমন কিছুটা অপরিণামদর্শী। কারণ তা না হলে এ-রকম একটা দায়িত্ব নিয়ে এখানে আসার কথা না। ওর মধ্যে আটিদের চেয়ে মিশরীয়দের স্বভাবচরিত্র বেশি। দার্শনিক দার্শনিক ভাব আছে। তবে শিক্ষিত, সাহসী, সুদর্শন আর উদারমনা। মানুষের সেবা করার ইচ্ছা আছে। সে চায়, আবার একসঙ্গে হয়ে যাক দুই মিশর, কিন্তু কাজটা কীভাবে করা যেতে পারে সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও পরিকল্পনা নেই ওর। সে আসলে এমন এক যুবক, আমার যদি বিয়ের-উপযুক্ত কোনও মেয়ে থাকত তা হলে পাত্র হিসেবে ওকেই বেছে নিতাম।'

'পুরো ব্যাপারটা কোনও ফাঁদ না তো? কারণ রাজকুমারী নেফ্‌রাকে নিয়ে যদি ফিরে যেতে পারেন যুবরাজ খিয়ান, নিঃসন্দেহে সিংহাসনের অধিকার হারাবেন তিনি।'

'আমার মনে হয়, রাজকুমারী নেফ্‌রাকে নিয়ে ফিরে যেতে পারবেন না তিনি। বরং রাজকুমারীর সঙ্গে একদিন ফিরে আসতে হবে এখানে।'

BanglaBook.org

'মানে!'

'সেটা যখন সময় হবে, নিজেই দেখতে পাবে।'

'যুবরাজ খিয়ানকে নিয়ে আসার জন্য রাজকুমারী নেফ্‌রাকে পাঠিয়েছেন আপনি। বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য আছে আপনার?'

'আছে। কল্পনার দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, যুবরাজ খিয়ানের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে রাজকুমারী নেফ্‌রার।'

'কিন্তু যুবরাজ খিয়ানকে যদি মনে না ধরে রাজকুমারী নেফ্‌রার?'

জবাব না দিয়ে রহস্যময় হাসি হাসলেন রয়। বললেন, 'ওই চার হামলাকারীর কথা বাদ দিয়ে বললে ট্যানিসের-রাজদরবারের কেউ কখনও দেখেনি লেডি নেফ্‌রাকে। তাঁর কথা ইচ্ছা করলে যুবরাজ খিয়ানের কাছে স্বীকার করতে পারি আমরা, আবার না-ও পারি। কোন্‌টা করবো?'

'যদি স্বীকার না করি তা হলে আজ না-হোক কাল এমনিতেই জানতে পারবেন তিনি সেটা। তখন আমাদেরকে মিথ্যাবাদী আর কাপুরুষ ভাববেন। আর যদি স্বীকার করি, তা হলে আর যা-ই হোক না কেন, শত্রুদের কাছেও আমাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে। কাজেই আমি সত্যি বলার পক্ষে।'

'ব্যাপারটা নিয়ে আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছি আমি, ওরাও একই মত দিয়েছে। যা-হোক, আজ রাতে মন্দিরের বড় হলে লেডি নেফ্‌রাকে রানি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হবে। কাজটা করা হলে আপেপিকে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ থাকবে তাঁর। তিনি বলতে পারবেন, আমি এমনিতেই মিশরের রানি, কাউকে বিয়ে করে তা হওয়ার দরকার নেই।...আমি চাই, অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকুক যুবরাজ খিয়ানও।'

লম্বা একটা আলখাল্লা পরেছে নেফ্‌রা, এগিয়ে যাচ্ছে তালগাছের

BanglaBook.org

বাগানের দিকে। ওকে অনুসরণ করছেন লেডি কেম্মাহ্। সঙ্গে আছে রু।

'যা গরম পড়েছে!' নেফ্‌রাকে বললেন কেম্মাহ্, জ্বলন্ত সূর্যের দিকে একবার তাকিয়েই নামিয়ে নিলেন মুখ। 'বিকেল হয়ে গেল, তবুও যদি রোদের তেজ একটু কমে! এত গরমে বোকা ছাড়া আর কে ঘুরতে বের হয়? আজ রাতে রানি হিসেবে ঘোষণা করা হবে আপনাকে, খামোকা ঘোরাঘুরি না করে অনুষ্ঠানটার জন্য পোশাক আর গহনা ঠিক করে রাখা উচিত ছিল। ...তপ্ত বালির উপর দিয়ে আর হাঁটতেও পারছি না। ওই যে, সামনে একটা মূর্তি দেখা যাচ্ছে...কে জানে কোন্ দেবতা বা রাজার! যাঁরই হোক, ওটার ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াই,' দিক বদল করে এগিয়ে গেলেন মূর্তিটার দিকে।

নেফ্‌রার পিছু পিছু এগিয়ে যাচ্ছে রু, হাতকুড়ালটা আছে ওর কাছে।

তালগাছের বাগানে ঢোকার আগে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল নেফ্‌রা। কাছেপিঠেই আছে রু, চেষ্টা করেও খুব একটা আড়াল করতে পারছে না নিজের বিশাল শরীরটা। বাগানের ভিতরে ঢুকে পড়ল নেফ্‌রা, তবে তার আগে ইঙ্গিতে রুকে জানাল কাছাকাছিই যেন থাকে সে, এবং যতটা সম্ভব আড়ালে রাখার চেষ্টা করে নিজেকে।

অনতিদূরে একটা গাছের কাণ্ডে ভর দিয়ে মাটিতে বসে আছে এক অফিসার। লোকটার পরনের আলখাল্লায় বুকের কাছে একটা সিংহের-ব্যাজ আটকানো। ওটা নিঃশব্দে বলে দিচ্ছে, ট্যানিসের রাজদরবারে কাজ করে সে। ওর পাশে কয়েকটা পুঁটুলি দেখা যাচ্ছে। বেহুঁশের মতো ঘুমাচ্ছে সে।

একটা চিন্তা খেলে গেল নেফ্‌রার মাথায়, নিঃশব্দে পিছিয়ে

BanglaBook.org

গিয়ে বের হলো বাগান থেকে। রুকে ইশারায় কাছে ডেকে ওর কানে ফিসফিস করে বলল, 'ঘুমন্ত লোকটার পাশ থেকে পুঁটুলিগুলো তুলে নাও। সাবধান, কিছুই যেন টের না পায় সে। ওগুলো নিয়ে চলে যাও লেডি কেম্মাহ্‌র কাছে। আমি আসছি।'

রু বিশালদেহী হলেও, বেশিরভাগ ইথিয়োপিয়ানের মতো, প্রয়োজনের সময় নিঃশব্দে হাঁটতে পারে। কারণ শিকার আর শত্রুর পিছু নেয়ার জন্য কৌশলটা শিখতে হয় ওদের। পুঁটুলিগুলো নিয়ে ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে যেতে সময় লাগল না ওর। তারপরও ঠিকই চোখ রাখবে সে এই বাগানের উপর, নেফ্‌রার কোনও বিপদ ঘটামাত্র হাজির হবে।

আরেকটা তালগাছের দিকে এগিয়ে গেল নেফ্‌রা, হেলান দিল ওটার গায়ে। কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে ঘুমন্ত লোকটাকে। আগে কখনও রাজদরবারের কোনও অফিসারকে দেখেনি। আগে কখনও এত সুদর্শন কাউকেও দেখেনি। লোকটা দেখতে শুধু সুন্দর তা না, ওর চেহারায় আকর্ষণীয় অন্যকিছু একটা আছে।

অদ্ভুত এক অস্বস্তি বোধ করছে নেফ্‌রা। আশ্চর্য, এ-রকম আগে হয়নি কখনও! মনে হচ্ছে, ওর এতদিনের সব শান্তি যেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ঘাবড়ে যাচ্ছে সে। কিন্তু কেন এ-রকম হচ্ছে, বুঝতে পারছে না।

ঘুমন্ত খিয়ানের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সে।

একসময় নড়ে উঠল খিয়ান, চোখ খুলে হাই তুলল।

কী যেন হয়ে গেল নেফ্‌রার ভিতরে, চট করে লুকিয়ে পড়ল গাছটার আড়ালে। উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছে খিয়ানের দিকে। দেখছে, লোকটার বড় বড় বাদামি দুই চোখ অপূর্ব সুন্দর! লোকটা যদি একটানা তাকিয়ে থাকে তা হলে মনে হয় বিষাদের ছায়া আছে ওই দু'চোখে।

পুঁটুলি দুটোর কথা মনে পড়ে গেল খিয়ানের। সচকিত হয়ে

BanglaBook.org

পিঠ খাড়া করল সে। এদিকওদিক তাকাচ্ছে। 'ওগুলো গেল কোথায়?' বলে উঠল। 'একহাত দিয়ে ধরেই তো ঘুমিয়েছিলাম! ভূতের আস্তানায় হাজির হলাম নাকি আসলেই?'

আলখাল্লা দিয়ে নিজেকে ভালোমতো ঢেকে গাছের আড়াল ছেড়ে বের হলো নেফ্‌রা। 'কিছু কি হারিয়ে গেছে, স্যর? আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?'

'হ্যাঁ,' মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে খিয়ানের, নেফ্‌রাকেই চোর বলে মনে হচ্ছে ওর। 'হারিয়ে গেছে এবং আমার মনে হয় তুমিই চুরি করেছ। শোনো ছোকরা...নাকি ছুকরি...গলার আওয়াজ শুনে তো...'

'গলা ভেঙে গেছে, স্যর,' কণ্ঠ যতখানি সম্ভব কর্কশ করে তোলার চেষ্টা করছে নেফ্‌রা।

'ছেলেদের গলা ভাঙলে কর্কশ হয় বলে জানতাম। তোমার তো দেখি মেয়েদের মতো হয়ে গেছে। যা-হোক, ভালোয় ভালোয় আমার পুঁটুলি ফেরত দাও। নইলে কিন্তু পস্তাতে হবে।'

'পস্তাতে হবে? কেন?'

'আমার হাতে যখন খুন হবে তখনই বুঝবে কেন।'

'আমাকে খুন করলে আপনার পুঁটুলি আর কখনও ফিরে পাবেন, স্যর?'

নেফ্‌রার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল খিয়ান। তারপর বলল, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে না আমার হুমকিতে খুব একটা ভয় পেয়েছ। কে তুমি?'

'স্যর, আপনি কি রাজা আপেপির অফিসার? তা হলে আমি আপনার গাইড। আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে আমাকে।'

'তোমাকে!' ভ্রূ উপরে উঠে গেছে খিয়ানের। 'তোমাকে পাঠানো হয়েছে?'

BanglaBook.org

'জী, স্যর, আমাকেই পাঠানো হয়েছে।'

'কেন, তোমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের অভাব আছে নাকি?'

'না, স্যর। তবে তাঁরা ভাবলেন, আপনি যেহেতু একা এসেছেন সেহেতু সশস্ত্র লোক দেখলে ঘাবড়ে যেতে পারেন। আমার মতো কিশোরকে দেখলে ভয় পাবে না কেউ, তাই আমাকেই পাঠানো হয়েছে।'

'খুব ভালো করেছে!' খিয়ানের মেজাজ ঠিক হয়নি এখনও। 'এবার বলো আমার পুঁটুলিগুলো কোথায় রেখেছ?'

'চিন্তা করবেন না, স্যর, ওগুলো জায়গামতোই আছে। একটু আগে বলেছেন ভূতের আস্তানায় হাজির হয়েছেন কি না, আমার মনে হয় আসলেই তা-ই। কারণ ভূতেরা যে-কোনওকিছু খুব দ্রুত আর খুব নিঃশব্দে বহন করতে পারে।'

ব্যঙ্গের হাসি হাসল খিয়ান। 'ভূতেরা পুঁটুলি বহন করতে পারল, আমাকে বহন করতে অসুবিধা কী ছিল? ...গাঁজাখুরি গল্প অন্য কাউকে শুনিয়ো, ছোকরা, আমাকে না।' উঠে দাঁড়াল। 'ওগুলো যদি ঠিকমতো না পাই, তোমার খবর আছে। এবার পথ দেখাও।'

'খুশি মনে, স্যর।'

BanglaBook.org

নয়

রানি নেফ্‌রা

নেফ্‌রার পাশাপাশি হাঁটছে খিয়ান।

'তুমি এখানেই থাকো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'জী, স্যর, কাছেপিঠেই বলা যায়।'

'তোমাদের এখানে ঘন ঘন মেহমান আসে?'

'না, স্যর। আসে না বললেই চলে।'

'এখন আমাকে পেয়ে বাহাদুর সেজে বসে আছ, অন্য সময়ে কী করো তা হলে?'

'ঘোরাঘুরি।'

'কোথায়?'

'যখন যেখানে মন চায় সেখানে। ...স্যর, পিরামিডের সঙ্গে পরিচয় আছে আপনার?'

'একটুও না। মানে...দূর থেকে শুধু দেখা বাদে যদি বলি তা হলে। তবে এটা জানি, বড় বড় রাজাদের সমাধি ওগুলো, আর এখন ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি।'

'কেন বললেন কথাটা?'

নেফ্‌রাকে বাজিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে খিয়ান বলল, 'কয়েকদিন আগে চারজন লোক বিনা অনুমতিতে ঢুকেছিল এখানে। পিরামিডের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছিল ওরা। তখন অন্ধকার

BanglaBook.org

ভেদ করে বেরিয়ে আসে বিরাট এক কালো সিংহ, মুহূর্তের মধ্যে শেষ করে দেয় তিনজনকে। গুরুতর আহত হয় অন্য লোকটা, পরে মারা যায়। কেউ কেউ বলছে ওটা নাকি আসলে সিংহ না, এখানকারই কোনও ভূত। ...তুমি কিছু শুনেছ নাকি এ-ব্যাপারে?'

'না, স্যর, সিংহ বা ভূতের ব্যাপারে কিছু শুনিনি আমি। তবে পিরামিডগুলো খুব সুন্দর লাগে আমার কাছে। দেখুন, মনে হয় না মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সবগুলো?'

'তোমার বয়স কম তো, তাই এখনও বের হতে পারোনি কল্পনার জগৎ থেকে। তুমি মনে হয় এই এলাকা থেকে বেশি দূরে যাওনি কখনও। আমি অনেক জায়গায় গেছি। এমনকী সিরিয়াতেও। ওখানে পিরামিডের চেয়েও উঁচু পর্বত দেখেছি। সেগুলোর চূড়ায় বরফ জমে থাকে, দূর থেকে দেখতে খুব সুন্দর লাগে।'

'স্যর, যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নামটা জানা হয়নি।'

'আমার নাম রাসা। আমি একজন মহাফেজ।'

'আপনাকে দেখে কিন্তু তা মনে হয় না।'

'কেন?'

'আমাদের এখানে মহাফেজদের কোমরবন্ধনীতে প্যালেট থাকে, তলোয়ার থাকে না। তাদের হাতও অন্যরকম হয়—কালির দাগে ভরা। আপনার দুই হাত একদম পরিষ্কার। ...আপনাকে দেখে আসলে কী মনে হয়, জানেন?'

'কী?'

'মনে হয়, আপনি কোনও সৈনিক অথবা শিকারী। কিংবা পর্বতে চড়ায় পারদর্শী কেউ। ...না, স্যর, রাজদরবারের কোনও কামরায় বসে যারা পাণ্ডুলিপি নকল করে, আপনাকে তাদের মতো মনে হয় না।'

BanglaBook.org

'পর্বতে চড়ার কথা বললে, শুনে অন্য একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।'

'কী?'

'তোমাদের এখানে নাকি একটা ভূত আছে যে পিরামিড বেয়ে ওঠানামা করে? অনেকেই নাকি দেখেছে ভূতটাকে?'

'আমাদের এখানে একটা পরিবার আছে যার সদস্যরা দিনে বা রাতে অনায়াসে পিরামিড বেয়ে ওঠানামা করতে পারে,' ঘুরিয়ে জবাব দিল নেফ্‌রা। 'তারা কেউ ভূত না, রক্তমাংসের মানুষ।'

'ভাবছি এখানে যদি অনেকদিন থাকতে হয় তা হলে ওদেরকে বলেকয়ে শিখে নেবো বিদ্যাটা। ...ভূতটার ব্যাপারে কিছু বললে না যে?'

স্ফিংসের সামনে হাজির হয়েছে ওরা, থেমে দাঁড়াল নেফ্‌রা। 'ইচ্ছা করলে এই বিরাট মূর্তিকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। সবাই বলে, কেউ যদি মন থেকে কিছু জানতে চায় এটার কাছে, তা হলে জবাব পায়।'

'তা-ই নাকি? তা হলে ওটাকে প্রথম কোন্ প্রশ্নটা করবো আমি, জানো? আমার পাশে আলখাল্লার ভিতরে কে আছে?'

'স্যর, এখান থেকে আমাদের মূল আস্তানায় নেয়ার আগে আপনার চোখ বেঁধে ফেলার আদেশ আছে আমার উপর।'

'কেন?'

'আমাদের গোপন রহস্য ফাঁস করার নিয়ম নেই কোনও আগন্তুকের কাছে। যদি কিছু মনে না করেন, হাঁটু গেড়ে বসুন, কারণ আপনি খুব লম্বা। হাত উঁচু করে কাজটা করতে পারবো না আমি।'

'অবশ্যই, অবশ্যই,' আবার ব্যঙ্গের সুর খিয়ানের কণ্ঠে। 'প্রথমে চুরি করা হলো আমার সঙ্গে যা ছিল সব। এবার বলা হচ্ছে হাঁটু গেড়ে বসতে, কারণ আমার চোখ বাঁধা হবে। কিছুক্ষণ

BanglaBook.org

পর একটা গর্তের কাছে নিয়ে গিয়ে বলা হবে, স্যর, লাফিয়ে পড়ুন, আপনার জন্য অপেক্ষায় আছে কিছু ক্ষুধার্ত কুমির...নাকি?' বলতে বলতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে।

একটা রেশমী রুমাল দিয়ে খিয়ানের চোখ বেঁধে ফেলল নেফ্‌রা। 'কাজ শেষ। এবার উঠে দাঁড়াতে পারেন।'

কথামতো কাজ করল খিয়ান। 'আমাকে ধোঁকা দেয়ার কারণ কী, জানতে পারি?'

'ধোঁকা, স্যর?'

'এমন ভান করছ, যেন তুমি একটা ছেলে। কিন্তু তুমি আসলে একটা মেয়ে। চোখ বাঁধার সময় তোমার হাত দেখেছি আমি। লম্বা লম্বা চুল আছে তোমার, চোখ বাঁধার সময় যখন ঝুঁকেছ তখন আলখাল্লার হুডের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। ...তোমার একহাতে বিশেষ একটা আংটি আছে। রাজদরবারে কাজ করি বলে ও-রকম আংটি চিনি আমি। ওগুলো ব্যবহার করেন রাজা বা রানিরা, সিলমোহর করার সময়। ...কে তুমি?'

'কেম্মাহ্!' উঁচু গলায় ডাকল নেফ্‌রা। 'আমার কাজ শেষ। এবার যেতে হবে আমাকে, দারোয়ানের কাছ থেকে বখশিশ নিতে হবে। আপনি আসুন, এই মহাফেজ বা দূতকে নিয়ে যান পবিত্র সাধুর কাছে। আর হ্যাঁ, ওই পুঁটুলিগুলোও নিতে ভুলবেন না। ওগুলো জায়গামতো নিয়ে গিয়ে খুলে দেখাবেন এই ভদ্রলোককে। সারাটা পথ আমাকে চুরির অপবাদ দিয়েছেন তিনি।'

সাধু রয়, লর্ড টাউ এবং ভ্রাতৃসঙ্ঘের আরও কয়েকজন গণ্যমান্য 'ভাইয়ের' সামনে বসে আছে খিয়ান।

রয় বললেন, 'রাসা, আটিদের রাজা আপেপির কাছ থেকে যে-প্যাপাইরাস এনেছেন আপনি, তা পড়েছি আমরা। দুটো প্রশ্ন আর একটা হুমকিই চিঠিটার সারমর্ম—যদি আমার বুঝতে ভুল

BanglaBook.org

হয়ে না থাকে। প্রথম প্রশ্ন, মিশরের রাজকুমারী নেফ্‌রা বেঁচে আছেন কি না, ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের আশ্রয়ে আছেন কি না। এই প্রশ্নের জবাব এখন দেবো না আমি। কারণ আজ রাতে আপনি নিজেই জানতে পারবেন সেটা। দুই নম্বর প্রশ্ন, আপেপিকে বিয়ে করতে রাজি আছেন কি না সেই রাজকুমারী। এটার জবাবেও কিছু বলবো না, কারণ রাজি না-রাজির ব্যাপারটা যাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে সম্পূর্ণভাবে তাঁর।

'এবার আসুন হুমকির প্রসঙ্গে। বলা হয়েছে, রাজকুমারী নেফ্‌রা আমাদের কাছে থাকার পরও যদি তাঁকে আপনার সঙ্গে যেতে দিতে অস্বীকৃতি জানাই, অথবা তিনি যদি বিয়েতে রাজি না হন, তা হলে আটিদের আগের রাজাদের সঙ্গে ভ্রাতৃসঙ্ঘের যে-চুক্তি হয়েছিল তা ভঙ্গ করবেন আপেপি, সমূলে উৎপাটিত করবেন আমাদেরকে। এটার জবাব এখনই দিয়ে দিচ্ছি, পরে দেবো লিখিতভাবে।

'আপেপি যত শক্তিশালীই হোন না কেন, তাঁকে ভয় পাই না আমরা। তিনি যদি আমাদের পবিত্রতা নষ্ট করেন, পিরামিডের অভিশাপ নির্ধারিত হয়ে যাবে তাঁর জন্য। রাসা, তাঁকে বলবেন, তিনি যদি আমাদেরকে নিছক অন্তরালে-থাকা একদল তপস্বী বলে ভেবে থাকেন, তা হলে ভুল করেছেন। সেনাবাহিনী নেই আমাদের, কখনও কারও বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরিনি আমরা। তারপরও আমরা আপেপি অথবা পৃথিবীর যে-কোনও রাজার চেয়ে কম শক্তিশালী না। রাজারা যেভাবে যুদ্ধ করে সেভাবে যুদ্ধ করি না আমরা, তারপরও রণকৌশল জানি, কারণ আমাদের সঙ্গে দেবতারা আছেন। আপেপির ইচ্ছা হলে হামলা করতে বলবেন তাঁকে, আমাদের আস্তানা যদি খুঁজে বের করতে পারেন তিনি তা হলে মমিসহ কিছু সমাধি ছাড়া আর কিছুই পাবেন না। তারপর তাঁকে বলবেন হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে কান লাগাতে। এগিয়ে-

BanglaBook.org

আসা সেনাবাহিনীর আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পাবেন তিনি। আর ওই বাহিনীর কারণেই পতন ঘটবে তাঁর।'

উঠে দাঁড়িয়ে বাউ করে রয়কে সম্মান জানাল খিয়ান। 'আপনার কথা শুনে ভালো লাগল, পবিত্র সাধু। কর্কশভাবে কথা বলতে পছন্দ করেন রাজা আপেপি, তাঁর চিঠির ভাষাও হয়তো সে-রকম হয়ে গেছে। তারপরও, আমি একজন দূত মাত্র; একটা প্যাপাইরাস হস্তান্তর করা আর সেটার জবাব নিয়ে ফিরে যাওয়াই আমার কাজ। ...আটিদের আগের রাজাদের সঙ্গে আপনাদের যে-চুক্তির কথা বললেন, সে-ব্যাপারে আসলে ভালোমতো জানি না আমি। সে-ব্যাপারে আলোচনা করার অধিকারও দেয়া হয়নি আমাকে। হুমকি অনুযায়ী শেষপর্যন্ত আসলেই হামলা করবেন কি না রাজা আপেপি, জানি না। তবে আমাকে দয়া করে হুমকি মনে করবেন না। যে-ক'দিন আছি আপনাদের এখানে, নিরাপদ আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিজের জন্য। সত্যি বলতে কী, মন্দির, সমাধি, এই বদ্ধ আবহাওয়া—এসব কেমন জেলখানার মতো মনে হচ্ছে আমার। অথচ আমি কোনও গুপ্তচর না, আপনাদের পবিত্রতা নষ্ট হতে পারে এ-রকম কোনও খবর জোগাড় করে ফাঁস করাটাও আমার উদ্দেশ্য না।'

ওর দিকে জ্বলজ্বলে চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন রয়। তারপর বললেন, 'রাসা, আপনি যদি আপনার আত্মার নামে শপথ করে বলেন আমাদের গোপনীয়তার ব্যাপারে যা দেখবেন-শুনবেন-জানবেন তা গোপনই রাখবেন, যদি প্রতিজ্ঞা করেন আমাদের জবাব লিখিত হওয়ার আগপর্যন্ত পালিয়ে যাবেন না অথবা পালানোর চেষ্টা করবেন না, তা হলে আমিও কথা দিতে পারি, একজন স্বাধীন মানুষ হিসেবে থাকতে পারবেন আমাদের সঙ্গে।'

রয়কে আবারও বাউ করল খিয়ান। 'ধন্যবাদ, পবিত্র সাধু।

BanglaBook.org

আপনার কথামতো প্রতিজ্ঞা করলাম। ...আপনাদের দেবতার বেদীতে উৎসর্গ করার জন্য আমার মাধ্যমে কিছু নৈবেদ্য পাঠিয়েছেন রাজা আপেপি, অনুমতি দিলে দেখাতে চাই সেগুলো।'

মুচকি হাসলেন রয়। 'আমরা যাঁকে দেবতা বলে মানি তিনি মৃত্যুর প্রতিনিধি ওসিরিস—মানুষের আত্মা ছাড়া অন্য কোনও নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না। তাই আপনার উপহার ফেরত নিয়ে গেলে ভালো হয়।'

'মহান সাধু, আপনি একজন জ্ঞানী লোক। আপনি জানেন, পৃথিবীর কোনও রাজাই তাঁর দেয়া উপহার ফেরত নিতে পছন্দ করেন না। বলা বাহুল্য, রাজা আপেপিও হয়তো তা করবেন না। আমার উপর ভীষণ রাগও করতে পারেন তিনি।'

আবারও মুচকি হাসলেন রয়। 'আজ রাতে আমাদের এখানে একটা অনুষ্ঠান আছে। আপনার দাওয়াত থাকল, রাসা। আপাতত বিদায়। গিয়ে খাওয়াদাওয়া করুন, বিশ্রাম নিন। যথাসময়ে লোক যাবে আপনার কাছে। যদি ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার ইচ্ছা থাকে, তা হলে চলে আসবেন যথাস্থানে।'

'অবশ্যই,' যাওয়ার জন্য ঘুরল খিয়ান।

প্রায় মাঝরাত।

পোশাক বদল করে সঙ্গে-করে-আনা আরেকপ্রস্থ কাপড় পরেছে খিয়ান। সাধারণত কোনও উৎসব উপলক্ষে ও-রকম কাপড় পরে মহাফেজরা। এখন সে শুয়ে আছে ওর ঘরে, বিছানার উপর। অদ্ভুত এই জায়গা, আর তারচেয়েও অদ্ভুত এখানকার অধিবাসীদের নিয়ে ভাবছে।

বাজপাখির মতো চোখওয়ালা ওই সাধুর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। মনে পড়ছে তাঁর রাশভারী-চেহারার সাঙ্গোপাঙ্গদের কথা।

BanglaBook.org

মনে পড়ছে 'সমাধিমন্দিরের' কথা, যেখানে আজ খিয়ানের সঙ্গে দেখা করেছেন রয়। ওখানেই নাকি কী এক অনুষ্ঠান হবে কিছুক্ষণ পর। মুচকি হাসল খিয়ান। সে-অনুষ্ঠানে দাওয়াতও দেয়া হয়েছে ওকে!

যেসব গরম গরম কথা বলেছেন সাধু রয়, সেগুলো যদি রাজা আপেপির কানে যায় তা হলে কী হবে?

কেন যেন প্রকাণ্ড সেই স্ফিংসের হাসিটাও মনে পড়ছে। সে-হাসি বোঝা যায়, আবার যায়ও না। রেশমী রুমালে খিয়ানের চোখ বাঁধা পড়ার আগে শেষ যে-দৃশ্য দেখেছে সে, তা ওই হাসি।

তখন কি সেই রহস্যময়ীর চেহারাতেও সে-রকম কোনও হাসি ছিল?

ঘুরেফিরে ওই মেয়ের কথা বার বার মনে পড়ছে কেন?

নিঃসন্দেহে মেয়েটা একজন যুবতী। কী সুন্দর হাত ওর! আর কী সুন্দর চুল! ওর একহাতের একটা আঙুলে রাজকীয় একটা আংটি ছিল। মোটা গলায় কথা বলার চেষ্টা করছিল সে বার বার, কিন্তু সেই ব্যর্থচেষ্টা নিঃশব্দে জানিয়ে দিয়েছে খিয়ানকে, হাত আর চুলের মতোই মেয়েটার কণ্ঠও সুন্দর।

ওই মেয়েও কি অপূর্ব সুন্দরী? ওর সঙ্গে কি দেখা হবে আর কখনও?

অস্থির লাগছে খিয়ানের। উঠে বসল সে।

আংটিটা কি ওই মেয়েরই? নাকি কোথাও খুঁজে পেয়েছে? নাকি...চুরি করেছে? খিয়ানের পুঁটুলি যে চুরি করতে পারে, সে ও-রকম একটা আংটির লোভ সামলাতে পারবে? দারোয়ানের কাছ থেকে বখশিশ পাওয়ার আশা করে যে, লোভ সামলাতে না পারাটা তার জন্য স্বাভাবিক।

খিয়ান নিশ্চিত না, মেয়েটা আসলেই চোর কি না। সে জানে না, মেয়েটা আসলেই সুন্দরী কি না। জানে না ওর সামাজিক

BanglaBook.org

অবস্থান কী। তারপরও মেয়েটাকে, কেন যেন, সাধারণ কেউ, যেমন কোনও চাষির মেয়ে হিসেবে মেনে নিতে ইচ্ছা করছে না। কারণ চাষির মেয়েরা ওই মেয়ের মতো করে কথা বলে না, ওর মতো করে ভাবে না।

'ভিতরে আসবো, স্যর?'

চমকে উঠল খিয়ান। ঝট্ করে তাকাল দরজার দিকে।

গোবরাটে দাঁড়িয়ে আছে কর্কশ কণ্ঠটার মালিক।

লোকটাকে দেখে আরেকবার চমকে উঠল খিয়ান। যেমন লম্বা লোকটা, তেমন চওড়া। কুচকুচে কালো। দরজা দিয়ে ঢুকতে হলে মাথা নিচু করতে হবে ওকে।

'এসো!' নিচু গলায় অনুমতি দিল সে।

খিয়ানের ঘরে ঢুকল রু।

ওর দিকে জ্বলন্ত প্রদীপের আলোয় একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল খিয়ান। বিশাল একটা হাতকুড়াল দেখা যাচ্ছে লোকটার হাতে। এত বড় হাতকুড়াল আগে কখনও দেখেনি খিয়ান।

চোখ কচলাল সে। দুঃস্বপ্ন দেখছে কি না, ঠিক বুঝতে পারছে না। বলল, 'কে তুমি? আমার কাছে কী দরকার?'

'আমি আপনার পথপ্রদর্শক,' বলল রু। 'আপনাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'আবারও পথপ্রদর্শক! ...পথ দেখিয়ে কোথায় নিয়ে যাবে তুমি আমাকে? নরকে?'

'না। বিশেষ একটা অনুষ্ঠানে।'

'কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, অনুষ্ঠানটা যেন আমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার। কারণ তুমি দেখতে সাক্ষাৎ জল্লাদের মতো। আর তোমার ওই কুড়াল...ওটা...ওটার কোনও তুলনা জানা নেই আমার। ...কী নাম তোমার? পৃথিবীর দানব? নাকি

BanglaBook.org

প্রেতলোকের আত্মা?

'রু।'

'রু? এত বড় মানুষের এত ছোট নাম? যা-হোক, তোমার সঙ্গে কোথাও যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই আমার। আমি যারপরনাই ক্লান্ত এবং এখানেই থাকতে চাই। শুভরাত্রি।'

'আপনি যত ক্লান্তই হোন না কেন, আপনাকে ওই অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার আদেশ আছে আমার উপর। ভালোয় ভালোয় আসবেন, নাকি আপনার পুঁটুলি যেভাবে বহন করেছিলাম সেভাবে বয়ে নিয়ে যাবো আপনাকে?'

'ও...তারমানে তুমিই চোর? তুমি চুরি করেছ, আর আমার চোখ বাঁধার জন্য রেখে এসেছ এক বাটপারকে?'

'বাটপার?' গর্জে উঠল রু, হাতকুড়ালটা তুলল।

'তা নয়তো কী? যে মেয়ে হয়ে পুরুষের বেশ ধারণ করে, পুরুষের মতো সাজার চেষ্টা করে, তাকে তুমি কী বলবে? ...এত উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই, বসো। তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে ঘরে আর জায়গা থাকে বলে মনে হয় না। নাও, এক পেয়ালা মদ খাও।'

হাত বাড়িয়ে খিয়ানের কাছ থেকে পেয়ালাটা নিল রু, একচুমুকে খালি করে ফেলল। তারপর বলল, 'ধন্যবাদ। তপস্বীদের সঙ্গে থাকার একটা খারাপ দিক কী, জানেন? খাওয়ার মতো ভালো ভালো জিনিস থাকার পরও না খেয়ে থাকতে পছন্দ করেন তাঁরা। যেমন এই মদ। আমি জানি কোনও-না-কোনও কবরের ভিতরে এই জিনিস অনেক সঞ্চয় করে রেখেছেন তাঁরা। তারপরও নিজেরা খান না, মেহমান ছাড়া অন্য কাউকে খেতেও দেন না। ...অনেক কথা হয়েছে, এবার চলুন। আমার উপর আদেশ আছে...'

'আগেও বলেছ কথাটা, রু। কিন্তু কে আদেশ দিয়েছে

BanglaBook.org

তোমাকে?'

'সেই মেয়ে...' কথা শেষ করল না রু।

'থেমে গেলে কেন? কার কথা বলছ? আমার চোখ বেঁধেছিল যে? ...নাও, আরেক পেয়ালা মদ খাও।'

কথামতো কাজ করল রু। তারপর বলল, 'কাছাকাছি অনুমান করেছেন। তবে আপনার সঙ্গে বেশি কথা বলার আদেশ নেই আমার উপর। ...এবার চলুন, যুবরাজ।'

'যুবরাজ!' থতমত খেয়ে গেছে খিয়ান। সামলে নিয়ে বলল, 'মাত্র দু'পেয়ালা মদেই নেশা ধরে গেল তোমার? আমাকে যুবরাজ বলছ কেন?'

'যা বলা উচিত ছিল না আমার তা বলে ফেলেছি আসলে। যুবরাজ, আপনি কি এখনও বুঝতে পারছেন না, এখানকার সব তপস্বীই আসলে একেকজন জাদুকর? তাঁরা ভান করেন যেন কিছুই জানেন না, অথচ আসলে সব জানেন। তাঁরা মনে করেন আমি এক বোকা ইথিয়োপিয়ান, কুচকুচে কালো এক লোক যে মস্ত এক হাতকুড়াল বয়ে বেড়ায়। তাঁরা যা ভাবেন তা হয়তো ঠিক। তবে আমার কান আছে এবং তা বেশিরভাগ সময়ই খোলা থাকে। তাই আমি জেনে গেছি আপনি আসলে একজন যুবরাজ, আর আমার মতোই একজন সৈনিক, অথচ এখানে এসেছেন একজন মহাফেজের ছদ্মবেশে। তবে আপনাকে ছাড়া আর কারও কাছে বলিনি কথাটা, এমনকী...। এবার দয়া করে আর কথা বাড়াবেন না, মূল্যবান সময় চলে যাচ্ছে,' খালিহাতটা বাড়িয়ে খপ্ করে খিয়ানের একটা হাত চেপে ধরল রু, একটানে ওকে নিয়ে এল ঘরের বাইরে।

খিয়ান বুঝতে পারছে, জোরাজুরি করে কোনও লাভ নেই। কারণ জোর খাটিয়ে কিছুই করতে পারবে না এই দানবের বিরুদ্ধে। তাই নিয়তিতে যা আছে তা-ই হবে ভেবে নিয়ে এগিয়ে

BanglaBook.org

চলল রুর পিছু পিছু।

মন্দিরের হলরুমে দাঁড়িয়ে আছে খিয়ান। এদিকওদিক তাকাচ্ছে।

মাথার উপর ছাদ আছে। বেশ কয়েকটা বড় বড় জানালা আছে হলে, সবগুলোই খোলা। বাইরে পূর্ণিমার রাত, চাঁদের আলো আসছে জানালা দিয়ে। অনেক মানুষ জড়ো হয়েছে হলের ভিতরে। সবার পরনে সাদা রোব। হুড তুলে রেখেছে বলে চেহারা দেখা যাচ্ছে না বেশিরভাগেরই। অবগুণ্ঠন ব্যবহার করছে কেউ কেউ। পরিবেশটা ভূতুড়ে বলে মনে হচ্ছে খিয়ানের।

হলের শেষপ্রান্তে প্রদীপের আলোয় আলোকিত একটা বেদী দেখা যাচ্ছে। সেখানে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা যে ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের প্রথম সারির নেতা তা সহজেই বোঝা যায়। তাঁদের সবার পরনেও সাদা রোব, কিন্তু হুড বা অবগুণ্ঠন ব্যবহার করছেন না কেউই। বাঁকা চাঁদের আকৃতিতে একসারিতে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা। সারির ঠিক মাঝখানটা বিশেষ কোনও কায়দায় আড়াল করা হয়েছে পর্দা দিয়ে। ওটার সামনে দেখা যাচ্ছে বড় একটা চেয়ার, দু'হাতলে খোদাই করা আছে দুটো স্ফিংস। আর তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না, কারণ হলের ভিতরের আলো অনুজ্জ্বল।

খিয়ান যখন ঢুকেছে হলে তখন থেকেই অদ্ভুত এক নীরবতা বিরাজ করছে চারপাশে। ওর মনে হচ্ছে, যেন ওর আগমনের জন্যই অপেক্ষা করছিল সবাই। মনে হচ্ছে, এখনই শুরু হবে ভাবগম্ভীর কোনও অনুষ্ঠান।

'দেরি করিয়ে দিয়েছেন,' খিয়ানের কানের কাছে বিড়বিড় করে বলল রু, তারপরই আবার চেপে ধরল ওর একটা হাত। টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে বেদীটার দিকে।

সরে গিয়ে ওদেরকে জায়গা করে দিচ্ছে সঙ্ঘের সদস্যরা। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে ওরা, জোর করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

BanglaBook.org

খিয়ানকে। অবগুণ্ঠনে চেহারা আড়াল করেছেন যাঁরা, তাঁদের প্রত্যেকের অবগুণ্ঠনের দুই জায়গায় দুটো ছিদ্র আছে। ছিদ্রগুলো দিয়ে খিয়ানের দিকে তাকিয়ে আছে অনেকগুলো কৌতূহলী চোখ।

দূর থেকে দেখা যায়নি, কিন্তু বেদীর সামনে আসন আছে। খিয়ানকে একধাক্কায় ওখানে বসিয়ে দিল রু। 'চুপ করে বসে থাকবেন,' খিয়ানের কানের কাছে ফিসফিস করল সে। 'একদম নড়াচড়া করবেন না।'

আমি মানুষ, মূর্তি না—কথাটা চলে এসেছিল খিয়ানের মুখে, কিন্তু বলতে পারল না। কারণ আশ্চর্য দ্রুততায় ওর সামনে থেকে সরে গেছে রু। কয়েক মুহূর্ত পরই লোকটাকে দেখা গেল বেদীর উপর, গিয়ে দাঁড়িয়েছে পর্দাটার বাঁ পাশে। ওটার ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছেন কেম্মাহ্। ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যদের মতো রোব পরেননি তিনি, মাথায় তাই হুড নেই। দেখা যাচ্ছে তাঁর ধবধবে সাদা চুল।

'দরজা বন্ধ করো!' শোনা গেল রয়ের কণ্ঠ।

ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিল কারা যেন, না দেখেও টের পেল খিয়ান।

'ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের সদস্যরা,' কেমন শিহরণ-জাগানো উঁচু গলায় বলছেন রয়, 'সমাধি আর পিরামিডই আমাদের বাসস্থান, স্ফিংসই আমাদের পাহারাদার। উদীয়মান সূর্য আমাদের প্রতীক। আমি সাধু রয়, আমার কথা শোনো সবাই। মিশরের প্রত্যেক জায়গা থেকে, প্রত্যেক শহর থেকে খবর দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে তোমাদেরকে এখানে। নিয়ে আসা হয়েছে টায়ার, ব্যাবিলন, নাইনভেহ্, সাইপ্রাস এবং সিরিয়া থেকে। আরও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছে এখানে।

'তোমরা জানো, আমাদের সঙ্ঘের উদ্দেশ্য মহৎ: ন্যায্য উপায়ে সবরকমের অন্যায় প্রতিহত করা এবং যে-মহান শক্তির

BanglaBook.org

উপাসনা করি আমরা তাঁর ভক্তিতে পুরো পৃথিবীকে একত্রিত করা। কিন্তু তোমরা যা জানো না তা হলো, আজকের এই সভায় কেন ডাকা হয়েছে তোমাদেরকে। কারণ আজ রানি হিসেবে ঘোষণা করা হবে মিশরের এক রাজকুমারীকে, মুকুট পরানো হবে তাঁকে। হাজার বছর ধরে প্রাচীন যে-ফারাওরা শাসন করেছেন মিশর, তাঁদের ন্যায্য উত্তরাধিকারিণী তিনি। আজ থেকে অনেক বছর আগে তাঁকে দীক্ষিত করা হয়েছে আমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের আদর্শে। তিনি তা মেনে চলেন, আমাদের নিয়মনীতি পালন করেন। তিনি মিশরের একসময়ের রাজা খেপের্‌রা এবং ব্যাবিলনের রাজা ডিটানাহ্‌র মেয়ে রানি রিমার সন্তান। দুঃখের সঙ্গে বলছি, দেবতা ওসিরিস নিজের কাছে নিয়ে গেছেন তাঁর বাবা-মাকে।

'তিনি যখন দুধের-শিশু, তখন থেকে আমরা—এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা এবং সবচেয়ে মান্যগণ্য সদস্যরা, আগলে রেখেছি তাঁকে। আমাদের সবার মুখপাত্র হয়ে আমি, সাধু রয়, ঘোষণা করছি, তিনি নেফ্‌রা—মিশরের রাজকুমারী এবং সিংহাসনের ন্যায্য দাবিদার রানি। ...বেদীর উপর তোমরা দেখতে পাচ্ছ তাঁর ধাইমা লেডি কেম্মাহ্‌কে। রাজকুমারী নেফ্‌রাকে নিয়ে যদি কোনও সন্দেহ বা প্রশ্ন থাকে তোমাদের মনে, তাঁর জন্মের সময়ে ঠিক কী ঘটেছিল তা যদি জানতে চাও কেউ, জিজ্ঞেস করতে পারো লেডি কেম্মাহ্‌কে।'

'আমাদের কারও কোনও সন্দেহ নেই!' একযোগে বললেন হলে-উপস্থিত ভ্রাতৃসঙ্ঘের সব সদস্য। 'আমাদের কারও কোনও প্রশ্ন নেই! আপনি যাঁর পক্ষে কথা বলবেন, আমরা বিনাবাক্যে তাঁকে মেনে নেবো!'

'তা হলে লেডি নেফ্‌রাকে সবার সামনে হাজির করা হোক!'

বেদীর পর্দাটা সরিয়ে দিলেন কেম্মাহ্‌, কয়েক পা সামনে এসে

BanglaBook.org

প্রদীপের আলোয় দাঁড়াল নেফ্‌রা। অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ রোব পরেছে সে, ওকে দেখতে অপূর্ব সুন্দর লাগছে। পালিয়ে আসার সময় সঙ্গে যে-অলঙ্কারগুলো নিয়ে এসেছিলেন লেডি কেম্মাহ্‌, সব পরিয়েছেন; ফলে আরও যেন বেড়ে গেছে ওর সৌন্দর্য। মনে হচ্ছে, সে যেন কোনও মানবী না, বরং কোনও দেবী।

বিস্ময়ের একটা সম্মিলিত গুঞ্জন উঠল ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যদের মাঝে।

চোখের পলক পড়ছে না খিয়ানের। তাকিয়ে আছে সে নেফ্‌রার দিকে, তাকিয়েই আছে। টের পাচ্ছে, কিছু একটা ঘটছে ওর ভিতরে। অকারণেই ঘাবড়ে যাচ্ছে, বেড়ে গেছে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি, নিজের হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি নিজেই শুনতে পাচ্ছে যেন। মনে হচ্ছে, ওর কপাল ঘেমে গেছে। অদ্ভুত এক আকুলতা অনুভব করছে মোহিনী ওই মেয়ের সঙ্গে কথা বলার জন্য। মেয়েটার কৃপা পাওয়ার জন্য যেন রীতিমতো ছটফট করছে ওর দেহ-মন-আত্মা।

খিয়ান টের পেল, প্রথম দেখাতেই নেফ্‌রার প্রেমে পড়ে গেছে সে।

মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নেফ্‌রা। বার কয়েক চোখ পিটপিট করল খিয়ান, ওর সন্দেহ হচ্ছে বেদীতে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটা আসলেই মানুষ কি না। ভাবল, মানুষের বেশ ধরে প্রেমের দেবী হাথোর হাজির হননি তো? কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর সন্দেহের অবসান ঘটল, কারণ ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখিয়ে নিঃশব্দে হেসে উঠল নেফ্‌রা। সেই অপার্থিব হাসি যেন বজ্রাহতের-মতো স্থবির করে দিল খিয়ানকে। দম নিচ্ছে কি না, তা টের পেল না সে পরের কয়েকটা মুহূর্ত।

স্ফিংসের হাতলওয়ালা চেয়ারটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে নেফ্‌রা। মেয়েটার প্রতিটা পদক্ষেপের সঙ্গে যেন চুম্বকের মতো

BanglaBook.org

আটকে আছে খিয়ানের দৃষ্টি। সে দেখল, রানির মতো আয়েশী ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে পড়ল নেফ্‌রা। ভ্রাতৃসঙ্ঘের উপস্থিত সদস্যরা পর পর তিনবার বাউ করল মেয়েটাকে; মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়াল খিয়ান, সে-ও বাউ করল—টের পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল নিজেও।

তিনবারই মাথা একটুখানি ঝুঁকিয়ে সবার অভিবাদনের জবাব দিল নেফ্‌রা।

ওর দিকে এগিয়ে গেলেন রয়। 'মিশরের রাজকুমারী, আপনাকে প্রকাশ্যে রানি হিসেবে ঘোষণা করতে পারতাম, কিন্তু বিপজ্জনক হয়ে যেত কাজটা। কারণ আপনি জানেন, ইতোমধ্যেই আপনার পেছনে লেগে গেছে শত্রুরা। তাই বেছে নেয়া হয়েছে রাতের এই প্রহর, যথাসম্ভব গোপনে আয়োজন করা হয়েছে সবকিছু। তারপরও আপনার রানি হওয়ার খবর গোপন থাকবে না, ছড়িয়ে যাবে মিশর থেকে শুরু করে দূর দেশ পর্যন্ত। এবং তা সবার চেয়ে বেশি বিপদ বয়ে আনবে আপনার জন্যই। ...বলুন, এরপরও কি রানি হতে চান?'

'হ্যাঁ, চাই,' স্পষ্ট কিন্তু মিষ্টি কণ্ঠে বলল নেফ্‌রা।

চমকে উঠল খিয়ান। ওই কণ্ঠ আগে শুনেছে সে, কোনও সন্দেহ নেই।

'রক্তের অধিকার চাই আমি,' বলছে নেফ্‌রা। 'এই অধিকার যদি বোঝা হয়ে চেপে বসে আমার উপর, পরোয়া করি না। এটা যদি জীবনমরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় আমার জন্য, পরোয়া করি না। কারণ আমি বিশ্বাস করি, যে-শক্তি আজ আমাকে এই চেয়ারে বসিয়েছেন, তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন শেষপর্যন্ত।'

সমর্থন আর অভিনন্দনের গুঞ্জন উঠল হলে, তবে মিলিয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। খিয়ান নিজেও অভিনন্দিত করছে নেফ্‌রাকে—টের পেয়ে আরেকবার আশ্চর্য হলো সে।

BanglaBook.org

শ্বেতস্ফটিক দিয়ে বানানো একটা বাটি হাতে নিলেন রয়, ওটাতে 'পবিত্র' তেল আছে। একটা আঙুল ডোবালেন তেলে, তারপর আঙুলটা দু'বার ছোঁয়ালেন নেফ্‌রার দুই ভ্রূতে, অতীন্দ্রিয় কিছু ইশারা করছেন।

এগিয়ে গেলেন লেডি কেম্মাহ্‌। তাঁর একহাতে সোনার একটা বলয়, সেটাতে ঝালাই করে আটকে দেয়া হয়েছে রাজকীয় একটা প্রতীক। আরেকহাতে হাতির-দাঁতের রাজদণ্ড, সেটাতে আটকে দেয়া হয়েছে কতগুলো ঝলমলে রত্নপাথর।

বলয়টা কেম্মাহ্‌র হাত থেকে নিলেন রয়, পরিয়ে দিলেন নেফ্‌রার মাথায়। তারপর নিলেন রাজদণ্ডটা, ধরিয়ে দিলেন ওর ডান হাতে। হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, 'যে-শক্তি পৃথিবী শাসন করেন তাঁর নামে আমি, সাধু রয়, ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের উপস্থিত সদস্যদের সামনে, লেডি নেফ্‌রা আপনাকে, একইসঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ মিশরের রানি হিসেবে ঘোষণা করলাম। আপনার উপর সেই মহান শক্তির আশীর্বাদ থাকুক সবসময়। আজ থেকে, জেনে রাখুন, লক্ষ হৃদয় আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত থাকবে।'

হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন বাকিরাও।

নিজের অজান্তেই তাঁদেরকে অনুকরণ করল খিয়ান।

বাঁ হাতটা রয়ের দিকে বাড়িয়ে দিল নেফ্‌রা, সেটা দু'হাত দিয়ে ধরলেন তিনি। আঙুলগুলোর প্রান্তে নিজের ঠোঁট ছোঁয়ালেন আলতো করে।

উঠে দাঁড়াল নেফ্‌রা, রাজদণ্ডের ইশারায় উঠে দাঁড়াতে বলল সবাইকে। নিঃশব্দে পালিত হলো ওর নিঃশব্দ আদেশ।

নেফ্‌রা বলল, 'আজ আপনারা যে সম্মান দিলেন আমাকে, কখনও কল্পনা করিনি সে-রকম কিছু পাবো। আজ আপনাদের সবার সামনে প্রতিজ্ঞা করছি, মিশরের রানি হয়েছি, মিশরের জন্যই বেঁচে থাকবো, মিশরের জন্যই মরবো। আমার জন্মের

BanglaBook.org

সময় দু'জন দেবী নাকি এসেছিলেন আমার মা'র কাছে, তাঁরা আমার নাম দিয়েছেন "দেশ জোড়াদাত্রী"। প্রার্থনা করছি, নামকরণটা যেন সার্থক হয়। আরও প্রার্থনা করছি, যেদিন শেষনিঃশ্বাস ছাড়বো, সেদিন যেন সবাই বলে, আমার পূর্বপুরুষদের মতো আমিও একজন মহান ফারাও ছিলাম।'

রয় বললেন, 'রাজা আপেপির দরবার থেকে একজন দূত এসেছেন। তাঁর মাধ্যমে আপনাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠিয়েছেন আপেপি। তিনি আপনাকে তাঁর রানি বানাতে চান। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, আপনার গর্ভে যে-সন্তান হবে তাকে পুরো মিশরের ফারাও বানাবেন। ...রানি হিসেবে আপনার মত জানতে চাইছি আমরা।'

খিয়ানকে এতক্ষণ দেখেও দেখেনি নেফ্‌রা, এবার ওর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মুখ খুলতে যাবে, এমন সময় বাউ করে খিয়ান বলল, 'আমার উপর আদেশ আছে, আপনার বা আপনাদের জবাব যেন লিখিত আকারে নিয়ে যাই রাজা আপেপির কাছে।'

'তা হলে তা-ই হবে,' বলল নেফ্‌রা। 'আপেপির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছি আমি, এবং তা লিখিত আকারে অচিরেই দেয়া হবে তাঁর দূতের হাতে। উত্তরাধিকারসূত্রে আমিই মিশরের রানি, বাপের বয়সী কারও বউ হয়ে নতুন করে রানি হওয়ার দরকার নেই আমার।' চলে যাওয়ার জন্য হাঁটা ধরল সে।

লেড়ি কেম্মাহ্ এবং ভ্রাতৃসঙ্ঘের যে-সদস্যরা এতক্ষণ ছিলেন বেদীতে তাঁরা পিছু নিলেন ওর।

BanglaBook.org

দশ

বার্তা

পরদিন সকালে দেরিতে ঘুম ভাঙল খিয়ানের। কারণ খুব ক্লান্ত বোধ করছিল রাতে, তা ছাড়া আবোলতাবোল স্বপ্ন দেখেছে বলে ঠিকমতো ঘুমাতে পারেনি। সেগুলো স্মরণ করতে গিয়ে টের পেল, একটা ছাড়া কোনওটাই মনে পড়ছে না।

স্বপ্নে এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল সে, যেখানে ওর আশপাশে বেশ কয়েকটা পিরামিড। অবগুণ্ঠনে চেহারা-ঢাকা কয়েকজন লোক তাড়া করছে ওকে। তাদের মধ্যে একজন বিশালদেহী, তার হাতে মস্ত এক কুড়াল। দৌড়াতে দৌড়াতে তালগাছের একটা বাগানে ঢুকে পড়ল খিয়ান, কোন্‌দিকে যাবে বুঝতে পারছে না। 'এই যে, এখানে আসুন! জলদি!' একটা গাছের আড়াল থেকে মিষ্টি কণ্ঠে ডাকল একটা মেয়ে। মেয়েটা কে, দেখার জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল খিয়ান। কিন্তু বেঢপ এক আলখাল্লা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না...

বিছানায় উঠে বসল খিয়ান, দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আলখাল্লা-পরা যে-মেয়ে স্ফিংসের সামনে নিয়ে এসেছিল ওকে, তারপর ওর চোখ বেঁধেছে, সে-ই কি রানি নেফ্‌রা? দু'জনের কণ্ঠ এক বলে মনে হয়েছে খিয়ানের। দু'জনের হাঁটাচলার ভঙ্গি এক। রোব-পরা মেয়েটা ধবধবে ফর্সা ছিল,

BanglaBook.org

নেফ্‌রাও তা-ই। আচ্ছা, ওই রহস্যময়ীর হাতে যে-রাজকীয় আংটি দেখেছিল খিয়ান, নেফ্‌রাও হাতেও কি সে-রকম কোনও আংটি ছিল? খেয়াল করতে পারেনি খিয়ান।

কিন্তু...কীভাবে সম্ভব ব্যাপারটা? রাতে যাকে মিশরের রানি হিসেবে ঘোষণা করা হবে, তাকে সেদিনই বিকেলে পাঠানো হলো একজন দূতকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসার জন্য? যে-হাতে শোভা পাবে রাজদণ্ড, সে-হাত রেশমী রুমালে বাঁধল খিয়ানের দুই চোখ?

'প্রেম কী?' নিজের কাছেই জানতে চাইল সে সশব্দে।

'আমিও জানি না,' মেঘগর্জনের মতো শোনাল রুর কণ্ঠ।

ভীষণ চমকে উঠল খিয়ান।

সে এতটাই অন্যমনস্ক ছিল যে, কখন ওর ঘরে ঢুকেছে রু, কখন কাছে এসেছে, টেরই পায়নি। রুর দিকে তাকিয়ে থাকল হতভম্বের মতো।

'যখন ফিরে যাবেন ট্যানিসে,' বলছে রু, 'নীল নদ পার হওয়ার পর সবার আগে যে-যুবতীর দেখা পাবেন, তাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন প্রশ্নটা। ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য যদি না থাকে, তা হলে গতরাতে সিংহাসনে যাঁকে দেখেছেন, প্রশ্ন করতে পারেন তাঁকেও। শুনেছি অনেককিছু নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তিনি, হয়তো জানেন প্রেম কী। ...এবার উঠুন, দয়া করে, ভ্রাতৃসঙ্ঘের বড় বড় নেতারা অপেক্ষা করছেন আপনার জন্য। তবে নিশ্চিত থাকুন, আর যা-ই হোক, অন্তত প্রেম বিষয়ে কথা বলবেন না তাঁরা আপনার সঙ্গে।'

ঘণ্টাখানেক পর জায়গামতো হাজির হলো খিয়ান।

'রাসা,' বললেন রয়, 'রানি নেফ্‌রার উত্তর লিখিতভাবে চেয়েছিলেন আপনি। কাজটা করা হয়েছে।'

বুকের ভিতরে ধুকপুকানি টের পাচ্ছে খিয়ান। 'আমি কি

BanglaBook.org

জানতে পারি কী জবাব দিয়েছেন তিনি?'

'মুখে যা বলেছেন তিনি গতরাতে, সেটাই তাঁর মনের কথা। তবে সেসব উল্লেখ না করে, চিন্তাভাবনা করার জন্য সময় চেয়েছেন রানি।'

'কতদিন?'

'আপেপির প্রস্তাব নিয়ে এক পূর্ণিমায় এসেছেন আপনি, রানি অবকাশ চেয়েছেন আরেক পূর্ণিমা পর্যন্ত। তাঁর জবাব নিয়ে আমাদের একজন দূত যাবে ট্যানিসে। আপনি কি আপনার পক্ষ থেকে আরেকটা চিঠি লিখে সেটা ওই দূতকে দিয়ে পাঠাতে চান?'

'জী, চাই। কিন্তু চিঠি পাওয়ার পর রাজা আপেপির প্রতিক্রিয়া কী হবে, জানি না। ...একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

মাথা ঝাঁকালেন রয়।

'আপনি কি চান পরের পূর্ণিমা আসা পর্যন্ত এখানে স্বাধীনভাবে থাকি আমি?'

'শুধু আমিই না, রানি নেফ্‌রা এবং ভ্রাতৃসঙ্ঘের নীতিনির্ধারকদের প্রায় সবাই তা-ই চান। ...কেন, চলে যেতে চাইছেন?'

'না, মহান সাধু।'

'তা হলে থাকুন। তবে আপনার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলবেন না।'

রয়কে বাউ করল খিয়ান। 'না, ভুলবো না।'

রয় আর টাউয়ের সঙ্গে এটা-সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ অপ্রয়োজনীয় কথা বলল সে, আসলে চাইছে যত বেশি সময় সম্ভব এখানে থাকতে, যাতে যদি নেফ্‌রা আসে তা হলে যেন দেখা হয় ওর সঙ্গে।

কিন্তু এল না নেফ্‌রা।

হতাশ হয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল খিয়ান। ওর পিছু পিছু এল রু।

BanglaBook.org

'বন্ধু,' রুকে বলল খিয়ান, 'একটা চিঠি লিখতে হবে আমাকে। কাজটা শেষ হলে একটু ঘুরেফিরে দেখতে চাই তোমাদের আস্তানা। অসুবিধা নেই তো?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রু, কিছু বলল না।

'গতকাল আমাকে তালগাছের-বাগান থেকে স্ফিংস পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল চালাক-চতুর এক ছোকরা। ওকে পথপ্রদর্শক হিসেবে পছন্দ হয়েছে আমার। একটু খুঁজে দেখবে নাকি কোথাও পাওয়া যায় কি না ওকে? দেখা হলে বোলো, ওকে মোটা বখশিশ দিতে রাজি আছি আমি।'

মাথা নাড়ল রু। 'লর্ড, কাজটা সম্ভব না।'

'কেন?'

'ওই ছোকরা একটা কুঁড়ের-বাদশা। যারা নিজেদের খাবার জোগাড় করে নেয়ার বদলে কখন খাবার এসে মুখে পড়বে সে-আশায় হাঁ করে থাকে, সে সেই দলে। আমার মনে হয় এতক্ষণে অন্য কোথাও চলে গেছে সে। অন্তত আজ সকালে ওকে দেখিনি কাছেপিঠে। ওর নামও জানি না, কোথায় খুঁজতে হবে ওকে তা-ও জানি না।'

রুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর খিয়ান বলল, 'কেন যেন মনে হচ্ছে আমার, মিথ্যা বলায় খুব একটা পারদর্শী না তুমি। যা-হোক, পথপ্রদর্শক হিসেবে নতুন কাউকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'কোথাও পেতে হবে না। আপনার কিছু লাগলে এ-ঘরের গোবরাটে দাঁড়িয়ে শুধু হাততালি দেবেন, কেউ-না-কেউ ঠিকই ডেকে দেবে আমাকে।'

'তারমানে তুমি বলতে চাইছ এখানে দেয়ালেরও কান আছে?'

'জী,' চলে গেল রু।

BanglaBook.org

চিঠি লেখা শেষ করেছে খিয়ান।

দাগবিহীন প্যাপাইরাসটা যখন হাতে নিয়েছিল, তখন ঠিক বুঝতে পারছিল না কী লিখবে। অনেকক্ষণ চিন্তা করেছে, অনেক সময় নিয়ে লিখেছে।

কী লিখেছে তা পড়ছে এখন:

মহাফেজ রাসার কাছ থেকে মহান রাজা আপেপির প্রতি।

আপনার কথামতো ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের আস্তানায় হাজির হয়েছি। বড় বড় কয়েকটা পিরামিডের ছায়ায় অবস্থিত বেশকিছু সমাধিতে আর ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরে থাকেন তাঁরা। এখানে আমাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন সঙ্ঘের সবাই। সাধু রয় এবং সঙ্ঘের বড় বড় কয়েকজন নেতার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার।

মহান রাজা, আপনি যে-চিঠি দিয়েছিলেন তা তাঁদের কাছে উপস্থাপন করেছি আমি। হস্তান্তর করেছি আপনার দেয়া উপহারগুলোও। কিন্তু ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ হয়ে যায় বলে সেগুলো গ্রহণ করতে অপারগতা জানিয়েছেন তাঁরা।

আমি জানতে পেরেছি, এককালের মিশরের-রাজা খেপের্‌রার মেয়ে নেফ্‌রা বেঁচে আছেন এবং ভ্রাতৃসঙ্ঘের পাহারায় এখানেই আছেন। তাঁকে গতকাল রাতে নিজচোখে দেখেছি। ভ্রাতৃসঙ্ঘের অনেক সদস্যের উপস্থিতিতে একটা অভিষেক-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মিশরের রানি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে তাঁকে। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের অনেক সদস্য।

যতদূর জানতে পেরেছি, আমার এই চিঠির সঙ্গে লেডি নেফ্‌রার পক্ষ থেকে আরেকটা চিঠি যাবে আপনার কাছে। কিন্তু সেটার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা নেই আমার। শুধু জানি, আপনার বিয়ের-প্রস্তাবের উপযুক্ত জবাব দেয়ার জন্য সময় চেয়েছেন লেডি নেফ্‌রা।

এক পূর্ণিমায় এখানে এসেছি আমি, আমাকে বলা হয়েছে,

BanglaBook.org

আরেক পূর্ণিমার আগেই চূড়ান্ত জবাব পেয়ে যাবো। ততদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে এবং সঙ্ঘের নিয়মকানুন মেনে এখানে থাকতে বলা হয়েছে আমাকে। যেহেতু আর কোনও উপায় নেই, তাই ততদিন পর্যন্ত এখানেই রয়ে গেলাম।

আমি জানি না, লেডি নেফ্‌রা শেষপর্যন্ত তাঁর জবাব লিখিতভাবে দেবেন কি না। শেষপর্যন্ত কী জবাব দেবেন তিনি, তা-ও জানি না।

আপনার একান্ত অনুগত,

মহাফেজ রাসা।

(সিলমোহর)

সাদা রোব পরে, অবগুণ্ঠনে চেহারা ঢেকে কয়েকজন লোক এসেছিলেন, তাঁরা খাবার দিয়ে গেছেন খিয়ানকে। খেয়ে নিল সে, তারপর গোবরাটে দাঁড়িয়ে হাততালি দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হলো রু। ওর সঙ্গে সাদা রোবপরা এক লোক। অবগুণ্ঠন নেই তাঁর চেহারায়। তাঁকে চিনতে পারল খিয়ান—গতরাতে বেদীতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। তাঁর হাতে প্যাপাইরাসটা দিল সে। একটা কথাও বলল না লোকটা, চিঠিটা নিয়ে চলে গেল।

খিয়ানকে সেই হলে নিয়ে এল রু। এখন কেউ নেই এখানে। গোপন একটা পথ ধরে মরুভূমিতে হাজির হলো দু'জনে।

'কাল রাতে যাঁদেরকে দেখলাম তাঁরা সবাই কোথায়?' জিজ্ঞেস করল খিয়ান।

'সূর্য উঠলে বাদুড় কোথায় যায়, লর্ড? ধরে নিন স্রেফ উধাও হয়ে গেছেন তাঁরা, আর কখনওই দেখা যাবে না তাঁদেরকে। মারা যাননি তাঁরা কেউই, অথচ তাঁদের কোনও চিহ্ন নেই কোথাও।'

'মানে?'

BanglaBook.org

'মানে তাঁদের কেউ নীল নদের জেলে, কেউ মরুভূমির বেদুইন। কেউ আবার বিদেশি রাজদরবারের কর্মকর্তা। রাজা আপেপির সব গুপ্তচর লাগিয়েও যদি খোঁজেন তাঁদেরকে, পাবেন না। ...কোথায় যাবেন?'

'পিরামিডে।'

বড় পিরামিডগুলোর মধ্যে যেটা উচ্চতায় দ্বিতীয়, সেটার পাদদেশে গিয়ে থামল ওরা। নেফ্‌রাকে পিরামিডে চড়া শিখিয়েছেন যে-সর্দার, দুই ছেলেকে নিয়ে কাছেই বসে আছেন তিনি। তাঁর এক ছেলে বাঁশি বাজাচ্ছে, অন্য ছেলেকে নিয়ে তা শুনছেন তিনি।

'রু, পিরামিডে চড়া কি সম্ভব?' জিজ্ঞেস করল খিয়ান।

জবাব না দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সর্দারের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল রু।

ওদের কথোপকথন শুরু হওয়ামাত্র থেমে গেছে বাঁশির সুর, কথোপকথন শেষ হওয়ার পর দেখা গেল পরনের লম্বা রোব খুলে ফেলছেন সর্দার আর তাঁর দুই ছেলে। তাঁদের কোমর পেঁচিয়ে-রাখা লিনিনের সংক্ষিপ্ত পোশাক দেখা যাচ্ছে। পিরামিডের দিকে ছুট লাগালেন তাঁরা। এক ছেলে গিয়ে উঠল উত্তরদিকের ঢালে, অন্যজন দক্ষিণদিকেরটাতে। সর্দার নিজে উঠছেন পুবদিকের ঢাল বেয়ে।

অনেকখানি পিছনে সরে দাঁড়িয়েছে খিয়ান, আশ্চর্য হয়ে দেখছে ওই তিনজনের কাণ্ড।

কিন্তু এ কী! পশ্চিমদিকের ঢালে সাদা রোবপরা ওটা কে?

তার পিরামিডে-চড়ার অনায়াস দক্ষতা দেখে মনে হচ্ছে, ওই কাজে সর্দার আর তাঁর দুই ছেলের চেয়েও পটু সে।

'রু,' নিচু গলায় ডাকল খিয়ান, 'চার নম্বর লোকটা কে?'

ব্যাপারটা এতক্ষণ খেয়াল করেনি রু, এবার দেখল। বিড়বিড়

BanglaBook.org

করে কী যেন বলল। তারপর বলল, 'আসলে পিরামিডের চকচকে পাথর দেখে দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে আপনার, লর্ড। আমি কোনও চার নম্বর লোক দেখতে পাচ্ছি না।'

রুর দিকে তাকিয়ে ছিল খিয়ান, ঘাড় ঘুরাল। আরে, সত্যিই তো! চার নম্বর লোক বলে কোথাও কেউ নেই!

থতমত খেয়ে গেছে খিয়ান। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পিরামিডের দিকে। সত্যিই কি ভুল দেখেছে সে?

চূড়ায় গিয়ে উঠলেন সর্দার আর তাঁর দুই ছেলে, নেমেও এলেন একসময়। এসে দাঁড়ালেন খিয়ানের সামনে।

সর্দার বললেন, 'পিরামিডে চড়া সম্ভব কি না, দেখেছেন?'

তাঁকে বখশিশ দিয়ে খিয়ান বলল, 'আপনাদের সঙ্গে সাদা রোবপরা চার নম্বর লোকটা কে ছিল?'

'সাদা রোবপরা?' যেন আকাশ থেকে পড়েছেন সর্দার। 'চার নম্বর? লর্ড, নিশ্চয়ই কোথাও-না-কোথাও ভুল হচ্ছে আপনার।'

'মোটেও না। নিজচোখে দেখেছি আমি।'

'তা হলে...' পিরামিডের ভূতের গল্পটা খিয়ানকে শোনালেন সর্দার, তারপর বললেন, 'নিঃসন্দেহে ওই ভূতটাকে দেখেছেন আপনি।'

'আমাকে পিরামিডে চড়া শেখাবেন, সর্দার?'

'ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের সম্মতি ছাড়া সম্ভব না কাজটা।'

'আপনাকে যদি অনেক দামি কোনও উপহার দিই, তা হলেও না?'

'না, তা হলেও না।'

সূর্য ডুবে যাচ্ছে, তাই আর কথা না বাড়িয়ে রুর সঙ্গে ফিরতি পথ ধরল খিয়ান।

পাশাপাশি হাঁটছে ওরা। অন্যমনস্ক ছিল খিয়ান, একসময় খেয়াল করল, বিড়বিড় করে রু বলছে, 'পাগল! পাগল না হলে

BanglaBook.org

এসব শিখতে চায় কেউ? আগে দেখেছি এক মেয়েমানুষকে, আজ দেখলাম এক পুরুষমানুষকে।'

'মেয়েমানুষ, রু?'

চুপ করে আছে রু।

'জবাব দিচ্ছ না কেন?'

তবুও কিছু বলছে না রু।

'তারমানে আমি যা দেখেছিলাম তা ঠিক? সত্যিই চতুর্থ কেউ ছিল তখন সর্দার আর তাঁর দুই ছেলের সঙ্গে? এবং সে একটা মেয়েমানুষ?'

'এসে গেছি আমরা,' প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল রু। 'লর্ড টাউয়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে কি না জানি না। তিনি আজ রাতে তাঁর সঙ্গে খেতে বলেছেন আপনাকে।'

'আমি রাজি।'

খিয়ান ভেবেছিল, নেফ্‌রাও হয়তো খেতে আসবে। কিন্তু আশা পূরণ হলো না ওর।

খেতে খেতে কথা বলছে সে টাউয়ের সঙ্গে।

টাউ এটা-সেটা জানতে চাইছেন ওর কাছে, জবাব দেয়ার পর টাউকে পাল্টা প্রশ্ন করছে সে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই খিয়ান জানতে পারল, ভ্রাতৃসঙ্ঘে লর্ড টাউয়ের অবস্থান সাধু রয়ের পরই। টাউ আসলে মিশরীয় না। সম্ভ্রান্ত এবং ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান তিনি। এককালে যোদ্ধা ছিলেন। কূটনীতিক হিসেবে চাকরিও করেছেন। ঘুরেছেন দূরদূরান্তের অনেক দেশে। বেশ কয়েকটা ভাষা জানেন, শিখেছেন অনেককিছু। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব আর দর্শন তাঁর প্রিয় বিষয়। কোনও এক দেশের রাজা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছেন সিংহাসনের মোহ। যোগ দিয়েছেন ভ্রাতৃসঙ্ঘে, পুরোহিত

BanglaBook.org

হিসেবে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন এখন।

খাওয়া যখন শেষপর্যায়ে তখন খিয়ান বলল, 'আপনাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের রহস্য সম্পর্কে যদি জানতে চাই আপনার কাছে, বলবেন?'

'বলবো, তবে তা নির্ভর করছে আপনি ঠিক কী জানতে চান তার উপর। কিন্তু আজ না, পরে একসময়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল খিয়ান, টাউকে বিদায় জানিয়ে ফিরে এল নিজের ঘরে।

এগারো

পতন

পরদিন সকালে খিয়ানকে জানানো হলো, সর্দারের কাছে যে-আবেদন জানিয়েছিল সে গতকাল, তা মঞ্জুর করেছেন ভ্রাতৃসঙ্ঘ।

তাই রুকে নিয়ে জায়গামতো হাজির হয়ে গেল সে। সর্দারের কথামতো খুলে ফেলল স্যাণ্ডেল আর বেশিরভাগ কাপড়। একটা দড়ি বেঁধে দেয়া হলো ওর কোমরে। তারপর শুরু হয়ে গেল প্রশিক্ষণ।

খিয়ান পরিশ্রমী, সাহসী। সিরিয়ার পর্বতে চড়ার অভিজ্ঞতা আছে ওর, তাই উচ্চতাভীতি নেই। সর্দারের দুই ছেলের সহযোগিতায়, উচ্চতায় সবচেয়ে ছোট পিরামিডের দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত উঠতে পারল সহজেই। কিন্তু নামার সময়, যখন আর মাত্র

BanglaBook.org

চল্লিশ ফুটের মতো বাকি আছে, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে কোমরে-বাঁধা দড়িটা খুলে ফেলল, এবং ধীরেসুস্থে নামার বদলে তাড়াহুড়ো করতে শুরু করল। একদিকের একটা খাঁজে বেকায়দায় আটকে গিয়ে মচকে গেল ওর একটা পা, ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল সে। পরমুহূর্তে টের পেল, মাথা নিচের দিকে দিয়ে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে।

দুর্ঘটনাটা দেখতে পেয়েছেন সর্দার, দেখেছে রুও। একছুটে দু'জনে হাজির হলেন পিরামিডের পাদদেশে, হাত তুলে রেখেছেন যাতে ধরে ফেলতে পারেন খিয়ানকে। কিন্তু পিরামিডের ঢাল বেয়ে পড়তে-থাকা পূর্ণবয়স্ক একটা লোককে ধরে ফেলা সহজ ব্যাপার না, এমনকী রুর পক্ষেও। প্রথমে ওর উপরই এসে পড়ল খিয়ান, কিন্তু ওকে ধরে রাখতে পারল না রু। ওর হাত ফস্কে খিয়ান গিয়ে পড়ল সর্দারের উপর। তিনিও ধরে রাখতে পারলেন না ওকে। শেষপর্যন্ত মাথা নিচের দিকে দিয়ে বালির উপর পড়ে গেল খিয়ান। পিরামিডের গা থেকে খসে-পড়া একটুকরো পাথরের সঙ্গে মাথা ঠুকে গেল ওর।

ব্যথা টের পাওয়ার আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল বেচারা। অসাড় হয়ে গেল ওর শরীর।

জ্ঞান ফেরার পর টের পেল, দূরে কথা বলছে কেউ, অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে কণ্ঠটা। ইচ্ছা থাকার পরও মানুষটাকে দেখতে পাচ্ছে না সে, কারণ চটচটে কিছু একটা যেন আঠার মতো আটকে রেখেছে দুই চোখের পাতা। রক্ত নাকি?

'মরেননি তিনি,' বলল কণ্ঠটা, সম্ভবত ডাক্তার। 'ঘাড় অথবা হাত-পা-ও ভাঙেনি। তবে মাথার চামড়া কেটে গেছে বিশ্রীভাবে, জমাট রক্তের কারণে বুঝতে পারছি না খুলির কোথাও চিড় ধরেছে কি না। হঠাৎ প্রচণ্ড ব্যথার কারণে অসাড় হয়ে গেছেন তিনি। তবে আমার মনে হয় ব্যথা আস্তে আস্তে কমে গেলে আবার স্বাভাবিক

BanglaBook.org

হয়ে যাবেন।'

'আপনার কথাই যেন ঠিক হয়,' বলল একটা উদ্বিগ্ন নারীকণ্ঠ। 'তিনটা ঘণ্টা ধরে বেহুঁশ হয়ে আছেন তিনি, আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম...। দেখুন! হাত নাড়ছেন তিনি! ...আরেকবার ওর নাড়ি পরীক্ষা করুন!'

কণ্ঠটা পরিচিত বলে মনে হচ্ছে না?

কথামতো কাজ করলেন ডাক্তার। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, স্বাভাবিক হয়ে আসছে হৃৎস্পন্দন। চিন্তা করবেন না, ভালো হয়ে যাবেন তিনি।'

'প্রার্থনা করুন তা-ই যেন হয়।' কিছুক্ষণের নীরবতার পর হঠাৎ করেই যেন রেগে গেল মেয়েটা। কাকে যেন বলল, 'তিনি দড়ি খুলতে চাইলেন, আর আপনারা অমনি রাজি হয়ে গেলেন? আক্কেল থাকা উচিত ছিল আপনাদের! আর, রু, লোকটা তোমার মতো বিশালদেহী না, তা হলে ওকে ধরে রাখতে পারলে না কেন?'

কিছু বলতে চেয়েও পারল না রু, কারণ ঠোঁট দুটো কোনওরকমে ফাঁক করেছে খিয়ান, অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'পানি!'

পানি নিয়ে আসা হলো ওর জন্য।

একজোড়া কোমল হাত উঁচু করে ধরল ওর মাথা, আরেকজন পানিভর্তি একটা পেয়ালা নিচু করে ধরল ওর ঠোঁটে। কিছুটা পানি খেল খিয়ান, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, তারপরই জ্ঞান হারাল আবার।

পরেরবার জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে টের পেল, অসহ্য একটা ব্যথা যেন ছুরির ঘাই মারতে মারতে ছড়িয়ে পড়ছে মাথার একদিক থেকে আরেকদিকে। আবারও চোখ খুলতে পারবে না ধরে নিয়ে চোখ খোলার চেষ্টা করল, এবং খুলতে পেরে আশ্চর্য হলো কিছুটা। এদিকওদিক তাকাচ্ছে।

ওর ঘরে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে, শুইয়ে দেয়া হয়েছে

BanglaBook.org

বিছানায়। হাতের নাগালেই আছে একটা টুল, সেটার উপর ওর কিছু কাপড় আর অন্যান্য জিনিস রাখা।

এমন সময় পর্দা-ঝোলানো গোবরাটের ওপ্রান্ত থেকে শোনা গেল একটা মেয়ের নিচু কণ্ঠ, 'কেম্মাহ্, কেমন আছে লোকটা?'

দু'হাতে ভর দিয়ে মাথা তুলতে চাইল খিয়ান, সঙ্গে সঙ্গে দাঁতে দাঁত চাপল—ব্যথায় যেন ছিঁড়ে পড়তে চাইছে মাথাটা। পাথরের মতো শক্ত ঠেকছে ঘাড়টা। আবার শুয়ে পড়তে বাধ্য হলো খিয়ান। একটু যেন কমল ওর ব্যথা, সঙ্গে সঙ্গে টের পেল, অদ্ভুত এক খুশিতে মন ভরে উঠেছে।

কণ্ঠটা চিনতে পারছে সে! সেই রহস্যময়ী পথপ্রদর্শক। নাকি নেফ্‌রা স্বয়ং?

'বেশি ভালো না,' বললেন কেম্মাহ্। 'ডাক্তার বলেছিলেন বারো ঘণ্টার মধ্যে জ্ঞান ফিরে পাবেন তিনি। কিন্তু বিশ ঘণ্টা হয়ে গেল অথচ চোখ খুলছেন না তিনি। ডাক্তার বলেছেন, আঘাত গুরুতর না। কিন্তু শেষপর্যন্ত কী হবে বুঝতে পারছি না।'

'ওহ্! কেম্মাহ্, আপনার কি মনে হয় মারা যাবে লোকটা?'

'প্রার্থনা করি তা যেন না হয়। শরীরের অন্য কোথাও চোট পেলে অতটা ভয়ের কিছু ছিল না, কিন্তু মাথায় আঘাত পেয়েছেন তিনি...। তাঁকে ভালো লেগেছে আমার। শরীরটা যেমন সুঠাম, চেহারা তেমন সুন্দর; মনটাও ভালো। অবশ্য...আটিদের রক্ত বইছে তাঁর গায়ে।'

'কে বলেছে আপনাকে?'

'কিছু কিছু কথা আছে যা কাউকে বলে দিতে হয় না। ওগুলো বাতাসে ভেসে বেড়ায়, কান খোলা রাখলে শোনা যায় এমনিতেই। আরও জানিয়ে রাখি আপনাকে, ওই লোক কিন্তু মোটেও কোনও মহাফেজ না। তিনি রাজদরবারের কোনও কর্মকর্তাও না। তিনি যুবরাজ খিয়ান, রাজা আপেপির একমাত্র সন্তান। শয়তানটাকে

BanglaBook.org

যদি বিয়ে করেন আপনি, তা হলে যুবরাজ খিয়ান আপনার সৎ ছেলে হবেন।'

'কেম্মাহ্, দয়া করে আপেপির কথা বলবেন না আমাকে, এমনিতেই মন ভালো না আমার। মিশরের সব দেবতার অভিশাপ নামুক ওই লোকের উপর! ...লোকটা তা হলে রাজপুত্র? সেজন্যই তো বলি, মহাফেজ হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে নিজের, অথচ কেন সে-রকম মনে হয় না ওকে? ...কেম্মাহ্, দয়া করে মরতে দেবেন না ওকে! সে যদি মারা যায় তা হলে...এসব কী বলছি আমি? চলুন, গিয়ে দেখি লোকটাকে। ওর জন্য প্রার্থনা করবো আমি।'

'ঠিক আছে, কিন্তু ঘরের ভিতরে বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন না। কারণ ডাক্তার বা লর্ড টাউ যদি চলে আসেন, একজন পরপুরুষের ঘরে মিশরের রানিকে দেখলে উল্টোপাল্টা ভাবতে পারেন। ...এক কাজ করুন। আপনি একা যান ঘরে, আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি। কেউ চলে এলে হুঁশিয়ার করবো আপনাকে।'

চট করে চোখ বন্ধ করে ফেলল খিয়ান। কিন্তু ওর কান খোলা আছে। প্রতিটা হৃৎস্পন্দন যেন অনুভূত হচ্ছে হাতুড়ির বাড়ির মতো।

পর্দা সরানোর মৃদু আওয়াজ পাওয়া গেল। ত্রস্ত ভীত পায়ে কেউ একজন এসে দাঁড়াল বিছানার কাছে। নিশানায় বেঁধা তীরের মতো কাঁপা কাঁপা অথচ গোলাপের পাপড়ির মতো কোমল একটা আঙুল স্পর্শ করল খিয়ানের ভ্রূ আর কপাল। মিশরীয়দের কায়দায় প্রার্থনা করছে ওই আঙুলের মালকিন। খিয়ানের মুখের খুব কাছে মুখ নামাল মানুষটা, এবার শোনা যাচ্ছে দ্রুত বিড়বিড় করে কী যেন আওড়াচ্ছে। সম্ভবত পবিত্র কোনও বাণী, অনুমান করল খিয়ান। তারপর...খিয়ানের পুরো শরীর অসাড় হয়ে গেল আবারও...ওর মনে হলো ওর হৃৎস্পন্দন থেমে গেছে...ওর ঠোঁট

BanglaBook.org

দুটোকে মাত্র একটা মুহূর্তের জন্য স্পর্শ করেই সরে গেল একজোড়া কুসুমকোমল ঠোঁট।

দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ শোনা গেল।

তারপর সব চুপচাপ।

চোখ খুলতে বাধ্য হলো খিয়ান। দেখল, ভেজা ভেজা একজোড়া চোখ নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'নেফ্‌রা,' নিচু কণ্ঠে বলে উঠল খিয়ান, 'আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি।'

কথাটা শোনামাত্র নড়ে উঠল নেফ্‌রা, ঝোড়ো বাতাসের মতো এগিয়ে গেল গোবরাটের দিকে, তারপর একথাবায় পর্দাটা সরিয়ে উধাও হয়ে গেল।

তিলকে তাল বানানো লোকের স্বভাব।

কোথাও যখন কোনও ঘটনা ঘটে, দূরের এক জায়গায় সেটা হয়ে যায় অতিরঞ্জিত। আরও দূরের কোথাও তা হয় বিকৃত। এবং শেষপর্যন্ত বহুদূরের কোনও এক জায়গায়, ঘটনার যে-বিবরণ আলোচনা করে লোকে, তার সঙ্গে আকাশপাতাল তফাৎ থাকে মূল ঘটনার।

ভ্রাতৃসঙ্ঘের দেয়া চিঠিটা নিয়ে ট্যানিসে এসেছে সঙ্ঘেরই এক ভাই, নাম টেমু। রাজদরবারে হাজির হওয়ার আগে একটা সরাইখানায় রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিল সে। সেখানে জানতে পারল, শখের বশে পিরামিডে চড়তে গিয়ে সেখান থেকে পড়ে মারা গেছে রাজা আপেপির দূত মহাফেজ রাসা।

নিজের ছেলের মৃত্যুসংবাদ শুনলেন রাজা আপেপিও। তিনি স্বার্থপর মানুষ, নিজেকে ছাড়া কাউকে কখনও ভালোবাসেননি। তারপরও ছেলের প্রতি কিছুটা টান ছিল তাঁর, অন্তত যখন সে ছোট ছিল তখন। দু'-একদিন মন খারাপ করে থাকলেন তিনি,

BanglaBook.org

তারপরই বেরিয়ে পড়ল তাঁর আসল চেহারা।

সৈকতের উপর রুদ্ররোষে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের যে-অবস্থা হয়, তাঁর হয়েছে সে-রকম। নেফ্রাকে মিশরের রানি হিসেবে ঘোষণা করেছে ব্রাদারহুড অভ দ্য ডন! এত বড় সাহস ওদের! সিদ্ধান্ত নিলেন, মেয়েটাকে তাঁর সঙ্গে বিয়ে না-দিলে ওই সঙ্ঘের শেষ দেখে ছাড়বেনই।

তা ছাড়া...কথা নেই বার্তা নেই পিরামিডে চড়তে যাবে কেন খিয়ান? উঁহুঁ, সেখান থেকে পড়ে মরেছে সে—কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। নিশ্চয়ই এটা হত্যাকাণ্ড, এবং খুব কৌশলে কাজটা করেছে ব্রাদারহুড অভ দ্য ডন।

ওরা নিশ্চয়ই কোনও না কোনওভাবে জেনে গিয়েছিল খিয়ানের আসল পরিচয়। তখন ভেবে দেখেছে, আপেপির বর্তমান উত্তরাধিকারীকে যদি আগেই সরিয়ে দেয়া যায়, তা হলে নেফ্রার পথ থেকে বড় একটা কাঁটা দূর হয়ে যায়। কারণ আপেপির সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে হোক বা না-হোক, মিশরের সিংহাসনের অন্য কোনও ন্যায্য দাবিদার থাকে না।

মরুভূমি থেকে সিংহ ধরে এনে খাঁচায় বন্দি করা হলে সেটা যেভাবে ছটফট করে, লম্বা একটা সময় সেভাবে কাটল আপেপির। তারপর, বালি যতই গরম হোক না কেন তা যেভাবে ঠাণ্ডা হয়ে আসে, সেভাবে আস্তে আস্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলেন তিনি। সিদ্ধান্ত নিলেন, ভ্রাতৃসঙ্ঘের চিঠির কোনও জবাব দেবেন না।

টেমুকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দিলেন তিনি। পাতাল কারাগারে নিয়ে গিয়ে বন্দি করে রাখতে বললেন ওকে, যাতে কারও সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, দেখা পর্যন্ত করতে না পারে সে।

তারপর নিরিবিলি একজায়গায় বসে পড়লেন।

BanglaBook.org

কী করা যায়, ভাবছেন।

এক সপ্তাহ পর।

অনেকখানি সেরে উঠেছে খিয়ান। কিন্তু বাড়াবাড়ি রকমের একগুঁয়েমি পেয়ে বসেছে ওকে—পিরামিড সে জয় করবেই। সুতরাং আবার শুরু হলো ওর প্রশিক্ষণ। এবং এবার আর কোনও দুর্ঘটনা ঘটল না।

একসময় পিরামিড বেয়ে ওঠানামায় দক্ষতা অর্জন করে ফেলল সে নেফ্‌রার মতোই।

ইদানীং ভোরে হাজির হয় সে পিরামিডের পাদদেশে, সূর্য ওঠামাত্র শুরু হয় ওর পিরামিড-আরোহণ। রোদের তেজ যত বাড়ে, ওর তেজও যেন তত বাড়ে। সর্দার আর তাঁর দুই ছেলে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, হাঁপাতে থাকেন, কিন্তু সে ক্লান্ত হয় না, হাঁপায় না।

'এমন এক পাগল হাজির হয়েছে এখানে,' একদিন পিরামিড থেকে নেমে এসে রুকে বললেন সর্দার, 'যার মনটা ভালো। তবে...কেউ জানে কি না জানি না...আমাদের এই ভদ্রলোক পাগলের কিন্তু একটা দোষ আছে।'

এক হাত থেকে অন্য হাতে হাতকুড়াল নিল রু, তাকিয়ে আছে পিরামিডের চূড়ায় উঠে দাঁড়ানো খিয়ানের দিকে। দৃষ্টি ফিরিয়ে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল সর্দারের দিকে। 'দোষ?'

'হ্যাঁ। স্থানীয় কিছু গাছগাছড়ার কথা প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন তিনি আমাকে, যেগুলোর রস সেবন করলে নেশা জাগে।'

'বলেন কী!'

BanglaBook.org

শুধু পিরামিডে ওঠানামা করেই যে দিন কাটছে খিয়ানের, তা না। লর্ড টাউয়ের 'শিষ্যত্ব' গ্রহণ করেছে সে, জ্ঞানের নতুন এক

পৃথিবীর দরজা ওর জন্য খুলে দিয়েছেন টাউ। আগ্রহ নিয়ে শিখছে সে। এবং ওর আগ্রহের সবচেয়ে বড় কারণ, নেফ্‌রা যোগ দিয়েছে ওর সঙ্গে।

একটা টেবিলের একধারে লেখার উপকরণ আর প্যাপাইরাস সামনে নিয়ে বসে মেয়েটা, পেছনেই থাকেন কেম্মাহ্‌। কাছাকাছিই কোথাও, ঘন ছায়ায় নিজের কালো শরীরটা অদৃশ্য করে রেখে, দাঁড়িয়ে থাকে রু। নেফ্‌রার মুখোমুখি বসে খিয়ান।

জ্বলন্ত প্রদীপের আলো গিয়ে পড়ে মেয়েটার উপর। পড়তে আসার সময় খুলে রেখে আসে সব গহনা, এমনকী রেখে আসে মুকুট-রাজদণ্ডও; তারপরও, তখন পরনের সাদা রোবটা যেন গহনা-মুকুট-রাজদণ্ড হয়ে নিঃশব্দে বলতে থাকে, সে একজন রানি—যদি মিশরের না-ও হয়, তা হলে রূপের।

কোনও কথা হয় না ওদের দু'জনের মধ্যে, কারণ ভ্রাতৃসঙ্ঘের অনেকগুলো নিয়মের মধ্যে একটা হচ্ছে, শিক্ষকের উপস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারবে না। তবে শিক্ষককে প্রশ্ন করতে পারবে তারা, যা করে খিয়ান আর নেফ্‌রা; সেসব প্রশ্নের জবাব দেন টাউ।

খিয়ানের কাছে ভ্রাতৃসঙ্ঘের গোপন রহস্য, দলটার নীতি-আদর্শ শুধু যে ভালোই লাগছে তা না, বরং চমৎকার আর অভিনব বলে মনে হচ্ছে। পাশাপাশি শিখছে জীবনের অনেক তত্ত্বকথা, রাজনীতির মারপ্যাঁচ এবং সরকার পরিচালনার নিয়মনীতি।

রাত।

ইদানীং অদ্ভুত এক 'সখ্য' গড়ে উঠেছে খিয়ান আর রুর মধ্যে। প্রতি রাতে, ঘুমানোর আগে, কিছুসময়ের জন্য খিয়ানের ঘরে হাজির হয় রু, আড্ডা দেয়। কিন্তু খিয়ানের সন্দেহ, আসলে আড্ডা দিতে আসে না লোকটা।

BanglaBook.org

নিজেদের গোপন ভাণ্ডারে চমৎকার মদ সংরক্ষণ করে রেখেছে ভ্রাতৃসঙ্ঘের লোকেরা, কিন্তু তপস্যার স্বার্থে তা খায় না ওরা। তবে কোনও মেহমান এলে তাকে খেতে দেয়। যেমনটা দেয়া হচ্ছে খিয়ানকে। সে-মদের স্বাদ উপভোগ করতেই, খিয়ানের ধারণা, ওর ঘরে আসে রু। তা না হলে রুর মতো কারও, যে মোটেও আড্ডাবাজ না, প্রতি রাতে আসার কথা না।

গত কয়েকদিন থেকেই একটা পরিকল্পনা ঘুরপাক খাচ্ছে খিয়ানের মাথায়, আজ সেটা বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

পিরামিডের সর্দারের কাছ থেকে খবর নিয়ে স্থানীয় এমন কিছু গাছ জোগাড় করে এনেছে সে, যেগুলোর পাতার রস সেবন করলে নেশা হয়। পাতা চিপে রস বের করে একটা পাত্রে নিয়েছিল। আজ যে-বোতল থেকে মদ খেতে দেবে রুকে, সেটাতে ঢেলেছিল সব রস।

কারণ আজ সে বেহুঁশ করে দিতে চায় রুকে।

গতকাল রাতে, ওর ঘর ছেড়ে কিছুটা মাতাল অবস্থায় বেরিয়ে যাওয়ার পর, আধো আলো আধো অন্ধকারে গা ঢেকে, রুকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে খিয়ান। তখন ভালোমতো দেখেছে কোন্‌দিকে গিয়েছিল লোকটা, শেষে কোন্ দরজার সামনে হাজির হয়ে দরজাটার বাইরে মেঝেতে শুয়ে পড়েছিল।

তবে তার আগে, ওই দরজায় বিশেষ কায়দায় তিনবার টোকা দিয়েছিল বিশালদেহী লোকটা। তারপর নিজের কোমরবন্ধনীতে আটকানো একটা চাবি আলগা করে নিয়ে বাইরে থেকে খুলেছিল দরজাটা, পাল্লা একটুখানি ফাঁক করে ভারী গলায় বলেছিল, 'রানি, আপনি ঠিক আছেন?'

ভিতর থেকে কী উত্তর দেয়া হয়েছিল, তা শুনতে পায়নি চওড়া-একটা-পিলারের-আড়ালে লুকিয়ে-থাকা খিয়ান।

BanglaBook.org

'কোনও সমস্যা নেই তো?' আবার জিজ্ঞেস করেছিল রু।

এবারও জবাবটা খিয়ানের কান পর্যন্ত পৌঁছায়নি।

আজ রাতে রুর কাছ থেকে বিশেষ ওই চাবিটা ছিনিয়ে নেবে সে। গায়ের জোরে করতে পারবে না কাজটা জীবনেও, তাই কূটকৌশল অবলম্বন করতে যাচ্ছে। এ-রকম গর্হিত একটা কাজ করতে যাচ্ছে বলে অনুশোচনায় ভুগছে, কিন্তু ওর প্রেমে-বেপরোয়া মনের কাছে অনেক আগেই পরাজিত হয়েছে ওর বিবেকবোধ।

আজ রাতে নেফ্‌রার সঙ্গে নিভৃতে দেখা করতেই হবে খিয়ানকে। কারণ আরেকটা পূর্ণিমা ঘনিয়ে এসেছে। ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের আস্তানা থেকে খিয়ানের বিদায় নেয়ার সময়ও ঘনিয়ে এসেছে।

আজ রাতে নেফ্‌রাকে প্রেম নিবেদন করবে খিয়ান।

'রু,' বিশালদেহী লোকটার পানপাত্রে বোতল থেকে মদ ঢেলে দিচ্ছে খিয়ান, 'আমার কী মনে হয় জানো? আমার মনে হয়, সেদিন আসলেই চতুর্থ কাউকে দেখেছিলাম পিরামিডের ঢালে।'

'জীবনেও না,' জড়িয়ে আসছে রুর কণ্ঠ, নেশার প্রাবল্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে নিজের উপর। 'কথা ছিল দেখা দিয়েই লুকিয়ে পড়বেন তিনি। কাজেই আপনি তাঁকে দেখতে পারেন না।'

'কী বললে?'

'জানি না।'

'আজ রাতে বেশি খেয়ে ফেলছ তুমি, রু।'

'সামলাতে পারছি না আসলে। নতুন যে-বোতল খুলেছেন আজ, সেটার মদের স্বাদ অন্যরকম লাগছে আজ। একটু তিতা, কিন্তু...ছাড়তে পারছি না। ...আরেকটু দেবেন নাকি, লর্ড?'

রুর পাত্রটা কানায় কানায় পূর্ণ করে দিল খিয়ান।

BanglaBook.org

দুই চুমুকে পুরো পাত্র খালি করে ফেলল রু। তারপরই ওর হাত থেকে খসে পড়ল ওটা। খিয়ানের বিছানায় বসে ছিল সে, সেই অবস্থাতেই একদিকে কাত হয়ে পড়ে গেল। গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মদের বোতলটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল খিয়ান। উঠে এগিয়ে গেল রুর দিকে। খুলে নিল লোকটার কোমরবন্ধনীতে ঝোলানো বিশেষ চাবিটা। ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যরা হুডওয়ালা যে-রকম রোব পরে, সে-রকম একটা রোব জোগাড় করে রেখেছে আগেই; ওটা গায়ে চাপাল, তুলে দিল হুড। প্রদীপ জ্বলছে ঘরে, সেটা নিভিয়ে গোবরাটে-ঝোলানো পর্দাটা সরিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

নেফ্‌রার ঘরের দরজায় তিনবার টোকা দিল খিয়ান।

সাড়া দিল না কেউ।

মেয়েটা কি ঘুমিয়ে পড়েছে? নাকি এই সময়ে দরজায় টোকা পড়তে শুনলে কখনোই কিছু বলে না সে?

অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে খিয়ানের। চাবি দিয়ে দরজার তালা খুলল সে। রুর মতো একটুখানি ফাঁক করল একদিকের পাল্লা, কিন্তু কিছু বলল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকওদিক দেখে নিল একবার।

'কে, রু?' ঘরের ভিতর থেকে শোনা গেল নেফ্‌রার কণ্ঠ।

এবার পাল্লাটা আরও ফাঁক করল খিয়ান, চট করে ঢুকে পড়ল ঘরের ভিতরে। দরজাটা আটকে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

একনজরেই বোঝা যায়, বিলাসী জীবন যাপন করে না নেফ্‌রা। ঘরে একটা মাত্র খাট, তার পাশে একটা ছোট সিন্দুক। কাঠের একটা চেয়ার আর একটা টেবিলও দেখা যাচ্ছে। টেবিলটার উপর অগোছালো অবস্থায় রাখা আছে কিছু প্যাপাইরাস।

BanglaBook.org

সিন্দুকটার উপর রাখা আছে একটা জ্বলন্ত প্রদীপ। ওটার আলোয় আলোকিত হয়ে আছে নেফ্‌রার খাট। খুব সম্ভব শুয়ে ছিল মেয়েটা, খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আকাশের চাঁদ দেখছিল, অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটে গেছে বুঝতে পেরে উঠে বসেছে। টেনেটুনে ঠিক করছে পরনের কাপড়, চেহারা দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় ঘাবড়ে গেছে।

'কে তুমি?' ভয়পাওয়া গলায় বলল নেফ্‌রা। 'রু কোথায়?'

জবাব দিল না খিয়ান।

'যদি আমার কোনও ক্ষতি করার ইচ্ছা থাকে তোমার,' এদিকওদিক তাকাচ্ছে নেফ্‌রা, আত্মরক্ষা করার জন্য কোনও অস্ত্র অথবা ওই জাতীয় কিছু খুঁজছে সম্ভবত, 'আগেই বলে রাখছি, চিন্তাটা বাদ দাও। তোমাকে যদি একবার হাতের নাগালে পায় রু, তা হলে...'

রোবের হুডটা ফেলে দিল খিয়ান। এখনও চুপ করে আছে।

প্রদীপের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে খাট আর সেটার আশপাশ, আলো পৌঁছাতে পারেনি দরজা পর্যন্ত। তাই খিয়ান হুড ফেলে দেয়ার পরও ওকে চিনতে পারছে না নেফ্‌রা। আবারও বলল, 'কে তুমি?'

কয়েক পা এগিয়ে এসে প্রদীপের আলোয় দাঁড়াল খিয়ান।

ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নেফ্‌রা। ওর চোখে চোখ রেখেই দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কিছুক্ষণ পর। বলল, 'এত রাতে...এভাবে...আমার ঘরে আসাটা ঠিক হয়নি। কেউ দেখে ফেললে তোমার চেয়ে বেশি বদনাম হবে আমার। ...রু কোথায়?'

জবাব না দিয়ে নিচু গলায় খিয়ান বলল, 'কয়েকটা কথা বলতে চাই আমি।'

'কী?'

'প্রথম কথা, তোমাদের কাছে নিজের মিথ্যা পরিচয় দিয়েছি

BanglaBook.org

আমি। আমি আসলে মহাফেজ রাসা না। ওই নামে এবং ওই পেশায় একসময় একটা লোক ছিল ট্যানিসের রাজদরবারে, তখন আমি অনেক ছোট। সে মারা গেছে অনেক আগেই। ...আমি আসলে যুবরাজ খিয়ান, রাজা আপেপির ছেলে, এবং এখন পর্যন্ত উত্তর-মিশরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।'

'জানি।'

'আমি জানতাম আমার পরিচয় জেনে গেছ তোমরা অনেক আগেই,' বলছে খিয়ান। 'তোমাদেরকে ধন্যবাদ—ইচ্ছা করলে মুখের উপর মিথ্যুক বলতে পারতে আমাকে, কিন্তু তা করোনি। এবার দ্বিতীয় কথা। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, নেফ্‌রা। কারণ আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি।'

অদ্ভুত এক দ্যুতি খেলে গেল নেফ্‌রার চোখেমুখে, কিন্তু কিছু বলল না সে।

'উত্তরাধিকারী হওয়ার পরও মিশরের সিংহাসন চাই না আমি,' বলছে খিয়ান। 'আমি শুধু তোমার মন জিততে চাই, নেফ্‌রা। আমরা দু'জনে যদি একসঙ্গে থাকি, তা হলে আমার বাবা আপেপির বিরুদ্ধে লড়াই করাটা সহজ হবে। কিন্তু যদি আলাদা হয়ে যাই, তা হলে তুমি-আমি দু'জনই ধ্বংস হয়ে যাবো সম্ভবত। ...নেফ্‌রা, আমি আসলেই তোমাকে ভালোবাসি। আমাকে জানতে যেদিন তালগাছের-বাগানে গিয়েছিলে তুমি, সম্ভবত সেদিন থেকেই। আমি জানি তুমিও দুর্বল হয়ে পড়েছ আমার প্রতি, কারণ তা না হলে সেদিন ওভাবে ছুটে যেতে না আমার ঘরে। আমার জন্য প্রার্থনা করতে না, আমার ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াতে না। ...আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, নেফ্‌রা, আমাদের সামনে ভীষণ বিপদ। চলো একসঙ্গে তা মোকাবেলা করি। অথবা চলো একসঙ্গে পালিয়ে চলে যাই দূরে কোথাও।'

'যদি পালিয়ে যাই, মিশরের কী হবে? ...আমার অভিষেক

BanglaBook.org

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলে তুমি, সেখানে কী প্রতিজ্ঞা করেছি তা শুনেছ নিশ্চয়ই?'

'শুনেছি, কিন্তু ভুলে গেছি। যেদিন তুমি ঢুকেছ আমার মনে সেদিন থেকে বাকি সবকিছু ভুলে গেছি আমি। ...নেফ্‌রা, সত্যি করে বলো তো, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না?'

নেফ্‌রা নিশ্চুপ।

'দয়া করে চুপ করে থেকো না,' বলল খিয়ান। 'যে-কোনও সময় এখানে হাজির হয়ে যেতে পারে রু। তখন যদি আমাকে দেখে ফেলে সে, তা হলে কোনও কথা বলার সুযোগ না-দিয়ে ওর হাতকুড়ালের এককোপে কেটে ফেলবে আমার মাথা।'

নেফ্‌রা বলল, 'যে-লোক আমার বাবাকে খুন করেছে তুমি তার ছেলে। যে-লোক আমাকে অপমানজনক প্রস্তাব দিয়েছে তুমি তার উত্তরাধিকারী। এ-অবস্থায় কী করে বলতে পারি আমিও তোমাকে ভালোবাসি?'

'ইচ্ছা থাকলেই বলতে পারো। কারণ যে-কোনও পরিস্থিতিতে সত্যি বলা যায়। সত্যি গোপন করাটা বড় রকমের পাপ, জানো তো?'

'জানি, কিন্তু তারপরও বলবো না। যদি ইচ্ছা হয় তা হলে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো স্ফিংসকে। অথবা জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো পিরামিডের সেই ভূতটাকে। আগামীকাল রাতে পূর্ণিমা, সাহস থাকলে যেয়ো পিরামিডের পাদদেশে। ...কিন্তু এখন দয়া করে চলে যাও।'

চাবিটা রুর কোমরবন্ধনীতে আটকিয়েছে কি আটকায়নি খিয়ান, সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল দানবটা। ওর একটা হাত যেন আপনাআপনি স্পর্শ করল বিশাল মাথাটা, তারমানে নেশা এখনও পুরোপুরি কাটেনি ওর। দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী

BanglaBook.org

য়েছিল?'

'আমি কী জানি কী হয়েছিল?' খেঁকিয়ে উঠল খিয়ান। 'তখন ত মানা করলাম তোমাকে বেশি খেয়ো না...ভালো কথা না শানাটাই বেশিরভাগ লোকের স্বভাব। এসব মদ বছরের পর ছর ধরে সংরক্ষণ করা হয়েছে না-জানি কোন্ সমাধিতে, বিশ্বাসের উপর ভরসা করে খাচ্ছি কিন্তু কে জানে কোন্ বোতলের কী অবস্থা আসলে! ...যাও, জায়গামতো ফিরে গিয়ে বেশি করে পানি দাও মাথায়, হাতমুখ ধোও। আর শোনো, মদ খেয়ে যে বেহুঁশ হয়েছিলে সে-কথা বোলো না কাউকে। দেহরক্ষীর চাকরি আর করতে হবে না তোমাকে তা হলে!'

টলতে টলতে খিয়ানের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রু।

শুয়ে পড়ল খিয়ান।

কিন্তু ঘুম আসছে না ওর। বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা ঘুমাতে দিচ্ছে না ওকে।

চারদিকে শুধু সমস্যা দেখতে পাচ্ছে সে। যেদিকেই তাকাচ্ছে শুধু দেখছে বড় বড় গর্ত—একটু বেখেয়াল হলেই পড়তে হবে সেগুলোর ভিতরে। সে নিজে উত্তর-মিশরের যুবরাজ, অথচ মেনে নিয়েছে ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের আদর্শ। এই সঙ্ঘকেই ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন ওর বাবা।

এখন কী করবে খিয়ান? ওর বাবা যদি আদেশ দেন, তা হলে রয়ের কাছে করা প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে, কীভাবে হামলা করতে হবে এখানে তা জানিয়ে দেবে আটিদের সেনাবাহিনীকে? নাকি ওই বাহিনীর বিরুদ্ধে কী করে লড়তে হবে তা শেখাবে ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যদের?

দীর্ঘশ্বাস ফেলল খিয়ান। যে-কোনও একটা কাজ করতে হবে ওকে। হয় ভুলে যেতে হবে সে যুবরাজ, নিজের ভবিষ্যৎ এবং এমনকী সম্ভবত জীবনও উৎসর্গ করতে হবে নেফ্রার খাতিরে,

BanglaBook.org

নয়তো ভুলে যেতে হবে মেয়েটাকে...

কিন্তু নেফ্‌রাকে ভুলে যাওয়া সম্ভব না।

উঠে বসল খিয়ান। ঠিক—নিজের ভবিষ্যৎ ভোলা সম্ভব, জীবন উৎসর্গ করা সম্ভব, কিন্তু নেফ্‌রাকে ভোলা সম্ভব না।

খিয়ানের কোনও সন্দেহ নেই নেফ্‌রাও ভালোবাসে ওকে। তা হলে কথাটা স্বীকার করল না কেন তখন? কেন হেঁয়ালি করল?

তিতা হাসি হাসল খিয়ান। স্বীকার করলে কী হবে? ধরা যাক নেফ্‌রাকে বিয়ে করল সে। তারপর? ভ্রাতৃসঙ্ঘকে তো ধুলোয় মেশাবেনই ওর বাবা, একইসঙ্গে সম্ভবত নিজহাতে গলা কাটবেন খিয়ানের।

'...অথবা জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো পিরামিডের সেই ভূতটাকে,' নেফ্‌রার কণ্ঠ যেন কানে বাজছে খিয়ানের। 'আগামীকাল রাতে পূর্ণিমা, সাহস থাকলে যেয়ো পিরামিডের পাদদেশে।'

প্রেম নিবেদন করেছে খিয়ান, কিন্তু সেটার জবাব সরাসরি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে নেফ্‌রা। এটা কি পরোক্ষ প্রত্যাখ্যান? আসলে কী চায় মেয়েটা? রাজা আপেপিকে যে বিয়ে করতে চায় না, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই খিয়ানের। হয়তো ভালোবাসে খিয়ানকে, কিন্তু তা-ও স্বীকার করবে না। হয়তো নিজের ভালোবাসা লুকিয়ে রাখতে চায় নিজের ভিতরেই। কেন? যাতে বিয়ে করতে না হয় এমনকী খিয়ানকেও? তাতে কার কী লাভ?

একটা কথা মনে পড়ে গেল খিয়ানের, এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হলো, ওর মাথাটা যেন আবারও ঠুকে গেছে কোনও পাথরের সঙ্গে, ওর সারা শরীর যেন অসাড় হয়ে গেছে আবারও।

'যদি পালিয়ে যাই,' নেফ্‌রার কণ্ঠ আবারও যেন বাজছে খিয়ানের কানে, 'তা হলে মিশরের কী হবে? ...আমার অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলে তুমি, সেখানে কী প্রতিজ্ঞা করেছি আমি

BanglaBook.org

তা শুনেছ নিশ্চয়ই?'

ঠিক...মিশরের কী হবে? হয়তো এই চিন্তাটাই নিজের কামনা-বাসনা পূরণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে আছে নেফ্‌রার জন্য।

'পিরামিডের ভূত...' বিড়বিড় করছে খিয়ান, 'পিরামিডের ভূত জবাব দেবে আমার প্রশ্নের?'

কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব? ভূত বলে কিছু নেই পৃথিবীতে।

'নেফ্‌রা আমাকে ভালোবাসে কি না,' আবারও বিড়বিড় করল খিয়ান। 'তা কীভাবে জিজ্ঞেস করবো একটা ভূতকে? ধরলাম ভূতটার সঙ্গে দেখা হলো আমার, ওকে জিজ্ঞেসও করলাম প্রশ্নটা। কিন্তু সে কি জবাব দেবে? নাকি আমার ঘাড় মটকাবে?'

পুরো ব্যাপারটা যত হাস্যকরই হোক, যেতে বলেছে নেফ্‌রা, খিয়ান যাবেই—যত ভয়ই লাগুক না কেন ওর। আগামীকাল রাতে, পূর্ণিমার আলোয় গিয়ে দাঁড়াবে সে পিরামিডের পাদদেশে। যদি কিছুই না ঘটে, যদি প্রশ্নটার জবাব না পায় সে, তা হলে ধরে নেবে ঘুরিয়ে 'না' বলেছে নেফ্‌রা।

তারপর কী করবে খিয়ান?

এক পূর্ণিমায় এসেছিল সে এখানে, আগামীকাল আরেক পূর্ণিমা। যে-ক'দিন থাকতে বলা হয়েছিল ওকে, আগামীকাল তা পূর্ণ হচ্ছে। কাজেই নেফ্‌রার জবাব যদি 'না' হয়, সোজা সাধু রয়ের কাছে যাবে খিয়ান, ওর বাবার চিঠির লিখিত জবাব চাইবে তাঁর কাছে। তারপর সেটা নিয়ে ফিরে যাবে ট্যানিসে, দায়িত্ব সম্পাদন করবে।

তারপর পালিয়ে যাবে সে। কোথায় যাবে জানে না, শুধু জানে পালাতে হবে ওকে। হয়তো ঘুরে বেড়াবে দেশে দেশে, মুখ ফিরিয়ে নেবে জীবনের উপর থেকে, ভুলে থাকার চেষ্টা করবে নেফ্‌রাকে...

বালিশে মাথা রাখল সে, বিড়বিড় করে বলল, 'আমি তোমার

BanglaBook.org

প্রেমে পড়েছি, নেফ্‌রা।'

বারো

পিরামিডের ভূত

মাঝরাত। নিজের ঘর ছেড়ে বের হলো খিয়ান। একা।

এ-ক'দিনে ভ্রাতৃসঙ্ঘকে যেমন আপন করে নিয়েছে সে, সঙ্ঘের সদস্যরাও তেমনটা করেছে। তাই সে যদি একা চলাফেরা করে আস্তানার ভিতরে, কেউ কিছু বলে না।

মন ভারী হয়ে আছে খিয়ানের। বার বার মনে হচ্ছে, যা করতে যাচ্ছে তা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন। পরমুহূর্তেই মনে হচ্ছে, এটা না করেও উপায় নেই।

থমথমে পরিবেশ। হাঁটতে হাঁটতে গোপন পথ পার হয়ে সারি সারি সমাধির একধারে চলে এল সে। দাঁড়িয়ে আছে খোলা আকাশের নিচে। মুখ তুলে তাকাল। পূর্ণিমার চাঁদটাকে দেখে মনে হচ্ছে, ওটা যেন রূপার একটা থালা হয়ে ঝুলে আছে আকাশে। আকাশের এককোনায় অদ্ভুত আকৃতি ধারণ করে স্থির ভাসছে কিছু কালচে সাদা মেঘ।

পিরামিডগুলো যেন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পর্বতের মতো। চাঁদের আলোয় ওগুলোর ছায়া তৈরি হয়েছে সমাধিগুলোর উপর। স্থির হয়ে আছে বাতাস। একটা ঝিঁঝিঁও ডাকছে না আশপাশে কোথাও।

BanglaBook.org

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল খিয়ানের। ভাবল, প্রেম-সন্ধানের জন্য জায়গাটা কী ভয়ঙ্কর!

সৌধ গড়ে তোলা হয়েছে কোনও কোনও সমাধির উপর। ওগুলো যেন প্রেতলোকের নিঃশব্দ প্রতীক হয়ে আছে। মাটির নিচে যাঁরা শুয়ে আছেন তাঁরা আজ থেকে কয়েক শ' বছর আগে বেঁচে ছিলেন। কিন্তু এখন? এখন হয়তো তাঁদের সবাই শূন্য অক্ষিকোটর মেলে তাকিয়ে আছেন খিয়ানের দিকে, অনুসরণ করছেন ওর প্রতিটা পদক্ষেপ। প্রেম আর ঘৃণা—দুটো আবেগ থেকেই মুক্ত তাঁরা, কিন্তু রাতের এই প্রহরে যে তাঁদের শান্তি নষ্ট করছে তাকে কি অভিশাপ দিতে সক্ষম না?

ঠিক ক'টা আত্মা এখন দেখছে খিয়ানকে? ভাবল সে। একটা? দশটা? নাকি এক হাজার? দশ হাজার? পরের পূর্ণিমা যখন আসবে, ততদিন সে বেঁচে থাকবে তো?

কোত্থেকে যেন একটুকরো মেঘ এসে ঢেকে দিল চাঁদটাকে, গাঢ় ছায়া পড়ল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল খিয়ান। অনতিদূরে ডেকে উঠল নিঃসঙ্গ একটা শেয়াল। মড়া খুঁজতে বের হয়েছে ওটা?

একটা পাথরের উপর বসে পড়ল খিয়ান। বিষণ্ণ কণ্ঠে থেকে থেকে ডাকছে শেয়ালটা। একটানা তাকিয়ে থাকলে টের পাওয়া যায়, একটু একটু করে দীর্ঘ হচ্ছে পিরামিডের ছায়া। জোরে দম নিলে কীসের যেন গন্ধ পাওয়া যায় স্তব্ধ বাতাসে। কোথাও কি কিছু পুড়ছে?

আরেকবার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল খিয়ানের।

সব চুপচাপ। কোথাও কিছু নড়ছে না।

কিন্তু খিয়ান নিশ্চিত কাছেপিঠেই হাজির হয়েছে কেউ একজন...

অথবা কিছু একটা।

বার বার এদিকওদিক তাকাতে লাগল সে। বিশাল এক

BanglaBook.org

সমাধিসৌধের পাশে নড়ে উঠল কিছু একটা।

আরেকটু দীর্ঘ হচ্ছে পিরামিডের ছায়া? নাকি খিয়ান একা বুঝে চুপিসারে কাছিয়ে আসছে নিশাচর কোনও মাংসাশী? মরুভূমির সিংহ নয়তো? কিন্তু...মাটির-সঙ্গে-বুক-লাগিয়ে শিকারের দিকে এগিয়ে-যাওয়া সিংহের চেয়ে অনেক বেশি লম্বা মনে হলো না ছায়াটাকে?

আবারও নড়ে উঠল ওটা। দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে নাকি খিয়ানের? নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল সে, ওর চোখ ফাঁকি দিয়ে পাশের এক সমাধির আড়ালে গেল কী করে ছায়াটা?

ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল খিয়ানের। নিশ্চয়ই...

আরেক টুকরো মেঘে চাঁদটা ঢাকা পড়ে গেল এমন সময়। ওটা যখন সরে গেল, তখন ছায়াটাকে অথবা মূর্তিটাকে স্পষ্ট দেখতে পেল খিয়ান।

আপাদমস্তক সাদা এক নারী।

নাকি পিরামিডের সেই ভূত?

সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেছে খিয়ান। মাথার চুল দাঁড়িয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে ওর। যে-পাথরের উপর বসে আছে, নিজেকে সেটার অংশ বলে মনে হচ্ছে। চলার শক্তি তো বটেই, নড়ার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে সে। বিকল হয়ে গেছে সব ইন্দ্রিয়, শুধু নির্নিমেষ দেখে যাচ্ছে দুই চোখ।

ওর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সেই সাদা মূর্তি।

একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসতে গিয়েও মরে গেল খিয়ানের মুখের ভিতরে। চোখ কোথায় সেই মূর্তির? দুই অক্ষিকোটর কঙ্কালের-মতো ফাঁকা এবং বড় বড় কেন?

কী হয়ে গেল খিয়ানের বলতে পারবে না নিজেও। উঠে দাঁড়াল ভূতগ্রস্তের মতোই। নিয়তি যেভাবে নিজের দিকে টেনে নেয় সবকিছুকে, ওকে যেন সেভাবে আকর্ষণ করছে মূর্তিটা।

BanglaBook.org

ওটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে, যেন অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ঘনিয়ে এসেছে ওর।

যে-সমাধির আড়ালে শেষ দেখা গেছে মূর্তিটাকে, ওটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল খিয়ান। উধাও হয়ে গেছে ওটা। এদিকওদিক তাকাল খিয়ান। ওই তো...ভরা পূর্ণিমার আলো এবার যেন আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে মূর্তিটাকে, বড় পিরামিডগুলোর মধ্যে দ্বিতীয়টার দিকে এগিয়ে চলেছে ওটা। পিরামিডটা ফারাও খাফ্‌রা'র, জানে খিয়ান।

আবার এগোতে শুরু করল সে।

কিন্তু যত দ্রুত হাঁটে খিয়ান, মূর্তিটাও হাঁটার গতি তত দ্রুত করে। শেষপর্যন্ত পিরামিডের উত্তরদিকের ঢালের কাছে পৌঁছে গেল ওটা। বিশেষ একটা নাম আছে ওই ঢালের: উর্‌-খাফ্‌রা। সেখানে চোখা হয়ে আছে পাশাপাশি দুই দিকের সংযোগস্থল, দেখলে মনে হয় তাক করে রাখা হয়েছে কোনও বর্শা। মূর্তিটা নিশ্চয়ই থামবে ওখানে, ভাবল সে।

কিন্তু না, ওকে আশ্চর্য করে দিয়ে উর্‌-খাফ্‌রা বেয়ে উঠতে শুরু করল মূর্তিটা। তারপর, লম্বা একটা তালগাছ ঠিক যতটুকু উঁচু হয়, সে-পর্যন্ত ওঠার পর উধাও হয়ে গেল হঠাৎ।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে খিয়ান। কীভাবে সম্ভব হলো ব্যাপারটা?

সে নিজেও কয়েকবার ওঠানামা করেছে উর্‌-খাফ্‌রা বেয়ে, জানে কোথাও কোনও গোপন পথ নেই। তারমানে ওই মূর্তি কি আসলেই ভূত? তা না হলে ওভাবে উধাও হয়ে যাওয়ার কথা না।

ভয় কিছুটা হলেও কমেছিল খিয়ানের, এখন আবার বাড়তে শুরু করেছে। কাঁপা কাঁপা পায়ে এগিয়ে গেল সে উর্‌-খাফ্‌রার দিকে। ঢাল বেয়ে একটু একটু করে উঠছে। পঞ্চাশ ফুটের মতো ওঠার পর স্থবির হয়ে গেল হঠাৎ।

BanglaBook.org

ঢালের গায়ে একজায়গায় একটা গর্ত।

আসলে ওটা গর্ত না, খুব সম্ভব ট্র্যাপডোর—বিশেষ কায়দায় বানানো। চাঁদের আলো কিছুটা হলেও প্রবেশ করছে ওই জায়গা দিয়ে, নিচের দিকে নেমে-যাওয়া একটা প্যাসেজ দেখা যাচ্ছে। সেখানে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর বসানো আছে কতগুলো জ্বলন্ত প্রদীপ।

দ্বিধা আর জড়তা পেয়ে বসেছে খিয়ানকে। কী করবে এখন? ঢুকে পড়বে ট্র্যাপডোর দিয়ে? প্যাসেজ ধরে নেমে দেখবে কোথায় গেছে ভূতুড়ে মূর্তিটা? কিন্তু...সাহস আবারও কিছুটা ফিরে পেল খিয়ান...পুরো ব্যাপারটা যদি ভূতুড়েই হবে তা হলে জ্বলন্ত প্রদীপের ব্যাখ্যা কী? ভূতদের কোনওকিছু দরকার হয় বলে শোনেনি সে; যদি হয়ও, অন্ধকারে চলার জন্য প্রদীপের আলোর দরকার নেই নিশ্চয়ই?

প্যাসেজে ঢুকে পড়ল খিয়ান।

গ্র্যানিটের দেয়ালের সঙ্গে অদ্ভুত কিন্তু নিখুঁত সামঞ্জস্য রেখে প্রায় পঁয়ত্রিশ কদমের মতো বেশ খাড়াভাবে নেমেছে প্যাসেজটা। পরের ত্রিশ কদম এগিয়েছে জমিনের সঙ্গে সমান্তরালে, শেষ হয়েছে পাথরে-বানানো বড় একটা চেম্বারে। মাথার উপর ছাদ আছে, সেটা বানানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে রঙ-করা পাথরের বড় বড় স্ল্যাব।

চেম্বারটা মোটামুটি বর্গাকার। ওটার ঠিক মাঝখানে নিথর দাঁড়িয়ে আছে গ্র্যানিটের একটা উঁচু শবাধার। আর কোথাও কিছু নেই।

শবপ্রকোষ্ঠের গোবরাটে আজব এক দরজা দেখা যাচ্ছে। মেঝে থেকে দুই হাত উপরে সেটা—বানানোই হয়েছে সেভাবে, আবার ছাদ থেকে দুই হাত নিচে। পুরোটাই গ্র্যানিটের, এমনকী কব্জাগুলোও। খিয়ান ভাবল, দরজাটা বেশ ভারী, তাই দু'হাত

BanglaBook.org

দিয়ে ঠেলা দিল পাল্লায়। সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের খাঁচায় জোরে বাড়ি মারল হৃৎপিণ্ডটা। গভীর ঘুমের মধ্যে যেভাবে কাতরে ওঠে অনেকে, সে-রকম একটা গুরুগম্ভীর কাতরানির শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পুরো চেম্বারে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভিতরে ঢুকল খিয়ান।

প্রাচীন কারিগররা শব্দ-উৎপাদনের কোন্ আজব কৌশল কাজে লাগিয়েছে কে জানে—সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর শব্দও পরিণত হচ্ছে প্রতিধ্বনিতে, মনে হচ্ছে কারা যেন ফিসফিস করছে। শবপ্রকোষ্ঠের ভিতরে সেই অপার্থিব ফিসফিসানি রীতিমতো আতঙ্কে পরিণত হয়েছে খিয়ানের জন্য। এক পা এগোয় সে, মেঝের সঙ্গে ঘষা খায় ওর স্যাণ্ডেল, সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় কারা যেন এসে দাঁড়িয়েছে ঘাড়ের ঠিক পেছনে। চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়, ফেলে-আসা প্যাসেজটা দেখে। খাঁ খাঁ করছে ওটা। দূর থেকে ছোট দেখাচ্ছে জ্বলন্ত প্রদীপগুলো, বলা ভালো ওগুলোর শিখা। রঙ-করা ছাদের সঙ্গে লেপ্টে-থাকা অন্ধকারের পটভূমিতে প্রতিটা নিষ্কম্প শিখাকে মনে হচ্ছে একেকটা একচোখা ভূত, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দেখছে কী করছে খিয়ান।

একটু একটু করে আগের জায়গায় ফেরত যাচ্ছে খোলা দরজাটা, প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করেছে কাতরানির শব্দ, মনে হচ্ছে শেষনিঃশ্বাস ছাড়ছে মৃত্যুপথযাত্রী কেউ।

ঘাড়ের কাছটা শিরশির করে উঠল খিয়ানের। সাহস পাওয়ার জন্য কোমরবন্ধনীতে খাপে-ঝোলানো তলোয়ারের হাতল স্পর্শ করল সে।

একটা মাত্র প্রদীপ জ্বলছে শবপ্রকোষ্ঠের ভিতরে। ওটার ক্ষীণ আলো তারার মতো মিটমিটে মনে হচ্ছে কালিগোলা অন্ধকারের পটভূমিতে। এদিকওদিক তাকাচ্ছে খিয়ান, কিন্তু কিছুই, বলা ভালো মূর্তিটাকে দেখতে পাচ্ছে না। অন্য কোথাও অন্য কোনও দরজা আছে? সেখান দিয়ে চলে গেছে ওটা?

BanglaBook.org

একজন ঘুমন্ত ফারাওয়ের শান্তি নষ্ট করেছে খিয়ান, তিনি নিঃসন্দেহে অভিশাপ দিচ্ছেন ওকে শবাধারের ভিতরে শুয়ে থেকে, সেই অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্য দেবতাদের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করতে শুরু করল সে। খাপ থেকে টেনে বের করল ওর ব্রোঞ্জের তলোয়ার। কেউ যদি ওর কোনও ক্ষতি করতে চায়, একচুল ছাড় দেবে না। এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছে শবাধারটার দিকে, এদিকওদিক তাকাচ্ছে বার বার। পাথুরে মেঝেতে বড় গর্ত থাকতে পারে, সতর্ক আছে সে-ব্যাপারেও। একসময় গিয়ে দাঁড়াল শবাধারটার কাছ ঘেঁষে।

কীসের ইঙ্গিত বহন করছে পুরো ব্যাপারটা? ওকে কি আসলে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে? কেন? প্যাসেজের কুলুঙ্গিতে স্থাপিত প্রদীপগুলো আর অনতিদূরে জ্বলন্ত প্রদীপটা নিঃশব্দে জানান দিচ্ছে মনুষ্য-উপস্থিতির। যারা বানিয়েছে এই পিরামিড, কিংবা যারা বহন করে এনে ফারাওয়ের লাশ রেখেছে এখানে, হয়তো তারাই আজ থেকে হাজার বছর আগে রেখে গেছে প্রদীপগুলো। কিন্তু সেগুলো নিশ্চয়ই হাজার বছর ধরে জ্বলছে না? অবশ্য ভূতুড়ে প্রদীপ হলে আলাদা কথা। আবার এটাও সত্যি যে, নতুন করে তেল ভরা হয়েছে সবগুলো প্রদীপে—পিরামিডের ভিতরের বদ্ধ বাতাসে পোড়া-তেলের হালকা গন্ধ আছে। এবং সলতেতে আগুন ধরিয়েছে যে-হাত, তা-ও কোনও না কোনও মানুষের।

কী করবে খিয়ান এখন? ফিরে যাবে? চলে গেলে আর কখনও কি জানা যাবে নেফ্‌রা ওকে ভালোবাসে কি না?

আচ্ছা...শবাধারের ভিতরের কোনওকিছু দেখানোর জন্য টেনে আনা হয়নি তো ওকে এখানে? একটা কঙ্কালসার মমি ছাড়া আর কী থাকতে পারে ওটার ভিতরে?

প্রচণ্ড ভয় আর দুর্দমনীয় কৌতূহল একইসঙ্গে পেয়ে বসেছে

BanglaBook.org

খিয়ানকে। আরও এক পা এগোল সে শবাধারের দিকে। ভয় আর অভিশাপ আপাতত ভুলে গিয়ে খালি হাতটা রাখল ওটার ঢাকনায়। ঠেলা দিতে যাবে, এমন সময় আরেকবার ফিসফিস করে উঠল শবপ্রকোষ্ঠ।

পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো নিশ্চল হয়ে গেল খিয়ান।

কোনও সন্দেহ নেই, ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ।

কয়েকটা মুহূর্ত মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকল খিয়ান, দম আটকে গেছে আপনাআপনি। তারপর, সহজাত কোনও প্রবৃত্তির বশে, পাঁই করে ঘুরল।

ভূতটা দাঁড়িয়ে আছে কয়েক হাত দূরে।

এক পা আগে বাড়ল ওটা।

অত্যুজ্জ্বল সাদা ওটা—আপাদমস্তক। চেহারা দেখা যাচ্ছে না, কারণ ঠিক বোঝা যাচ্ছে না চেহারাটা অবগুণ্ঠনে আবৃত, নাকি চেহারা বলে আদৌ কিছু আছে কি না ওটার। চোখ দুটো...ওহ্...অক্ষিকোটর দুটো...

কোপ মারার জন্য মাথার উপর তলোয়ার তুলল খিয়ান।

'কেন মারতে চাইছ আমাকে?'

'কারণ ভয় পেয়েছি আমি,' চিৎকার করে উঠল খিয়ান, ওর সঙ্গে যেন চেঁচাল আরও হাজার কণ্ঠ। 'যা দেখা যায় না তা সবসময়ই ভয়ঙ্কর...বিশেষ করে এ-রকম কোনও জায়গায়...' এক পা আগে বাড়ল, কোপ মারবে এখনই।

নড়ে উঠল ভূতটা, একটানে সরিয়ে ফেলল চেহারার অবগুণ্ঠন।

নেফ্‌রা।

স্থির হয়ে গেল খিয়ানের তলোয়ার-ধরা হাত। নেফ্‌রার চোখে চোখ রেখে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর তলোয়ারটা নামিয়ে নিয়ে বলল, 'এই খেলার মানে কী, রানি?'

BanglaBook.org

'রানি? উত্তর-মিশরের রাজকুমার কি আমাকে রানি বলে সম্বোধন করল? অবশ্য...কথাটা ভুল না। ইতিহাস বলে, এই শবাধারের ভিতরে যিনি শুয়ে আছেন তিনি আমার পূর্বপুরুষ। তাঁর রেখে-যাওয়া সিংহাসনে আমার ন্যায্য অধিকার আছে। ...খিয়ান, এখানকার এক প্রচলিত কাহিনিতে পিরামিডের ভূতের বিবরণ আছে। সেই মেয়েকে অনুসরণ করে রক্তমাংসের এক রানিকে খুঁজে পেয়েছ তুমি। তাকে যদি কিছু বলার থাকে তোমার, বলতে পারো।'

'যা বলার ছিল তা ইতোমধ্যেই বলেছি—আমি তোমাকে ভালোবাসি, নেফ্‌রা। জবাবে তোমার কিছু বলার আছে কি না তা জানতে চেয়েছিলাম। দয়া করে আর খেলা কোরো না আমার সঙ্গে। দয়া করে সরাসরি জবাব দাও।'

'জবাবটা ছোট এবং সহজ। খিয়ান, তুমি আমাকে যতখানি ভালোবাসো, আমি তোমাকে তারচেয়েও অনেক বেশি ভালোবাসি। মেয়েদের ভালোবাসা ছেলেদের চেয়ে বেশি হয়, জানো নিশ্চয়ই?'

'তা হলে আমার সঙ্গে এই খেলাটা খেললে কেন?'

'পরীক্ষা নিলাম। পরীক্ষা তো কত রকমের হতে পারে, তা-ই না? যে-কাহিনি এখানকার বাসিন্দাদের জন্য চরম আতঙ্কের, দেখলাম আমার খাতিরে সে-ভয় জয় করতে পারো কি না।' একটুখানি হাসল নেফ্‌রা। 'পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ তুমি, খিয়ান।'

লম্বা একটা সময়ের টান টান উত্তেজনার পর হঠাৎ এত খুশি সহ্য করতে পারল না খিয়ানের শরীর ও মন, টলে উঠল সে। ভারসাম্য রক্ষার জন্য একহাতে আঁকড়ে ধরল শবাধারের একটা প্রান্ত।

নেফ্‌রা বলে চলল, 'আমিও যে তোমাকে ভালোবাসি, তা গতকালই বলতে পারতাম। আমি যদি সাধারণ কেউ হতাম,

BanglaBook.org

অথবা আমার পরিচয়-ইতিহাস যদি জানা না থাকত আমার, তা হলে তুমি জিজ্ঞেস করামাত্র জবাব দিতাম। কিন্তু মিশরের রানি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে আমাকে। আমার ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশটার ভবিষ্যৎ। তাই জবাব দেয়ার আগে সাধু রয় আর লর্ড টাউসহ ভ্রাতৃসঙ্ঘের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে আমাকে।'

'আমাদের সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁরা?'

'হ্যাঁ। আমার কেন যেন মনে হয়েছে, প্রথম থেকেই তাঁরা জানতেন এ-রকম কিছু ঘটবে। অথবা...প্রথম থেকেই চেয়েছিলেন যাতে এ-রকম কিছু ঘটে আমাদের দু'জনের মধ্যে। হয়তো আমাদের প্রেমের সফল পরিণতির উপর নির্ভর করছে দুই মিশরের এক হওয়ার ব্যাপারটা।'

'দুই মিশরের এক হতে এখনও অনেক দেরি আছে, নেফ্‌রা।'

'জানি। ...খিয়ান, তোমাকে এখানে নিয়ে আসার আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল আমার।'

'কী?'

'পিরামিডের রহস্য জানাতে চেয়েছিলাম তোমাকে। জানাতে চেয়েছিলাম, যদি কখনও দরকার হয় তা হলে এখানে লুকিয়ে থাকা সম্ভব। ...পিরামিডের গায়ে যে-ট্র্যাপডোর দেখেছ, সেটা খোলা আর বন্ধ করার কৌশলও শিখিয়ে দেবো তোমাকে।'

'তোমাকে কে শিখিয়েছে?'

'পিরামিডের সর্দার। তাঁরা পারিবারিকভাবে এই জায়গার খাদিম। এখানকার অনেক গোপন কথা জানা আছে তাঁদের। কিন্তু ফারাওদের কোনও ন্যায্য উত্তরাধিকারী ছাড়া অন্য কারও কাছে একটা কথাও বলেননি তাঁরা কখনও, বলবেনও না। এমনকী যদি অত্যাচার চালানো হয় তাঁদের উপর, তা হলেও না।' এগিয়ে গিয়ে প্রদীপটা নিয়ে এল নেফ্‌রা, উঁচু করে ধরে আছে। 'ওদিকে

BanglaBook.org

দেখো।'

সে যেদিকে ইঙ্গিত করছে সেদিকে তাকাল খিয়ান। শবপ্রকোষ্ঠের একটা কোনায় কয়েকটা বড় বড় জার দেখা যাচ্ছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে নেফ্‌রার দিকে তাকাল খিয়ান, দৃষ্টিতে প্রশ্ন।

'মদ, তেল, খাদ্যশস্য, শুকনো মাংস, গম, ভুট্টা ইত্যাদি বিশেষ কায়দায় সংরক্ষণ করা আছে ওগুলোতে,' বলল নেফ্‌রা। 'এখানে আসার প্রবেশমুখের কাছে আছে বিশুদ্ধ পানিভর্তি আরও কয়েকটা জার। নির্দিষ্ট সময় পর পর আগের জারগুলো সরিয়ে ফেলে নতুন জার এনে রাখা হয় এখানে। খুব গোপনে করা হয় কাজটা, পিরামিডের সর্দার আর তাঁর পরিবারের সদস্যরা ছাড়া অন্য কেউ জানতে পারে না। এবং অনেক বছর ধরে পারিবারিকভাবে কাজটা করা হচ্ছে বলে পিরামিডে ওঠানামা করার বিদ্যাটা বাধ্যতামূলকভাবে আয়ত্ত করতে হয় তাঁদের।'

'দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করি, এ-রকম কোনও জায়গায় যেন কখনও আটকা পড়ে থাকতে না হয় আমাদেরকে।'

'আমিও তা-ই চাই। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে, বলো? শেয়াল-শিকারে যখন বের হয় মরুর বেদুইনরা, তখন যে-শেয়ালের লুকিয়ে থাকার মতো গর্ত আছে, তার বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।' প্রদীপটা আগের জায়গায় রেখে শবাধারের পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল নেফ্‌রা।

ওর পিছু পিছু ওখানে গেল খিয়ান।

ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা, অখণ্ড নীরবতায় তাকিয়ে আছে একে অন্যের দিকে। আশপাশ এত সুনসান যে, ওদের মনে হচ্ছে ওরা নিজেদের হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছে। বাকহারা হয়ে গেছে দু'জনই, যেন বলার মতো কথা নেই কারও। কিন্তু ওদের জিভ যা উচ্চারণ করছে না, অথবা করতে পারছে না, তা যেন নিঃশব্দে জানিয়ে দিচ্ছে ওদের চোখ। নিজেদের অজান্তেই নিজেদের দিকে একটু

BanglaBook.org

একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে। একসময় নেফ্‌রাকে জড়িয়ে ধরল খিয়ান। ঝোড়ো বাতাসে যেভাবে নুয়ে পড়ে তালগাছ সেভাবে মাথা নামাল, মুখ উঁচু করে অপেক্ষা করছে নেফ্‌রা।

অনেকক্ষণ ধরে একে অন্যকে চুমু খেল ওরা।

তারপর একসময় খিয়ান বলল, 'নেফ্‌রা, প্রতিজ্ঞা করো, আমি বেঁচে থাকতে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না।'

খিয়ানের কাঁধে মাথা নামিয়ে রেখেছিল নেফ্‌রা, মুখ তুলে তাকাল ওর দিকে। খিয়ান দেখল, মেয়েটার অপূর্বসুন্দর চোখ দুটো ছলছল করছে।

'তোমার বিশ্বাস এত কম, খিয়ান? আমি তো তোমাকে ও-রকম কোনও প্রতিজ্ঞা করার কথা বলিনি?'

'বলোনি, কারণ বলার মতো কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পুরুষ না, এমনকী উত্তর-মিশরের রাজকুমার হওয়ার পরও আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠায়নি কোনও মেয়ে। কিন্তু তুমি মিশরের রানি, সুন্দরীদেরও রানি। তোমাকে বিয়ে করতে চাইতে পারে অনেকে। তোমাকে না দেখেই কেউ একজন সে-প্রস্তাব পাঠিয়েছে ইতোমধ্যেই। সেজন্যই প্রতিজ্ঞা করার কথা বলছিলাম।'

'ঠিক আছে। যে-শক্তির উপাসনা করি আমরা তাঁর নামে প্রতিজ্ঞা করছি। প্রতিজ্ঞা করছি আমাদের দু'জনের নামে, মিশরের নামে, এই শবাধারে শুয়ে-থাকা আমার মহান পূর্বপুরুষের নামে। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবো না আমি, খিয়ান। এবং যতদিন বেঁচে থাকবে তুমি ততদিন বিশ্বস্ত থাকবো তোমার প্রতি। তোমার আগেই যেন মরণ হয় আমার, আর যদি না হয় তা হলে দেবতারা যেন তোমার পর পরই নিয়ে যান আমাকে পৃথিবী থেকে। পরজন্মে বা পরকালে যেন স্বামী হিসেবে আবার তোমাকেই পাই। ...প্রতিজ্ঞা যদি ভঙ্গ করি, তা হলে এই

BanglaBook.org

শবাধারের ভিতরে এখন যে-অবস্থায় শুয়ে আছেন মহান খাফ্‌রা, বেঁচে থাকতেই যেন সে-অবস্থা হয় আমার। আমার নাম যেন মুছে যায় মিশরের ইতিহাস থেকে। পরজন্মে আমি যেন দাস হয়ে জন্মাই।'

আবেগে কাঁপতে কাঁপতে দাসদের মতোই হাঁটু গেড়ে নেফ্‌রার সামনে বসে পড়ল খিয়ান। দু'হাতে তুলে নিল মেয়েটার রোবের একটা প্রান্ত, চুমু খেল সেটাতে। 'আমি ভুলে গেছি তুমি কুইন অভ দ্য ডন কি না,' গলা কাঁপছে ওর। 'আমি জানি না তুমি মিশরের রানি হবে কি না। শুধু জানি, আমি যে-ই হই না কেন, তুমি আমার হৃদয়ের রানি। আমার যা আছে সব তোমার পায়ে অর্পণ করলাম। আজ থেকে আমি তোমার অধীন।'

ঝুঁকে পড়ে দু'হাতে ধরে খিয়ানকে দাঁড় করাল নেফ্‌রা। 'আমরা কেউই কারও অধীন না। আমরা দু'জনই দু'জনের সাহায্যকারী। এবার বলো, তোমার বাবা আপেপির ব্যাপারে কী করবো?'

'জানি না। প্রার্থনা করি, আমাদের দু'জনের মাঝখানে যেন হাজির না হন তিনি।' নেফ্‌রাকে আবারও জড়িয়ে ধরল খিয়ান, চুমু খেল আবারও।

সাড়া দিল নেফ্‌রাও। তারপর শবপ্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে খিয়ানের একটা হাত ধরে হাঁটা ধরল।

ট্র্যাপডোরের কাছে এসে থামল নেফ্‌রা। আসার সময় একটা একটা করে সবগুলো প্রদীপ নিভিয়েছে, এখন শুধু গোপন-দরজাটার সবচেয়ে কাছের প্রদীপটা জ্বলছে। সেখানে চাঁদের আলোও আছে কিছুটা। কৃত্রিম আর প্রাকৃতিক আলোর সংমিশ্রণে তৈরি-হওয়া সেই আলোয় খিয়ানকে একটা আবর্তনকীলক চিনিয়ে দিল নেফ্‌রা।

পিরামিডের গায়ে বিশেষ কায়দায় বানানো হয়েছে কীলকটা,

BanglaBook.org

সঙ্গে যুক্ত আছে একটা পাথর। ওটা একদিকে ঘোরালে ট্র্যাপডোর বন্ধ হয়, বিপরীত দিকে ঘোরালে দরজাটা খুলে যায়। সময় লাগে কাজটা করতে। তবে গ্র্যানিটের একটা দণ্ড আছে একদিকে, ওটা ব্যবহার করলে কাজটা তাড়াতাড়ি হয়। শ্রমিকরা যখন শবপ্রকোষ্ঠ বানানোর কাজ করছিল, খুব সম্ভব অনাহূতদের ঠেকানোর জন্য ওভাবে বন্ধ করে দিত ট্র্যাপডোর।

বিশেষ একটা দরজাও দেখাল নেফ্‌রা খিয়ানকে। জানাল, ওখান দিয়ে ফারাও খাফ্‌রার মৃতদেহ হাজার-বছর-আগে বহন করে নিয়ে আসা হয়েছিল পিরামিডের ভিতরে। সৎকারের পর পাথর দিয়ে চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে দরজাটা।

নেফ্‌রা বলল, 'কীলকটা যদি কোনও কারণে ভেঙে যায় তা হলে আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যাবে ট্র্যাপডোর, সারাজীবনের জন্য পিরামিডের ভিতরে আটকা পড়ে যাবো আমরা। ...দেয়ালের ওই কুলুঙ্গিটা দেখতে পাচ্ছ? ...ওই যে...ওটার কাছে পানিভর্তি কতগুলো জার আছে, আগেও বলেছি। আরও আছে নলখাগড়া দিয়ে বানানো প্রদীপের-সলতে এবং প্রয়োজনীয় টুকটাক জিনিস।'

জ্বলন্ত প্রদীপটা নিভিয়ে দিল নেফ্‌রা, নামিয়ে রাখল জায়গামতো। তারপর বেরিয়ে এল ট্র্যাপডোর দিয়ে, ঢালের খাঁজে ভর দিয়ে দাঁড়াল। ওর দেখাদেখি খিয়ানও। ওকে দিয়ে পর পর তিনবার ট্র্যাপডোরটা খোলাল আর বন্ধ করাল নেফ্‌রা, নিশ্চিত হতে চায় কায়দাটা শেখাতে পেরেছে।

আশ্চর্য হয়ে দেখল খিয়ান, ট্র্যাপডোরটা বন্ধ করে দেয়ার পর ওটা পিরামিডের দেয়ালের সঙ্গে এমনভাবে মিশে যাচ্ছে যে, আগে থেকে জানা না-থাকলে ওটার অস্তিত্ব বুঝতে পারা পরের কথা, কল্পনা করাও সম্ভব না।

ঢাল বেয়ে পিরামিডের পাদদেশে নেমে এল ওরা।

বালিতে পড়ে থাকা একটা পাথরের প্রতি খিয়ানের দৃষ্টি

BanglaBook.org

আকর্ষণ করল নেফ্‌রা। 'ওটা দেখে কী মনে হয়?'

'সাধারণ পাথর, কোনও কারণে খসে পড়েছে পিরামিডের গা থেকে।'

'ভুল। ওটা ইচ্ছাকৃতভাবে রাখা হয়েছে ওখানে।'

'কেন?'

'যাতে বোঝা যায়, ঠিক কোন্‌দিক দিয়ে উঠলে খুঁজে পাওয়া যাবে ট্র্যাপডোরটা। ...চলো।'

পাথর দিয়ে বাঁধাইকরা পাদদেশ পেরিয়ে দু'জনে এগিয়ে চলল খাফ্‌রার মন্দিরের দিকে। সমাধিসৌধের ছায়ায় ছায়ায় হাঁটছে, যাতে কোনও ভবঘুরের নজরে পড়ে না যায়। সেখানে পৌঁছে আরেকবার আলিঙ্গন করল একে অন্যকে, তারপর বিদায় নিল। নেফ্‌রা যে-দিকে যাচ্ছে, খিয়ান যাচ্ছে ঠিক তার উল্টোদিকে।

খিয়ানের পা যেন চলতে চাইছে না, বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে নেফ্‌রাকে দেখছে সে। বার বার ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে মেয়েটার কাছে। কিন্তু বুঝতে পারছে উচিত হবে না কাজটা।

খুব খুশি লাগছে ওর, এত খুশি হয়নি আর কখনও। কিন্তু একইসঙ্গে আশঙ্কায় ছেয়ে আছে মন। সকালে নেফ্‌রার লিখিত জবাব হাতে পাবে সে। জবাবটা কী হবে জানে খিয়ান। প্রশ্ন হচ্ছে, তারপর কী হবে?

চিঠিটা নিয়ে খিয়ান কি ফিরে যাবে ট্যানিসের রাজদরবারে? ওকে, বলা ভালো চিঠিটাকে কীভাবে গ্রহণ করবেন আপেপি? নেফ্‌রাকে ভালোবেসে ফেলার কথা কি তাঁকে জানাবে খিয়ান? কথাটা শুনলে আপেপির প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে? ভাগ্যিস তিনি আগে দেখেননি নেফ্‌রাকে। যদি দেখতেন, মেয়েটাকে বিয়ে করার জন্য পাগলপারা হয়ে যেতেন—তাঁকে ভালোমতো চেনে খিয়ান। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি কি ভুলে যেতে

BanglaBook.org

পারবেন নেফ্‌রাকে? মনে হয় না। কারণ তিনি এত উদার না।

তা হলে কী করবে খিয়ান? চিঠিটা দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে ফিরে এসে বিয়ে করবে নেফ্‌রাকে? গুপ্তচরদের মাধ্যমে বিয়ের খবরটা একদিন-না-একদিন ঠিকই জানবেন আপেপি। তারপর? বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কোন্ শাস্তিটা দেবেন তিনি খিয়ানকে? মৃত্যুদণ্ড? সম্ভবত। এবং সন্দেহ নেই, নেফ্‌রাকেও ছাড়বেন না। কারণ মেয়েটা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন সিংহাসনে শান্তিতে বসতে পারবেন না তিনি।

পৃথিবীর সব প্রেমকাহিনি এত যন্ত্রণাময় হয় কেন? মানুষকে ঘটনাচক্রে আটকে ফেলে তাদেরকে এত কষ্ট কেন দেয় নিয়তি?

আস্তানার ভিতরে ঢোকার সময় ঘন এক ছায়ায় বিশালদেহী কারও অস্তিত্ব টের পেয়ে চমকে উঠল আনমনা খিয়ান।

'পিরামিডের ভূত দেখতে গিয়েছিলেন, লর্ড?' জিজ্ঞেস করল রু।

'দেখার মতো আর কী আছে এখানে?' পাল্টা প্রশ্ন করল খিয়ান।

'আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি।'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।'

'দেখে কী মনে হলো?'

'মনে হলো, এখানকার লোককাহিনি যা বলে তা ঠিক—মেয়েটা খুবই সুন্দরী।'

'তাঁর হাসি দেখে কি পাগল হয়ে গেছেন?'

'আমি ওর প্রেমে পাগল হয়ে গেছি।'

এক পা আগে বাড়ল রু। 'সেই ভূতকে দেখে পাগল হয়ে গেলে তার মূল্য দিতে হয়, জানেন তো?'

'জানি। কী মূল্য দিতে হবে আমাকে এখন?'

BanglaBook.org

'লর্ড, আমার কথা শুনে দয়া করে ভুল বুঝবেন না আমাকে। আপনাকে পছন্দ করি আমি। কিন্তু আপনার চেয়ে অনেক অনেক বেশি পছন্দ করি লেডি নেফ্‌রাকে। তাঁকে রক্ষা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমার উপর, এবং তা পালন করার কসম খেয়েছি আমি।'

'তো?'

'পালিয়ে যান আপনি, লর্ড। সাগড় পাড়ি দিয়ে চলে যান সিরিয়ায় বা সাইপ্রাসে। কিংবা নীল নদ ধরে চলে যেতে পারেন আরও দক্ষিণে—যত দূরে যাওয়া সম্ভব। ভালো দিন আসার আগপর্যন্ত ভালো কোনও জায়গায় লুকিয়ে থাকুন।'

'রু, আমি বোধহয় আমার কথা বোঝাতে পারিনি তোমাকে। আমি কিন্তু আসলেই পিরামিডের ভূতকে দেখে পাগল হয়ে গেছি। আর জানো নিশ্চয়ই, পাগল নিজের ভালোমন্দ বোঝে না?'

দানবটাকে পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরের উদ্দেশে হাঁটা ধরল খিয়ান।

BanglaBook.org

তেরো

ট্যানিস থেকে আসা দূত

পরদিন সকাল।

পবিত্র ভূমির সীমান্তে পাহারায়-থাকা 'ভাইরা' খবর পাঠাল, রাজা আপেপির পক্ষ থেকে একজন দূত হাজির হয়েছে,

তালগাছের বাগানে অপেক্ষা করছে। জানতে চাইল, তাকে কি যথাস্থানে নিয়ে আসা হবে?

লোকটাকে সাধু রয়ের সামনে হাজির করার আদেশ দেয়া হলো।

মন্দিরের হলে একত্রিত হয়েছেন সাধু রয় এবং ভ্রাতৃসঙ্ঘের অন্যান্য প্রধান তপস্বী। লেডি কেম্মাহ্ আর রুকে নিয়ে উপস্থিত আছে নেফ্‌রাও। অভিষেকের রাতে যে-সিংহাসনে বসেছিল সে, সেখানেই বসেছে।

একজন নকিব ঘোষণা করল, রাজা আপেপির দরবার থেকে আসা দূত অপেক্ষা করছে। ভিতরে আসার অনুমতি দেয়া হলো লোকটাকে। দু'জন পুরোহিতের পাহারায় হলে ঢুকল লোকটা।

আজ সকাল থেকেই সূর্যের আলো ততটা তেজী না, হলের ভিতরে তাই কিছুটা অন্ধকার। অনেকের মতো খিয়ানও আছে হলে, কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এগিয়ে-আসা দূতের দিকে। ভাবছে, লোকটাকে চিনতে পারবে।

আগন্তুক মাঝারি উচ্চতার। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে বলে ওর এগিয়ে আসার গতি ধীর। পোশাকের উপর একটা বড়সড় শাল জড়িয়েছে, ওটার একপ্রান্ত দিয়ে ঢেকে রেখেছে চেহারার নিচের অংশ। আবহাওয়া বদলেছে, ইদানীং ভোরের দিকে ঠাণ্ডা থাকে, তাই শাল পরা অস্বাভাবিক না।

লোকটা কে, তা বুঝতে পারেনি খিয়ান। কিন্তু খিয়ানকে ঠিকই চিনে ফেলেছে ওই লোক। মাথা নিচু করে ফেলেছে সে, দৃষ্টি মেঝের দিকে। আরেকটু এগিয়ে এসে কিছুটা ঘুরে দাঁড়াল খিয়ানের দিকে। এখন মাথা তুলে দেখছে নেফ্‌রাকে।

এমন এক জায়গায় এমনভাবে বসানো হয়েছে সিংহাসনটা যে, সূর্যের আলো অনুজ্জ্বল হলেও তা খোলা জানালা দিয়ে ঢুকে সরাসরি পড়ছে নেফ্‌রার উপর। তাই ওকে দেখতে এবং সে কে

BanglaBook.org

তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না আগন্তুকের। তারপরও লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে বিস্মিত হয়েছে সে, কারণ থমকে গেছে। কিছুক্ষণ পর খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গেল বেদীর আরেকটু কাছে। একজায়গায় থেমে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে বাউ করল, রোবের ভিতর থেকে বের করল রোল-করা একখণ্ড প্যাপাইরাস। বেদীর উপর দাঁড়িয়ে-থাকা একজন পুরোহিত এগিয়ে গেলেন ওটা নেয়ার জন্য, তারপর নেফ্‌রার হাতে ওটা দিলেন তিনি। একনজর দেখেই কাছেই-বসে-থাকা রয়কে প্যাপাইরাসটা দিল নেফ্‌রা।

পড়তে শুরু করলেন রয়:

' "ফারাও আপেপির পক্ষ থেকে, ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের প্রতি।

' "আমি, মিশরের ফারাও, আপনাদের চিঠি পেয়েছি। আমার এক দূত মহাফেজ রাসার পাঠানো চিঠিও পেয়েছি। তবে আগে আপনাদের দূত টেমুর ব্যাপারে কিছু বলতে চাই। অসুস্থ অবস্থায় হাজির হয়েছিল সে আমার দরবারে। আপনারা যে-দায়িত্ব দিয়েছিলেন ওকে তা সম্ভবত গুরুভার হিসেবে সওয়ার হয়েছিল ওর উপর। তাই আমার কাছে পৌঁছানোর পর আরও বেড়ে যায় ওর অসুস্থতা, এবং একসময় মারা যায়। তবে তার আগে বলেছে, আমার দূত মহাফেজ রাসাও নাকি আর বেঁচে নেই—একটা পিরামিড থেকে পড়ে মরেছে। রাসার মৃত্যুর ব্যাপারে বিস্তারিত জানার দাবি করছি আমি, কারণ আমার সন্দেহ, আপনারা আসলে খুন করেছেন ওকে।

' "চিঠিতে আপনারা যা বলেছেন সে ব্যাপারে এখনই কোনও জবাব দিতে চাইছি না, কারণ আগে লেডি নেফ্‌রার জবাব শুনতে চাই আমি। জানতে চাই, আমাকে, মিশরের ফারাও আপেপিকে, বিয়ে করতে রাজি আছেন কি না তিনি। তাঁর জবাবের উপর

BanglaBook.org

নির্ভর করছে আমার পরবর্তী পদক্ষেপ।

' "আমার আরেক দূতকে দিয়ে এই চিঠি পাঠাচ্ছি, সে একা হলেও আমার খুব বিশ্বস্ত। এবং সবচেয়ে বড় কথা, কেন চিঠি চালাচালি হচ্ছে আমাদের মধ্যে সে-ব্যাপারে কিছুই জানে না। আমার অফিসারদের যারা জানে ব্যাপারটা, তাদের কাউকেই আর বিশ্বাস করতে পারছি না, তাদের কাউকে আপনাদের কাছে পাঠানোর সাহসও হচ্ছে না। আমি চাই না আমার দরবারের কর্মকর্তারা একের পর এক খুন হতে থাকুক আপনাদের তথাকথিত পবিত্র-ভূমি নামে পরিচিত বধ্যভূমিতে।

' "আপনাদের যদি কোনও জবাব দেয়ার থাকে, আমার দূতের কাছে লিখিত আকারে দেবেন। এবং কাজ শেষ হয়ে যাওয়ামাত্র ফেরত পাঠিয়ে দেবেন তাকে। রাসার মতো ওরও যদি কিছু হয়ে যায়, তা হলে যে-দেবতাদের পূজা করি আমি তাঁদের নামে শপথ করে বলছি, আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবেন না আপনারা একজনও।"

'মিশরের ফারাও আপেপির সিলমোহর, সঙ্গে তাঁর উজির অ্যানাথের সিলমোহর।'

পড়া শেষ হলে প্যাপাইরাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন রয়, রাগে কাঁপছেন। হাতের ইশারায় তাঁর সামনে থেকে দূরে যেতে বললেন দূতকে। লোকটা মনে হয় ঘাবড়ে গেছে, কারণ ওর পক্ষে যত দ্রুত সম্ভব গিয়ে দাঁড়াল হলের এককোনায়; গাঢ় ছায়া আছে সেখানে। খোঁড়া লোক সুযোগ পেলেই যেভাবে ভর দিয়ে দাঁড়ায় কোনওকিছুতে, সেভাবে ভর দিল একটা স্তম্ভে। ক্লান্ত মনে হচ্ছে ওকে।

রয় বললেন, 'আমাদের চিঠির কোনও জবাব দেননি আপেপি, বরং মহাফেজ রাসাকে খুন করার কাল্পনিক দায় চাপিয়েছেন আমাদের উপর। জানিয়েছেন, আমাদের এক ভাই টেমু নাকি

BanglaBook.org

অসুস্থ হয়ে মারা গেছে তাঁর দরবারে। একটুও বিশ্বাস করি না আমি কথাটা। কারণ হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেলে নিজের চিকিৎসা কীভাবে করতে হবে তা জানে সঙ্ঘের সদস্যরা। ...মহাফেজ রাসা, আপনি একটু কষ্ট করে সামনে এসে দাঁড়ান। যাতে শুধু আপেপির নতুন দূতই না, এখানে উপস্থিত সবাই দেখতে পায়, মারা যাননি আপনি, বরং সুস্থ দেহে বেঁচে আছেন। আসুন, সিংহাসনের পাশে দাঁড়ান।'

বেদীতে উঠে দাঁড়াল খিয়ান, নেফ্‌রার পাশে দাঁড়াল। ওর উদ্দেশে মুচকি হাসল নেফ্‌রা, সে-ও হাসল নেফ্‌রার দিকে তাকিয়ে।

রয় বলে চললেন, 'রানি নেফ্‌রা, আপেপির বিয়ের প্রস্তাবে সরাসরি হ্যাঁ অথবা না বলার সময় হয়েছে।'

'আমার বাবাকে যিনি হত্যা করেছেন,' স্পষ্ট আর শান্ত গলায় বলছে নেফ্‌রা, 'যিনি ফাঁদ পেতে আমার মাকে ধরতে চেয়েছেন এবং পরে তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছেন, তাঁকে বিয়ে করবো না আমি। প্রশ্নটার জবাব আজ শেষবারের মতো দিলাম, এরপর যেন আর কখনও সেটা জিজ্ঞেস করা না হয় আমাকে।'

'মহামান্য রানির এই কথাগুলো লিখে ফেলা হোক,' বললেন রয়। 'তারপর তিনি সিলমোহর করে দেবেন, সাক্ষী হিসেবে সিলমোহর করবো আমরা কয়েকজনও। রানির জবাবের অনুলিপি তুলে দেয়া হবে মহাফেজ রাসা এবং ট্যানিস থেকে আসা নতুন দূতের হাতে।'

লিখতে শুরু করলেন টাউ। কাজ শেষে সিলমোহর করলেন সবগুলো প্যাপাইরাসে।

'আপেপির দরবার থেকে আসা দূত!' ডাকলেন রয়। 'সামনে আসুন! আপনার জন্য প্রস্তুত-করা প্যাপাইরাস বুঝে নিন।'

কিন্তু কেউ এগিয়ে গেল না।

BanglaBook.org

খোঁজ শুরু হলো হলরুমে। পাওয়া গেল না লোকটাকে।

তারমানে টাউ যখন লিখছিলেন, তখন সুযোগ বুঝে পালিয়ে গেছে লোকটা।

মন্দিরের পাহারার কাজে যাঁরা নিয়োজিত আছেন, ডাকা হলো তাঁদেরকে। তাঁরা জানালেন, তাঁদের সামনে দিয়েই বেরিয়ে গেছে লোকটা, জানিয়েছে জবাব পেয়ে গেছে সে।

করণীয় কী, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হলো হলরুমে। রহস্যময় দূতকে অনুসরণ করার পরামর্শ দিলেন কেউ কেউ। কিন্তু টাউ বললেন, 'যেতে দিন লোকটাকে। ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে সে।'

'কীসের ভয়?' জানতে চাইলেন একজন পুরোহিত।

'হয়তো ভেবেছে, এখানে থাকলে মরতে হবে ওকে, যেভাবে আমাদের ভাই টেমু মরেছে ট্যানিসে।'

'কিন্তু প্যাপাইরাসটা? ওটা তো নিল না সে? রানি নেফ্‌রার জবাব জানাবে কী করে আপেপিকে?'

'যা শুনেছে তা-ই বলবে গিয়ে।'

রয়ের ব্যক্তিগত ঘরে ডেকে পাঠানো হয়েছে খিয়ানকে। সেখানে গিয়ে সে দেখল, রয়ের সঙ্গে আছেন লর্ড টাউ আর ভ্রাতৃসঙ্ঘের কয়েকজন বড় নেতা। লেডি কেম্মাহ্‌ও আছেন। আর আছে নেফ্‌রা।

খিয়ান বসার পর রয় বললেন, 'আমাদের রানি আমাদেরকে একটা গল্প বলেছেন, যুবরাজ খিয়ান।'

'আমার পরিচয় তা হলে জেনে গেছেন আপনারা সবাই?'

'প্রথম থেকেই জানি।'

নেফ্‌রার দিকে একবার তাকিয়ে খিয়ান বলল, 'কী গল্প?'

'গত রাতে রানি নেফ্‌রা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন পিরামিডগুলোর

BanglaBook.org

আশপাশে। তখন ঘটনাক্রমে দেখা হয়ে যায় আপনার সঙ্গে। তারপর কোনও একজায়গায় একসঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ছিলেন আপনারা, ব্যক্তিগত কিছু কথা বলেছেন। ...কী বলেছেন আপনারা?'

অকপটে সব বলার সিদ্ধান্ত নিল খিয়ান। 'আমি বলেছি, ওকে ভালোবাসি আমি, ওকে বিয়ে করতে চাই। জবাবে সে কী বলেছে তা আমার কাছ থেকে শোনার চেয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলেই ভালো হয়।'

ঘাড় ঘুরিয়ে নেফ্‌রার দিকে তাকালেন রয় এবং ঘরের বাকিরা।

লজ্জা পেয়ে গেল মেয়েটা। নিচু গলায় বলল, 'আমি বলেছি, যুবরাজ খিয়ানকে বিয়ে করতে রাজি আছি। ...আমাদের ব্যাপারে আপনাদের সবার আশীর্বাদ চাই আমি।'

'আশীর্বাদ আছে,' বললেন রয়। 'এবং প্রথম থেকেই আমরা সবাই চেয়েছি, এ-রকমই যেন হয়। আপনাদের দু'জনকে একসঙ্গে যতবার দেখেছি, আমাদের সবারই মনে হয়েছে, আপনারা একে অন্যের।'

'ধন্যবাদ,' বলল খিয়ান।

নেফ্‌রাও বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল শব্দটা।

'এখন খুশিতে ভরে আছে আপনাদের মন,' বললেন রয়, 'তাই ধন্যবাদ দেয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু আপনাদের দু'জনের সামনেই বিপদ। এবং তা কাটিয়ে উঠতে না পারলে এক হতে পারবেন না আপনারা, এক হতে পারবে না দুই মিশর। আপেপি হুমকি দিয়েছেন আমাদেরকে। তিনি এখন জানতে পারবেন কীভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে তাঁকে, রাগে পাগলপারা হয়ে যাবেন।' খিয়ানের দিকে তাকালেন। 'আমাদের পক্ষ থেকে লিখিত জবাব নিয়ে ট্যানিসে ফিরে যাওয়ার কথা আছে আপনার।

BanglaBook.org

যাবেন সেখানে? নাকি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন? নাকি পালিয়ে যাবেন কোথাও?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে খিয়ান বলল, 'নিয়তিতে কী লেখা আছে জানে না কেউই, এখানে আসার আগে কী ঘটবে তা জানতাম না আমিও। জানতাম না পরিচয় হবে নেফ্‌রার সঙ্গে, আমরা ভালোবেসে ফেলবো একজন আরেকজনকে। কিন্তু এখানে আসার আগে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি, বেঁচে থাকলে অবশ্যই নেফ্‌রার জবাব নিয়ে ফিরে যাবো ট্যানিসের রাজদরবারে। বেঁচে থেকেও যদি না করি কাজটা, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হবে, বাকি জীবন ছোট হয়ে থাকবো নিজের কাছেই। তাই ট্যানিসে ফেরাটা আমার জন্য যত বিপজ্জনকই হোক না কেন, সততার খাতিরেই কর্তব্য পালন করতে হবে আমাকে। তারপর কপালে যা আছে হবে। যদি নেফ্‌রার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা স্বীকার করতে হয় বাবার কাছে, তা হলেও তা-ও করবো।'

'আমাদের রানি সাধারণ কোনও মানুষকে মন দেননি,' রয়ের কণ্ঠে প্রশংসা। উঠে দাঁড়ালেন তিনি, বেরিয়ে যাবেন ঘর ছেড়ে। তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন বাকিদের।

ঘরে এখন শুধু খিয়ান আর নেফ্‌রা।

'বিদায়ের সময় হয়ে গেছে,' মৃদু গলায় বলল খিয়ান, কণ্ঠে বিষাদ।

'পুনর্মিলন কবে হবে?'

'জানি না, নেফ্‌রা। কেউই জানে না, হয়তো সাধু রয়ও না। কিন্তু সাহস রেখো, একদিন না একদিন আবার দেখা হবে।'

'তা হলে আমার মন ভেঙে যাওয়ার আগেই চলে যাও। তোমার-আমার মধ্যে যা ঘটেছে, মনে রেখো। আরেকটা কথা। আমাদের প্রেমের দোহাই দিয়ে বলি, আমার ব্যাপারে যদি উল্টোপাল্টা কিছু শোনো কখনও, বিশ্বাস কোরো না।'

BanglaBook.org

'উল্টোপাল্টা মানে?'

'যেমন ধরো তোমাকে ভুলে গেছি...অথবা বিয়ে করেছি অন্য কাউকে। ...আমি তোমার, শুধুই তোমার—বেঁচে থাকলেও, মরে গেলেও। কথা দাও সে-রকম কিছু বিশ্বাস করবে না।'

'কথা দিলাম।'

খিয়ানকে জড়িয়ে ধরল নেফ্‌রা, চুমু খাচ্ছে। আন্তরিক সাড়া দিল খিয়ানও। তারপর একসময় ছেড়ে দিল সে মেয়েটাকে, নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মেয়েটার আলিঙ্গন থেকে। ঘুরে হাঁটা ধরল দরজার উদ্দেশে। গোবরাটে পৌঁছে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

কোনও গহনা পরেনি নেফ্‌রা, রাজকীয় কোনও প্রতীকও ব্যবহার করছে না। তারপরও মনে হচ্ছে, ওর চেয়ে রাজকীয় কেউ নেই, কখনও ছিলও না। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে সে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে খিয়ানের দিকে। টপটপ করে পানি পড়ছে ওর চোখ দিয়ে।

একটা মুহূর্তের জন্য মনে হলো খিয়ানের, পুরো পৃথিবী মিথ্যা, শুধু নেফ্‌রা সত্য। মনে হলো, দায়িত্ব-কর্তব্য বলে কিছু নেই, আছে শুধু প্রেম-ভালোবাসা। কিন্তু পরের মুহূর্তেই নিয়তি যেন ভর করল ওর উপর, জোর করে ওকে বের করে দিল ঘরের বাইরে, ওকে দিয়ে ওরই ইচ্ছার বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিল দরজাটা।

খিয়ানের চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল নেফ্‌রা।

নিজের ঘরে ফিরে খিয়ান দেখল, ওর জন্য অপেক্ষা করছেন টাউ।

'আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে এসেছি, যুবরাজ। আপনার জন্য একটা জাহাজ অপেক্ষা করছে নীল নদে। আপনার মালসামান আর রাজা আপেপি যে-উপহারগুলো পাঠিয়েছিলেন সেগুলো পৌঁছে দেয়া হবে সেখানে। আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে রু।'

BanglaBook.org

দীর্ঘশ্বাস ফেলল খিয়ান। 'আমার মনে হচ্ছে, সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছি এবং সেই স্বপ্ন সত্যি হবে না কখনও।'

'সাহস রাখুন, যুবরাজ। ঝড় যত ভয়ঙ্করই হোক না কেন, তা একসময় থেমে যায়। ...আমরা খবর পেয়েছি, সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করছেন রাজা আপেপি। তিনি বলেছেন, পরের যুদ্ধে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চান ব্যাবিলোনিয়ানদের। কে জানে তাঁর আসল উদ্দেশ্য কী? ...ওই দূতকে চলে যেতে দিয়ে ভুল হয়েছে। চাপাচাপি করলে খবর বের করা যেত ওর পেট থেকে।'

'তা হয়তো যেত। কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'যুবরাজ, সামনে যে-সময় আসছে, রানি নেফ্‌রাকে নিয়ে গা ঢাকা দিতে হতে পারে আমাদের সবার। হয়তো চলে যেতে হবে মিশর ছেড়ে। যদি সত্যিই তা হয়, ভাববেন না আমরা হারিয়ে গেছি অথবা মারা গেছি। ...যুদ্ধ আর রক্তপাত ঘৃণা করি আমরা, কিন্তু তা যদি চাপিয়ে দেয়া হয় আমাদের উপর তা হলে শত্রু যত শক্তিশালীই হোক না কেন তাকে ছাড় দেবো না। আমি নিজেও এককালে যোদ্ধা ছিলাম।'

খিয়ান কিছু বলল না।

'বিদায়, যুবরাজ,' চলে যাওয়ার জন্য ঘুরলেন টাউ।

স্ফিংস আর তালগাছের বাগানের মাঝখানে যেন গালিচার মতো বিছিয়ে দেয়া হয়েছে একখণ্ড মরুভূমি, ওটা ধরে এগিয়ে চলেছে খিয়ান। রোবে আপাদমস্তক-আবৃত কেউ সঙ্গ দিচ্ছে না ওকে এবার, পাখির মতো সুরেলা আর মিষ্টি কণ্ঠে কেউ কথাও বলছে না ওর সঙ্গে। এবার ওর সঙ্গে আছে রু।

স্বভাবসুলভ কর্কশ গলায় লোকটা বলল, 'লর্ড, আপনি তা হলে আসলেই জিতে নিয়েছেন আমাদের রানির মন? আপনাকে ঘৃণা করি আমি। কারণ আপনি অনেক বড় বিপদের মধ্যে ফেলে

BanglaBook.org

দিয়েছেন তাঁকে।'

খিয়ান কিছু বলল না। বিক্ষিপ্ত চিন্তাভাবনার কারণে অস্থির লাগছে ওর।

'আবার আপনাকে পছন্দও করি,' বলছে রু। 'কারণ শুনেছি আপনি নাকি যুদ্ধও করেছেন। আপনি সাহসী—নিজের গরজে পিরামিডে চড়া শিখেছেন। আমি আপনার জায়গায় থাকলে জীবনেও করতাম না কাজটা। তারপরও একটা ব্যাপারে আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই।'

হাঁটতে হাঁটতেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল খিয়ান।

ওকে হাতকুড়ালটা দেখাল রু। 'বিয়ের পর যদি সামান্যতম খারাপ ব্যবহার করবেন আমার রানির সঙ্গে, এটা দিয়ে এককোপে আপনার মাথা থুঁতনি পর্যন্ত দু'ভাগ করে ফেলবো।'

খিয়ান বলল, 'তোমরা পালিয়ে কোথায় যাবে, রু?'

'ব্যাবিলনে আমাদের রানির নানা আছেন, তাঁর কাছে যাওয়া যেতে পারে। শুনেছি তাঁর সেনাবাহিনী নাকি আপেপির বাহিনীর তুলনায় দ্বিগুণ। তাঁর রাজদরবারে ব্রাদারহুডের অনেক সদস্য আছেন, যে-রাতে অভিষেক হলো আমাদের রানির সে-রাতে মন্দিরের হলে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের অনেকে। আমি জানি এই মেমফিস থেকে সুদূর ব্যাবিলন পর্যন্ত বার্তা চালাচালি হয় নিয়মিত। ...নীল নদের তীরে পৌঁছে গেছি আমরা। ওই দেখুন, একটা জাহাজ অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। আপনার মালসামান আর অন্যান্য জিনিস ইতোমধ্যেই তুলে দেয়া হয়েছে সেটাতে।'

গলা থেকে সোনার একই চেইন খুলে রুর দিকে বাড়িয়ে ধরল খিয়ান। 'নাও, এটা আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য সামান্য উপহার। আমার স্মৃতি হিসেবে রেখে দিয়ো এটা। আর তোমার রানির সামনে যখন যাবে, ওটা পরে যাবে, যাতে ওটা দেখলে

BanglaBook.org

আমাকে মনে করে সে।'

'ধন্যবাদ, লর্ড। আসলে...আরে! লেডি কেম্মাহ্ আবার কখন এসেছেন এখানে? আমাদের আগেই এসে আমাদের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন নাকি তিনি এতক্ষণ?'

খিয়ানের কাছে এসে দাঁড়ালেন লেডি কেম্মাহ্। 'এই গরমের মধ্যে মরুভূমি পার হয়ে এতদূর আসাটা আমার মতো এক বুড়ির জন্য খুবই কষ্টকর। তারপরও...কী করবো বলুন...রানি নেফ্রা এত পীড়াপীড়ি করছিলেন জিনিসটা দেয়ার জন্য...'

'কী জিনিস?'

পরনের রোবের ভিতর থেকে দলাপাকানো একটা প্যাপাইরাস বের করলেন কেম্মাহ্, বাড়িয়ে ধরলেন খিয়ানের দিকে। ওটা হাতে নিয়ে খুলল খিয়ান।

নেফ্রার সেই আংটি, সিলমোহর দেয়ার সময় যেটা ব্যবহার করে সে।

'রানি তাঁর নিজের দোহাই দিয়ে এটা সবসময় পরতে বলেছেন আপনাকে,' বলছেন কেম্মাহ্। 'আমি বললাম, বিচ্ছেদ যখন হয়েই যাচ্ছে তখন এই আংটি পরলেই কী আর না-পরলেই বা কী। কথাটা শুনে রেগে গেলেন তিনি। বললেন, আমি যদি না-আসি তা হলে তিনি নিজেই আসবেন এখানে, আংটিটা দেবেন আপনাকে। তাই বাধ্য হয়ে আমাকেই আসতে হলো।...দেখুন, আংটিটার গায়ে খোদাই করে মহান খাফ্রার নাম লেখা আছে।'

আংটিটায় চুমু খেল খিয়ান, সযত্নে পরে নিল ওর ডান হাতের এক আঙুলে। ওখানে সুন্দরভাবে আটকে গেল ওটা। আরেক আঙুল থেকে খুলল নিজের একটা আংটি। এটাতে খোদাই করা আছে মুকুটপরা একটা স্ফিংস।

'উপহারের বিনিময়ে উপহার,' বলল সে, কেম্মাহ্র দিকে বাড়িয়ে ধরল আংটিটা। 'নিয়ে যান এটা, নেফ্রাকে দেবেন।

BanglaBook.org

আমাকে যদি সত্যিই ভালোবাসে সে তা হলে তার প্রমাণ হিসেবে সবসময় পরে থাকতে বলবেন এটা। আরও বলবেন, যেদিন বিয়ে হবে আমাদের, সেদিন আমাদের দু'জনের মধ্যে বিনিময় ঘটবে এই দুই আংটির।'

আংটিটা নিলেন কেম্মাহ্, প্যাপাইরাসে মুড়িয়ে লুকিয়ে রাখলেন।

এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষমাণ একটা নৌকায় চড়ে বসল খিয়ান। দাঁড় বাইতে শুরু করল মাঝি। দূরে গভীর পানিতে স্থির হয়ে ভাসছে একটা জাহাজ।

ঘাড় ঘুরিয়ে তালগাছের বাগানটার দিকে তাকিয়ে আছে খিয়ান। ওখানেই নেফ্‌রার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল ওর। আস্তে আস্তে মরে যাচ্ছে সন্ধ্যার আলো, আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে বাগানটা। প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না সেখানে, তারপরও তাকিয়ে আছে খিয়ান।

জাহাজের ডেকে উঠেও তাকিয়ে থাকল সেদিকে। একসময় ঝকঝকে চাঁদ উঠল পিরামিডগুলোর উপর, রূপালি আলো যেন পিছলে নামছে ওগুলোর ঢাল বেয়ে। খিয়ানের স্মৃতিতে আলোড়ন তুলেছে নেফ্‌রা এবং ভ্রাতৃসঙ্ঘের আস্তানায় স্বপ্নের মতো কাটানো পঁয়ত্রিশটা দিন।

একসময় অনেক দূরে চলে এল জাহাজটা, এখন আর ঠাহর করা যায় না পবিত্র ভূমির সীমানা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল খিয়ান, ওটা যেন হাহাকারের মতো বেরিয়ে এল ওর বুক চিরে। আকাশের দিকে মুখ তুলে বিড়বিড় করে বলল, 'যে-স্বপ্ন সত্যি হবে না, তা দেখিয়ে লাভ কী?'

BanglaBook.org

চোদ্দ

ফারাওয়ের দণ্ড

নিরাপদে ট্যানিসে পৌঁছেছে খিয়ান। রাজপ্রাসাদে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল সে, খুলে ফেলল মহাফেজের কাপড়, পরল যুবরাজের রাজকীয় পোশাক। একজন অফিসারকে দিয়ে খবর পাঠাল উজির অ্যানাথের কাছে।

জানালার দিকে এগিয়ে গেল সে। প্রাসাদের বাইরে খোলা জায়গায় কুচকাওয়াজ করছে একদল সৈন্য। দূরের নীল নদের একটা জেটিতে ভাসছে রাজকীয় পতাকাবাহী অনেকগুলো রণতরী। ব্যাপার কী, ভাবছে খিয়ান; এমন সময় অনুমতি নিয়ে ওর ঘরে ঢুকলেন উজির, বাউ করে অভ্যর্থনা জানালেন ওকে।

'স্বাগতম, যুবরাজ। আপনি দায়িত্ব শেষ করে নিরাপদে ফিরে এসেছেন দেখে আমি খুশি। কারণ কে বা কারা গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল, পিরামিড থেকে পড়ে মারা গেছেন আপনি। আমরা ভেবেছিলাম, ব্রাদারহুড অভ দ্য ডন খুন করেছে আপনাকে।'

'জানি। বাবার চিঠি নিয়ে আরেকজন দূত গিয়েছিল মেমফিসে, ওটাতে লেখা ছিল ওসব কথা। তবে পিরামিড থেকে কিন্তু আসলেই পড়ে গিয়েছিলাম আমি, অজ্ঞান ছিলাম কয়েকদিন। ...ওই দূত কি ফিরেছে? ওর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা ছিল আমার তখন, কিন্তু সে পালিয়ে গেল।'

BanglaBook.org

'জানি না, যুবরাজ। লোকটা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। সে কখন ফিরেছে, অথবা আদৌ ফিরেছে কি না তা-ও জানি না। ...ওর খোঁজ করছেন কেন?'

'যে-জবাব নিয়ে ফেরার কথা ছিল ওর, তা আমার কাছে আছে। জবাবটা জানতে পারলে বাবা রেগে যাবেন।'

'ব্রাদারহুড অভ দ্য ডন ইতোমধ্যেই অনেক রাগিয়ে দিয়েছে তাঁকে। ...জবাবটা কি জানতে পারি আমি?'

'কাজটা উচিত হবে না, অ্যানাথ। বাবার মেজাজমর্জির ঠিক নেই; তিনি যদি শোনেন জবাবটা প্রথমে তাঁকে না বলে অন্য কাউকে বলেছি, তা হলে কী করবেন বলা যায় না।'

খিয়ানের উদ্দেশে আবারও বাউ করলেন উজির। সোজা হয়ে বললেন, 'রাজার মেজাজমর্জির ব্যাপারে ঠিক কথাই বলেছেন, যুবরাজ। আপনি চলে যাওয়ার পর থেকে একটা কথা বার বার ভেবেছি: কোন্ খারাপ দেবতার কুমন্ত্রণায় একটা খারাপ চিন্তা যে ঢুকেছিল আমার মাথায়! ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের কথা কেন যে বলতে গেলাম রাজা আপেপিকে! ...যদি শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হন তিনি তা হলে আমার চাকরি খাওয়ার হুমকি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন না আমার চাকরি চলে গেলে তাঁর কী হবে। বছরের পর বছর ধরে ঢাল হয়ে কাজ করছি আমি তাঁর জন্য। এ-পর্যন্ত কত ষড়যন্ত্র করা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে, নিজের বুদ্ধি দিয়ে বানচাল করে দিয়েছি সব।'

'জানি।'

'যুবরাজ, আপনাকে একজন সৎ লোক বলে বিশ্বাস করি আমি। যদি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, সত্যি জবাব দেবেন?'

'কী প্রশ্ন?'

'যদি কখনও মিশরের সিংহাসনে বসার সুযোগ আসে আপনার, আমার চাকরি রাখবেন, নাকি আমাকে তাড়িয়ে

BanglaBook.org

দেবেন?'

'আপনি কোনও অন্যায় না করলে, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করলে, নিশ্চিত থাকুন আপনার চাকরি থাকবে। তবে একটা কথা সরাসরি বলি, কিছু মনে করবেন না। মানুষ হিসেবে আপনি দূরদর্শী হলেও ধূর্ত, টাকাপয়সা আর ক্ষমতার লোভ আছে আপনার। তারপরও...এতগুলো বছর বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করেছেন রাজদরবারে। আমার বিপদের সময় আপনি যদি সাহায্য করেন আমাকে, আপনার বিপদের সময় মনে রাখবো সেটা।'

খিয়ানের একটা হাত তুলে নিয়ে তাতে চুমু খেলেন অ্যানাথ। 'ধন্যবাদ, যুবরাজ। ভরসা করলাম আপনার উপর।'

একটা চিন্তা খেলে গেল খিয়ানের মাথায়। 'বাবার বিরুদ্ধে কোনও ষড়যন্ত্রে আমাকে অংশীদার বানিয়ে নিচ্ছেন না তো?'

'না—মিশরের সব দেবতার শপথ। আসলে যারপরনাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন রাজা আপেপি, আপনার নিয়ে-আসা খবর তাঁর মনমতো না হলে তিনি কী করবেন তা বুঝতে পারছি না আমরা কেউই। ক্ষমতাবানরা যখন রেগে যান তখন তাঁরা ধ্বংস ছাড়া আর কিছু দিতে পারেন না। কেউ কেউ বলাবলি করছে, প্রচণ্ড রাগে রাজার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। হঠাৎ করেই যদি মারা যান তিনি, সিংহাসনে বসবেন কে?'

'সিংহাসনে বসার তেমন কোনও ইচ্ছা নেই আমার, অ্যানাথ। আর...নেফ্‌রাকে বিয়ে করে ওকে রানি বানানোর বুদ্ধি কিন্তু আপনিই দিয়েছিলেন বাবাকে। ধূর্ত লোকদের সব চাল সবসময় কাজে লাগে না, অ্যানাথ। কারণ নিয়তি চলে তার নিজের ইচ্ছায়।'

'বুদ্ধিটা আমিই দিয়েছিলাম, স্বীকার করছি। হয়তো ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের সদস্যদের বাঁচানোর জন্য করেছিলাম কাজটা। হয়তো আমি চাইনি আরেকটা যুদ্ধ লাগুক উত্তর আর দক্ষিণ

BanglaBook.org

মিশরের মধ্যে।'

'আরেকটা যুদ্ধ?' কথাটা ধরল খিয়ান, ইঙ্গিতে দেখাল কুচকাওয়াজরত সৈন্যদের। 'ওরা আসলে কী করছে? নীল নদের ওই জেটিতে কেন একসঙ্গে জড়ো করা হয়েছে অতগুলো রণতরী?'

'তীর্থে গিয়েছিলেন রাজা আপেপি, ফিরেছেন গতকাল রাতে। ঘুমাচ্ছিলেন তিনি, তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাইনি এখনও। দুপুরে দরবারে বসার কথা আছে তাঁর। আপনি...'

কথা শেষ করতে পারলেন না অ্যানাথ, কারণ দরজার বাইরে থেকে চেঁচিয়ে উঠেছে নকিব, 'মহান ফারাওয়ের কাছ থেকে একজন দূত এসেছে! যুবরাজ খিয়ানের সঙ্গে দেখা করতে চায় সে!'

দূতের কাছ থেকে জানা গেল, খিয়ানের আসার খবর কানে গেছে আপেপির, তিনি এই মুহূর্তে দেখা করতে চান ওর সঙ্গে।

'বাবার মনে হয় তর সহ্য হচ্ছে না,' বলল খিয়ান।

'হ্যাঁ। এবং এই অবস্থায় তাঁকে অপেক্ষা করিয়ে রাখাটা উচিত হবে না,' দূতের দিকে তাকালেন অ্যানাথ। 'চলো।'

ট্যানিসের রাজদরবার।

আপেপি জরুরিভিত্তিতে ডেকে পাঠানোয় হাজির হয়েছেন দরবারের আরও কয়েকজন হোমরাচোমরা লোক। যার যার চেয়ারে বসে আছেন তাঁরা। দরবারের শেষমাথায় সিংহাসনে বসেছেন আপেপি। কয়েকজন পুরোহিত, মহাফেজ আর দেহরক্ষী ঘিরে আছে তাঁকে।

তাঁর দিকে তাকাল খিয়ান। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। আলুথালু হয়ে আছে রাজপোশাক। মাথায় মুকুট নেই। গায়ে পেঁচিয়ে রেখেছেন বর্ণিল একটা শাল। চেহারা গম্ভীর, দুই চোখ যেন

BanglaBook.org

জ্বলজ্বল করছে।

তাঁর সামনে গিয়ে ষাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে তাঁকে সম্মান জানাল খিয়ান। সম্মান জানালেন অ্যানাথও, তারপর গিয়ে বসে পড়লেন সিংহাসনের বাঁ পাশে নিজের চেয়ারে।

'ওঠো,' খিয়ানকে বললেন আপেপি। 'ফেরার পর আমার সঙ্গে দেখা করতে আসোনি তুমি, কারণ কী?'

উঠে দাঁড়াল খিয়ান। 'শুনলাম আপনি ঘুমিয়ে আছেন। তাই বিরক্ত করতে চাইনি। তবে আমার আসার খবর জানিয়েছি উজির অ্যানাথকে...'

'মেমফিসে কে পাঠিয়েছিল তোমাকে? আমি না অ্যানাথ?'

চুপ করে আছে খিয়ান। বুঝতে পারছে, রেগে যাচ্ছেন আপেপি।

'যে-কাজে পাঠিয়েছিলাম তোমাকে সেটার খবর কী?' বললেন আপেপি। 'ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের আস্তানায় আরেকজন দূত পাঠিয়েছিলাম আমি, ওর মুখ থেকে নিশ্চয়ই শুনেছ আমরা ধরে নিয়েছিলাম মারা গেছ তুমি? তোমার কি সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসা উচিত ছিল না? এসে আমাকে জানানো উচিত ছিল না, বেঁচে আছো তুমি?'

জবাব দেয়ার জন্য মুখ খুলল খিয়ান, কিন্তু হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিলেন আপেপি। 'ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের পক্ষ থেকে ঔদ্ধত্যপূর্ণ একটা চিঠি পেয়েছি আমি। আমার হুমকির জবাবে পাল্টা হুমকি দিয়েছে ওরা। তোমার পাঠানো চিঠিও পেয়েছি। তুমি বলেছ, নেফ্‌রার দেখা পেয়েছ, তথাকথিত অভিষেক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওকে নাকি রানি বানানো হয়েছে। সব বলেছ, শুধু আসল কথার কোনও খবর নেই। ...মেয়েটা আমাকে বিয়ে করতে চায় নাকি চায় না? লিখিতভাবে কিছু জানিয়েছে সে?'

'জানিয়েছে,' রোল-করা একটা প্যাপাইরাস বাড়িয়ে ধরল

BanglaBook.org

খিয়ান উজিরের দিকে।

সেটা ওর হাত থেকে নিলেন অ্যানাথ, তারপর ঝুঁকে পড়ে পেশ করলেন আপেপির কাছে।

ওটা এমনভাবে পড়ছেন আপেপি, যেন আগে থেকেই জানেন কী লেখা আছে। পড়া শেষ হওয়ার আগেই কুঁচকে গেল তাঁর ভ্রূ, জ্বলে উঠল দুই চোখ।

'তামাশার ওই রানি আমার বউ হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে,' বললেন তিনি। 'কারণ অনেক বছর আগে আমি নাকি ওর বাবা খেপের্‌রাকে আমার সেনাবাহিনী দিয়ে খুন করেছি। ...খিয়ান, এই চিঠি যখন লেখা হয় তখন তুমি ছিলে ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের আস্তানায়। আসল কারণ কী, বলো তো?'

'আমি কীভাবে জানবো?'

'তোমার ডান হাতটা উপরে তোলো।'

খিয়ান ভাবল, ওকে দিয়ে কোনও শপথ করাবেন আপেপি। তাই তাঁর কথামতো কাজ করল সে।

হাতটা দেখলেন আপেপি, তারপর আবার তাকালেন চিঠিটার দিকে। বললেন, 'মিশরের রাজকুমার হিসেবে স্ফিংসের প্রতীকযুক্ত বিশেষ একটা আংটি থাকার কথা তোমার হাতে। কিন্তু তার বদলে দেখতে পাচ্ছি জনৈক ফারাওয়ের নাম খোদাই-করা একটা আংটি। আমার হাতে-থাকা প্রত্যাখ্যানের এই চিঠিতেও ওই একই আংটির সিলমোহর দেখা যাচ্ছে। নিজেকে মিশরের রানি হিসেবে দাবি করা নেফ্‌রা ব্যবহার করেছে সিলমোহরটা। ...পুরো ঘটনার ব্যাখ্যা কী, খিয়ান?'

চুপ করে আছে খিয়ান। রাজদরবারে উপস্থিত সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'এটা...' মেঝের দিকে তাকিয়ে বলছে খিয়ান, 'আমার জন্য একটা...বিদায় উপহার।'

BanglaBook.org

'ও...ওই পুতুল-রানি আমার দূত রাসাকে বিদায়ের সময় উপহার হিসেবে নিজের রাজকীয় আংটিটাই দিয়ে দিয়েছে? বিনিময়ে রাসা কি নিজের রাজকীয় আংটি দিয়ে এসেছে নেফ্‌রাকে?'

জবাব দিল না খিয়ান।

ওকে একদৃষ্টিতে দেখছেন আপেপি। কিছুক্ষণ পর, ক্রুদ্ধ সিংহ যেভাবে নিচু একটানা কণ্ঠে গড়গড় করতে থাকে সেভাবে বললেন, 'আমি কচি খোকা না, খিয়ান। বুঝতে কিছু বাকি নেই আমার। ...ট্যানিস থেকে দ্বিতীয় যে-দূত পাঠিয়েছিলাম মেমফিসে, তাকে চিনতে পেরেছিলে?'

মাথা নাড়ল খিয়ান।

'তা হলে বলতে হয় আমার ছদ্মবেশ নিখুঁত ছিল।'

ঝট্ করে মাথা তুলল খিয়ান, তাকিয়ে আছে আপেপির দিকে।

'হ্যাঁ,' বলছেন আপেপি, 'আমিই ছিলাম সেই দূত। কারণ যেখানে নিজের ছেলে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে আছে আমার সঙ্গে, সেখানে অন্য কাউকে কীভাবে বিশ্বাস করি? কাজেই তীর্থযাত্রার নাম করে মেমফিসে যেতে হয়েছে আমাকে, নিজের কানে শুনতে হয়েছে আমার প্রস্তাবের জবাবে আসলেই কী বলতে চায় নেফ্‌রা।' সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, বেদুইন শালটা ভালোমতো জড়িয়ে নিলেন মাথায় আর গায়ে, একটা প্রান্ত দিয়ে এমনভাবে ঢেকে ফেললেন চেহারা যাতে চোখ ছাড়া আর কিছু দেখা না যায়। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে এগিয়ে এলেন কয়েক কদম। 'চিনতে পারছ?'

মাথা ঝাঁকাল খিয়ান।

ফিরে গিয়ে সিংহাসনে বসে পড়লেন আপেপি, মাথা আর চেহারা থেকে সরিয়ে ফেলেছেন শাল। 'ঝুঁকি নিয়ে সশরীরে

BanglaBook.org

গেছি মেমফিসে। কারণ আসলেই কী ঘটছিল সেখানে তা জানা দরকার ছিল। নেফ্‌রাকে নিজচোখে দেখার দরকার ছিল। দেখলাম মেয়েটা খুবই সুন্দরী, ওকে এখন যে-কোনও মূল্যে রানি বানাতে চাই আমি। ...আরও একটা ব্যাপার খেয়াল করেছি আমি সেদিন।'

খিয়ানের মুখে কোনও কথা নেই।

'সেদিন মন্দিরের হলে উপস্থিত ছিল অনেকেই,' বলছেন আপেপি। 'কিন্তু বিশেষ একজনের দিকে বার বার তাকাচ্ছিল মেয়েটা, প্রয়োজন না থাকার পরও। এবং ওর সেই দৃষ্টি খুবই নরম, খুবই মধুর, সরাসরি বললে প্রণয়পূর্ণ বলে মনে হয়েছে আমার। যদি বলি যাকে মহাফেজ রাসা বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম, যার মৃত্যুর খবর বিশ্বাস করেছিলাম, সে-ই সেই বিশেষ লোক, কী বলবে?'

কিছুই বলল না খিয়ান।

'সত্যি করে বলো তো, খিয়ান, তুমি কি বিয়ে করে ফেলেছ নেফ্‌রাকে? নাকি তোমাদের দু'জনের মধ্যে বাগ্‌দান হয়েছে? ...পঁয়ত্রিশটা দিন কাটিয়েছ তুমি মেমফিসে। আটিদের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের দীক্ষায় দীক্ষিত হওনি তো ওই সময়ে?'

আপেপির চোখে চোখ রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল খিয়ান, তারপর স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, 'না, নেফ্‌রাকে বিয়ে করিনি আমি, তবে আমরা একজন আরেকজনকে বিয়ে করার শপথ করেছি। কারণ আমরা একজন আরেকজনকে ভালোবেসে ফেলেছি। আর...হ্যাঁ, ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের দীক্ষা গ্রহণ করেছি আমি।'

'বাহ্‌, কী সুন্দর কথা! যে-মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠালাম তোমাকে দিয়ে, নিজের জন্য তাকেই চুরি করলে তুমি?

BanglaBook.org

আমার শত্রুদের দুর্বলতা খুঁজে বের করার জন্য পাঠালাম, অথচ ওদেরই একজন হয়ে গেলে শেষপর্যন্ত? ...কেন করলে এ-রকম?'

কিছু বলল না খিয়ান।

'আমিই বলে দিই। নেফ্‌রাকে যদি আমি বিয়ে করতাম, তা হলে মিশরের সিংহাসন হারাতে তুমি। পঁয়ত্রিশটা দিন ধরে ফুসলিয়ে নিজের করে নিয়েছ মেয়েটাকে; এখন ভাবছ সিংহাসনও তোমার, ওই মেয়েও তোমার। ...আসলে উপরে উপরে ভালোমানুষের ভান করো তুমি, খিয়ান। কিন্তু তুমি আসলে ভীষণ চালাক।'

'আমি নেফ্‌রাকে ফুসলাইনি। আমি কোনও চালাকিও করিনি। সিংহাসনের উপর আগেও কোনও লোভ ছিল না আমার, এখনও নেই। আমার আর নেফ্‌রার মাঝখানে যা ঘটেছে তা স্রেফ ঘটে গেছে। আমরা ভালোবেসে ফেলেছি একজন আরেকজনকে।'

উপহাসের হাসি হাসলেন আপেপি। 'ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের কাছে দীক্ষা নিয়েছ কেন তা-ও বলে দিতে পারি। তুমি ভেবেছ, দেশে-বিদেশে অনেক সদস্য আছে ওদের, আমাকে সরিয়ে দিয়ে যদি কখনও ক্ষমতায় বসতে হয় তা হলে ওদের সাহায্য কাজে লাগবে। ...খিয়ান, তুমি একটা চোর, একটা মিথ্যুক এবং একজন বিশ্বাসঘাতক।'

কিছু একটা বলতে চাইল খিয়ান, কিন্তু আবারও ওকে থামিয়ে দিলেন আপেপি। 'ইঁদুর বাস করে মাটির গর্তে। পবিত্র ভূমি নাম দিয়ে মেমফিসের গোরস্থানে যারা নিজেদের আস্তানা গেড়েছে, তাদেরকেও ইঁদুর বলে মনে করি আমি। এবং ওদের প্রত্যেককে শেষ করে দেয়ার জন্য অচিরেই রওনা হবে আমার সেনাবাহিনী। বাঁচিয়ে রাখা হবে শুধু নেফ্‌রাকে। ওকে বন্দি করে

BanglaBook.org

নিয়ে আসা হবে এখানে, তারপর দরকার হলে জোর করে বিয়ে করবো। বিয়ের উপহার হিসেবে ওকে কী দেবো, জানো? তোমার কাটা-মাথা। নেফ্‌রার সামনেই শিরশ্ছেদ করা হবে তোমার।' উঁচু গলায় বললেন, 'গ্রেপ্তার করা হোক খিয়ানকে। আজ থেকে সে মিশরের রাজকুমারও না, আমার ছেলেও না। আজ থেকে সে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া একজন কয়েদি। আমি যেদিন হুকুম দেবো সেদিনই কার্যকর করা হবে ওর দণ্ড।'

মুহূর্তের মধ্যে টের পেল খিয়ান, রাজদরবারের প্রহরীরা ঘিরে ধরেছে ওকে। কেউ বর্শা ঠেকিয়েছে ওর বুকে-পিঠে, কেউ তলোয়ার ধরেছে ওর ঘাড়ে-গলায়।

'পাতাল কারাগারে নিয়ে গিয়ে বন্দি করা হোক এই বিশ্বাসঘাতককে,' আবারও আদেশ দিলেন আপেপি। 'অ্যানাথ?'

বাউ করে রাজাকে সম্মান জানালেন অ্যানাথ, বুঝিয়ে দিলেন বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিয়েছেন রাজার আদেশ। তারপর রাজদরবার ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য হাঁটতে লাগলেন ধীর পায়ে।

তাঁর পেছন পেছন, অস্ত্রের মুখে, পাতাল কারাগারের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে খিয়ানকে।

BanglaBook.org

পনেরো

ব্যাবিলন

খিয়ান যেদিন রওয়ানা দিল ট্যানিসের উদ্দেশে, সেদিনই পবিত্র

ভূমিতে হাজির হলো কয়েকজন আরব।

কিন্তু ওরা আসলে আরব না, আরবদের বেশ ধরে এসেছে। নিজেদের পরিচয়ে বলছে, ব্যাবিলনের রাজা ডিটানাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে। সঙ্গে করে এনেছে অদ্ভুত প্রতীকযুক্ত কাদামাটির কয়েকটা লিপিফলক।

'তুমিই পড়ো, টাউ,' বললেন রয়। 'ইদানীং চোখে ঝাপসা দেখছি। তা ছাড়া ব্যাবিলোনিয়ানদের ভাষাটাও ভুলে গেছি।'

লিপিফলকগুলো নিলেন টাউ, পড়তে লাগলেন:

' "ব্যাবিলনের লর্ড, রাজাদের রাজা, বৃদ্ধ ডিটানাহ্‌র পক্ষ থেকে, যাঁর জ্যোতি সূর্যের চেয়ে কম না, ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের পবিত্র সাধু রয়ের প্রতি। এবং টাউয়ের প্রতি, যাকে সারা মিশর ওই নামে চিনলেও, আমি চিনি নিজের একমাত্র ছেলে হিসেবে, যার আসল নাম আবেশু।

' "অনেক বছর আগে বিশেষ একটা ঘটনায় ক্রুদ্ধ হয়ে একদল লোকের উপর শোধ নিই আমি, সেটার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে সে, পরে পালিয়ে যায়। এতদিন জানতাম মারা গেছে সে, কিন্তু কিছুদিন আগে আমার সে-ভুল ভেঙেছে।

' "আপনাদেরকে অভিনন্দন!

"প্রথমেই জেনে রাখুন, মিশরে কী ঘটছে তা জানিয়ে আমার কাছে যে-চিঠি পাঠিয়েছেন তা পেয়েছি। আমি জীবিত থাকার পরও কত কষ্ট পেয়ে মরতে হয়েছে আমার আদরের মেয়েটাকে, জেনে মন ভেঙে গেছে আমার। এখন একটাই সান্ত্বনা—আবার আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে ওর লাশ, শেষপর্যন্ত ব্যাবিলনের মাটিতেই দাফন হবে বেচারীর। আরও জানতে পেরেছি, রিমার মেয়ে নেফ্‌রাকে নাকি গোপনে মিশরের রানি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং আমার শত্রু

BanglaBook.org

আপেপির হাত থেকে সিংহাসন উদ্ধার করতে চায় সে।

' "সাধু রয়, আপনাকে এবং আমার নাতনি নেফ্‌রাকে বলছি, সবাইকে নিয়ে নিশ্চিন্তে চলে আসুন ব্যাবিলনে। স্বর্গ ও পৃথিবীর শাসক দেবতা মার্ডকের নামে শপথ করে বলছি, এখানে নিরাপত্তা পাবেন আপনারা। শপথ করছি দেবতা নেবো আর বেলের নামেও। আমার রাজত্বে পৌঁছাতে পারলে সবরকমের ক্ষতি থেকে নিরাপদে থাকতে পারবেন। আমাদের পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আপনাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি আছি আমি।

' "আবেশু, তোমাকে বলছি, তুমিও ফিরে এসো। তুমি মারা গেছ ভেবে অনেকগুলো বছর শোক করেছি আমি, রিমা মারা গেছে জানতে পেরে আমার শোকের বোঝা আরও ভারী হয়েছে। শেষবয়সে তোমাকে দেখে একটুখানি হলেও হালকা করতে চাই সেটা।

' "এখানে যথাযোগ্য মর্যাদায় দাফন করা হবে রিমার লাশ। বিয়ের আগে সে মাঝেমধ্যে বলত আমাকে, ব্যাবিলনে রাজাদের যে-কবরস্থান আছে সেখানেই যেন চিরনিদ্রায় শুইয়ে দেয়া হয় ওকে। ওর ইচ্ছাটা পূরণ করতে চাই আমি।"

'রাজা ডিটানাহ্‌র সিলমোহর, সঙ্গে তাঁর কয়েকজন মন্ত্রীর সিলমোহরও আছে,' পড়া শেষ করলেন টাউ।

এতক্ষণ সব শুনছিল নেফ্‌রা, এবার বলল, 'তারমানে, লর্ড টাউ, আপনি আমার মামা? এতগুলো বছর কথাটা কেন লুকিয়ে রাখলেন আমার কাছ থেকে?'

মুচকি হেসে টাউ বললেন, 'জী, রানি, আমি আপনার মামা। তবে আপন না। আপনার মা ছিলেন আমার সৎ বোন। আমি যখন ব্যাবিলন ছেড়ে চলে আসি, তখন তিনি ছোট বাচ্চা। আমার বাবা অনেকগুলো বিয়ে করেছেন, আপনার নানিকে

BanglaBook.org

আসলে ঠিকমতো চিনি না আমি। তা-ই বলে বোনকে যে ভুলে গেছি তা কিন্তু না। আপনাদের বিপদের সময় জাহাজের ক্যাপ্টেন সেজে হাজির হয়েছি জায়গামতো। শুধু আপনার অথবা আপনার মা'র কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করিনি কখনও। কারণ ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের দীক্ষায় যেদিন দীক্ষিত হয়েছি সেদিনই শপথ করেছি, নিজের অন্য সব পরিচয় ভুলে যাবো, শুধু মনে রাখবো আমি ভ্রাতৃসঙ্ঘের একজন ভাই। তবে গুরুতর কোনও কারণ ঘটলে সে-শপথ ভঙ্গ করা যেতে পারে...সাধু রয় নিজে বলেছেন কথাটা।'

'ঠিক,' সম্মতি জানালেন রয়। ডিটানাহ্‌র দূতদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যে-মানুষটা আজ টাউ নামে পরিচিত, অনেক বছর আগে একদিন এসেছিল সে আমার কাছে। জানিয়েছিল, আমাদেরই একজন হতে চায়। ওকে দেখেই সম্ভ্রান্ত বংশের বলে মনে হয়েছিল আমার, আরও মনে হয়েছিল সে একজন যোদ্ধা। এখন বয়সের কারণে তখনকার মতো লম্বা দেখায় না ওকে। কিন্তু তখন সে ছিল পেশীবহুল একজন সুদর্শন পুরুষ, গালে চাপদাড়ি ছিল। চেহারানকশা আর গায়ের রঙ দেখলে বোঝা যেত সে ছিল ইউফ্রেটিসের জল-খাওয়া মানুষ। ...ওর নাম জানতে চাইলাম আমি, কোত্থেকে এসেছে এবং কেন আমাদের একজন হতে চায় তা-ও জানতে চাইলাম। জবাবে সে বলল, ওর নাম আবেশু—ব্যাবিলনের রাজকুমার এবং মহান রাজা ডিটানাহ্‌র সেনাপতি। একদল লোককে হত্যা করার ব্যাপারে রাজার সঙ্গে বিবাদ হয়েছে ওর, তাই ব্যাবিলন ছেড়ে চলে এসেছে। অবশ্য তার আগে কিছুদিন সাইপ্রাস আর সিরিয়ায় সেনাপতি হিসেবে চাকরি করেছে। কিন্তু অকারণ যুদ্ধ যারপরনাই ক্লান্ত করে তুলেছিল ওকে। তাই সব ছেড়েছুঁড়ে নিরালায় থাকতে চায়, নিজের আত্মাকে বিশুদ্ধ করতে চায়। ...সেদিনের সেই

BanglaBook.org

আবেগুই সাধনা করতে করতে আজকের টাউ, আমার পরে ভ্রাতৃসঙ্ঘের দায়িত্ব নেয়ার কথা ওর।'

রয়ের কথা শেষ হওয়ামাত্র সঙ্ঘের উপস্থিত সদস্যরা বাউ করে সম্মান জানালেন টাউকে। এমনকী ব্যাবিলন থেকে আসা দূতরাও সম্মান জানাল তাঁকে। সিংহাসন ছেড়ে নেমে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল নেফ্‌রা, কাছে গিয়ে তাঁর কপালে চুমু খেয়ে বলল, 'এখন থেকে কিন্তু আর লর্ড টাউ বলে ডাকবো না আপনাকে। এখন থেকে আপনি আমার মামা।'

আরও একবার মুচকি হাসলেন টাউ। কিছু একটা বলতে চাইছিলেন তিনি, কিন্তু পারলেন না। মৃদু শোরগোল উঠেছে দরবারকক্ষের এককোনায়, কে বা কারা যেন জোর করে ঢুকে পড়তে চাইছে!

'আসতে দাও!' বললেন রয়।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুকে পড়ল তিনজন লোক। তাদের কাপড় ধূলিধূসরিত, প্রত্যেকেই ক্লান্ত। রয়ের কাছে এসে চেহারা-ঢেকে-রাখা কাপড় সরিয়ে দিল ওরা একঝটকায়, সম্মান জানাল তাঁকে।

একজন বলল, 'পবিত্র সাধু, ট্যানিস এবং আপেপির সেনাছাউনি থেকে গোপনে খবর জোগাড় করেছি আমরা। আমাদের এই পবিত্র ভূমিতে হামলা করার সবরকমের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন আপেপি। এখানকার সবাইকে খুন করার আদেশ দেয়া হয়েছে, শুধু বাঁচিয়ে রাখতে বলা হয়েছে রানি নেফ্‌রাকে যাতে তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে পারেন তিনি। কয়েকদিনের মধ্যেই এখানে পৌঁছে যাবে তাঁর সেনাবাহিনী। আর...আপেপির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করায় এবং তাঁর মতের বিরুদ্ধে কথায় বলায় বন্দি করা হয়েছে যুবরাজ খিয়ানকে। তিনি এখন প্রাসাদের পাতাল কারাগারে আছেন।'

BanglaBook.org

পবিত্র ভূমির সীমানায় ভ্রাতৃসঙ্ঘের যে-ক'জন সদস্য-সদস্যা আছেন তাঁদের সবাইকে জরুরি ভিত্তিতে তলব করা হলো। তাঁদের সবার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সেরে নিলেন রয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, দলের সবাই রওয়ানা হয়ে যাবেন ব্যাবিলনের উদ্দেশে, শুধু যাবেন না রয়। অনেকে অনেকভাবে পীড়াপীড়ি করলেন তাঁকে, কিন্তু সিদ্ধান্তে অনড় থাকলেন তিনি। তাঁর এক কথা, এই বয়সে এত দূর যাত্রা করা সম্ভব না তাঁর পক্ষে।

গোছগাছ সেরে নেয়ার জন্য চলে গেল সবাই, রয়ের সামনে শুধু দাঁড়িয়ে থাকল নেফ্‌রা। কাঁদছে সে। জন্মদাতা পিতাকে দেখেনি সে কখনও, ওই বৃদ্ধকেই পিতার মতো শ্রদ্ধা করেছে এতদিন। আজ তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে কিছু বলতে চাইল সে রয়ের উদ্দেশে, কিন্তু ইশারায় ওকে বাধা দিলেন তিনি। মনে করিয়ে দিলেন, হাতে সময় খুব কম।

রয়ের কপালে প্রথম ও শেষবার চুমু খেয়ে বিদায় নিল নেফ্‌রা।

ওরা জনা পঞ্চাশেক লোক এগিয়ে চলেছে। সঙ্গে বহন করছে রানি রিমার কফিন। গন্তব্য: ব্যাবিলন। ওরা এগিয়ে যাচ্ছে গোপন কতগুলো পথ ধরে, যেগুলোর সন্ধান ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যরা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। ইতোমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছে কেউ কেউ। কারও কারও বয়স বেশি, তাঁরা আর কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। অসুস্থ ও বৃদ্ধদের পৌঁছে দেয়া হয়েছে গোপন জায়গায়—তাঁরা সেখানে নিশ্চিন্তে লুকিয়ে থাকতে পারবেন।

এগিয়ে চলার গতি বেশ দ্রুতই বলা চলে। কারণ রওয়ানা দেয়ার পরদিন সূর্য ওঠার আগেই পিরামিডগুলো ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে আসতে পারল ওরা।

BanglaBook.org

এতক্ষণ নেফ্‌রার সঙ্গে ছিলেন পিরামিডের সর্দার, তাঁকে জরুরি কিছু নির্দেশ দিল সে, তারপর বলল, 'আমার বিশ্বাস ফিরে আসবে খিয়ান, খুঁজবে আমাকে। তাই মেমফিসে থেকে যেতে বলছি আপনাকে।'

বাউ করে নেফ্‌রাকে সম্মান জানালেন সর্দার, বিনা বাক্যে জানিয়ে দিলেন ওর আদেশ পালন করতে রাজি আছেন।

পিরামিডগুলোর দিকে তাকাল নেফ্‌রা, এত দূর থেকে ছোট্ট দেখাচ্ছে ওগুলোকে। চোখে পানি চলে এল ওর। এতগুলো বছর ওখানে ছিল সে...কে জানে আর কখনও ফেরা হবে কি না। কে জানে আর কখনও...

চোখ মুছে রওয়ানা হয়ে গেল সে আবার, মূল্যবান সময় নষ্ট করা ঠিক না।

কোনওরকম বাধার সম্মুখীন না হয়ে অথবা ক্ষতি স্বীকার না করে হাজির হয়ে গেল ওরা মিশরের সীমান্তে। পেছনে ফেলে এসেছে লাল সাগর আর আরবের মরুভূমি। যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলেছে প্রতিটা শহর আর গ্রাম। সীমান্তের যুদ্ধবিধ্বস্ত যেসব জায়গা দিয়ে এসেছে, সেখানে বলতে গেলে কারও সঙ্গেই দেখা হয়নি। দু'-একজনের সঙ্গে যদি দেখা হয়েও থাকে, তা হলে ওই লোকগুলো না-দেখার ভান করেছে ওদেরকে, অথবা পালিয়ে গেছে।

এসব দেখে নেফ্‌রার মনে হলো, কেউ যেন আদেশ জারি করেছে চোখ তুলে তাকানো যাবে না ওদের এই কাফেলার দিকে। আদেশটা কে দিল, অথবা আসলেই সে-রকম কোনও আদেশ দিয়েছে কি না কেউ, জানে না সে। শুধু জানে, এই যাত্রায় অংশ না নিলে বুঝতে পারত না, ব্রাদারহুড অভ দ্য ডন কত শক্তিশালী একটা সংগঠন।

শেষপর্যন্ত মিশর ছাড়িয়ে চলে এল ওরা। একরাতে ক্যাম্প

BanglaBook.org

করল মরুভূমিতে, একটা কুয়ার ধারে। পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এল নেফ্‌রা। ওখানে লেডি কেম্মাহ্‌র সঙ্গে ঘুমিয়েছে গত রাতে। মেয়েটা দেখল, একদল অশ্বারোহী সঙ্গে একপাল উট নিয়ে এগিয়ে আসছে ক্যাম্পের দিকে। দেখে ঘাবড়ে গেল সে।

'এত চেষ্টার পরও আপেপির জালে ধরা পড়ে গেলাম আমরা,' পাশে দাঁড়ানো কেম্মাহ্‌কে বলল নেফ্‌রা নিচু গলায়।

কেম্মাহ্‌ কিছু বললেন না। চট করে সরে গেলেন নেফ্‌রার কাছ থেকে, ব্যাবিলন থেকে আসা দূতদের মধ্য থেকে দু'জনকে নিয়ে ফিরে এলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। লর্ড টাউও আছেন সঙ্গে।

'রানি, ভয়ের কিছু নেই,' আশ্বস্ত করলেন টাউ। 'সব ঠিকমতোই চলছে। আপনি যাদেরকে আটি বলে মনে করেছেন তারা আসলে তা না, বরং আপনার নানার অশ্বারোহী বাহিনীর একদল সৈন্য। তিনিই পাঠিয়েছেন ওদেরকে, যাতে আপনাকে পাহারা দিয়ে ব্যাবিলনে নিয়ে যেতে পারে। দেখুন...তিনি যে-দেবতাদের পূজা করেন তাঁদের ছবি-আঁকা পতাকা বহন করছে ওই সৈন্যরা।'

একটা চিন্তা খেলে গেল নেফ্‌রার মাথায়। টাউকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল সে, নিচু গলায় বলল, 'আমি বিশ্বাস করি, মেমফিসে ফিরে যাবে খিয়ান—আমাদেরকে সতর্ক করার চেষ্টা করবে। হয়তো ধাওয়া করা হবে ওকে, প্রাণে বাঁচতে লুকিয়ে পড়তে হবে ওকে তখন। সেক্ষেত্রে সাহায্যের দরকার হবে ওর। কাউকে কি...'

'ব্যাপারটা ভেবে দেখেছি আমিও। এবং ইতোমধ্যে কাজও শুরু করে দিয়েছি।'

মরুভূমির বিভিন্ন জায়গায় বাস করে কিছু সম্ভ্রান্ত পরিবার; সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, সে-রকম কয়েকটা পরিবারের কয়েকজন

BanglaBook.org

লোক, যারা ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্য, বেদুইনের ছদ্মবেশে তাগড়া ঘোড়ায় চেপে মেমফিসের পবিত্র ভূমিতে যাবে। ওদেরকে আমরণ কর্তব্যনিষ্ঠ থাকার শপথবাক্য পাঠ করালেন টাউ, কী করতে হবে তা-ও বুঝিয়ে দিলেন। দেরি না করে রওয়ানা দিল ওরা।

ডিটানাহ্‌র পক্ষ থেকে যে-সৈন্যরা এসেছে তাদের সঙ্গে তাঁর সেনাপতি এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারও আছেন। নেফ্‌রার দিকে এগিয়ে এলেন তাঁরা, ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন, তারপর সম্মান প্রদর্শনের জন্য ব্যাবিলোনিয়ান রীতিতে মেয়েটার পায়ের কাছে মাটিতে চুমু খেলেন। সে খেয়াল করল, ওকে 'মিশরের রানি' হিসেবে সম্বোধন করছেন না তাঁরা, বরং 'ব্যাবিলনের রাজকুমারী' নামে ডাকছেন।

রানি রিমার মমি রাখা হয়েছে যে-তাঁবুতে, সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁদেরকে। শবাধারের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন তাঁরা সবাই। সঙ্গে-আসা একজন পুরোহিত প্রার্থনা করছেন, চুপ করে থেকে এবং ব্যাবিলোনিয়ান রীতিতে দুই হাত বুকের সঙ্গে জড়ো করে সে-প্রার্থনায় যোগ দিয়েছেন তাঁরা।

কাজটা শেষ হওয়ার পর সেনাপতির আদেশে হাজির হয়ে গেল এক পাল উট। পালে উটের সংখ্যা এত বেশি যে, ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের যে-ক'জন সদস্য এখানে আছেন, তাঁরা সবাই আলাদা আলাদা উটের পিঠে চড়ার পরও আরোহীশূন্য অবস্থায় রয়ে গেল অনেকগুলো।

নেফ্‌রার জন্য আনা হয়েছে একটা রথ। সেটার দু'ধারে পাহারায় আছে অশ্বারোহী সৈন্যরা। সামনে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে উটের-পিঠে-সওয়ার এক লোক।

লেডি কেম্মাহ্‌কে নিয়ে রথে চড়ল নেফ্‌রা। শুরু হলো ওদের মরুযাত্রা।

BanglaBook.org

দ্রুত এগোচ্ছে ওরা। মাথার উপর জ্বলছে সূর্য, মরুর বালি যেন তারচেয়েও বেশি গরম। ডিটানাহ্‌র সেনাবাহিনী রাস্তা তৈরি করেছে মরুভূমিতে, ওটা ধরেই যাচ্ছে ওরা। যেখানে যেখানে পানির কুয়া পাওয়া যাচ্ছে, থামছে সে-সব জায়গায়। নিজেরা পানি খাচ্ছে, জন্তুগুলোকে খাওয়াচ্ছে। সঙ্গে করে আনা চামড়ার থলি পানিপূর্ণ করছে। জায়গায় জায়গায় মরূদ্যান আছে, যাত্রাবিরতি করছে সেখানে; নতুন উট আর ঘোড়া পাচ্ছে সেসব জায়গায়। মরূদ্যানের খেজুর আর সঙ্গের অন্যান্য শুকনো খাবার দিয়ে ক্ষুধা মেটাচ্ছে।

এভাবে একটানা পঁয়ত্রিশ দিন যাত্রা করে ব্যাবিলনের সীমানায় পৌঁছে গেল ওরা।

শহরটা আক্ষরিক অর্থেই বিশাল, পুরো পৃথিবীর জন্য আশ্চর্য এক নিদর্শন। ইউফ্রেটিস নদকে মাঝখানে রেখে ওটার দু'তীরে গড়ে তোলা হয়েছে শহরটা। আকাশছোঁয়া বড় বড় মন্দির আছে এখানে, আছে চকচকে সব প্রাসাদ। পুরো শহরকে বেষ্টন করে গড়ে তোলা হয়েছে বেশ পুরু আর অনেক উঁচু নিরাপত্তাপ্রাচীর।

মরুভূমিতে যখন ছিল ওরা, অনেক দূর থেকেই চোখে পড়েছে শহরটা। পুরো একদিনের যাত্রা শেষে শহরের প্রান্তদেশে হাজির হলো ওদের কাফেলা। ইতোমধ্যে রাত নেমেছে।

খুলে দেয়া হলো পিতলের ভারী আর বিশাল দরজা। চওড়া রাস্তার দু'ধারে জড়ো হয়েছে হাজার হাজার মানুষ, কাফেলাটা শহরের ভিতরে প্রবেশ করামাত্র কৌতূহলী হয়ে উঠল ওরা। আবছা আলোয় ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না ওদের কাউকেই। এগিয়ে চলল কাফেলা, বেশ কিছুক্ষণ চলার পর থামল বড় একটা প্রাসাদের সামনে।

এগিয়ে এল দাসেরা, রথ থেকে নামতে সাহায্য করল নেফ্‌রাকে। প্রাসাদের সদর-দরজা দিয়ে প্রবেশ করল সে, ওকে

BanglaBook.org

পথ দেখাচ্ছে ওই লোকগুলো। সদর-দরজাসংলগ্ন দু'দিকের দেয়ালে পুরু স্তম্ভ আছে, তার উপর বানানো আছে সমান আকৃতির দুটো মূর্তি—বলিষ্ঠদেহী ষাঁড়, তবে মাথাটা মানুষের।

প্রাসাদের ভিতরে পা দিয়ে যারপরনাই চমৎকৃত হলো নেফ্‌রা। কারণ এতদিন সে থেকেছে মেমফিসের পবিত্র ভূমির 'সমাধিনিবাসে'; ভূগর্ভস্থ মন্দির আর হল, সমাধি ও সমাধিসৌধ এবং পিরামিড দেখেছে শুধু।

চেম্বারলেইন, মানে রাজপরিবারের দেখভালের কাজে নিয়োজিত লোকেরা হাসিমুখে এগিয়ে এল ওর দিকে। যুবরাজদের মতো পোশাকপরা কয়েকজন বাউ করে সম্মান জানাল ওকে। এগিয়ে এল কয়েকজন খোজা এবং নেফ্‌রার সমবয়সী কয়েকটা মেয়ে। ওকে এবং লেডি কেম্মাহ্‌কে একটা সুপ্রশস্ত ঘরে নিয়ে গেল ওরা।

ঘরের দেয়ালে ঝুলছে চমৎকার ট্যাপেস্ট্রি। জায়গায় জায়গায় সোনা-রূপার পাত্রের ছড়াছড়ি। পাশেই স্নানঘর। মার্বেল দিয়ে বানানো চৌবাচ্চা আছে সেখানে, তার ভিতরে আছে ঈষদুষ্ণ পানি। ভালোমতো গোসল করানো হলো নেফ্‌রাকে, তারপর বিশেষ একজাতের সুগন্ধী তেল মালিশ করে দেয়া হলো ওর হাত-পায়ে। অদ্ভুত এক প্রশান্তি অনুভব করছে সে সারা শরীরে।

বড় ঘরটাতে ফিরিয়ে আনা হলো ওকে। সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হয়েছে, সঙ্গে দেয়া হয়েছে মদ। ক্ষুধা পেয়েছে, তাই খেয়ে নিল নেফ্‌রা। খেয়ে নিলেন লেডি কেম্মাহ্‌ও। ক্লান্তি অনুভব করছেন দু'জনই, তাই শুয়ে পড়লেন যার যার বিছানায়। রেশমের চাদর বিছানো আছে দুটোতেই, সুতার সূক্ষ্ম কারুকাজ আছে চাদরে। এতক্ষণ যারা পরিচর্যা করছিল ওদের, ঘরের বাইরে চলে গেল তারা। দরজা আটকে দিয়ে পাহারার দায়িত্ব নিল সশস্ত্র খোজার দল।

BanglaBook.org

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙল নেফ্‌রার। একদল মেয়ে গান গাইছে। আসলে গান না, দেবতার স্তুতিসঙ্গীত। বিছানায় শুয়ে থেকেই গানের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনল নেফ্‌রা কিছুক্ষণ। সূর্যদেবতা সেম্‌স্‌-এর বন্দনা করা হচ্ছে।

এদিকওদিক তাকাচ্ছে নেফ্‌রা। অস্থির লাগছে ওর। এই প্রাসাদ, এত জাঁকজমক—কিছুই ভালো লাগছে না। সে খোলা-বাতাসের মেয়ে। মরুভূমির মেয়ে। জীবনের অনেকগুলো বছর সে কাটিয়েছে সমাধিসৌধ আর পিরামিডের সঙ্গে। অল্পে তুষ্ট থাকার শিক্ষা পেয়েছে সে খুব ছোটবেলা থেকে। সুতার কারুকার্যখচিত এই রেশমী চাদর, এত সুন্দর এই ঘর, গোসল করার জন্য সুগন্ধী গরম পানি, মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শনকারী ওই দাস আর চাকররা, সুস্বাদু কিন্তু ভিনদেশী খাবার...প্রথমে চমৎকৃত হয়েছিল সে, কিন্তু এখন কোনওকিছুই সেভাবে টানছে না ওকে। এখন সবকিছুই বিরক্তিকর বলে মনে হচ্ছে ওর কাছে।

খিয়ান...কোথায় আছে সে? কেমন আছে? কী করছে?

'ধাইমা?' পাশের বিছানায় শুয়ে-থাকা কেম্মাহ্‌কে ডাকল নেফ্‌রা।

ঘুম ভেঙেছে কেম্মাহ্‌রও, চোখ খুলে তাকিয়ে আছেন তিনি ঘরের ছাদের দিকে। নেফ্‌রার ডাক শুনে তাকালেন ওর দিকে।

'এখানে মন টিকছে না আমার,' বলে চলল নেফ্‌রা। 'নীল নদের তীরে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে। ইচ্ছা করছে...' আসল ইচ্ছার কথা গোপন করল, 'স্ফিংসের মাথার উপর যখন উদিত হন দেবতা "রা", তখন তাঁকে দেখতে।'

'নীল নদের তীরে যদি ফিরে যাই, আর স্ফিংসের মাথার উপর সূর্যদেবতার উদয় হওয়া দেখতে থাকেন, তা হলে ট্যানিসের রাজপ্রাসাদে বন্দি হতে বেশি সময় লাগবে না। আপনাকে বিয়ে করার খায়েশ এখনও যায়নি আপেপির। কাজেই

BanglaBook.org

যেখানে যে-অবস্থায় আছেন, শুকরিয়া করুন।' হয়তো আরও কিছু বলতেন কেম্মাহ্, দরজা খুলে যাওয়ায় থেমে গেলেন।

বড় বড় চোখের মোটা মোটা কয়েকজন মহিলা ঢুকছে ঘরে। সবার হাতে একটা করে বড় থালা, সেগুলোতে বিভিন্ন রকমের উপহার।

'ওদের হাতে কাপড় পরতে পারবো না আমি,' জানিয়ে দিল নেফ্‌রা। 'হয় আপনি কাপড় পরাবেন আমাকে, নয়তো আমার নিজেকেই করতে হবে কাজটা।'

ইয়াশব পাথর দিয়ে বানানো একটা টেবিল আছে ঘরে, সেটার উপর থালাগুলো রাখল মহিলারা। চমৎকার সব কাপড় এনেছে ওরা, সঙ্গে আছে রাজকীয় রোব। রত্নপাথরের কলার আর বেল্টও আছে। বড় বড় মুক্তা বসানো সোনার একটা মুকুটও দেখা যাচ্ছে।

মহিলাদের সর্দারনী মিশরীয় ভাষায় বলল, 'এগুলো রাজা ডিটানাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর নাতনি, ব্যাবিলনের রাজকুমারী এবং মিশরের রানির জন্য উপহার। এগুলো দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করুন। আপনাকে সাহায্য করার জন্য আমরা, আপনার দাসীরা আছি এখানে।'

'সাহায্য?' কথাটা ধরল নেফ্‌রা। 'তা হলে ঝটপট এক কাজ করো। ঘরের বাইরে চলে যাও সবাই, দরজাটা আটকে দাও। এত সুন্দর সুন্দর উপহার পাঠানোর জন্য আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাও আমার নানাকে।' চাদরের একটা প্রান্ত টেনে নিল নিজের চেহারার উপর যাতে দেখতে না হয় ওই মহিলাদের কাউকে।

চলে গেল মহিলারা।

বিছানা ছাড়ল নেফ্‌রা, হাতমুখ ধুয়ে নিল। তারপর কেম্মাহ্‌র সহায়তায় পরে নিল চকচকে রাজকীয় পোশাক। কিন্তু

BanglaBook.org

ব্যাবিলোনিয়ান রীতি অনুযায়ী কাপড় পরার ধরন ঠিক আছে কি না তা জানার জন্য ডাকতেই হলো একটু-আগে-আসা মহিলাদের সর্দারনীকে। সে এসে ঠিকমতো সাজিয়ে দিল নেফ্‌রাকে। তারপর বড় একটা আয়না নিয়ে আসা হলো ওর সামনে।

'হায়, হায়!' চিৎকার করে উঠল সে। 'আমি কি নেফ্‌রা? নাকি কোনও সুলতানের বউ? আটপৌরে মিশরীয় মেয়ে থেকে কী বানিয়ে দিয়েছে ওরা আমাকে! আমার চুলগুলো ছড়িয়ে দিয়েছে পিঠের উপর, জায়গায় জায়গায় গুঁজে দিয়েছে রত্নপাথর। এমন এক কাপড় পরিয়েছে যে, ঠিকমতো হাঁটতেই পারছি না! কী এক প্রলেপ মেখেছে আমার চেহারায়...গন্ধে দম আটকে আসছে! ধাইমা, এগুলো খুলুন তো আমার গা থেকে! যে-সাদা রোব পরে এসেছিলাম ওটাই দিন, আবার পরে নিই।'

'ওটাতে ধুলোময়লার দাগ লেগে গেছে,' বললেন কেম্মাহ্‌। 'তা ছাড়া আপনাকে দেখতে কিন্তু বেশ ভালো লাগছে...শুধু চেহারা, গলা আর হাতের চামড়া রোদে একটু পুড়ে গেছে। আপনাকে ভুলে যেতে হবে আপনি একসময় ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের একজন সদস্যা ছিলেন। আপনি এখন ব্যাবিলনের রাজকুমারী। নাস্তা নিয়ে আসা হয়েছে আমাদের জন্য, চলুন খেয়ে নিই।'

হাল ছেড়ে দিল নেফ্‌রা। চুপচাপ খাওয়া সারল।

কিছুক্ষণ পর হাজির হলো খোজাদের সর্দার। লোকটা মোটা, খুব দাম্ভিক। সঙ্গে এসেছে লম্বা টুপি-পরা কয়েকজন চেম্বারলেইন; তাদের ব্যবহার এত বিনয়ী যে, তাদেরকে দাস বলে মনে হয়। বিচিত্র পোশাক-পরা কয়েকজন বাদকের ছোট্ট একটা দলও আছে। আছে সেই মহিলারা যারা আগেরবার কাপড় নিয়ে এসেছিল নেফ্‌রার জন্য। কৃষ্ণাঙ্গ কয়েকজন দেহরক্ষীকেও দেখা যাচ্ছে। প্রশিক্ষণ পাওয়া কায়দায় ওরা ঘিরে

BanglaBook.org

ধরল নেফ্‌রা আর লেডি কেম্মাহ্‌কে। ওদের দু'জনকে সঙ্গে-করে-আনা বড় বড় দুটো হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছে দুই মহিলা।

কোনও একজনের কথায় শুরু হলো ওদের আজব মিছিল। লম্বা লম্বা প্যাসেজ ধরে এগোচ্ছে ওরা, কখনও পার হচ্ছে বড় বড় কয়েকটা চেম্বার। দরবারকক্ষে হাজির হতে বেশি সময় লাগল না। এখানে সুদৃশ্য কৃত্রিম ঝরনা আছে। এমনকী এককোনার কিছুটা জায়গা জুড়ে বাগান দেখা যাচ্ছে। এখানে ছাদ নেই, তবে একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত পর্যন্ত চাঁদোয়ার একটানা আচ্ছাদন আছে। বোঝা গেল নিজের জন্য ব্যতিক্রমী দরবারকক্ষের ব্যবস্থা করেছেন রাজা ডিটানাহ্‌।

এত বড় দরবার, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে তিল ধারণের জায়গা নেই। কারণ হাজার হাজার লোক জড়ো হয়েছে, অন্তত নেফ্‌রার সে-রকমই মনে হচ্ছে। ওর মনে হচ্ছে, ওর দিকেই তাকিয়ে আছে সবাই। এক পা এক পা করে হাঁটছে সে, যখন যাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে তখন তারা বাউ করে সম্মান জানাচ্ছে ওকে।

একজায়গায় গিয়ে গতি ধীর হলো মিছিলের। এদিকওদিক তাকাচ্ছে নেফ্‌রা।

সামনে, কোন্‌ অদ্ভুত কারণে জানে না সে, গাঢ় ছায়া পড়েছে; অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখাচ্ছে জায়গাটা। চোখ পিটপিট করছে সে। অন্ধকার সইয়ে নিতে সময় লাগল না, এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল সামনের ওই জায়গাই ব্যাবিলনের আসল রাজদরবার। ওখানে যাঁর যাঁর আসনে বসে আছেন দেশটার লর্ড আর লেডিরা। বর্ম পরিহিত অবস্থায় মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকজন সৈন্য। আলাদা করে চেনা যাচ্ছে রাজার মন্ত্রণাদাতাদের, সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেনদের। চাঁদি-কামানো

BanglaBook.org

পুরোহিতরা আছেন। কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ দু'রকমের দাসই আছে। আরও কারা কারা আছে, ঠাহর করা গেল না।

ওই জায়গার মাঝামাঝি বসানো আছে রত্নপাথরখচিত একটা সিংহাসন। সেটাতে বসে আছেন সাদা দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ, মাথায় অদ্ভুত এক মুকুট। তিনিই ডিটানাহ্, ভাবল নেফ্‌রা, রাজাদের রাজা, ওর নানা।

অন্ধকারাচ্ছন্ন ওই জায়গায় নেফ্‌রা পা দেয়ামাত্র বেজে উঠল একটা তূর্য। সঙ্গে সঙ্গে ষাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল দরবারকক্ষের সবাই, এমনকী লেডি কেম্মাহ্‌ও। শুধু দাঁড়িয়ে আছে নেফ্‌রা। আর দাঁড়িয়ে আছে বর্ম পরিহিত সৈন্যরা।

রাজা ডিটানাহ্‌র দিকে তাকিয়ে আছে নেফ্‌রা। তিনিও তাকিয়ে আছেন ওর দিকে।

তূর্যটা বেজে উঠল আবার। সঙ্গে সঙ্গে যার যার জায়গায় উঠে বসল অথবা আগের মতো দাঁড়িয়ে গেল সবাই। রাজকীয় চেহারার বেশ কয়েকজন লোক গিয়ে দাঁড়ালেন সিংহাসনের দু'পাশে। নেফ্‌রা পরে জানতে পেরেছিল, তাঁরা সবাই ডিটানাহ্‌র ছেলে—ব্যাবিলনের যুবরাজ।

চুপ করে আছে সবাই, এ-রকম পরিস্থিতিতে বোধহয় ডিটানাহ্ ছাড়া অন্য কারও কথা বলার নিয়ম নেই। একসময় কথা বলে উঠলেন তিনি। তাঁর কণ্ঠ চিকন, উচ্চারণ স্পষ্ট। মিশরীয় ভাষা বলতে পারেন না, তাই যখন তিনি থামছেন তখন একজন দোভাষী অনুবাদ করছে তাঁর কথাগুলো।

দোভাষী বলছে, 'আমাদের রাজার সামনে কি মিশরের এককালের রানি রিমা এবং মিশরের এককালের ফারাও খেপের্‌রার মেয়ে নেফ্‌রা দাঁড়িয়ে আছেন?'

'হ্যাঁ, ওটাই আমার নাম,' বলল নেফ্‌রা।

'তা হলে আপনি কেন আমাদের রাজার সামনে ষাষ্টাঙ্গ

BanglaBook.org

প্রণিপাত করলেন না?'

'কারণ তিনি যদি একজন রাজা হয়ে থাকেন, তা হলে আমিও একজন রানি। রানি হয়ে কোনও রাজার সামনে মাথা নত করতে পারি না আমি, তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে চুমু খেতে পারি না মাটিতে।'

'ভালো বলেছ,' বললেন ডিটানাহ্। 'কিন্তু তুমি এমন একজন রানি যার কোনও সিংহাসন নেই।'

'সেজন্যই আপনার কাছে এসেছি আমি। আপনি জানেন, আপেপি আমার বাবাকে অন্যায়ভাবে সরিয়ে দিয়ে দখল করেছে মিশরের সিংহাসন। এখন অন্যায়ভাবে বিয়ে করতে চাইছে আমাকে, যাতে আর কখনও সিংহাসনের দাবি তুলতে না পারি আমি। আপনার সাহায্য নিয়ে এখানে এসেছি আমি, এখন আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আপনার কাছেই সাহায্য চাইছি। আমি আপনারই বংশধর।'

'হ্যাঁ, আপেপিকে ভালোমতো চিনি আমি, ঘৃণা করি লোকটাকে। মিশরের সঙ্গে ব্যাবিলনের যে-সীমান্ত আছে, সেখানে বছরের পর বছর ধরে লোকটার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে আমার সেনাবাহিনী। এবং প্রতিবারের যুদ্ধের পর শেষ হাসিটা আমিই হেসেছি। কিন্তু মরুভূমি পাড়ি দিয়ে মিশরে গিয়ে ওকে হারানো, তারপর দেশটার সিংহাসন তোমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া—কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায় ব্যাবিলনের জন্য। তারপরও যদি করি ওটা, বিনিময়ে আমাকে কী দেবে?'

'কিছুই না। কারণ আপনাকে দেয়ার মতো কিছুই নেই আমার।'

'খুব কঠিন একটা কিছু চাইছ তুমি আমার কাছ থেকে, অথচ বিনিময়ে আমাকে দেয়ার মতো কিছুই নেই তোমার। ঠিক আছে, আমার মন্ত্রণাদাতাদের সঙ্গে কথা বলে দেখি কী বলে ওরা।

BanglaBook.org

...মির-বেল, যাও, এগিয়ে গিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো রানি নেফ্‌রাকে। আজ থেকে আমার পাশে আরেকটা সিংহাসনে বসবে সে।'

ডিটানাহ্‌র পাশে রাজকীয় চেহারার যে-লোকেরা দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের মধ্য থেকে মাঝবয়সী দীর্ঘদেহী এক যুবরাজ বেরিয়ে এলেন। তিনি ডিটানাহ্‌র নাতি—এক ছেলের ঘরের ছেলে। তাঁর পরনে চমৎকার রাজকীয় পোশাক, মাথায় মুকুট। তিনি বলিষ্ঠদেহী, চেহারায় কঠোরতা আছে, যেন জ্বলজ্বল করছে কালো দুই চোখ। নেফ্‌রার সামনে দাঁড়িয়ে বাউ করলেন ওকে, বাজপাখির দৃষ্টিতে উপভোগ করছেন মেয়েটার সৌন্দর্য। মসৃণ পুরুষালি কণ্ঠে বললেন, 'স্বাগতম, সুন্দরী রানি নেফ্‌রা, আমার ফুফাতো বোন। আজ নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি আমি। আজ মনে হচ্ছে, আপনার মতো এত সুন্দরী কারও দেখা পাওয়ার জন্যই বেঁচে ছিলাম এতদিন।' হাত বাড়িয়ে নেফ্‌রার একটা হাত ধরলেন তিনি, হাত ধরেই ওকে নিয়ে গেলেন ডিটানাহ্‌র পাশে।

সেখানে আরেকটা আসন দেয়া হলো মেয়েটার জন্য, ওটাতে বসে পড়ল সে।

নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন মির-বেল, নেফ্‌রার উপর থেকে চোখ সরেনি তাঁর।

ডিটানাহ্‌ বললেন, 'তুমি বললে তোমার নাকি দেয়ার মতো কিছুই নেই। কিন্তু আমার মনে হয় আছে।'

'কী?' জিজ্ঞেস করল নেফ্‌রা।

'শুনেছি এখনও বিয়ে করোনি তুমি। আমার পরে ব্যাবিলনের সিংহাসনে বসার কথা মির-বেলের। ওকে যদি বিয়ে করতে রাজি থাকো, তা হলে তোমার সিংহাসন উদ্ধার করে দিতে আপত্তি থাকার কথা না আমাদের কারও।'

BanglaBook.org

চেহারা থেকে রক্ত সরে গেল নেফ্‌রার। ওর মনে হচ্ছে, ওর হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে। মনেপ্রাণে ভালোবাসে সে খিয়ানকে; অন্য কোনও পুরুষকে তো পরের কথা, কোনও দেবতাকেও স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে না, এমনকী মিশরের সিংহাসনের জন্যও না। চুপ করে আছে, টের পাচ্ছে হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি। কল্পনাও করেনি এ-রকম কোনও পরিস্থিতিতে পড়তে হবে, তাই মনে মনে সাহায্য প্রার্থনা করছে। কিছুক্ষণ পর মৃদু গলায় বলল, 'সেটা আমার পক্ষে সম্ভব না।'

'কেন?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে রাজা ডিটানাহ্‌র।

'কারণ রানি হিসেবে যেদিন অভিষেক হয় আমার, সেদিন শপথ করেছি, সবকিছুর উপরে, এমনকী অন্য যে-কোনও দেশের উপরে স্থান দেবো মিশরকে। যুবরাজ মির-বেলকে যদি বিয়ে করি, তা হলে আমার বিবেচনায় ব্যাবিলনের গুরুত্ব মিশরের চেয়ে বেশি হবে। তাই কাজটা করতে পারবো না।'

'কিন্তু কী করলে ব্যাবিলনের গুরুত্ব মিশরের চেয়ে বেশি হবে না তা পরে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারি আমরা, ঠিক না? আমার মনে হয় ওটা আসলে কোনও ব্যাপারই না। মিশর আর ব্যাবিলন এক হয়ে যাক—এটা না চাওয়ার পেছনে অন্য কোনও কারণ নেই তো তোমার? মনে রেখো, মির-বেল শুধু পৃথিবীর-সবচেয়ে-বড় রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজাই না, সে পুরুষদের মধ্যে স্বতন্ত্র, যুবকদের মধ্যে অনন্য। সে একজন সৈনিক। জ্ঞান আর মমতা দুটোই আছে ওর।'

সত্যি বলার সিদ্ধান্ত নিল নেফ্‌রার। 'আপনি ঠিক বলেছেন—অন্য কারণ আছে আমার। অন্য এক পুরুষকে বিয়ে করার প্রতিজ্ঞা করেছি আমি।'

'কে সে?'

'যুবরাজ খিয়ান।'

BanglaBook.org

'খিয়ান! আপেপির ছেলে! তুমি আপেপির ছেলেকে...। অথচ আপেপি নিজেই বিয়ে করতে চাইছে তোমাকে!'

দৃষ্টি নত হলো নেফ্‌রার। 'খিয়ান আমাকে ভালোবাসে। আমিও ওকে ভালোবাসি।'

কথাটা শোনামাত্র ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেল দরবারকক্ষে। মুচকি হাসি ফুটল রাজা ডিটানাহ্‌র ঠোঁটের কোনায়। মুচকি হাসছে আরও অনেকেই। শুধু মির-বেল হাসছেন না। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে রেগে গেছেন তিনি।

'ভালোবাসাই তা হলে যত সমস্যা?' বললেন রাজা ডিটানাহ্‌। 'যুবরাজ খিয়ান এখন কোথায়? তোমার সঙ্গে এসেছে নাকি ব্যাবিলনে?'

'না। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ট্যানিসের পাতাল কারাগারে বন্দি অবস্থায় ছিল সে।'

'কেন?'

কারণটা সংক্ষেপে কিন্তু গুছিয়ে বলল নেফ্‌রা।

'জীবনের বাকি দিনগুলো হয়তো সেখানেই থাকতে হবে ওকে,' বললেন ডিটানাহ্‌। 'আপেপিকে চিনতে যদি ভুল না হয়ে থাকে আমার, বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেবেই সে খিয়ানকে, নিজের ছেলে বলে কোনও খাতির করবে না।'

নেফ্‌রার মনে হচ্ছে, ওর আশা-ভরসা সব শেষ। মনে হচ্ছে, সাহায্যের জন্য যে-প্রার্থনা করেছে একটু আগে, তা বিফলে গেছে।

ঠিক তখনই পরিচিত একটা সুর শুনতে পেল সে—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার করুণ গান গাইছে কে যেন। ওই সুর আর গানের সঙ্গে ভালোমতোই পরিচয় আছে ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের সব সদস্যের।

এদিকওদিক তাকাচ্ছে নেফ্‌রা। ভ্রাতৃসঙ্ঘের যেসব সদস্য

BanglaBook.org

মিশর থেকে ব্যাবিলন পর্যন্ত এসেছেন তাঁদের সবাইকে নিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছেন টাউ। কয়েকজন অচেনা লোককেও দেখা যাচ্ছে। তাঁদের সবার পরনে চিরাচরিত সাদা রোব। দরবারকক্ষের ডানদিকে একটা পার্শ্বদরজা আছে, সেখান দিয়ে ভিতরে ঢুকছেন তাঁরা সবাই। সেই মিছিলের কেন্দ্রস্থলে একটা কাঠের পাটাতন বহন করছেন ভ্রাতৃসঙ্ঘের আটজন সদস্য, সেটার উপর একটা কফিন। নেফ্‌রা জানে, কফিনের ভিতরে ওর মা'র মমি আছে।

রাজা ডিটানাহ্‌র সিংহাসনের সামনে নিয়ে আসা হলো কফিনটা, আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখা হলো মেঝেতে। সরিয়ে দেয়া হলো ডালা। ভিতরে আরেকটা ছোট কফিন দেখা যাচ্ছে। এটার ডালা সরাচ্ছেন না ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যরা, বরং তাঁরা নিঃশব্দে তাকিয়ে আছেন দরবারকক্ষে উপস্থিত পুরোহিতদের দিকে। চোখেমুখে যারপরনাই অস্বস্তি নিয়ে আসন ছেড়ে নামলেন কয়েকজন পুরোহিত, এগিয়ে যাচ্ছেন কফিনের দিকে। ওটার ডালা সরানোমাত্র কুঁকড়ে গেলেন তাঁরা সবাই। মরা মানুষের চেহারা দেখতে ভয় পায় ব্যাবিলোনিয়ানরা।

ডিটানাহ্‌র উদ্দেশে টাউ বললেন, 'কফিনের ভিতরে শুয়েথাকা প্রাণহীন ওই মানুষটা একদিন আপনার ঔরসেই এসেছিল পৃথিবীতে। লিনিনে প্যাঁচানো যে-মরদেহ দেখে ঘাবড়ে গেছে পুরোহিতরা, সেটা আপনারই মেয়ে রিমার। রাজা ডিটানাহ্‌, বাড়ি ফিরে এসেছে আপনার মেয়ে।'

দেখে মনে হচ্ছে ডিটানাহ্‌ যেন কাঁপছেন অল্প অল্প, ছলছল করছে তাঁর দুই চোখ। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মেয়ের মরদেহের দিকে। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'লাশের গলায় ওটা কী?'

'আপনার উদ্দেশে লেখা একটা চিঠি। সেটাতে রানি রিমার

BanglaBook.org

সিলমোহরও আছে।'

'চিঠিটা পড়ে শোনানো হোক আমাকে।'

মমির গলা থেকে চিঠিটা আলগা করলেন টাউ। ওটা সরিয়ে আনতে যাবেন এমন সময় ধাতব শব্দ তুলে একটা আংটি খসে পড়ল মেঝেতে। আংটিটা কুড়িয়ে নিলেন টাউ, ডিটানাহ্‌র হাতে দিলেন। ওটা দেখামাত্র অবদমিত কোনও আবেগে কাঁপতে শুরু করল ডিটানাহ্‌র ঠোঁট। অনেক আগের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেছে তাঁর।

তখন বিয়ের পর বিদায় নিচ্ছেন রিমা—যাত্রা শুরু করবেন মিশরের উদ্দেশে। রাজকীয় কাফেলা রওয়ানা দেয়ার আগে মেয়ের হাতে ওই আংটি পরিয়ে দেন ডিটানাহ্‌ নিজে। আবেগতাড়িত কণ্ঠে প্রতিজ্ঞা করেন, তাঁর কাছে সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখে ওই আংটি দিয়ে যদি সিলমোহর করেন রিমা, কখনওই ফিরিয়ে দেবেন না মেয়েকে।

ইতোমধ্যে রোল-করে-রাখা প্যাপাইরাস খুলে ফেলেছেন টাউ, পড়তে লাগলেন:

'"ব্যাবিলনের এককালের রাজকুমারী এবং মিশরের এককালের ফারাও খেপের্‌রার স্ত্রী রিমার পক্ষ থেকে, তাঁর বাবা ব্যাবিলনের রাজা ডিটানাহ্‌ অথবা তাঁর বদলে যদি কেউ সিংহাসনে থেকে থাকেন তা হলে তাঁর প্রতি।

'"মহান রাজা, ব্যাবিলনের সব দেবতার এবং আপনার সঙ্গে আমার যে-রক্তসম্পর্ক আছে তার দোহাই দিয়ে সাহায্য চাইছি আমি। মিশরে বড় রকমের অন্যায় করা হয়েছে আমার সঙ্গে। হত্যা করা হয়েছে আমার স্বামী ফারাও খেপের্‌রাকে। আমি চাই আমার হয়ে বদলা নেবেন আপনারা। আমি চাই সাগরের ঢেউয়ের মতো ধেয়ে আসবেন আপনারা মিশরের দিকে, ঝাঁপিয়ে পড়বেন আটিদের উপর যারা আমার স্বামীকে হত্যা করে ছিনিয়ে

BanglaBook.org

নিয়েছে তাঁর সিংহাসন। আমি চাই আমার মেয়ে এবং মিশরের ভবিষ্যৎ রানি রাজকুমারী নেফ্‌রাকে সাহায্য করবেন আপনারা। যারা ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং আমার করুণ পরিণতি ডেকে এনেছে, আমি চাই তাদেরকে হত্যা করবেন আপনারা।

'"যদি আমার এই আহ্বানে সাড়া না-দেন, তা হলে, মহান রাজা, আপনি যে-ই হোন না কেন, জেনে রাখুন, ব্যাবিলনের সব দেবতার অভিশাপ নামবে আপনার এবং আপনার অধীনস্থদের উপর। আমার কাছে দায়ী হয়ে থাকবেন আপনারা। এবং যখন পরকালে দেখা হবে আমার সঙ্গে, আপনাদের কাপুরুষতার জন্য জবাবদিহি করতে হবে আমার কাছে।"

'রানি রিমার সিলমোহর।'

টাউ এমন গম্ভীরভাবে চিঠিটা পড়েছেন যে, মনে হলো সিংহাসনের পায়ার-কাছে কফিনের ভিতরে শুয়ে-থাকা রানি রিমার মমিই পড়েছে ওটা।

বেশিরভাগ ব্যাবিলোনিয়ানই ধর্মভীরু, দেবতাদের অভিশাপ ভীষণ ভয় পায় তারা। তাই দরবারকক্ষে উপস্থিত যাদের কানে গেছে রানি রিমার শেষইচ্ছার কথা, তারা বিচলিত না হয়ে পারেনি। চুপ করে আছে সবাই।

মেঝের দিকে তাকিয়ে ছিলেন রাজা ডিটানাহু, চোখ তুললেন। সাদা হয়ে গেছে তাঁর চেহারা, আগেরমতোই কাঁপছে দুই ঠোঁট। 'ভয়ঙ্কর চিঠি! এই চিঠির আহ্বান যদি প্রত্যাখ্যান করি আমরা তা হলে ভয়ঙ্কর অভিশাপ নামবে আমাদের সবার উপর।' এদিকওদিক তাকালেন। 'আমি কি আমার মেয়ের শেষইচ্ছা পূরণ করবো নাকি করবো না?'

আশপাশে দাঁড়িয়ে-থাকা অনেকেই একসঙ্গে বললেন, 'ইচ্ছাটা পূরণ করতে বাধ্য আমরা, মহান রাজা।'

BanglaBook.org

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকালেন রাজা ডিটানাহ্, 'কাজটা করতে বাধ্য আমরা।' কণ্ঠ উঁচু করে বললেন, 'এখানে উপস্থিত সবাই শোনো। আমি আদেশ জারি করছি। ব্যাবিলন রাজ্যের নামে শপথ করে আমি যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি আপেপির বিরুদ্ধে। আমরা, ব্যাবিলোনিয়ানরা, ধ্বংস না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে এই যুদ্ধ।'

গুঞ্জন উঠল দরবারকক্ষে।

সেটা মিলিয়ে যাওয়ার পর নেফ্‌রার দিকে তাকালেন ডিটানাহ্। 'রানি, তোমার এবং তোমার মা'র প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। আমাদের সঙ্গে থাকো তুমি, তোমাকে শান্তি ও সম্মানের পূর্ণ নিশ্চয়তা দিলাম। আমার সেনাবাহিনীর যুদ্ধের-প্রস্তুতি নেয়া শেষ হলে ওদের সঙ্গে যেয়ো, উদ্ধার কোরো মিশরের সিংহাসন।'

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নেফ্‌রা, ডিটানাহ্‌র সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। নিজের দুই হাত দিয়ে ধরল তাঁর একটা হাত, চুমু খেল। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে ইচ্ছা করছে ওর, কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

উঠে দাঁড়ালেন ডিটানাহ্, ঝুঁকে পড়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন নাতনিকে। নিজের রাজদণ্ড স্পর্শ করালেন ওর মাথায়, তারপর আলতো করে চুমু খেলেন ওর কপালে। বললেন, 'একটু আগে বলেছিলাম, ব্যাবিলোনিয়ানদের সাহায্যে যদি মিশরের সিংহাসন উদ্ধার করতে পারো, তা হলে বিনিময়ে বিয়ে করতে হবে মির-বেলকে। সেই শর্ত প্রত্যাহার করে নিলাম। কারণ তোমার মা এমন এক চিঠি লিখেছে যা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বদলে দিয়েছে আমার মন।' থেমে দম নিলেন। 'তা ছাড়া তুমি বলেছ তুমি যুবরাজ খিয়ানকে ভালোবাসো। ছেলেটার ব্যাপারে যতদূর জানি, সে ভালো...অন্তত ওর বাবার মতো না। হয়তো ইতোমধ্যে ওকে

BanglaBook.org

শেষ করে দিয়েছে আপেপি, অথবা হয়তো নিকট ভবিষ্যতে দেবে। শেষপর্যন্ত যদি জানতে পারো মারা গেছে সে, তোমার কাছে অনুরোধ, মির-বেলকে বিয়ে কোরো।' বসে পড়ে মির-বেলের দিকে তাকালেন। 'এখনই মাথা গরম করার দরকার নেই। ভবিষ্যতে কী হবে তা ভবিষ্যতই ভালো জানে। আর...নেফ্‌রা যখন আমার সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিশরে যাবে, আমার সঙ্গে ব্যাবিলনে থাকবে তুমি, আমাকে পাহারা দেবে। কারণ তুমিও যদি মিশরে যাও, কোনও খারাপ দেবতা তোমাকে ভুলিয়ে তোমাকে দিয়ে খারাপ কাজ করাতে পারে।'

ব্যাবিলনের নিয়ম অনুযায়ী রাজা যা বলেন তা-ই রাজকীয় ফরমান, তাই ডিটানাহ্‌র শেষকথাগুলো পছন্দ না হলেও তাঁর উদ্দেশে বাউ করলেন মির-বেল। তারপর বাউ করে সম্মান জানালেন নেফ্‌রাকে। ঘুরে তাঁর অধীনস্থ অফিসারদের নিয়ে বেরিয়ে গেলেন দরবারকক্ষ থেকে।

এই ঘটনার পর তাঁর সঙ্গে অনেক বছর দেখা হয়নি নেফ্‌রার। কারণ রাজদরবারের ঘটনাটা নিজের জন্য অপমান হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন মির-বেল; তিনি ব্যাবিলনের যে-প্রদেশের প্রশাসক, সেদিন দরবারকক্ষ থেকে বেরিয়েই ঘোড়ায় চড়ে সোজা হাজির হন সেখানে। সব শেষ হয়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত সেখানেই ছিলেন।

মির-বেল চলে যাওয়ার পর টাউয়ের দিকে তাকালেন রাজা ডিটানাহ্‌। 'কে তুমি?'

'আমার নাম টাউ। ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের একজন সদস্য।'

'সঙ্ঘটার নাম শুনেছি। ব্যাবিলনের অনেক জায়গায় থাকে তোমাদের অনেক সদস্য, এমনকী আমার এই দরবারেও আছে। আমি আরও শুনেছি, আমার মেয়ে রিমাকে তোমরাই আগলে

BanglaBook.org

।খেছিলে। তোমরাই লালনপালন করে বড় করেছ রানি ।ফ্‌রাকে। যা-হোক, তোমার কি অন্য কোনও নাম আছে?'

'জী, মহান রাজা। একসময় আমার নাম ছিল আবেশু। বয়সের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে আমি ব্যাবিলন রাজ্যের সবচেয়ে বড় রাজকুমার। অনেক বছর আগে আপনার সঙ্গে ঝগড়া করে ব্যাবিলন ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম।'

'ফিরে এসেছ কেন? সবচেয়ে বড় রাজকুমার হিসেবে তোমার অধিকার চাইতে?'

'না, মহান রাজা। আমি আপনার ক্ষমা ছাড়া আর কিছুই চাই না। ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের যেসব সদস্য কঠোর সাধনা করে, তারা বেঁচে থাকতেই মরা মানুষের মতো হয়ে যায়। তাদের চাওয়া-পাওয়ার কিছু থাকে না। আমারও নেই।'

টাউয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন রাজা ডিটানাহ্‌। তারপর শান্তি ও ক্ষমার নিদর্শন হিসেবে নিজের রাজদণ্ডটা তাক করলেন টাউয়ের দিকে। ব্যাবিলনের রীতি অনুযায়ী দণ্ডটা আলতো করে স্পর্শ করলেন টাউ।

'আমার খাসকামরায় যেতে হবে তোমাকে, আবেশু,' বললেন ডিটানাহ্‌। 'তোমার সঙ্গে ব্যক্তিগত কিছু কথা আছে আমার।'

সরে দাঁড়ালেন টাউ।

দরবারকক্ষে উপস্থিত পুরোহিতদের প্রধানের দিকে তাকালেন ডিটানাহ্‌। আঙুলের ইশারায় কফিনটা দেখিয়ে বললেন, 'আজ যে মমি, সে এককালে রক্তমাংসের মানুষ ছিল, আমার মেয়ে ছিল। আমি চাই, আগামীকাল রাজকীয়ভাবে সমাহিত করা হোক ওকে।'

বাউ করে রাজার আদেশ মেনে নিলেন প্রধান পুরোহিত।

উঠে দাঁড়ালেন ডিটানাহ্‌, রাজদণ্ডের ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন

BanglaBook.org

রাজদরবারের কাজ আজকের মতো শেষ। সঙ্গে সঙ্গে আবার বেজে উঠল তূর্য। সবাই বাউ করে সম্মান জানালেন ডিটানাহ্‌কে।

এগিয়ে গিয়ে নেফ্‌রার একটা হাত ধরলেন ডিটানাহ্‌, ওকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন দরবারকক্ষ থেকে। তাঁদের পিছন পিছন যাচ্ছেন টাউ।

ষোলো

টেমু

ট্যানিসের রাজপ্রাসাদের পাতাল কারাগারকে বিভীষিকা বললে বাড়িয়ে বলা হয় না।

এখানে অন্ধকারাচ্ছন্ন দীর্ঘ প্যাসেজ আছে অনেকগুলো, আছে গোলকধাঁধার মতো জট-পাকানো বিস্তৃত সিঁড়ি। পথ চেনা না থাকলে এখানে পথ চিনে নেয়াটা প্রায় অসম্ভব। সশস্ত্র প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে জায়গায় জায়গায়।

খিয়ানকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে যেন বিষণ্ণ একটা মিছিল। ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে খিয়ানের মনে পড়ে যাচ্ছে ওর ছেলেবেলার কথা। পাতাল কারাগারের প্রহরীদের এক সর্দারের সঙ্গে তখন খাতির ছিল ওর। ওকে মাঝেমধ্যে এখানে নিয়ে আসত লোকটা, হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে কারাগারের ভিতরটা ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখাত।

BanglaBook.org

মনে পড়ছে, এই পথ দিয়ে ওকে একবার নিয়ে গিয়েছিল ওই সর্দার। গরাদে-লাগানো একটা ফটক পার হয়ে ওরা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল নির্দিষ্ট কয়েকটা কারাপ্রকোষ্ঠের সামনে। তিনটা আলাদা প্রকোষ্ঠে তখন তিনজন লোক বন্দি ছিল। ফারাওকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল ওরা। খিয়ান যেদিন দেখতে এসেছিল তার পরেরদিন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কথা ওদের।

খিয়ান ভেবেছিল, আর মাত্র একটা দিন বেঁচে আছে লোকগুলো, ওরা হয়তো আহাজারি করছে কারাপ্রকোষ্ঠের ভিতরে, কাঁদছে। কিন্তু ওদেরকে প্রফুল্লচিত্তে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় সে।

কৌতূহল দমিয়ে রাখতে পারেনি কিশোর খিয়ান, ওই তিনজনের একজনের কাছে জানতে চায়, ওদের এত খুশির কারণ কী।

খিয়ান কে, বুঝতে পারেনি মৃত্যুদণ্ড-পাওয়া লোকগুলোর কেউই। একজন বলেছিল, 'তুমি বাচ্চামানুষ, তোমাকে বললে কি বুঝবে?'

পীড়াপীড়ি করতে থাকে খিয়ান।

বাধ্য হয়ে লোকটা বলে, 'পৃথিবী খুব খারাপ একটা জায়গা। এখানকার সুখ স্বর্গসুখের তুলনায় কিছুই না, অথচ এখানকার কষ্ট নরকের কষ্টের চেয়ে কম না। আমরা খুশি কারণ আগামীকালই শেষ হয়ে যাচ্ছে আমাদের সব কষ্ট। দেবতাদের ইচ্ছা হলে পরলোকে যাবো আমরা, না-হলে ঘুমিয়ে যাবো অনন্তকালের জন্য।'

কথাটার মানে আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে খিয়ান।

পরদিন ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় ওই তিনজনের। কিন্তু আশ্চর্য, ঘটনাটার কিছুদিন পর প্রহরীদের সেই সর্দার জানায় খিয়ানকে, লোকগুলো আসলে নির্দোষ ছিল।

BanglaBook.org

আসল ঘটনা কী, তা আরও পরে জানতে পারে খিয়ান।

রাজপ্রাসাদে চাকরানির কাজ করে এ-রকম এক মহিলা প্রেমে পড়েছিল ওই তিনজনের কোনও একজনের—ঠিক কার, আজ আর মনে নেই খিয়ানের। কিন্তু লোকটা, যে-কোনও কারণেই হোক, প্রত্যাখ্যান করে ওই মহিলাকে। প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে মহিলা; কে না জানে মেয়েদের প্রতিশোধস্পৃহা কত নৃশংস হয়! ফারাওকে হত্যা করার মিথ্যা এক ষড়যন্ত্রের গল্প ছড়িয়ে দেয় সে প্রাসাদে, ফেঁসে যায় ওর তথাকথিত মনের-মানুষটা। শুধু একজনকে ফাঁসালে গল্পটা যেহেতু পাকাপোক্ত হচ্ছিল না, তাই ওই লোকের সঙ্গে ফাঁসানো হয় সম্পূর্ণ নির্দোষ আরও দু'জনকে—এদেরকে আগে থেকেই ঘৃণা করত মহিলাটা।

ওই তিনজনের ফাঁসির কিছুদিন পর, হয়তো দেবতাদেরই ইচ্ছায়, গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে মহিলাটা, বুঝতে পারে মরণ ঘনিয়েছে তার। তখন নিজের অপকর্মের কথা স্বীকার করে। কিন্তু ওর সেই স্বীকারোক্তি, পরলোকে চলে-যাওয়া অথবা চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে-পড়া ওই তিনজন লোকের কোনও কাজেই লাগেনি।

গোলকধাঁধার সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে ঘটনাটা মনে করছে খিয়ান, আর ভাবছে, ন্যায়বিচার কী? পৃথিবীতে ন্যায়বিচার বলে আসলেই কি কিছু আছে? ওই তিনজনের সঙ্গে যা ঘটেছে তা কিছুতেই ন্যায়বিচার হতে পারে না। ওর নিজের সঙ্গে যা ঘটতে চলেছে তা-ও ন্যায়বিচার না। উভয়ক্ষেত্রেই নিজের ক্ষতির আশঙ্কা করেছেন মিশরের ফারাও, এবং দণ্ড ঘোষণা করতে একটুও দেরি করেননি। প্রমাণের ধার ধারেননি তিনি, নিজের মুখের কথাকেই আইন হিসেবে মানতে বাধ্য করেছেন সবাইকে।

BanglaBook.org

আজ নিজের পক্ষে সাফাই গাইতে চেয়েছিল খিয়ান, কিন্তু সে-সুযোগ দেয়া হলো না ওকে।

উজির অ্যানাথের আদেশে খুলে দেয়া হলো ব্রোঞ্জ দিয়ে বানানো গরাদেযুক্ত ফটক, পাথরের দেয়াল আর প্রকোষ্ঠের কারাগারে ঢুকে পড়ল ওরা। সম্পূর্ণ মসৃণ দেয়ালের কোথাও কোনও খাঁজ নেই, বেয়ে ওঠা কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব না। পাথরের আস্তরণ দেয়া মেঝে কেমন ভেজা ভেজা। বর্জ্য বেরিয়ে যাওয়ার জন্য যে-নর্দমাগুলো আছে কারাগারে, নীল নদে যখন বন্যা হয় তখন সেগুলো দিয়ে কারাগারের ভিতরে পানি ঢুকে পড়ে, মেঝে ভিজে যায়।

প্রতিটা প্রকোষ্ঠে একটা করে টেবিল আর টুল আছে, ওগুলোও পাথরের। কয়েদিরা যদি হিংস্র হয়ে ওঠে অথবা পাগল হয়ে যায় তা হলে ওদেরকে বেঁধে রাখার জন্য ব্রোঞ্জের শেকল আছে। প্রতিটা প্রকোষ্ঠের এককোনায় নিতান্ত অবহেলায় স্তূপ করে ফেলে রাখা হয়েছে সেঁতসেঁতে কিছু খড়—কে জানে কত বছরের পুরনো। ঘুমানোর দরকার হলে ওই স্তূপই বিছানা হিসেবে ব্যবহার করতে হবে কয়েদিদের। দুর্গন্ধযুক্ত ছেঁড়াফাটা পশমের-কম্বলও আছে, যাতে ঠাণ্ডা লাগলে সেগুলো গায়ে দেয়া যায়।

একটা প্রকোষ্ঠের মোটা-গরাদের দরজা খুলে ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন কারাধ্যক্ষ, খিয়ানকে ওটার ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়ামাত্র দরজাটা লাগিয়ে দিলেন তিনি, শব্দ করে আটকিয়ে দিলেন হুড়কো। তারপর তালা ঝুলিয়ে দিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মান জানালেন অ্যানাথকে, চলে গেলেন।

প্রহরীদেরকেও চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন অ্যানাথ।

নিজেকে একজন ভিখিরির মতো মনে হচ্ছে খিয়ানের। সে [illegible] যুবরাজ, আর এখন মামুলি একজন কয়েদি। সে ছিল সবার

BanglaBook.org

ভালোবাসার পাত্র, আর এখন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত একজন ঘৃণ্য আসামি।

অ্যানাথ বললেন, 'এই জায়গা মাটির নিচে, তার উপর সেঁতসেঁতে। ঠাণ্ডা লাগবে আপনার। আপনি চাইলে আপনার পছন্দ অনুযায়ী জামাকাপড় পাঠিয়ে দিতে পারি।'

ইতোমধ্যেই ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করেছে খিয়ানের, অল্প অল্প কাঁপছে সে। দু'হাতে দুটো গরাদে ধরে বলল; 'মোটা কাপড়ের কিছু জামা দিলে ভালো হয়।'

'জী, ঠিক আছে। ...যুবরাজ, দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন আমাকে।'

তিতা হাসি হাসল খিয়ান। 'আমার সব আশা মরে গেছে, অ্যানাথ। তাই কারও উপরই এখন আর রাগ নেই আমার, কোনও অভিযোগ নেই। সবাইকেই ক্ষমা করে দেয়াটা এখন আমার জন্য সহজ।'

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালেন অ্যানাথ। বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছেন কারাধ্যক্ষ, উল্টোদিকে ঘুরে কথা বলছেন দু'জন প্রহরীর সঙ্গে।

সুযোগটা নিলেন অ্যানাথ। যেন বিদায় জানাচ্ছেন এমন ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়লেন, খিয়ানের কানের কাছে মুখ নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'আশা মরেনি এখনও, যুবরাজ। ভরসা রাখুন আমার উপর। আপনি কথা দিয়েছেন রাজা আপেপির কিছু হলে আমার দিকটা দেখবেন, চেষ্টা করে দেখি আপনার জন্য কিছু করতে পারি কি না।'

চলে গেলেন তিনি।

বন্ধ হয়ে গেল বিশাল দরজাটা।

খিয়ান এখন সম্পূর্ণ একা।

একটা টুলের উপর বসে পড়ল সে। বিশাল দরজাটার

BanglaBook.org

গরাদের ফাঁক দিয়ে মৃদু আলো আসছে; টুলটা এমন এক জায়গায় নিয়ে রেখেছে খিয়ান যে, আলো দেখতে পাচ্ছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে থাকতে কার ভালো লাগে?

বেশ কিছুক্ষণ পর, কতক্ষণ পর জানে না খিয়ান, বিশাল দরজাটা খুলে গেল আবার। অচেনা এক লোককে নিয়ে ভিতরে ঢুকছেন কারাধ্যক্ষ। অচেনা লোকটার হাতে কিছু কাপড়। সে সামনে আসার পর কাপড়গুলো একনজর দেখল খিয়ান। ভেড়ার চামড়া দিয়ে বানানো হুডযুক্ত একটা আলখাল্লা দেখা যাচ্ছে।

কিছু খাবার আর খানিকটা মদও আছে।

লোকটাকে ধন্যবাদ দিল খিয়ান, হাত বাড়িয়ে আলখাল্লাটা নিয়ে পরে ফেলল। এতক্ষণ ঠাণ্ডা যেন কামড় বসাচ্ছিল ওর হাড়মাংসে, এবার উষ্ণতা পাচ্ছে সে। খেয়াল করল, আলখাল্লাটা আসলে ওর না, অন্য কারও। আশ্চর্য হলো সে। আরও খেয়াল করল, লম্বা হুড তুলে দিলে চেহারার অনেকখানি ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

প্রকোষ্ঠের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন কারাধ্যক্ষ। অচেনা লোকটার হাত থেকে খাবার আর মদ নিয়ে নামিয়ে রাখলেন একটা টেবিলের উপর। বললেন, 'খেয়ে নিন, যুবরাজ।'

খিয়ান বলল, 'আমি এখন আর যুবরাজ না।'

'মানুষের শরীরে যে-রক্ত বইছে তা বিপদ এলে বদলে যায় না।'

'কিন্তু আমার বিপদ এত বড় যে, যে-কোনওদিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে আমার রক্ত চলাচল। ...আপনাকে ধন্যবাদ। আমার জন্য কষ্ট করলেন আপনি।'

'ধন্যবাদ তো আমার দেয়া উচিত আপনাকে।'

'মানে?'

'আপনার মনে আছে কি না জানি না। তিন বছর আগে

BanglaBook.org

জ্বরের মৌসুমে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল আমার বউ-বাচ্চা। খবর পেয়ে ওষুধ আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আপনি নিজে গিয়েছিলেন আমার বাসায়।'

'মনে পড়েছে।'

'আপনার সেই উপকারের কথা ভুলিনি আমি। যদি আমার পক্ষে সম্ভব হতো, আপনাকে মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তা করতে পারছি না। তবে...সামান্য একটা উপকার করতে পারি, যদি আপনি গ্রহণ করতে রাজি থাকেন।'

'কী?'

'অনেকেই বলে, এই পাতাল কারাগারে কয়েকদিন একা থাকলে পাগল হয়ে যায় লোকে। আপনার বেলায় সে-রকম কোনওকিছু যাতে না ঘটে...'

'সেজন্য অন্য কোনও হতভাগ্য কয়েদিকে জুটিয়ে দিতে চাইছেন আমার সঙ্গে?'

'জী। তবে লোকটা এমন কেউ, যার সাহচর্য ভালো লাগবে আপনার।'

'কে সে?'

মুচকি হাসলেন কারাধ্যক্ষ। 'ওর সঙ্গে না হয় নিজ দায়িত্বে পরিচিত হয়ে নিলেন? ...এখন যাই আমি।'

খিয়ানের প্রকোষ্ঠ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন কারাধ্যক্ষ। আরও একবার বন্ধ হয়ে গেল বিশাল দরজাটা।

অভুক্ত থেকে কোনও লাভ নেই, তাই খেয়ে নিল খিয়ান। বেশ ক্ষুধা লেগেছিল, তাই আরও একবার কৃতজ্ঞতা অনুভব করল অ্যানাথ আর কারাধ্যক্ষের প্রতি। মেমফিস থেকে রওয়ানা দেয়ার পর ভালোমতো খেতে পারেনি।

খাওয়া শেষ হওয়ার পর আবার গিয়ে বসল টুলে, আলোর দিকে তাকিয়ে আছে। বিক্ষিপ্ত চিন্তাভাবনা পেয়ে বসেছে ওকে।

BanglaBook.org

সন্দেহ নেই ওর বাবা শেষ দেখে ছাড়বেন ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের। তারপর খিয়ানের মতোই কয়েদ করা হবে নেফ্‌রাকে, জোর করে ওকে নিয়ে আসা হবে ট্যানিসে। তারপর জোর করে...

দীর্ঘশ্বাস ফেলল খিয়ান। এখনও কি মেমফিসেই আছে নেফ্‌রা? এখনও কি ব্যাবিলনের উদ্দেশে রওয়ানা দেয়নি সে?

আচ্ছা, নেফ্‌রাকে যদি আসলেই নিয়ে আসা হয় ট্যানিসে, সে কি বিয়ে করবে খিয়ানের বাবাকে? মনে হয় না। মেয়েটা বরং আত্মহত্যা করবে তবুও খিয়ান ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না।

তারমানে ওদের ভালোবাসার পরিণতি বিচ্ছেদ এবং মরণ?

এসব ভাবতে ভাবতে খিয়ানের মাথাটা কখন ঝুঁকে পড়েছিল গরাদের উপর, জানে না সে। জানে না, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমটা যখন ভাঙল ততক্ষণে আলো অদৃশ্য হয়ে গেছে। তারমানে বাইরে রাত নেমেছে, অনুমান করল সে।

দরজাটা খুলে গেল একসময়। খাবারের থালা নিয়ে ঢুকছেন কারাধ্যক্ষ। এবারও তাঁর সঙ্গে একটা লোককে দেখা যাচ্ছে। ওই লোকের পরনে খিয়ানের মতোই আলখাল্লা, হুডটা তুলে দিয়েছে বলে ওর চেহারা দেখা যাচ্ছে না। খিয়ানের প্রকোষ্ঠের সামনে এসে ওকে বাউ করল লোকটা।

ওকে প্রকোষ্ঠের ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন কারাধ্যক্ষ, ঢুকলেন নিজেও। খাবারের থালাটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে তুলে নিলেন আগের থালাটা। বললেন, 'আপনার জন্য একজন চাকর নিয়ে এসেছি, যুবরাজ। আপনার কথামতো কাজ করবে সে। লোকটা ভালো, সৎ।' একটা মশাল জ্বালিয়ে আটকিয়ে দিলেন দেয়ালের হুকে, তারপর দরজা লাগিয়ে তালা মেরে চলে গেলেন।

BanglaBook.org

টেবিলের উপর রাখা খাবার আর মদের উপর নজর বুলাল খিয়ান, তারপর তাকাল আগন্তুকের দিকে। বলল, 'খেয়ে নাও, ভাই। মরতে যখন হবেই, ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করে মরে লাভ কী?'

চেহারা থেকে হুড সরিয়ে দিল লোকটা।

মশালের আলোয় সে-চেহারার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল খিয়ান। 'তোমাকে আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।'

জবাব না দিয়ে নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গভঙ্গি করল লোকটা।

ওই অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে খিয়ান পরিচিত, তাই জবাবে সে-ও প্রায় একইরকম অঙ্গভঙ্গি করল।

আবারও অঙ্গভঙ্গি করে নির্দিষ্ট ইঙ্গিত দিল লোকটা, আবারও জবাব দিল খিয়ান।

আগন্তুক বুঝতে পারছে, ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের সঙ্গে বেশ কিছুদিন থেকেছে খিয়ান, ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছে।

খিয়ান বুঝতে পারছে, ভ্রাতৃসঙ্ঘের আরেকজন সদস্যের দেখা পেয়েছে সে।

'কে আপনি?' জিজ্ঞেস করল খিয়ান।

'টেমু। ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের একজন পুরোহিত। স্ফিংসের মন্দিরে দেখা হয়েছিল আমাদের, আপনার মনে আছে কি না জানি না। মহাফেজ রাসা হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন আপনি। তবে ওটাই আপনার আসল নাম কি না জানি না।'

'না, ওটা আমার আসল নাম না। ...আপনিই তা হলে টেমু? আপনাকে দিয়ে রাজা আপেপির কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন সাধু রয়। আমরা শুনেছিলাম আপনি নাকি অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন।'

BanglaBook.org

'না, ভাই, দেখতেই পাচ্ছেন আমি মরিনি। ...সাধু রয়ের সেই চিঠি পড়ে রেগে যান রাজা আপেপি, আমাকে কয়েদ করার হুকুম দেন। সেই থেকে বন্দি হয়ে আছি।'

'আমার এখানে এলেন কীভাবে? এবং কেন?'

'নিজের ইচ্ছায় আসিনি, আমাকে নিয়ে আসা হয়েছে। আমার প্রকোষ্ঠে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করলেন একজন লোক, খুব সম্ভব রাজদরবারের বড় কোনও পদে আছেন তিনি। তিনি তাঁর নাম বলেননি আমাকে, অথবা বললেও আমি ভুলে গেছি। শুধু বলেছেন একটা লোককে সাহায্য করতে হবে। কাকে সাহায্য করতে হবে তা-ও বলেননি।'

'কীভাবে এখানে এলেন আপনি, জানা গেল। কিন্তু কেন এলেন তা বুঝতে পারছি না এখনও। এই জায়গায় যারা বন্দি থাকে তাদের চাকরের দরকার হয় না।'

'হয়তো আপনাকে শুধুই সঙ্গ দেয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে আমাকে। আবার হয়তো আপনাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য...'

'এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য!' টেমুর কথা বিশ্বাস হচ্ছে না খিয়ানের।

মাথা ঝাঁকাল টেমু। 'মানুষের সঙ্গে ভালো ও আন্তরিক ব্যবহার করতে পারাটা শুধু একটা গুণই না, এটা একটা কৌশলই বটে। কারণ আপনার গুণ কখন কাজে লেগে যাবে, আপনি নিজেও অনুমান করতে পারবেন না।'

'মানে?'

'এখানে বন্দি হওয়ার পর প্রতিদিন কথা বলেছি আমি কারাধ্যক্ষের সঙ্গে। প্রতিদিন তিনি তাঁর দুঃখের কথা বলেছেন, আমি সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছি। নিজেও জানতাম না, আমি আসলে একটু একটু করে তাঁর দুঃখ কমিয়েছি প্রতিদিন।

BanglaBook.org

ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের কাছ থেকে জীবনের ব্যাপারে যে-শিক্ষা পেয়েছি আমি, তা-ই শিখিয়েছি তাঁকে। ফলে দুঃখ-কষ্ট উপেক্ষা করে কীভাবে বেঁচে থাকা যায় তা জানতে পেরেছেন তিনি। বিনিময়ে আমাকে এমন একটা উপহার দিয়েছেন যা আজ কাজে লাগবে।'

'কী উপহার?'

'দেখাচ্ছি। তবে তার আগে, ভাই রাসা, একটু এদিকে আসুন, আমার সঙ্গে ধরুন এই টেবিলটা।'

বড় পাথর কুঁদে বানানো হয়েছে বলে টেবিলটা অনেক ভারী। ওটা সরাতে গিয়ে খিয়ান আর টেমুর মাথার ঘাম পায়ে পড়ার মতো অবস্থা হলো। তারপরও একসময় ওটা সরাতে পারল ওরা। তারপর আলখাল্লার ভিতর থেকে একখণ্ড প্যাপাইরাস বের করল টেমু, খুলল ওটা। আগ্রহে আগে বাড়ল খিয়ান, নজর প্যাপাইরাসটার উপর।

কী সব যেন আঁকিবুঁকি দেখা যাচ্ছে ওটাতে।

কিন্তু ওগুলো আসলে নিছক আঁকিবুঁকি না, কোনও জ্যামিতিক হিসাব—বুঝতে পারল খিয়ান।

হিসাবটা ভালোমতো বুঝে নিল টেমু। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মেঝেতে। মশালের আলোয় খুঁজে খুঁজে বের করল মেঝের বিশেষ একটা পাথর। তারপর আবার তাকাল হাতেধরা প্যাপাইরাসের দিকে, মনোযোগ দিয়ে দেখল কিছুক্ষণ। একটা হাতের তালু রাখল পাথরটার উপর; সময় নিয়ে নির্দিষ্ট কায়দায়, বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, মোচড় দিল ওটাকে।

মৃদু ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে কোথায় যেন, সম্ভবত সরে যাচ্ছে কোনও স্প্রিং অথবা খুলে যাচ্ছে কোনও হুড়কো। তাজ্জব হয়ে খিয়ান দেখল, হাঁ হয়ে গেছে মেঝের একটা জায়গা। পূর্ণবয়স্ক একটা লোক ঢুকে পড়তে পারবে ওই গর্ত দিয়ে। পায়ে পায়ে

BanglaBook.org

ওটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে।

কুয়ার মতো একটা সুড়ঙ্গমুখ দেখা যাচ্ছে, ওটা কোন্‌দিকে গেছে বোঝা যাচ্ছে না। ওটার ভিতরের দেয়ালে, একদিকে, অবলম্বন হিসেবে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর আটকানো আছে অনেকগুলো শিক। হাত আর পা কাজে লাগিয়ে যে-কেউ নেমে যেতে পারবে ওই শিকগুলো ধরে ধরে।

'এটা কি কোনও কুয়া?' জিজ্ঞেস করল খিয়ান।

'হ্যাঁ, ভাই। এটা মৃত্যুকূপ নামে পরিচিত। কিন্তু এখানে নামলে আসলেই মরণ হবে কি না আমাদের, তা যখন নামবো তখন বোঝা যাবে।'

'এটার কথা জানলেন কীভাবে? আর ওই নকশাই বা পেলেন কোথায়?'

'রাজদরবারের ওই কর্মকর্তার কথা বললাম না...নেকাবে চেহারা ঢেকে আমার কাছে গিয়েছিলেন তিনি...এই নকশা আমার হাতে দিয়ে কারাধ্যক্ষের উপর বিশ্বাস রাখতে বলেছেন আমাকে। তাঁর কথামতো কাজ করতে বলেছেন।'

'কী করতে বলেছেন কারাধ্যক্ষ?'

নিচের দিকে ইঙ্গিত করল টেমু। 'মইয়ের মতো ধাপগুলো দেখতে পাচ্ছেন না? ওগুলো ধরে ধরে নেমে যাবো আমরা। কুয়ার একেবারে নিচে একটা টানেল থাকার কথা। ওটা ধরে এগোতে থাকলে পৌঁছে যাবো একটা নর্দমায়। আমাকে বলা হয়েছে নর্দমাটা নাকি গিয়ে শেষ হয়েছে নীল নদের বেড়িবাঁধের নিচে। নদে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে একটা নৌকা। সোজা গিয়ে ওটাতে উঠে পড়তে হবে আমাদেরকে।'

কিছু বলল না খিয়ান। উত্তেজনার ছাপ পড়েছে ওর চোখেমুখে।

টেমু বলল, 'এখানকার কোনও কোনও জেলে বড় মাছ

BanglaBook.org

ধরার আশায় রাতের বেলায় নৌকা নিয়ে বের হয়। যে-নৌকার কথা বললাম, সেখানে সে-রকম একজন জেলে থাকবে আমাদের সাহায্যকারী হিসেবে। যত জলদি সম্ভব ওই নৌকায় গিয়ে চড়তে হবে আমাদেরকে, পালাতে হবে। আমরা পালিয়েছি, তা জানাজানি হওয়ার আগেই চলে যেতে হবে যত দূরে সম্ভব।'

'আমরা কি এখনই রওনা দেবো?'

'না। আগামী এক ঘণ্টার আগে করা যাবে না কাজটা। কেন, জিজ্ঞেস করবেন না দয়া করে, উত্তর জানা নেই আমার এখন আসুন, একটু সাহায্য করুন আমাকে, সুড়ঙ্গের মুখটা বন্ধ করতে হবে। মনে রাখবেন, খুব সাবধানে করতে হবে কাজটা। কারণ এদিকওদিক হলেই কিন্তু বিগড়ে যাবে স্প্রিং, পরে হাজার চেষ্টা করলেও আর খুলতে পারবো না সুড়ঙ্গের মুখ।'

'টেবিলটা কি আবার বয়ে নিয়ে আসতে হবে আগের জায়গায়?'

'হ্যাঁ। কারণ কারাধ্যক্ষকে বিশ্বাস না-ও করতে পারেন রাজা আপেপি। আমি বা আপনি কী অবস্থায় আছি তা দেখার জন্য তিনি যদি অন্য কোনও অফিসার বা গুপ্তচর পাঠান, তা হলে কী হবে? কারাধ্যক্ষ অবশ্য বলেছেন কেউ আসবে না।'

'নিশ্চিত করে বলার উপায় কী? ...চলুন কাজ শুরু করে দিই।'

সুড়ঙ্গমুখটা বন্ধ করে দিল ওরা, তারপর টেবিলটা বয়ে নিয়ে রাখল আগের জায়গায়। খেতে বসল।

খাওয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে, এমন সময় হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল খিয়ানের শরীর, হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল টেমুর একটা পা। ইঙ্গিতে দেখাচ্ছে বিশাল দরজাটা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল টেমু।

বিশাল দরজাটার গরাদের সঙ্গে যেন আঠার মতো সেঁটে আছে সাদা একটা চেহারা। মশালের আলোয় যেন চকচক করছে

BanglaBook.org

লোকটার দুই চোখ। একদৃষ্টিতে এই প্রকোষ্ঠের দিকেই তাকিয়ে আছে সে।

রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল টেমুর।

একটা মুহূর্ত মাত্র, তারপরই উধাও হয়ে গেল লোকটা।

'কে সে?' ফিসফিস করে বলল খিয়ান।

'জানি না। সম্ভবত কোনও ভূত।'

'ভূত? ভূত হতে যাবে কেন?'

'কারণ আমি কারও পায়ের আওয়াজ শুনিনি। আপনি শুনেছেন?'

'না, আমিও শুনিনি।'

'কে জানে এই কারাগারে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে কত মানুষ! তাদেরই কারও প্রেতাত্মা হয়তো আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে। ...একটু আগে যে-চেহারা দেখলাম, ওটার মতো সাদা কোনও চেহারা আগে কখনও দেখিনি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল খিয়ান, কিছু বলল না।

অল্পকিছু খাবার বেঁচে গেছে, একটুকরো লিনিনে সেগুলো পেঁচিয়ে নিল টেমু।

শুরু হলো ওদের অপেক্ষার পালা।

খিয়ানের মনে হচ্ছে, ওই এক ঘণ্টা পার হবে না জীবনেও। প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছে ওর, এই বুঝি বিশাল দরজাটা খুলে ভিতরে এল কেউ, এই বুঝি ধরে ফেলল ওদের সব চালবাজি। কিন্তু কেউ এল না। একসময় সন্দেহ হতে লাগল খিয়ানের, বিশাল দরজাটার ওপাশে আসলেই দেখেছিল কি না কাউকে। মনে হতে লাগল, সবই ওর উত্তেজিত মনের কল্পনা।

'পালিয়ে কোন্‌দিকে গেলে ভালো হয়?' জিজ্ঞেস করল টেমু।

'মেমফিসে। সতর্ক করতে হবে ভ্রাতৃসঙ্ঘের সবাইকে। ওদের সামনে বিরাট বিপদ।'

BanglaBook.org

'ওরা যদি ইতোমধ্যেই কোথাও চলে গিয়ে থাকে?'

'হ্যাঁ, যেতে পারে, কিন্তু সেটা তো জানি না আমরা।'

'চলুন তা হলে। সময় হয়েছে।'

'আমি আগে নামবো মৃত্যুকূপে। মশালটা থাকবে আমার হাতে। আপনি খাবারের পুঁটুলিটা নিয়ে আমার পিছন পিছন আসবেন।'

প্রতিবাদ করল না টেমু।

যতটুকু না সরালেই নয়, টেবিলটাকে এবার ঠিক ততটুকু সরাল ওরা। তারপর আগেরবারের মতো করে খুলল সুড়ঙ্গমুখ। মশালটা হাতে নিয়ে নামতে শুরু করল খিয়ান। ওকে অনুসরণ করছে টেমু।

মইয়ের মতো ধাপগুলো বেয়ে কিছুদূর নামার পর একটা ঘটনা ঘটল। কীসের সঙ্গে যেন আটকে গেল টেমুর আলখাল্লার হুড়ের একটা কোনা, ওটা তাড়াহুড়ো করে খুলতে গিয়ে ওই জিনিসে জোরে টান দিয়ে ফেলল সে। সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ঘড় আওয়াজ শোনা গেল আবার, চমকে উঠে মুখ তুলে তাকাল ওরা দু'জন। দেখল, মাথার উপর আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সুড়ঙ্গমুখ। একসময় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল সেটা। তারমানে এখন ইচ্ছা করলেও আর ফেরা যাবে না পাতাল কারাগারে।

কীসে টান দিয়ে ফেলেছে, দেখল টেমু। দেয়ালের গায়ে বানানো বিশেষ একটা আংটা। ওটা ধরে বেশ কয়েকবার নাড়াল সে, কিন্তু সুড়ঙ্গমুখ খুলল না আর। তারমানে ওটা শুধু উপর থেকেই খোলা যায়, নিচ থেকে না।

আবার নামতে শুরু করল ওরা।

সুড়ঙ্গটা বেশ গভীর। একসময় টের পেল খিয়ান, সুড়ঙ্গের তলদেশে হাজির হয়ে গেছে, কিন্তু পায়ের নিচে মাটির স্পর্শ নেই। মশালটা নিচু করে ধরল সে। সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের খাঁচায়

BanglaBook.org

জোরে বাড়ি মারল হৃৎপিণ্ডটা।

অনেকগুলো কঙ্কাল, বলা ভালো মরা মানুষের অনেকগুলো হাড়গোড় পড়ে আছে স্তূপ হয়ে। এতক্ষণে বোঝা গেল কেন এই সুড়ঙ্গের নাম হয়েছে মৃত্যুকূপ।

খিয়ান যে-প্রকোষ্ঠে ছিল, সেখানকার সব অথবা কোনও কোনও কয়েদিকে হত্যা করা হয়েছে সেখানেই, তারপর মৃতদেহ ফেলে দেয়া হয়েছে এই সুড়ঙ্গে। বছরের পর বছর ধরে ঘটেছে ওই ঘটনা, তাই কঙ্কালের এই স্তূপ জমেছে সুড়ঙ্গের তলদেশে। একই কারণে বাজে গন্ধের গুমট বাতাসে ভারী হয়ে আছে আশপাশ।

ফারাওদের গুপ্তহত্যার ব্যাপারে শুনেছিল খিয়ান, আজ প্রমাণ পেল।

'এগিয়ে যান, ভাই,' পেছন থেকে নিচু গলায় বলল টেমু। 'দুর্গন্ধে দম আটকে আসছে আমার।'

জুতোর নিচে মড়মড় শব্দ হচ্ছে হাড়ের, সেসব উপেক্ষা করে টানেল ধরে এগিয়ে চলল খিয়ান। নিচু করে ধরে আছে মশাল—যে-কোনও জায়গায় চোরাগর্ত থাকতে পারে। সাপ অথবা অন্য কোনও ক্ষতিকর প্রাণীর থাকার সম্ভাবনাও আছে। খেয়াল করল, টানেলটা অপ্রশস্ত, দু'দিকের দেয়াল যেন চেপে আসতে চাইছে। এগোতে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে বার বার ঘষা খাচ্ছে কাঁধ, গতি কমে যাচ্ছে। আরও বড় কথা, একটানা এগোয়নি টানেলটা, বরং সাপের মতো এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে।

একটা করে বাঁক পার হচ্ছে খিয়ান, ওর মনে হচ্ছে পরের বাঁকে দেখা পাওয়া যাবে অতিপ্রাকৃত কোনও জন্তুর। অথবা হয়তো দেখা যাবে ওদের পথ রোধ করে শুয়ে আছে বিশাল কোনও সাপ।

BanglaBook.org

কিন্তু সে-রকম কিছু ঘটল না।

টানেলের শেষপ্রান্তে এসে ওর মনে হলো, সামনে আলো দেখা যাচ্ছে। মশালটা নিভিয়ে ফেলল সে, পাছে ওটার আলো ফাঁস করে দেয় ওদের উপস্থিতি। ঘাড় ঘুরিয়ে ফিসফিস করে সাবধান থাকার কথা বলল টেমুকে।

একটা নর্দমায় হাজির হয়েছে ওরা। দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা পানিতে সয়লাব হয়ে আছে আশপাশ। খিয়ান ভেবেছিল টানেলের মতো এই নর্দমাও অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েছে। কিন্তু মাত্র দশ-বারো কদম যাওয়ার পরই শেষ হয়ে গেল সেটা। এখন সামনে খোলা একটুখানি জায়গা, তারপরই শুরু হয়েছে গ্র্যানিটের ব্লক দিয়ে বানানো বেড়িবাঁধের দেয়াল।

হামাগুড়ি দিতে শুরু করল খিয়ান, যতটা নিঃশব্দে সম্ভব এগিয়ে যাচ্ছে বাঁধের দিকে। ধুকপুক করছে ওর বুকের ভিতরে—প্রাসাদের প্রহরীদের কেউ যদি দেখে ফেলে ওদেরকে তা হলে...

দুই মানুষ সমান উঁচু গ্র্যানিটের-দেয়ালের কাছে হাজির হলো খিয়ান আর টেমু। দেয়ালের বিভিন্ন খাঁজে হাত ও পায়ের আঙুল গুঁজে দিয়ে উঠতে শুরু করল উপরে। বাঁধের উপর উঠে আসতে বেশি সময় লাগল না। অনতিদূরে নীল নদের পানি চকচক করছে তারার আলোয়।

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল খিয়ান, ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে, মুখ হাঁ করে দম নিচ্ছে। 'কোনও নৌকা তো দেখতে পাচ্ছি না?'

'সঠিক পথ বাতলে দিয়ে বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছাতে কারাধ্যক্ষ সাহায্য করেছেন আমাদেরকে, আমার মনে হয় না উপযুক্ত সময়ে নৌকা না পাঠিয়ে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন তিনি।'

'নেহাত কপালজোরে কোন্ জায়গা পার হয়ে এসেছি

BanglaBook.org

আমরা, জানেন?'

'না, জানি না। কোন্ জায়গা?'

'এই বাঁধ ডিঙিয়ে কেউ যাতে ঢুকে পড়তে না পারে প্রাসাদে, সেজন্য বাঁধের নিচে লালনপালন করা হয় কুমির। ওদের দিকে নির্দিষ্ট সময় পর পর খাবার ছুঁড়ে দেয় প্রাসাদের প্রহরীরা। এভাবে খোলা জায়গায় যদি বেশিক্ষণ থাকি আমরা, তা হলে প্রহরীরা দেখে ফেলতে পারে আমাদেরকে। আবার আমাদের উপস্থিতি যদি টের পায় কোনও কুমির...' কথা শেষ করতে পারল না খিয়ান, কারণ দাঁড় টানার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। নীল নদের দিকে তাকাল।

ছোট মাস্তুলের একটা নৌকা এগিয়ে আসছে ধীর গতিতে। যেখানে শুয়ে আছে খিয়ান আর টেমু, সে-জায়গার ঠিক নিচেই বাঁধের কিনারা ঘেঁষে থামল ওটা।

একটা লোকের ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে নৌকার ভিতরে। নৌকার একদিকের কিনারার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে, হাতে জাল। জায়গামতো গিয়ে জাল ফেলল নদে। নিচু আওয়াজে শিস বাজাচ্ছে; ভাবখানা এমন, যেন খুব খুশি সে।

একই সুরে পাল্টা শিস বাজিয়ে নিজেদের উপস্থিতির জানান দিল টেমু। শিস বাজানো বন্ধ হলো নৌকার লোকটার। এবার নিচু গলায় একটা গান গাইছে সে। এই এলাকার জেলেদের মধ্যে গানটা বেশ জনপ্রিয়।

গানের শেষ লাইনটা এ-রকম:

আয়, আয়, মাছ, লাফিয়ে উঠে আমার নৌকায় এসে পড়।

উঠল খিয়ান, হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে। এবার বাঁধের এ-দিকের দেয়াল বেয়ে নামছে। কিছুদূর নামার পর হাত সরিয়ে নিল দেয়ালের খাঁজ থেকে, লাফিয়ে নামল নৌকায়। একই কায়দা অবলম্বন করতে গেল টেমু, কিন্তু পারল না ঠিকমতো।

BanglaBook.org

ওকে যদি সময়মতো ধরে না ফেলত খিয়ান, তা হলে পানিতে পড়ে যেত বেচারা।

নদী থেকে চটপট জাল তুলে ফেলল অচেনা লোকটা। বলল, 'পাল তুলতে সাহায্য করুন আমাকে। উত্তরদিক থেকে জোরালো হাওয়া বইছে। কাজেই দক্ষিণদিকে পালাতে হবে আমাদেরকে।'

কণ্ঠটা পরিচিত বলে মনে হচ্ছে না?

এগিয়ে গেল খিয়ান, ভালোমতো তাকাল লোকটার দিকে। চমকে উঠল।

কারাধ্যক্ষ স্বয়ং!

'জলদি করুন, যুবরাজ,' জরুরি গলায় বললেন তিনি। 'কারাগারের ফাঁকফোকর দিয়ে আলোর নাচন দেখতে পাচ্ছি আমি। ওরা হয়তো ইতোমধ্যেই জেনে গেছে, আপনারা পালিয়েছেন। হয়তো ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে গুপ্তচররা।' বৈঠা দিয়ে ঠেলা মেরে নৌকাটা সরিয়ে নিচ্ছেন বাঁধের কাছ থেকে।

দ্রুত হাতে পাল তুলে দিল খিয়ান আর টেমু। শক্তিশালী বাতাসের ধাক্কায় ফুলে উঠল পাল। পানি কেটে তরতর করে এগোচ্ছে ওটা। মাঝনদীতে হাজির হতে সময় লাগল না।

'আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন?' কারাধ্যক্ষকে জিজ্ঞেস করল খিয়ান।

'না, যুবরাজ। বউ-বাচ্চা আছে আমার।'

'আজ যে-উপকার করলেন আমার, দেবতারা একদিন তার পুরস্কার দেবেন আপনাকে।'

'পুরস্কার ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছি আমি। গত দশটা বছর ধরে চাকরি করে যে-বেতন পেয়েছি, আজ একরাতেই কামিয়ে নিয়েছি তার কয়েকগুণ। টাকাটা কে দিয়েছেন আমাকে, দয়া করে জিজ্ঞেস করবেন না। ...আমার কী হবে তা নিয়েও

BanglaBook.org

ভাববেন না, কারণ লুকিয়ে থাকার মতো উপযুক্ত জায়গা আছে আমার। ইচ্ছা করলে সেখানে নিয়ে যেতে পারতাম আপনাদেরকে, তবে জায়গাটা আপনাদের থাকার উপযুক্ত না। তা ছাড়া একসঙ্গে এত লোক থাকতে গেলে শত্রুদের চোখে ধরা পড়ে যেতে পারি।'

একটানা বেশ কিছুক্ষণ দাঁড় বেয়ে নীল নদের একদিকের তীরে নৌকাটা নিয়ে গেলেন কারাধ্যক্ষ, তারপর লাফিয়ে নেমে পড়লেন। এই জায়গায় নিচু জাতের অনেক লোক বাস করে।

'এগিয়ে যেতে হবে আপনাদের দু'জনকে,' কর্দমাক্ত তীরে দাঁড়িয়ে বললেন তিনি। 'দেয়ার মতো একটাই উপদেশ আছে আমার: ধৈর্য, সাহস আর বুদ্ধি দিয়ে বিপদের মোকাবেলা করবেন।'

মাথা ঝাঁকাল খিয়ান।

'মাছ ধরার জাল আছে নৌকায়,' বলে চললেন কারাধ্যক্ষ। 'জেলেরা পরে, সে-রকম কিছু কাপড়ও আছে। ভোর হওয়ার আগেই ওগুলো পরে নেবেন। নীল নদের বাতাস ততক্ষণে ট্যানিস থেকে হয়তো অনেকদূরে নিয়ে যাবে আপনাদেরকে। ...আমার জন্য প্রার্থনা করবেন, আমিও প্রার্থনা করবো আপনাদের জন্য।'

'ঠিক আছে।'

'যুবরাজ, হাল ধরুন, মাঝনদীতে নিয়ে যান নৌকাটা। ওখানে থাকলে এত রাতে কেউ দেখতে পাবে না আপনাদেরকে। ...বিদায়।'

'বিদায়,' বলল খিয়ান। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'অনেকদিন পর ভালো একজন লোকের দেখা পেলাম, যদিও লোকটা ঘুষ খেয়েছে।'

BanglaBook.org

সতেরো

রয়ের মৃত্যু

নীল নদের বুক চিরে সারারাত ধরে এগোল ওরা।

উত্তুরে জোরালো বাতাসটা একভাবে বয়েছে সারাটা সময়, তাই ভোরের আলো যখন ফুটছে ততক্ষণে ট্যানিস থেকে অনেক লীগ দূরে চলে এসেছে ওরা। নদীতে একবার দূরের একটা নৌকায় আলো জ্বলতে দেখেছে, সম্ভবত পিছু ধাওয়া করা হচ্ছিল ওদেরকে। তবে হঠাৎ করেই হারিয়ে যায় আলোটা।

আকাশে ধূসর আলো দেখামাত্র জেলেদের কাপড় পরে নিয়েছে ওরা। সকালে ওদেরকে যারা দেখল তারা ভাবল, জীবিকা নির্বাহ করতে বেরিয়েছে দুই জেলে। কারণ নীল নদের দুই তীরে বাস-করা শত শত জেলে সকাল হতে-না-হতেই জাল আর নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে প্রতিদিন—নৌকাভর্তি মাছ নিয়ে যত তাড়াতাড়ি বাজারে যাওয়া যায় তত লাভ। আবার কেউ কেউ ভাবল, রাতারাতি মাছ বেচা হয়ে গেছে খিয়ান আর টেমুর, এখন ফিরে যাচ্ছে দূরের কোনও জেলেগ্রামে।

ইতোমধ্যে নৌকা চালানোর কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছে খিয়ান।

যাত্রা শুরু করার পর দ্বিতীয় দিন রাতের-বেলায় বেশ কয়েকটা জাহাজ দেখল ওরা—যেন সদর্পে এগিয়ে যাচ্ছে

BanglaBook.org

ট্যানিসের দিকে।

পাল নামিয়ে ফেলল ওরা, দাঁড় বেয়ে নৌকা নিয়ে গেল তীরের কাছাকাছি। যতক্ষণ পর্যন্ত না দূরে চলে গেল জাহাজগুলো, ততক্ষণ লুকিয়ে থাকল নলখাগড়ার ঝোপের আড়ালে অগভীর পানিতে।

একসঙ্গে এতগুলো জাহাজ দেখে সন্দেহ হলো খিয়ানের, ওগুলো আসলে রণতরী, কিন্তু অন্ধকারের কারণে নিশ্চিত হতে পারল না সে।

প্রতিটা জাহাজের গলুই আর পেছনদিকে ঝুলছে একটা করে জ্বলন্ত লণ্ঠন। আদেশের সুরে কথা বলছে কারা যেন, নিশুতি রাতে এত দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে সে-আওয়াজ। হেঁড়ে গলায় গান জুড়ে দিয়েছে জাহাজের যাত্রীরা; যা, যতটা না জেলেদের তারচেয়ে বেশি আপেপির সৈন্যদের মানায়।

আরও একবার সন্দেহ হলো খিয়ানের: জাহাজ বোঝাই করে সৈন্য পাঠানো হয়নি তো মেমফিসে? যে-উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল ওদেরকে, ওরা কি তা শেষ করে ফিরে যাচ্ছে?

মনে পড়ে গেল ওর বাবার দরবারে কী শুনেছিল সে। মনে পড়ে গেল, উজির অ্যানাথের সঙ্গে যখন কথা বলছিল তখন জানালা দিয়ে দেখেছিল রওয়ানা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কতগুলো রণতরী।

ঘাবড়ে গেল সে।

'ভাই রাসা, ভয় পাচ্ছেন কেন?' খিয়ানের মনের কথা পড়তে পেরে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল টেমু।

'আমরা বোধহয় দেরি করে ফেলেছি, টেমু। আর...আমি আসলে মহাফেজ রাসা না। আমি রাজা আপেপির ছেলে যুবরাজ খিয়ান। মিশরের রানি হিসেবে পরিচিত নেফ্‌রার সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বাগ্দান হয়েছে আমার, ওকে বিয়ে করবো বলে

BanglaBook.org

কথা দিয়েছি।'

'বলেন কী! কিন্তু...রানি নেফ্‌রাকে তো আপনার বাবা...'

'জানি,' বাধা দিয়ে বলে উঠল খিয়ান।

'পাতাল কারাগারে আপনার বন্দি হওয়ার কারণ কী?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল খিয়ান। 'বাবা যখন জানতে পারলেন নেফ্‌রাকে বিয়ে করার ব্যাপারে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়েছি আমি, তখন আমার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তুলে আমাকে কয়েদ করার আদেশ দেন। তিনি বলেছেন যেদিন বিয়ে করবেন নেফ্‌রাকে সেদিনই নাকি শিরশ্ছেদ করা হবে আমার।'

'এখন কী করবেন আপনি?'

'ঝুঁকি নিয়ে হলেও মেমফিসে যেতে হবে আমাদের। জানতে হবে কী হয়েছে নেফ্‌রার।'

'যুবরাজ খিয়ান, একটা কথা বলি। আমার মনে হয় না এত তাড়াহুড়ো করার কিছু আছে। কারণ খবর জোগাড় করার লৌকিক-অলৌকিক দু'রকম উপায়ই আছে মহান সাধু রয়ের। ওই জাহাজগুলো যদি আসলেই রণতরী হয়, আমার মনে হয় ওগুলো ট্যানিস ছেড়ে রওনা দেয়ার আগেই খবর পৌঁছে গেছে তাঁর কাছে।'

খিয়ান কিছু বলল না। আরও বেশ কিছুক্ষণ লুকিয়ে থাকার পর আবার শুরু হলো ওদের যাত্রা।

ভোরের আলো ফোটার পর তালগাছের সেই বাগানে গিয়ে দাঁড়াল খিয়ান, যেখানে একদিন ছদ্মবেশে ওর কাছে হাজির হয়েছিল নেফ্‌রা। নীল নদের তীরে একজায়গায় নৌকাটা লুকিয়ে রেখে ওর পাশে এসে দাঁড়াল টেমু।

ওদের দু'জনের পরনেই এখন লম্বা আলখাল্লা। নৌকায় কাপড় খুঁজতে গিয়ে তলোয়ারও পেয়ে গিয়েছিল ওরা, এখন দু'জনে আলখাল্লার নিচে দুটো তলোয়ার বহন করছে। রোদে

BanglaBook.org

মরুর বালি তেতে ওঠার আগেই প্রকাণ্ড স্ফিংসটার দিকে এগোতে শুরু করল সন্তর্পণে।

ওটা পার হয়ে হাজির হলো মন্দিরের কাছে। কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এমনকী দূরে চাষের জমিতে যারা কাজ করত তারাও উধাও। জমির ফসল মাড়িয়ে দিয়ে গেছে একদল মানুষ অথবা কোনও বুনো জন্তুর পাল।

আবারও ঘাবড়ে গেল খিয়ান, দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে টেমুর চেহারাতেও। একটা গোপন পথ ধরে ঢুকে পড়ল ওরা মন্দিরের ভিতরে। বিশাল হলটাতে হাজির হতে সময় লাগল না। চারদিক সুনসান, কোথাও কেউ নেই। অন্তত সে-রকমই মনে হচ্ছে।

শুধু আরেকদিকের একটা গোপন পথের কাছে পড়ে আছে কয়েকজন সৈন্যের লাশ।

খিয়ান হঠাৎ খেয়াল করল, হলের দূরবর্তী কোনায়, বেদীর উপর, সিংহাসনের মতো দেখতে একটা চেয়ারে বসে আছেন সাদা রোব-পরা কেউ একজন, তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যুদেবতা ওসিরিসের মূর্তি। এবার দ্রুত পা চালাল সে। ওর পিছু নিল টেমু। বেদীর কাছে গিয়ে দাঁড়ানোমাত্র বুঝল ওরা, চেয়ারে বসে আছেন সাধু রয়।

তিনি কি আসলেই রয়? নাকি ওটা তাঁর ভূত? পুরোহিতদের মতো যে-রোব পরেন তিনি সবসময়, তা-ই দেখা যাচ্ছে তাঁর পরনে; লম্বা দাড়ি ঝুলে নেমে এসেছে বুকের উপর, এমনকী মাথাটাও ঝুলে পড়েছে। তিনি কি ঘুমাচ্ছেন?

'উঠুন, মহান সাধু,' নিচু গলায় ডাক দিল খিয়ান।

রয় নড়লেন না।

বেদীর উপর উঠে পড়ল ওরা দু'জনে, অল্প অল্প কাঁপছে। চেয়ারের কাছে গিয়ে ভালোমতো তাকাল রয়ের চেহারার দিকে।

মারা গেছেন তিনি। শরীরের কোথাও কোনও ক্ষত নেই।

BanglaBook.org

কিন্তু তারপরও কোনও সন্দেহ নেই, তিনি মারা গেছেন। ঠাণ্ডা হয়ে আছে মরদেহ।

'দেবতা ওসিরিস তাঁর নিজের কাছে নিয়ে গেছেন মহান সাধুকে,' বলল খিয়ান। 'চলুন খুঁজে দেখি অন্য কাউকে পাওয়া যায় কি না।'

খুঁজল ওরা, কিন্তু কাউকে পেল না। নেফ্‌রার ঘরে গেল ওরা। এদিকওদিক তাকালে জোরজবরদস্তির কোনও নমুনা দেখা যায় না, অথচ নেফ্‌রা নেই। এমনকী ওর কাপড়গুলোও উধাও। অন্য ঘরগুলোরও প্রায় একই অবস্থা—ঘরের বাসিন্দারাও নেই, তাদের কাপড়ও নেই।

'চলুন বাইরে যাই,' বলল খিয়ান। 'ওরা হয়তো গোপন সমাধিগুলোর ভিতরে লুকিয়ে আছে।'

মন্দির ছেড়ে বের হলো ওরা, ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু চারদিক আগের মতোই খাঁ খাঁ করছে। পায়ের ছাপ খুঁজল ওরা; কিন্তু সে-রকম কোনওকিছু যদি থেকেও থাকে, মরুর বাতাস আগেই ঢেকে ফেলেছে বালি দিয়ে। শেষপর্যন্ত হতাশ হয়ে সবচেয়ে বড় পিরামিডের ছায়ায় বসে পড়ল দু'জনে।

রয় মারা গেছেন, বাকিরা চলে গেছে। কেন গেছে, বুঝতে পারছে খিয়ান। কিন্তু কোথায় গেছে? কাল রাতে যে-জাহাজগুলোকে ট্যানিসের দিকে যেতে দেখেছে, ওগুলোতে বন্দি অবস্থায় ছিল না তো নেফ্‌রা এবং অন্যরা? নাকি ইতোমধ্যে হত্যা করে গুম করা হয়েছে সবার লাশ? যদি তা-ই হয়, কোথাও হত্যাকাণ্ডের আলামত অথবা ভ্রাতৃসঙ্ঘের কোনও সদস্যের লাশ নেই কেন?

ওগুলো নিয়ে কথা বলল ওরা, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারল না।

'এখন কী করবো আমরা, যুবরাজ?' জিজ্ঞেস করল টেমু।

BanglaBook.org

আমাদের খাবার প্রায় শেষ। এখানে এই পিরামিডের পাদদেশে সে থেকে সারারাত কাটিয়ে দেয়াটাও সম্ভব না।'

'মন্দিরেই লুকিয়ে থাকতে হবে মনে হচ্ছে, অন্তত আজকের রাতটা। ...আমার মনে হয় ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের সবাই পালিয়ে গেছে। সম্ভবত আগেই খবর পেয়ে গিয়েছিল, হামলা করতে আসছে আপেপির সৈন্যরা।'

'কিন্তু পালিয়ে কোথায় গেছে?'

'মনে হয় ব্যাবিলনের রাজার কাছে। লর্ড টাউ আর দানব রু সে-রকম আভাসই দিয়েছিলেন আমাকে। ...আমাদেরকেও যেতে হবে সেখানে।'

'আমাদের সঙ্গে খাবার নেই, কোনও উট বা ঘোড়াও নেই। এরপরও আপনি যেতে চাইছেন ব্যাবিলনে?'

'কোনও উপায় নেই, টেমু। নেফ্‌রার জন্য আমি মরিয়া।'

'আমার কাছে বেশকিছু স্বর্ণমুদ্রা আছে। ট্যানিসের রাজদরবারের যে-অফিসারের কথা বলেছি, তিনি ওগুলো দিয়েছেন আমাকে। কিছু রত্নপাথরও দিয়েছেন। দরকার হলে ওসব কাজে লাগাতে পারবো।'

'ঠিক আছে। এখন চলুন মন্দিরে যাই।'

উঠে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে খাফ্‌রার পিরামিডের কাছে এসেছে দু'জনে, এমন সময় খিয়ানের মনে হলো, কারা যেন কথা বলছে অনতিদূরে কোথাও। এদিকওদিক তাকাতে লাগল সে।

কিছুটা দূরে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট একটা পিরামিড, কোনও যুবরাজের সমাধি ওটা। সেখানে এককোনায় দেখা যাচ্ছে এক কৃষ্ণাঙ্গ লোককে। বালির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ওর, ভাব দেখে মনে হচ্ছে কিছু খুঁজছে।

'বড়জোর এক ঘণ্টা আগে এদিক দিয়েই গেছে ওরা

BanglaBook.org

দু'জনে,' বলে উঠল লোকটা।

টেমুকে নিয়ে চট করে লুকিয়ে পড়ল খিয়ান। বুঝতে পারছে, ওদের দু'জনের কথাই বলছে কৃষ্ণাঙ্গ লোকটা। আর কী বলে সে, অথবা ওর সঙ্গের কেউ কোনও জবাব দেয় কি না, জানার জন্য কান খাড়া করল খিয়ান।

না, অন্য কেউ কিছু বলল না, তবে অস্ত্রের ঝনঝনানি তুলে পিরামিডটার কোনা ঘুরে বেরিয়ে এল চল্লিশ-পঞ্চাশজন সৈন্য। ওদেরকে একনজর দেখে রক্ত যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল খিয়ানের। ওরা সবাই রাজা আপেপির সৈন্য!

'আমাদের উপস্থিতি ফাঁস হয়ে গেছে ওদের কাছে,' খিয়ানের কানে ফিসফিস করে বলল টেমু। 'আমাদেরকে অনুসরণ করছে ওরা। পালাতে হবে আমাদেরকে, নইলে ওদের হাতে যদি ধরা পড়ি তা হলে মরতে হবে নির্ঘাত।'

কথা বলতে বলতে নিজের অজান্তেই নড়ে উঠেছিল টেমু, সেই নড়াচড়া নজরে পড়ে গেল কৃষ্ণাঙ্গ লোকটার। হাতেধরা বর্শার ইশারায় দেখিয়ে দিল সে কোথায় লুকিয়ে আছে খিয়ান আর টেমু। সঙ্গে সঙ্গে রণহুঙ্কার ছেড়ে দৌড় দিল আপেপির কয়েকজন সৈন্য। বাকিরা নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর ওরাও হইহই করতে করতে ছুট লাগাল। এদিকেই আসছে ওরা সবাই।

একটা কথা মনে পড়ে গেল খিয়ানের। ভয়ে পাথর হয়ে যাওয়া টেমুর হাত ধরে টান দিয়ে বলল, 'জলদি! আমার পিছন পিছন আসুন!'

একদৌড়ে খাফ্‌রার পিরামিডের দক্ষিণদিকের ঢালের কাছে হাজির হলো খিয়ান। ওর পিছনে আঠার মতো সেঁটে আছে টেমু। বালির উপর পড়ে-থাকা বিশেষ সেই পাথরটা খুঁজে নিল খিয়ান, আরও একবার ওর সঙ্গে থাকতে বলল টেমুকে। তারপর

BanglaBook.org

উঠতে শুরু করল পিরামিডের ঢাল বেয়ে। প্রাণভয়ে একই কাজ করছে টেমুও।

পিরামিডে চড়ায় খিয়ান দক্ষ, কিন্তু টেমু সেভাবে পারে না কাজটা; কয়েকবার পড়ে যাচ্ছিল সে আরেকটু হলেই। প্রতিবারই ওর চুল ধরে টেনে ওকে পতনের হাত থেকে বাঁচাল খিয়ান, একইসঙ্গে বজায় রাখল নিজের ভারসাম্য। কাজটা করতে গিয়ে ওঠার গতি কমে গেল, তারপরও সৈন্যরা যখন হাজির হলো দক্ষিণদিকের ঢালের কাছে ততক্ষণে ওদের তলোয়ার বা বর্শার নাগালের বাইরে চলে এসেছে খিয়ান আর টেমু।

নতুন একটা সমস্যা দেখা দিল এমন সময়। কিছুতেই মনে করতে পারছে না খিয়ান, পিরামিডের ভিতরে ঢুকে পড়ার জন্য ওকে ঠিক কোন্ পাথরটা চিনিয়েছিল নেফ্রা। ডানে-বাঁয়ে দেখছে সে, নিজের ভারসাম্য বজায় রেখে প্রায় প্রতিটা পাথরের ব্লক হাতড়াচ্ছে, কিন্তু প্যাসেজে ঢোকার মুখটা খুলতে পারছে না।

আশ্চর্য একটা ঘটনা ঘটল হঠাৎ। যেন জাদুমন্ত্রবলে সরে গেল একজায়গার একটা পাথর, দেখা যাচ্ছে প্যাসেজের প্রবেশমুখ। একটা প্রদীপ জ্বলছে কিছুটা ভিতরে।

পাথরটা কীভাবে সরে গেছে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার অবকাশ নেই খিয়ানের, কারণ পিরামিডের পাদদেশে দাঁড়িয়ে-থাকা সৈন্যরা তীর মারার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঝটপট ঢুকে পড়ল সে প্যাসেজের ভিতরে, টেনেহিঁচড়ে টেমুকেও নিয়ে এল। তারপর যত জলদি সম্ভব বন্ধ করে দিল প্যাসেজের প্রবেশমুখ।

হাঁপাচ্ছে খিয়ান, এদিকওদিক তাকাচ্ছে। প্রদীপের অনুজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল, অনতিদূরে প্যাসেজের মেঝেতে বসে আছে একটা ছায়ামূর্তি।

চমকে উঠল খিয়ান। তারমানে...হঠাৎ করেই প্যাসেজের

BanglaBook.org

প্রবেশমুখ খুলে যাওয়াটা ভৌতিক ঘটনা ছিল?

নড়ে উঠল ছায়ামূর্তিটা, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে।

আলখাল্লার নিচে রাখা তলোয়ারের বাঁট স্পর্শ করল খিয়ান।

কাছে চলে এসেছে ছায়ামূর্তিটা। আর কয়েকটা মুহূর্ত...তারপরই তলোয়ার বের করবে খিয়ান...

'স্বাগতম, লর্ড!' কথা বলে উঠল ছায়ামূর্তিটা। 'মহান সাধু রয় আমাকে বলেছিলেন, আপনি ফিরে আসবেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়েছে। কোথায় লুকিয়ে থেকে নজর রাখতে হবে আমাকে, তা-ও বলে দিয়েছিলেন। একেই বলে দিব্যদৃষ্টি!'

এতক্ষণে চোখে অন্ধকার সয়ে গেছে খিয়ানের। ছায়ামূর্তিকে চিনতে এখন আর অসুবিধা হচ্ছে না ওর।

পিরামিডের সর্দার।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর খিয়ান বলল, 'পিরামিডের দেয়াল ভেদ করে আমাদের উপর নজর রাখছিলেন কীভাবে?'

'সহজ, লর্ড, দেখিয়ে দিচ্ছি। মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। বুকে-পেটে হেঁটে এগিয়ে যান প্যাসেজের প্রবেশমুখের কাছে, ছোট্ট ওই ফোকরটার দিকে। ...দেখতে পেয়েছেন? ওটার উপরে আরেকটা ফোকর আছে, ইচ্ছা করলে উঠে দাঁড়িয়ে ওটা দিয়েও বাইরে তাকাতে পারেন।'

সর্দারের কথামতো কাজ করল খিয়ান। বুঝতে পারছে, আপাতদৃষ্টিতে যেগুলো ফোকর বলে মনে হচ্ছে সেগুলো আসলে পিরামিডের গায়ে তির্যকভাবে বসানো কয়েকটা নল। খুব চাতুর্যের সঙ্গে বসানো হয়েছে ওগুলো। নলে চোখ লাগালে পিরামিডের পাদদেশে কী হচ্ছে তা দেখা যায় সহজেই।

খিয়ান দেখছে, পিরামিডের পাদদেশে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে কয়েকজন সৈন্য। কেউ কেউ হাঁপাচ্ছে। সমানে হাত নাড়ছে কৃষ্ণাঙ্গ লোকটা, কী যেন বোঝানোর চেষ্টা করছে ওর

BanglaBook.org

কাছে-দাঁড়ানো কয়েকজন সৈন্যকে। আঙুলের ইশারায় উপরের দিকে দেখাল কয়েকবার।

লোকটার কথা শুনে রেগে গেল সৈন্যদের ক্যাপ্টেন, নিজের শার হাতল দিয়ে জোরে বাড়ি মারল লোকটাকে—নিজেদের ব্যর্থতার ঝাল ঝাড়ল। ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে এ-রকম ব্যবহার আশা করেনি কৃষ্ণাঙ্গ লোকটা, প্রচণ্ড ব্যথায় থতমত খেয়ে গেল সে। হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল বালির উপর।

পিরামিড ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করেছে কয়েকজন সৈন্য, ভিতরে ঢুকে পড়ার কোনও উপায় আছে কি না দেখছে সম্ভবত। একদিকের ঢাল বেয়ে উঠে আসার চেষ্টাও করছে কয়েকজন। বেশ কিছুদূর উঠতে পারল একটা সৈন্য, তারপরই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল, গাছ থেকে খসে-পড়া ফলের মতো আছড়ে পড়ল পিরামিডের পাদদেশে। ওকে ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন, ব্যথায় কাতরাচ্ছে সে।

চিৎকার করছে ক্যাপ্টেন, নতুন কোনও আদেশ জারি করছে সম্ভবত। অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে ওর কণ্ঠ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল সৈন্যদের বড় একটা অংশ। প্রাচীন সমাধিগুলোর ভিতরে কেউ লুকিয়ে আছে কি না দেখতে গেছে সম্ভবত, ভাবল খিয়ান।

সঙ্গের কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে পিরামিডের পাদদেশে বালির উপর বসে পড়ল ক্যাপ্টেন, নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করছে। ওরা বোধহয় এখনও বুঝতে পারেনি, কীভাবে এত দ্রুত ধাও হয়ে গেল খিয়ান আর টেমু।

রাত নামল একসময়। এখনও আগের জায়গাতেই আছে ক্যাপ্টেন আর ওর সঙ্গীরা। আগুন জ্বালিয়েছে ওরা, ছোট করে ক্যাম্প করেছে।

নির্দিষ্ট সময় পর পর নলে চোখ লাগিয়ে সৈন্যদের অবস্থা

BanglaBook.org

দেখছে খিয়ান। বুঝতে পারছে, পিরামিডের ভিতরে আটকা পড়ে গেছে ওরা, এবং এভাবেই কাটাতে হবে কয়েকটা দিন।

নলের কাছ থেকে সরে এল সে, পিরামিডের সর্দারের কাছে গিয়ে বসল। বলল, 'ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের কী হয়েছে, বলুন তো। আর আপনিই বা এই পিরামিডের ভিতরে একা কী করছিলেন?'

'লম্বা কাহিনি,' বললেন সর্দার, 'ট্যানিসের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন আপনি। সেদিনই খবর এল, রাজা আপেপি নাকি হামলা চালাবেন মেমফিসে। ডাকা হলো ভ্রাতৃসঙ্ঘের সব সদস্যকে। নারী, শিশু আর যেসব বুড়ো লোক দীর্ঘ যাত্রা করতে অক্ষম তাদেরকে মরুভূমি অতিক্রম করে দক্ষিণদিকে চলে যেতে বলা হলো। বাকি সবাই সেদিন রাতে চুপিসারে চলে গেলেন এখান থেকে।'

'নেফ্‌রার কী হয়েছে?'

'তিনিও চলে গেছেন, তবে প্রথম দলটার সঙ্গে না। একটানা অনেকদিন পথ চলতে যাতে সমস্যা না হয় সেজন্য গাধার পিঠে তাঁবু এবং অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়েছেন তাঁরা। আর...একটা সমাধি খুঁড়ে ভিতর থেকে কফিনসহ মমি বের করে সেটাও সঙ্গে নিয়েছেন। আমার ধারণা মমিটা লেডি নেফ্‌রার মা'র।'

'আপনি গেলেন না কেন?'

'দুটো কারণে। এক, পিরামিডের সর্দার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের সময় শপথ করেছি, যা-ই ঘটুক না কেন এই পিরামিডগুলো ছেড়ে পালিয়ে যাবো না কখনও। প্রতিজ্ঞাটা যদি ভঙ্গ করি, দেবতাদের অভিশাপ নামবে আমার পরিবারের উপর। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো আমরা।'

'দ্বিতীয় কারণটা কী?'

'লেডি নেফ্‌রা চলে যাওয়ার আগে আমাকে আদেশ

BanglaBook.org

করেছেন, আমি যেন পবিত্র ভূমির আশপাশেই থাকি; এবং খাবার, পানি, মদ, তেল, আগুন জ্বালানোর সরঞ্জাম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস মজুদ রাখি এই পিরামিডে। তিনি আরও বলেছেন, যদি আপনি আসেন...আমার মনে হয় তিনি ধরেই নিয়েছিলেন আপনি একদিন-না-একদিন আসবেন...এবং যদি আপনি বিপদে পড়েন তা হলে আপনাকে যেন লুকিয়ে ফেলি এই পিরামিডের ভিতরে, আপনার সেবাযত্ন করি।'

'কিন্তু নেফ্‌রা গেছে কোথায়?'

'ব্যাবিলনে, তাঁর নানা রাজা ডিটানাহ্‌র কাছে। ও...আপনাকে বলার জন্য একটা কথা বলেছেন আমাকে লেডি নেফ্‌রা। যত জলদি সম্ভব আপনিও যেন চলে যান ব্যাবিলনে। সেখানে নিরাপত্তা পাবেন আপনি, বাঁচতে পারবেন রাজা আপেপির ক্রোধ থেকে।'

'সাধু রয় মারা গেলেন কীভাবে?'

'তাঁকে বিদায় জানিয়ে সবাই যখন চলে যাচ্ছে, তখন কেউ কেউ তাঁর জন্য পালকি আনার প্রস্তাব করল। কিন্তু রাজি হলেন না তিনি। বললেন, "না, আমার মরার সময় হয়েছে, অন্য কোনও পৃথিবীতে যাওয়ার সময় হয়েছে। সেখানে গিয়ে তোমাদের উপর নজর রাখবো আমি। আমার সঙ্ঘ যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছে, মরার আগপর্যন্ত সেখানেই থাকতে চাই।" তারপর লর্ড টাউকে ভ্রাতৃসঙ্ঘের দায়িত্ব দিলেন। আশীর্বাদ করলেন লেডি নেফ্‌রাকে। বললেন, "কখনও কখনও শান্তির চেয়ে যুদ্ধ জরুরি হয়ে যায়, কিন্তু সময়টা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আবার আগের মতো হয়ে যেতে হবে ভ্রাতৃসঙ্ঘের সব সদস্যকে।" '

'তারপর?'

'তারপর সবাই চলে গেল, শুধু থেকে গেলাম আমি। আমার

BanglaBook.org

উপর নজর পড়ল সাধু রয়ের। আমি কেন গেলাম না, জানতে চাইলেন। জবাবে, আপনাকে যা বলেছি একটু আগে, তাঁকেও তা-ই বললাম। তাঁকে ধরে তাঁর ঘরে নিয়ে যেতে বললেন আমাকে, তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগপর্যন্ত তাঁর দেখাশোনা করতে বললেন। সানন্দে রাজি হলাম। ওই কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজনীয় জিনিস একটা একটা করে নিয়ে এসেছি এখানে।

'ভ্রাতৃসঙ্ঘের সবাই চলে যাওয়ার সম্ভবত চারদিন পর এক বিকেলে কাজ শেষ হলো আমার। তারপর দেখতে গেলাম সাধু রয়ের কী অবস্থা। পানি খেতে চাইলেন তিনি, দিলাম। তখন কয়েকদিন ধরে শুধু পানি খাচ্ছেন তিনি, কোনও খাবার ছুঁয়েও দেখছেন না। তাঁকে ধরে বসিয়ে দিতে বললেন। পুরোহিতদের মতো যে-পোশাক পরেন, তা পরিয়ে দিতে বললেন। তারপর তাঁকে হলে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিতে বললেন বেদীর উপর তাঁর চেয়ারে।

' "শোনো," বললেন তিনি আমাকে, "আপেপির আদেশ অনুযায়ী আমাদেরকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার জন্য শত্রুরা আসছে। নীল নদের তীরে নেমেছে ওরা, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি ওদেরকে। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি চকচক করছে ওদের বর্শা। ...কোথাও লুকিয়ে পড়ো তুমি। চুপ করে শুধু দেখতে থাকো কী ঘটে। পরে সুযোগ বুঝে চলে যেয়ো ফারাও খাফ্‌রার পিরামিডে।"

'সাধু রয়ের কথামতো বেদীর কাছেই এমন এক জায়গায় লুকিয়ে পড়লাম, যেখানে আগে থেকে জানা না থাকলে আমাকে দেখতে পাবে না কেউ। ...কোথায় লুকিয়েছিলাম, জানেন? মৃত্যুদেবতা ওসিরিসের মূর্তির ভিতরে! বিশেষভাবে বানানো কব্জার সাহায্যে ওটার পেছনের দিকটা খোলা যায়, ভিতরে ঢুকে

BanglaBook.org

ডালা আটকে দিয়ে অনায়াসে দাঁড়িয়ে থাকা যায় ফাঁপা গহ্বরে। আমার মতো উচ্চতার কেউ, মূর্তির ছিদ্রযুক্ত অক্ষিকোটরে চোখ রাখতে পারবে সহজেই; সেখান দিয়ে দেখতে পাবে কী হচ্ছে হলের ভিতরে।

'ঘণ্টাখানেক পর সূর্য যখন ডুবছে, অন্ধকার হয়ে আসছিল হলের ভিতরটা। শুধু একদিকের জানালা দিয়ে তির্যক কমলা রোদ এসে পড়ছিল ঠিক যেখানে সাধু রয় বসে আছেন সেখানে। হঠাৎ ভেঙে খান খান হয়ে গেল হলের নীরবতা। কারণ কারা যেন চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে।

' "রাস্তা পেয়ে গেছি!" অনুপ্রবেশকারীদের কণ্ঠে যেন বিশ্বজয় করার খুশি। "এখানেই ঘাঁটি গেড়েছে ভ্রাতৃসঙ্ঘের সাদা ইঁদুররা।"

' "কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্তে লাল হয়ে যাবে ওরা সবাই!" বলল আরেকজন।

' "ওদের ভণ্ড নেতাটা নাকি জাদু জানে!" বলল তৃতীয় আরেকজন। "দেখা যাক লোকটার সেসব জাদু আমাদের বর্শাগুলোকে ঠেকাতে পারে কি না।"

'এসব বলাবলি করতে করতে একদল সৈন্য হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল হলের ভিতরে। চকচক করছে ওদের বর্ম, অনেকের হাতেই নগ্ন তলোয়ার। কিন্তু বেদীর দিকে যত এগিয়ে আসছে ওরা, তত কমছে ওদের উত্তেজনা ও কোলাহল। হলের ভিতরে ওদের জন্য অদৃশ্য এমন কিছু একটা ছিল, যা যেন আঘাত করেছে ওদেরকে, যেন মুহূর্তের মধ্যে শুষে নিয়েছে ওদের সব সাহস। বেদীর যত কাছে আসছে ওরা, একজন আরেকজনের সঙ্গে তত জড়াজড়ি করছে; ওদেরকে দেখে মৌচাকের মৌমাছির কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল আমার।

'এতক্ষণ ওসিরিসের মতোই স্থির হয়ে ছিলেন সাধু রয়, নড়ে

BanglaBook.org

উঠলেন এবার, শিরদাঁড়া সোজা করে বসলেন।

' "ভূত!" চেঁচিয়ে উঠল এক সৈন্য।

"না, ওটা দেবতা ওসিরিস নিজে!" বলল আরেকজন। "মানুষের বেশ ধারণ করেছেন!"

' "পবিত্র ভূমির পবিত্রতা নষ্ট করেছ তোমরা," ভয়-ধরানো কণ্ঠে বলে উঠলেন সাধু রয়। "দেবতাদের তলোয়ারের আঘাত নির্ধারিত হয়েছে তোমাদের জন্য। ...ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যদের খুন করতে এসেছ, না? খুঁজে দেখো কাউকে পাও কি না। রানি নেফ্‌রাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছ? খুঁজে দেখো তাঁকে পাও কি না। তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তোমাদের রাজা আপেপির ধ্বংসও অনিবার্য।"

'যখন কথা বলছেন তিনি তখন তির্যক রোদটা আরও বাঁকা হচ্ছে, আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে তাঁর উপর থেকে। ওটা শেষপর্যন্ত এসে পড়ল দেবতা ওসিরিসের মূর্তির উপর। না দেখেও টের পেলাম, অস্তগামী সূর্যের শেষ-আলোয় জ্বলজ্বল করে উঠল শ্বেতস্ফটিকে বানানো মৃত্যুদেবতার-ভয়ঙ্কর-মূর্তি। এবং, সম্ভবত, মূর্তির ছিদ্রযুক্ত অক্ষিকোটরের ভিতরে দেখা গেল আমার নিষ্পলক দুই চোখ।

'পাঁই করে ঘুরল বেদীর একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যরা। "পালাও! পালাও!" একসঙ্গে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে ওরা, ছুট লাগিয়েছে জান বাঁচানোর তাগিদে। ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে গিয়ে ওদের পায়ের নিচেই যে পিষ্ট হচ্ছে ওদের সহযোদ্ধারা, সে-ব্যাপারে খেয়াল নেই কারও। কে কার আগে বের হতে পারবে হল থেকে সে-প্রতিযোগিতায় যেন মত্ত ওরা।

'প্রতি মুহূর্তে অন্ধকার বাড়ছে হলের ভিতরে। বিশাল স্তম্ভগুলো যেন প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে হঠাৎ করেই, কারণ আতঙ্কিত হয়ে পালাতে গিয়ে পথ ভুল করছে সৈন্যরা, ওদের

BanglaBook.org

অনেকেই জোরে ধাক্কা খাচ্ছে স্তম্ভগুলোর সঙ্গে। হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে সহযোদ্ধাদের তলোয়ারের আঘাতে অথবা বর্শার খোঁচায় গুরুতরভাবে আহত হচ্ছে কেউ কেউ।

'হিংস্র মাংসাশীর তাড়া খেলে যেভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় তৃণভোজী জন্তুরা, কিছুক্ষণের মধ্যেই সেভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল আপেপির সৈন্যরা। ওদের অনেকে পালিয়ে গেল, কেউ কেউ মরে পড়ে থাকল হলের ভিতরে।

'একসময় আবার সুনসান নীরবতা নেমে এল আমার চারদিকে। মূর্তির ভিতর থেকে বের হলাম আমি, এগিয়ে গেলাম সাধু রয়ের দিকে। তাঁর একটা হাত ধরলাম। ঠাণ্ডা হয়ে আছে ওটা, ছেড়ে দেয়ামাত্র পড়ে গেল তাঁর কোলের উপর। বুকে কান লাগিয়ে তাঁর হৃৎস্পন্দন টের পাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ততক্ষণে চিরদিনের জন্য থেমে গেছে তাঁর হৃৎপিণ্ড।

'বেরিয়ে এলাম ভ্রাতৃসঙ্ঘের আস্তানার বাইরে। লুকিয়ে লুকিয়ে তালগাছের বাগানে গিয়ে দেখলাম, সৈন্যরা এত ভয় পেয়েছে যে, পড়িমরি করতে করতে জাহাজে চড়ছে, পালাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। সেখানেও হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে পানিতে পড়ে গেল বেশ কয়েকজন। ভারী বর্মের কারণে সাঁতরাতে পারল না, ডুবে মরল।

'তারপর এখানে ফিরে এলাম আমি। অপেক্ষায় থাকলাম কখন আসবেন আপনি।'

BanglaBook.org

আঠারো

পিরামিড-আরোহীদের ভাগ্য

খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল খিয়ান, টেমু আর পিরামিডের সর্দার। খিয়ান আর টেমু শুয়েছে ফারাও খাফ্‌রার শবপ্রকোষ্ঠে। শবাধারের একদিকে শুয়েছে খিয়ান, আরেকদিকে টেমু। পিরামিডের সর্দার বললেন, শবপ্রকোষ্ঠে থেকে সে-জায়গার পবিত্রতা নষ্ট করতে চান না তিনি। তাই দরজাটার বাইরে শুয়ে পড়লেন।

ঘুম আসছে না খিয়ানের। হয়তো বেশি মাত্রায় ক্লান্ত সে। পর পর কয়েক রাত ঘুম হয়নি ঠিকমতো। নৌকায় চড়ে ট্যানিস থেকে মেমফিসে আসার সময় প্রায় সারাক্ষণ ওকেই নৌকা চালাতে হয়েছে। তখন দু'চোখের পাতা এক করার সুযোগ পায়নি। আবার হতে পারে নতুন আর অদ্ভুত এই পরিবেশ ঘুমাতে দিচ্ছে না ওকে। শবপ্রকোষ্ঠের ভিতরে বেশ গরম। ঘাড়টা উঁচু করে যতবার তাকাচ্ছে শবাধারের দিকে ততবার গা ছমছম করে উঠছে ওর।

মনে পড়ে যাচ্ছে নেফ্‌রার কথা। এখন কোথায় সে? ওর সঙ্গে কি আর কখনও দেখা হবে? সাধু রয় নাকি বলে গেছেন আবার দেখা হবে খিয়ান আর নেফ্‌রার। কিন্তু তা কি এই পৃথিবীতে? নাকি মৃত্যুর পরে?

BanglaBook.org

এসব ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল সে। দুঃস্বপ্ন দেখল কয়েকবার।

ঘুম ভাঙল টেমুর ডাকে। 'উঠুন, যুবরাজ। মনে হয় সকাল হয়ে গেছে। সৈন্যরা চলে গেছে কি না বুঝতে পারছি না।'

উঠে বসল খিয়ান। 'চলুন গিয়ে দেখি।' প্যাসেজ ধরে জায়গামতো গিয়ে চোখ লাগাল নলে।

দিনের উজ্জ্বল আলো চোখে সয়ে আসার পর দেখল, পঞ্চাশ কিংবা তার বেশি সংখ্যক সৈন্য এখনও আছে পিরামিডের পাদদেশে। আশপাশ থেকে আলগা পাথর কুড়িয়ে এনে নিজেদের জন্য কয়েকটা কুঁড়েঘরের মতো বানিয়ে নিয়েছে ওরা রাতারাতি।

একজন অফিসার কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'সব ঠিক আছে?'

কথাটা অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল খিয়ান। বুঝতে পারল, সৈন্যরা ধরে নিয়েছে পিরামিডের ভিতরে লুকিয়ে পড়েছে ওদের 'শিকার'। ওরা ভাবছে, ওরা যদি পিরামিডের বাইরে অবস্থান নিয়ে টানা কয়েকদিন পাহারা দেয়, তা হলে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে একসময় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে খিয়ান আর টেমু।

নিজের অনুমান টেমুকে জানাল খিয়ান।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেমু বলল, 'বিশ্বাস রাখুন, ওদেরকে আবারও হারিয়ে দেবো আমরা।'

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, 'ঘাঁটি' ছেড়ে নড়ার কোনও লক্ষণ নেই সৈন্যদের। গর্তে আটকা-পড়া ইঁদুরের উপর যেভাবে নজর রাখে বিড়াল, পিরামিডের উপর সেভাবে নজর রাখছে ওরা।

একদিন দেখা গেল জোগাড় করে আনা হয়েছে কয়েকজন লোককে, হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে পিরামিড বেয়ে উঠবে ওরা।

BanglaBook.org

সঙ্গে দড়ি এনেছে লোকগুলো, ব্রোঞ্জের তীক্ষ্ণমুখ কীলক এনেছে। কিন্তু ওদের চেষ্টা ব্যর্থ হলো শেষপর্যন্ত, কারণ গোপন সেই পাথরটা খুঁজে বের করতে পারল না কেউই। খুঁজে বের করতে পারলেও লাভ হতো না—ওটা ভিতর থেকে আগেই আটকে দিয়েছেন পিরামিডের সর্দার।

এই ব্যর্থতার পরও সৈন্যরা নড়ল না ওদের জায়গা ছেড়ে।

শবপ্রকোষ্ঠের ভিতরে এখন আর ঘুমায় না খিয়ান অথবা ওর সঙ্গীদের কেউ। আসলেই গা ছমছম করে ওখানে। তা ছাড়া জায়গাটা বেশি বড়ও না। প্রথম রাতের পর থেকে প্যাসেজের প্রবেশমুখের কাছে মেঝেতে শোয় ওরা। এখানে রাতের বেলায় মরুর ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকে পড়ে নল দিয়ে। প্রদীপ জ্বালিয়ে না রাখলেও চলে তখন, কারণ কিছুটা আলোও আসে বাইরে থেকে।

যথেষ্ট পরিমাণ খাবার আর পানি এখনও মজুদ আছে পিরামিডের ভিতরে। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, শুকনো খাবারগুলোর উপর রুচি তত কমছে ওদের। বদ্ধ জায়গায় থাকতে থাকতে পানির স্বাদও যেন কেমন হয়ে গেছে, খেতে ভালো লাগে না। আর মদ পারতপক্ষে ছোঁয় না ওরা।

সাহস আর আশা বলতে যা ছিল খিয়ানের তার সবই প্রায় শেষ। ইদানীং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে প্যাসেজের মেঝেতে চুপ করে বসে থাকে সে, বুঁদ হয়ে থাকে হতাশায়। মাঝেমধ্যে সাহস জোগানোর চেষ্টা করে টেমু, বিশ্বাস রাখতে বলে।

কেমন খ্যাপাটে হয়ে উঠেছেন পিরামিডের সর্দার। খিয়ানের ধারণা, আস্তে আস্তে পাগল হয়ে যাচ্ছেন তিনি। পিরামিডে চড়ার জন্য যে-লোকদের ভাড়া করে এনেছিল সৈন্যরা, তারা যখন দড়ি নিয়ে কীলকের সাহায্যে ঢাল বেয়ে উঠে আসতে শুরু করে, তখন যারপরনাই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন তিনি। তাঁকে তখন সান্ত্বনা দেয়ার

BanglaBook.org

চেষ্টা করেছিল খিয়ান, কিন্তু খুব একটা লাভ হয়নি।

একদিন ভোরে খিয়ানকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে সর্দার বললেন, 'আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। কেন এবং কোথায় তা জিজ্ঞেস করবেন না দয়া করে। আজ সূর্যাস্তের সময় প্রবেশমুখের পাথরটা ভিতর থেকে খুলে রাখবেন, যাতে ঢুকতে পারি আমি। যদি আগামীকাল ভোরেও ফিরে না আসি, ধরে নেবেন মারা গেছি। তখন আটকে দেবেন পাথরটা।'

আর কিছু বললেন না তিনি। খিয়ানও চাপাচাপি করল না। সে বুঝতে পারছে, যদি বাধা দেয়ার চেষ্টা করে, তা হলে আসলেই পাগল হয়ে যাবেন সর্দার।

খেয়ে নিলেন তিনি, তারপর খানিকটা মদ পান করলেন। গোপন পাথরটা খুলে দিল খিয়ান, দেরি না করে বাইরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন সর্দার।

কেটে গেল দিনটা। পরের দিনও কোনও খবর নেই সর্দারের। খিয়ান আর টেমু ধরে নিল, তিনি পালিয়ে গেছেন। অথবা মুক্তবাতাসে কাছেপিঠেই কোথাও লুকিয়ে আছেন, সুযোগ বুঝে পালিয়ে যাবেন।

খাঁচায় বন্দি প্যাঁচার মতো অবস্থা হয়েছে খিয়ান আর টেমুর। কিছুই ভাবতে পারছে না ওরা, নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলিও বন্ধ। অস্বাভাবিক হয়ে গেছে ওদের চোখ, অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া করার মতো আর কোনও কাজ নেই যেন।

সর্দার চলে যাওয়ার একদিন পর বিকেলবেলায় নলে চোখ লাগিয়ে বাইরের অবস্থা দেখছিল খিয়ান। হঠাৎ দেখতে পেল, চমৎকার কয়েকটা ঘোড়ায় চড়ে সৈন্যদের ক্যাম্পে হাজির হয়েছে কয়েকজন বেদুইন। সম্ভবত শস্য বা দুধ নিয়ে এসেছে ওরা, ওগুলো বেচতে চায় সৈন্যদের কাছে। দামাদামি করতে দেখা যাচ্ছে কোনও কোনও সৈন্যকে।

BanglaBook.org

দরদাম শেষ হওয়ার পর দেখা গেল বেদুইনদের সঙ্গে কথা বলছে সৈন্যরা। ওদের কথা শুনে, মনে হচ্ছে, তাজ্জব হয়ে গেছে বেদুইনরা; চোখ তুলে বার বার তাকাচ্ছে পিরামিডের দিকে, বার বার প্রশ্ন করছে সৈন্যদেরকে।

আলোচনায় এতই মগ্ন ওরা যে, কারও খেয়াল নেই সূর্য ডুবে যাচ্ছে। মরুভূমির পরিষ্কার আকাশে হঠাৎ ডুবে যায় সূর্য, হুট করে নেমে আসে অন্ধকার। এমন সময় উপরের দিকে তাকাল সৈন্যদের সর্দার, আঙুলের ইশারায় কিছু একটা দেখিয়ে চিৎকার করে বলল, 'দেখো! দেখো! একটা ভূত দাঁড়িয়ে আছে পিরামিডের চূড়ায়! ভূতটা আপাদমস্তক সাদা!'

'না!' প্রতিবাদ জানাল আরেকজন। 'ওটা আপাদমস্তক কালো!'

'তা হলে দুটো ভূত হাজির হয়েছে!' বলল তৃতীয় আরেকজন। 'কিন্তু আমার মনে হয় ওরা আসলে ভূত না। ওরা মনে হয় যুবরাজ খিয়ান আর টেমু—যাদেরকে আমরা খুঁজছি। এতদিন তা হলে পিরামিডের চূড়ায় লুকিয়ে ছিল দু'জনে!'

'বোকা!' চেঁচিয়ে উঠল আরেকটা কণ্ঠ। 'এতদিন ধরে ও-রকম একটা জায়গায় খাবার আর পানি ছাড়া মানুষ থাকতে পারে? আমি বলছি ওরা ভূত। এখানকার পিরামিডগুলো যে ভূতুড়ে, তা তো আগেই বলা হয়েছে আমাদেরকে। ...দেখো! আমাদেরকে উপহাস করছে ভূত দুটো। হাত দিয়ে কী যেন ইশারা করছে!'

'ভূত হোক বা মানুষ,' বলল সৈন্যদের সর্দার, 'কাল সকালে ওদেরকে ধরবো আমরা। আজ করা যাবে না কাজটা, কারণ অন্ধকার ঘনিয়েছে।'

শোরগোল পড়ে গেছে সৈন্যদের মধ্যে, কী নিয়ে কথা বলছে ওরা তা এত দূর থেকে ঠিক বুঝতে পারছে না খিয়ান। তবে

BanglaBook.org

একটা ব্যাপার খেয়াল করল সে, চুপ হয়ে গেছে বেদুইনরা। সৈন্যদের ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে যার যার ঘোড়ার পিঠে বসে আছে ওরা। আপাতদৃষ্টিতে যে-লোকটাকে ওদের সর্দার বলে মনে হচ্ছে, হঠাৎ দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিল সে। তারপর হাত দুটো টান টান করে রাখা অবস্থায় মাথার উপর একসঙ্গে লাগাল দুই তালু।

লোকটা কি কাউকে কিছু ইশারা করছে?

গোধূলি মিলিয়ে গেছে, এখন আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। স্তিমিত হয়ে গেছে সৈন্যদের হট্টগোলও। তবে ক্যাম্পের একজায়গায় বড় করে আগুন জ্বালিয়েছে ওরা, সেখানে জড়ো হয়েছে ওদের বেশ কয়েকজন, ওখান থেকে মাঝেমধ্যে ভেসে আসছে চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ।

'টেমু,' ডাকল খিয়ান, 'দেখুন তো এই ইশারার মানে বুঝতে পারেন কি না।' একটু আগে দেখা বেদুইনদের-সর্দারের ভঙ্গি অনুকরণ করল সে।

'জী, বুঝতে পারছি। ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের কোনও সদস্য, অনেক দূরে থাকা অন্য কোনও সদস্যকে যদি নিজের উপস্থিতির কথা জানাতে চায়, তা হলে ওভাবে ইশারা করে।'

'আমিও তা-ই ভেবেছিলাম।'

প্যাসেজের প্রবেশমুখের কাছে এগিয়ে গেল খিয়ান, ভিতর থেকে খুলে দিল গোপন পাথরের হুড়কো।

এক ঘণ্টা বা তার কিছু পরে একটা আওয়াজ শোনা গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাতের মিষ্টি বাতাস এসে বাড়ি মারল খিয়ানের চেহারায়। ঘুমে ঢুলুঢুলু হয়ে-আসা চোখ খুলল সে। গোপন পাথরটা সরিয়ে ভিতরে ঢুকছেন পিরামিডের সর্দার। তাঁকে জ্বলন্ত প্রদীপের কাছে নিয়ে গেল খিয়ান, খাবার আর পানি দিল।

'কোথায় গিয়েছিলেন?' সর্দারের খাওয়া শেষ হলে জিজ্ঞেস

BanglaBook.org

করল খিয়ান।

'পিরামিডের চূড়ায় গিয়ে উঠেছিলাম, লর্ড। কাজটা এতই বিপজ্জনক যে, আপনি পিরামিডে চড়ায় ওস্তাদ জানার পরও আপনাকে সঙ্গে আসতে বলার সাহস হয়নি।'

'কেন গেলেন সেখানে?'

'প্রথমত, রাজা আপেপির ওই গৃহপালিত কুকুরগুলোকে বোঝাতে চেয়েছি, পিরামিডের ভিতরে না, বরং সেটার চূড়ায় আছেন আপনি আর লর্ড টেমু। দুই, ভূত সেজে ওদেরকে ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছিলাম, যাতে পালায় ওরা। কোনও সন্দেহ নেই পিরামিডের ভূতের গল্পটা শুনেছে ওরা। এত দূর থেকে আমাকে দেখে ওদের কারও পক্ষেই বোঝা সম্ভব না, আমি পুরুষ না নারী। আর শেষ কারণটা হচ্ছে, আপনি নিজেই দেখেছেন পিরামিডে চড়তে পারে এ-রকম কয়েকজন লোক নিয়ে এসেছে সৈন্যরা। ঘটনাটা খুব রাগিয়ে দিয়েছে আমাকে। আমরা পারিবারিকভাবে কয়েক প্রজন্ম ধরে এখানকার পিরামিডগুলোর দেখভাল করে আসছি। আমাদের পরিবারের বাইরের কারও এখানকার পিরামিডগুলোতে চড়ার অনুমতি নেই। তবে আপনার এবং রানি নেফ্‌রার বেলায় ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের অনুমতি নিয়ে ব্যতিক্রম করা হয়েছে সে-নিয়মের।'

কেন এত রাগ করছেন সর্দার, বুঝতে পারছে খিয়ান। একজন পুরোহিতের কাছে মন্দির যেমন পবিত্র, এই লোক এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছে এখানকার পিরামিডগুলোও তেমন পবিত্র। বিনা অনুমতিতে যে বা যারা সেই পবিত্রতা নষ্ট করবে, তাদেরকে বোধহয় হত্যা করতেও পিছ-পা হবেন না তাঁরা।

'ভোর হওয়ার আগেই পিরামিডের চূড়ায় নিরাপদে পৌঁছে যাই আমি,' বলছেন সর্দার। 'একটুখানি জায়গা আছে সেখানে,

BanglaBook.org

গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ি। সারাটা দিন পুড়েছি খররোদে, তারপরও কেউ দেখে ফেলবে এই ভয়ে নড়াচড়া করিনি। সূর্য অস্ত গেল একসময়। উঠে দাঁড়ালাম, আমার গায়ে তখন সাদা রোব। আমাকে দেখতে পেয়ে তাজ্জব হয়ে গেল সৈন্যরা। ঝট্ করে শুয়ে পড়লাম আবার, সঙ্গে করে নিয়ে-যাওয়া উটের-লোমের কালো আলখাল্লাটা চাপালাম গায়ে। উঠে দাঁড়ালাম আবার। তবে এবার হাঁটু কিছুটা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, যাতে আগেরবারের চেয়ে খাটো দেখায় আমাকে, যাতে মনে হয় দ্বিতীয় কাউকে দেখা যাচ্ছে। দু'বার করলাম কাজটা। সৈন্যদের কেউ ভাবল ভূত দেখছে, কেউ ভাবল আপনাকে আর লর্ড টেমুকে দেখছে।'

'আপনি তো দেখা যাচ্ছে ভেলকিবাজি দেখিয়ে এসেছেন,' হাসছে খিয়ান, অনেকদিন পর এই প্রথম হাসল সে। 'তবে সেটা আমাদের কী কাজে লাগবে, অথবা আদৌ কোনও কাজে লাগবে কি না বুঝতে পারছি না।'

'ইতোমধ্যেই কাজে লেগে গেছে।'

'কীভাবে?'

'সৈন্যদের কাছে শস্য আর দুধ বেচতে কয়েকজন বেদুইন এসেছিল। ওদেরকে দেখে কিছুটা আশ্চর্য হই প্রথমে। কারণ আরবরা সাধারণত এই পবিত্র ভূমির ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না। পরে একটা চিন্তা খেলে যায় আমার মাথায়। যে-লোকটাকে বেদুইনদের সর্দার বলে মনে হচ্ছিল তাঁর উদ্দেশে নির্দিষ্ট কিছু ইঙ্গিত করি। তাঁর কাছ থেকে জবাব পাওয়ায় বুঝতে পারি, তিনিও ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের একজন সদস্য।'

মাথা ঝাঁকাল খিয়ান, কিছু বলল না।

'আমি তখন বুঝতে পারি, ওই লোকগুলোকে আসলে বেদুইনের ছদ্মবেশে পাঠানো হয়েছে এখানে। তাঁরা আসলে

BanglaBook.org

আমাদের বন্ধু।'

'কিন্তু তাতে কী? আমাদেরকে কীভাবে সাহায্য করতে পারবেন তাঁরা?'

'আগামীকাল সূর্যাস্তের সময় আবার গিয়ে উঠবো আমি পিরামিডের চূড়ায়। বেদুইনরা যদি আবারও আসে, ইশারায় জানিয়ে দেবো মাঝরাতে ঘোড়া নিয়ে কোথায় অপেক্ষা করতে হবে আমাদের জন্য। তারপর আপনাদের দু'জনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো জায়গামতো।'

আবারও মাথা ঝাঁকিয়ে টেমুকে ডাকল খিয়ান। তিনজনে একসঙ্গে বসে পুরো ব্যাপারটা আলোচনা করল কিছুক্ষণ। প্রদীপের আলোয় ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের গোপন কিছু ইশারা-ইঙ্গিত চর্চা করে নিল তিনজনে।

ভোর হওয়ার আগেই আবারও গোপন পাথরটা সরিয়ে বাইরে চলে গেলেন সর্দার।

সকালের আলো ফুটতে না ফুটতেই নলে চোখ লাগিয়ে খিয়ান দেখল, পিরামিডে চড়তে পারে এ-রকম ছ'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ওদের প্রত্যেকের হাতে দড়ি আর কীলক। কীভাবে কী করবে সে-ব্যাপারে অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছে ওরা।

আলোচনাটা শেষ হওয়ার পর, খিয়ানের মনে হলো, ওই ছ'জন লোক ইচ্ছার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছে পিরামিডের দিকে। নলে কান লাগাল সে। পিরামিডের একদিকের ঢালের বিভিন্ন খাঁজে কীলক গাঁথার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সময় যত যাচ্ছে তত উত্তেজিত হয়ে উঠছে সৈন্যরা, ওদের নিজেদের মধ্যে কথার আওয়াজ জোরালো হচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ পর নলে আবার চোখ লাগাল খিয়ান। হাতের ইশারায় বার বার এদিকে-ওদিকে কী যেন দেখাচ্ছে কয়েকজন

BanglaBook.org

সৈন্য। হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে গেল ওরা, চিৎকার করে উঠল। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে কেউ, কেউ ঘুরে ছুট লাগিয়েছে। কেউ আবার দু'হাতে চোখ ঢেকেছে।

ছোটাছুটি করছে সৈন্যরা। পিরামিডে চড়ার সময় উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে প্রায় থেঁতলে গেছে তিনজন লোক, ওদেরকে ধরাধরি করে পাথরের কুঁড়েঘরের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে কয়েকজন সৈন্য।

আরও কিছুক্ষণ পর দেখা গেল বাকি "পিরামিড-আরোহীদের"। মাতালের মতো টলতে টলতে কুঁড়েঘরগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। হাতের দড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিল সবাই।

সূর্য অস্ত গেছে কিছুক্ষণ আগে। ঘোড়ায় চেপে আজও হাজির হয়েছে গতকালের বেদুইনরা। হঠাৎ করেই হট্টগোল জুড়ে দিয়েছে সৈন্যরা, হাত তুলে উপরের দিকে দেখাচ্ছে কেউ কেউ। যাঁকে বেদুইনদের সর্দার বলে মনে হয়েছিল গতকাল, তিনিও এসেছেন; সুযোগ বুঝে একদিকে সরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, ইশারা-ইঙ্গিতে মেসেজ আদানপ্রদান করছেন তিনি।

তাঁর হাতের নড়াচড়া দেখে সৈন্যরা কিছু সন্দেহ করছে কি না, বুঝতে পারছে না খিয়ান। ওরা আদৌ সন্দেহ করছে কি না, সে-ব্যাপারেও নিশ্চিত না সে। কারণ অনেক পৌত্তলিক আরব আছে যারা পূজা করে সূর্যকে। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে পূজার কাজটা সারে ওরা।

রাত নামল একসময়, আজও বড় করে আগুন জ্বালানো হলো ক্যাম্পের একদিকে। ওটা ঘিরে ধরে বসে পড়ল অনেক সৈন্য। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই দেখা গেল, একজন-দু'জন করে উঠে দাঁড়াচ্ছে ওদের অনেকেই, কান পেতে কী যেন শোনার চেষ্টা করছে। তারপর দেখা গেল, একে একে গিয়ে ঢুকছে কুঁড়েঘরগুলোতে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে, ভয় পেয়ে গেছে ওরা

BanglaBook.org

সবাই।

আরও বেশ কিছুক্ষণ পর সরে গেল গোপন পাথরটা, প্যাসেজে ঢুকলেন পিরামিডের সর্দার। মদ খেতে চাইলেন তিনি। গলা ভেজানোর পর বললেন, 'উচিত শিক্ষা পেয়েছে গাধাগুলো। পিরামিডে চড়তে জানে না, অথচ হাজির হয়ে গিয়েছিল দড়ি আর কীলক নিয়ে। এক রেখায় উঠছিল তিনজন, হাত থেকে কীলক ছুটে গেল একজনের, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে দড়িও ছুটল। নিচেরজনের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল সে, তারপর ওকে নিয়ে গড়াতে গড়াতে তৃতীয়জনের উপর। পিরামিডের পাদদেশে প্রায় একইসঙ্গে আছড়ে পড়ল তিনজনে, ভর্তা হয়ে গেল। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে নেমে পড়ল বাকিরা।'

খিয়ান বলল, 'বেশ কয়েকজন সৈন্যকে দেখলাম ভয় পেয়ে গেল হঠাৎ করেই। কারণটা কী?'

'কারণ পিরামিডের চূড়ায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ওদেরকে বলেছি, আমি সাধু রয়ের ভূত। বলেছি, মরণ ঘনিয়েছে ওদের সবার। শুনে বাইরে থাকার সাহস হয়নি ওদের কারও, কুঁড়েঘরে গিয়ে ঢুকেছে সব ক'টা। আগামীকাল সকালের আগে আর বের হবে বলে মনে হয় না।' একটু দম নিলেন পিরামিডের সর্দার। 'এক পাত্র করে মদ খেয়ে নিন আপনারা দু'জনই, তারপর আসুন আমার পিছু পিছু।'

BanglaBook.org

উনিশ

চার ভাই

খুব সাবধানে গোপন পাথরটা সরালেন পিরামিডের সর্দার, বাইরে বের হলেন। তাঁকে অনুসরণ করছে খিয়ান আর টেমু। তিনজনেরই পরনে কালো আলখাল্লা। পাথরটা বাইরে থেকে ঠিকমতো লাগিয়ে দিল ওরা। অপেক্ষা করছে, এদিকওদিক দেখছে।

নিভু নিভু হয়ে এসেছে সৈন্যদের-জ্বালানো আগুন, মাঝেমধ্যে গনগনে হয়ে-ওঠা কিছু কয়লা দেখা যায় শুধু। ওগুলোর পাশে বসে আছে একজন মাত্র পাহারাদার। আসলেই ভয় পেয়েছে সৈন্যরা, সবাই গিয়ে ঢুকেছে কুঁড়েঘরে। পাহারাদার লোকটা ঘুমায়নি, ঝিমাচ্ছেও না, বার বার এদিকওদিক দেখছে।

টেমু যদি সঙ্গে না থাকত তা হলেও পিরামিডের ঢাল বেয়ে তাড়াহুড়ো করে নামতে পারত না খিয়ান আর সর্দার—কাজটা প্রাণঘাতী হতে পারে। এখন ধীরেসুস্থে নামতে গেলে ওই পাহারাদারের চোখে ধরা পড়ে যেতে পারে ওরা তিনজনই, অথবা এই নিশুতি রাতে ওদের আওয়াজ শুনে ফেলতে পারে লোকটা। তখন, সন্দেহ নেই, চিৎকার করে ডেকে তুলবে সে ওর সহযোদ্ধাদের, অস্ত্র হাতে নিয়ে সবাই ধেয়ে আসবে এদিকে।

BanglaBook.org

তাই পাথরের খাঁজে পা গুঁজে একজায়গায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে খিয়ানরা। ওদেরকে একটানা বেশ কয়েকদিন অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকতে হয়েছে পিরামিডের ভিতরে, তাই এখন বুক ভরে টেনে নিচ্ছে রাতের তাজা বাতাস। চোখ তুলে একটু পর পরই তাকাচ্ছে তারাভরা আকাশের দিকে।

'কী করবো এখন?' চাপা গলায় জানতে চাইল খিয়ান।

'এখানেই থাকুন আপনারা,' বললেন পিরামিডের সর্দার। 'আমি আসছি।'

ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলেন তিনি। পিরামিডের চূড়ায় হাজির হতে বেশি সময় লাগল না তাঁর। কিছুক্ষণ পরই শোনা গেল বীভৎস একটানা চিৎকার, শুনলে মনে হয় মানুষের ক্ষতি করার জন্য যেন হাজির হয়েছে কোনও ভূত বা অপদেবতা। রাতের এই প্রহরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে যদি ওই চিৎকার শোনে কেউ, ভয়ে রক্ত জমে যাবে তার।

পাহারাদার লোকটা তার পেছনের সমাধিসৌধগুলোতে প্রতিধ্বনিত হতে শুনল ওই চিৎকার। একলাফে দাঁড়িয়ে গেল সে। লোকটাকে গনগনে কয়লার আলোতেও দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না, দ্বিধায় ভুগছে সে। আরও একবার চিৎকার করে উঠলেন পিরামিডের সর্দার, এবার আগেরবারের চেয়েও বীভৎস ভঙ্গিতে।

আর দেরি করাটা ঠিক মনে করল না পাহারাদার লোকটা, প্রচণ্ড ভয়ে একছুটে গিয়ে হাজির হলো একটা কুঁড়েঘরের কাছে। উধাও হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

খিয়ানদের কাছে ফিরে এলেন সর্দার। ফিসফিস করে বললেন, 'আমাকে অনুসরণ করুন। তাড়াহুড়ো করবেন না, এবং কোনও আওয়াজ করবেন না।'

নামতে শুরু করল খিয়ানরা। একসময় তিনজনেই নিরাপদে

BanglaBook.org

নেমে এল পিরামিডের পাদদেশে।

ডানদিকে ঘুরলেন সর্দার, এমন একটা জায়গা ধরে ছুট লাগালেন যেখানে অন্ধকার বেশ ঘন। কয়েকটা সমাধির দিকে যাচ্ছেন তাঁরা তিনজন। ওগুলোর কাছে পৌঁছেছেন কি পৌঁছাননি, কাছেপিঠেই চিৎকার করে উঠল কে যেন। তারমানে তাঁদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে লোকটা।

সমাধিগুলোর মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে পথ করে নিয়ে ছুটছেন সর্দার, তাঁর পিছনেই আছে খিয়ান আর টেমু। ছোট্ট একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত পিরামিডের পেছনে ফাঁকা একটা জায়গায় হাজির হলেন তাঁরা। এখানে ছ'টা ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছেন চারজন আরব। খিয়ান ঘোড়াগুলোর কাছে যেতে না যেতেই দু'জন আরব যেন জাপ্টে ধরলেন ওকে, বলতে গেলে শূন্যে তুলে বসিয়ে দিলেন ঘোড়ার পিঠে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল খিয়ান, আরেকটা ঘোড়ায় চড়ে বসেছে টেমু। আরবরাও উঠে বসছেন যার যার ঘোড়ার জিনে।

'আপনার কী হবে?' পিরামিডের সর্দারকে জিজ্ঞেস করল খিয়ান।

'এখানেই থাকতে হবে আমাকে। এটা আমার কর্তব্য। চিন্তার কিছু নেই, কোথায় লুকাতে হবে জানি আমি। লেডি নেফ্‌রার সঙ্গে যদি দেখা হয়, তাঁকে বলবেন, তাঁর আদেশ পালন করেছি। এবার যত দ্রুত সম্ভব ঘোড়া ছোটান, আপনাদের খবর ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে সৈন্যদের কাছে। এই চার আরব আমার ভাইয়ের মতো, বিশ্বাস করতে পারেন এঁদেরকে। ...বিদায়, যুবরাজ।' একদৌড়ে উধাও হয়ে গেলেন সর্দার।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছোটাল খিয়ানরা।

উন্মুক্ত মরুভূমিতে হাজির হতে বেশি সময় লাগল না তাদের। আরও বাড়ল ঘোড়াগুলোর গতি। সারারাত ঘোড়া

BanglaBook.org

ছোটাল ওরা, যাত্রাবিরতি করল না একবারের জন্যও। ভোরের দিকে থামল ছোট্ট এক মরূদ্যানের পাশে। কয়েকটা তালগাছ আছে এখানে, একটা কুয়াও আছে। আরও আছে পাথরের ছোট-বড় বোল্ডার। ওগুলোর আড়ালে আশ্রয় নিল ওরা। দানাপানি খাওয়াল ঘোড়াগুলোকে।

ঘোড়ার পিঠে একটানা বসে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে উঠেছিল খিয়ান, জিন ছেড়ে নেমে একটু হাঁটাচলা করতে পেরে ভালো লাগছে ওর। ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস তেমন একটা নেই টেমুর, ওর অবস্থা খিয়ানের চেয়েও খারাপ। কিছু খেজুর খেয়ে নিল ওরা, তারপর পানি খেল পেট ভরে।

'এখনও বিপদ কাটেনি আমাদের,' জানিয়ে দিলেন চার আরবের একজন। 'সৈন্যরা যদি রাজা আপেপির কাছে গিয়ে বলে, ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছেন আপনারা, তা হলে গর্দান যাবে ওদের সবার। তাই ওরা জান বাঁচাতে পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ধাওয়া করবে আপনাদেরকে।'

কথাটা যিনি বলেছেন তাঁর দিকে ভালোমতো তাকাল খিয়ান। তাঁকেই চার আরবের নেতা বলে মনে হচ্ছে। বেশ লম্বা তিনি, চেহারায় আভিজাত্য আছে। অন্যদের চেয়ে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন নিঃশব্দে কাছে যেতে বলছেন খিয়ানকে।

লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল খিয়ান।

ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে লোকটা জানিয়ে দিলেন, তিনি ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের একজন সদস্য।

'আপনার নাম কী?' জিজ্ঞেস করল খিয়ান। 'আপনার সঙ্গে যাঁরা আছেন তাঁদের নামও জানা দরকার। কে পাঠিয়েছে আপনাদেরকে? কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'লর্ড, আমরা চার ভাই। আমি বয়সে সবার বড়। আমার নাম অনল। দূরে মাঝখানে যে দাঁড়িয়ে আছে তার নাম পৃথ্বী।

BanglaBook.org

ওর ডানপাশের জনের নাম পবন। আর বাঁ-পাশে যে আছে সে সলিল।'

'আজব নাম তো আপনাদের!'

মাথা ঝাঁকালেন অনল। 'আমাদের আর কোনও নাম নেই। যা-হোক, আমাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল, বেদুইনদের ছদ্মবেশে রাজা আপেপির সৈন্যদের কাছে হাজির হতে, ওদের সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেনের অভিনয় করতে। কাজটা করতে গিয়ে দেখা পেয়ে গেলাম পিরামিডের সর্দারের, জানতে পারলাম আপনি এবং লর্ড টেমু আছেন তাঁর সঙ্গে।'

'আমাদের দু'জনকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আপনারা?'

'মিশরের বাইরে। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, ব্যাবিলনে। আমরা চার ভাই বাঁচি বা মরি, ব্যাবিলন পর্যন্ত পৌঁছে দিতেই হবে আপনাদের দু'জনকে—সে-রকমই আদেশ আছে আমাদের উপর। ...লর্ড, ঘোড়াগুলোর বিশ্রাম নেয়া হয়ে গেছে, চলুন রওনা দিই আবার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল খিয়ান।

একটানা এগিয়ে চলেছে ওরা।

দুপুরের দিকে, সূর্যটা যখন উঠে এসেছিল মাথার ঠিক উপরে, শুধু তখন থেমেছে, আগেরবারের মতোই আশ্রয় নিয়েছে কতগুলো পাথরের আড়ালে। নিজেরা খেয়েছে, ঘোড়াগুলোকে খাইয়েছে।

ঘোড়ায় চড়ায় খুব একটা পারদর্শী ছিল না টেমু, দীর্ঘ এই যাত্রায় বেশকিছু কায়দাকানুন শিখে নিয়েছে। পিরামিডের ভিতরে একটানা অনেকদিন আটকা পড়ে থাকায় একরকমের শারীরিক ও মানসিক জড়তা চলে এসেছিল ওর আর খিয়ানের মধ্যে, মরুভূমির খোলা বাতাসে তা কেটে গেছে অনেকখানি। দু'জনে

BanglaBook.org

প্রায় আগের মতো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে আবার।

একদিন সন্ধ্যায় ছোট্ট একটা জলাশয়ের ধারে, বালির একটা ঢিবির কাছে, কতগুলো কাঁটাগাছের আড়ালে আশ্রয় নিল ওরা। এখানে এককালে একটা গ্রাম ছিল, খুব সম্ভব বালিঝড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। ওদের পেছনে পশ্চিম আকাশে সূর্যটা ডুবে গেল একসময়।

খিয়ানের দিকে এগিয়ে এলেন অনল। কাঁটাগাছগুলোর আড়ালে থেকে পুবদিকে তাকাতে বললেন ওকে। কথামতো কাজ করল খিয়ান।

প্রায় এক লীগ দূরে একটা খাল দেখা যাচ্ছে। ওটা প্রাকৃতিক না কৃত্রিম তা বোঝা যাচ্ছে না এত দূর থেকে। একটা নদীর অগভীর অংশের সঙ্গে মিলিত হয়েছে খালটা। ওই জায়গা ছাড়িয়ে কিছুটা পেছনে দেখা যাচ্ছে পুরনো আর ধ্বংসপ্রাপ্ত একটা দুর্গ। রোদে-শুকানো ইট দিয়ে বানানো হয়েছে দুর্গটা। ওটা ছাড়িয়ে আরেকটু দূরে তাকালে পাথরে-ভরা কয়েকটা পাহাড়ের পটভূমিতে চোখে পড়ে সুবিস্তৃত একটা সমতলভূমি।

খিয়ানের পাশে এসে দাঁড়ালেন অনল। 'লর্ড, ওই যে নদীটা দেখতে পাচ্ছেন, ওটাকে মিশরের চৌহদ্দি বলা হয়। আর সমতলভূমিটা হচ্ছে আরবের সীমানার শুরু। পাহাড়গুলো ছাড়িয়ে কিছুদূর এগোলে দেখা মিলবে ব্যাবিলনের সেনাবাহিনীর প্রথম সেনাফাঁড়ির। ওখানে যদি পৌঁছাতে পারি আমরা, তা হলে বিপদের শঙ্কা কেটে যাবে অনেকখানি।'

'যদি?' ভ্রূ কোঁচকাল খিয়ান।

মাথা ঝাঁকালেন অনল। 'দুর্গটা দখল করে রেখেছে রাজা আপেপির ঘোড়সওয়ার বাহিনীর একদল সৈন্য। বালিতে ওদের ট্র্যাক দেখেছি আমি। আমার অনুমান ওই দলে পঞ্চাশজনের মতো ঘোড়সওয়ার আছে। লেডি নেফ্‌রা পালিয়ে যাওয়ার পর

BanglaBook.org

দুর্গটা দখল করেছে ওরা, ওখানেই ঘাঁটি গেড়েছে নিজেদের জন্য। কড়া নজর রেখেছে যাতে আর কেউ মিশর থেকে ব্যাবিলনে পালাতে না পারে।'

'ব্যাবিলনে যাওয়ার অন্য কোনও পথ নেই?'

'না। কারণ আপনি যদি নদীর তীর ধরে এগোন তা হলে হাজির হবেন মোহনায়, তারপরই শুরু হয়েছে গভীর একটা উপসাগর। জাহাজ ছাড়া ওটা পাড়ি দেয়া সম্ভব না। তাই ওই সেনাফাঁড়িতে হাজির হওয়া বাদে কোনও উপায় নেই আমাদের।'

'তারমানে আমরা আসলে ফাঁদে আটকা পড়ে গেছি? কারণ এখন তো মিশরে ফিরে যাওয়ারও উপায় নেই।'

'না, নেই। পুরো দেশটাতে তন্নতন্ন করে খোঁজা হচ্ছে আপনাকে।'

'এখন কী করবো তা হলে?'

'আমাদের এই দ্রুতগামী ঘোড়াগুলো জন্মেছে আরবে। খেয়াল করেছেন কি না জানি না, বাড়ির যত কাছে যাচ্ছে ওরা, তত বাড়ছে ওদের চাঞ্চল্য। আমার মনে হয় না নদীর অগভীর অংশটার উপর তেমন নজর রেখেছে দুর্গ-দখল-করে-রাখা ঘোড়সওয়ারেরা। কারণ জায়গাটা অগভীর হলেও যথেষ্ট চওড়া, ওখানে প্রবাহিত হচ্ছে জোরালো স্রোত। ওখান দিয়েই আরবে ঢুকে পড়ার ইচ্ছা আছে আমার।'

'স্রোতের ধাক্কা সামলাতে পারবে ঘোড়াগুলো?'

'পারবে। ...সমতলভূমিটা ছাড়িয়ে আমরা যদি হাজির হতে পারি পাহাড়গুলোর কাছে, সঙ্কীর্ণ একটা গিরিপথ পাবো, যেখানে একটু কৌশল জানা কেউ দীর্ঘদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে বড় একটা দলকে। আশা করি ওই ঘোড়সওয়ারদের ঠেকিয়ে রাখার দরকার হবে না আমাদের, তার আগেই পৌঁছে যাবো ব্যাবিলনের

BanglaBook.org

প্রথম সেনাফাঁড়িতে।'

তাঁরা চার ভাই মিলে কী পরিকল্পনা করেছেন তা সংক্ষেপে কিন্তু গুছিয়ে খিয়ানকে বললেন অনল।

ইতোমধ্যে টেমুও যোগ দিয়েছে খিয়ানদের সঙ্গে। কীভাবে কী করতে হবে, তা ওকেও জানালেন অনল।

নদীতে নেমে, জিন ছেড়ে, ঘোড়ার কেশর আঁকড়ে ধরে, ওটার পাশাপাশি সাঁতার কাটতে হবে জেনে টেমু বলল, 'আমি সাঁতরাতে পারি না।'

অনল বললেন, 'তা হলে ঘোড়ার গলা আঁকড়ে ধরে অথবা অন্য যে-কোনও উপায়ে নদী পার হতেই হবে আপনাকে। কাছ-ছাড়া করা যাবে না ঘোড়াটা, কারণ অন্যদিকের তীরে পৌঁছানোমাত্র জিনে চড়ে বসে ছুট লাগাতে হবে। সেনাফাঁড়িতে হাজির হতেই হবে আমাদেরকে, কারণ মিশর থেকে পালানো যে-কাউকে সাহায্য করার আদেশ আছে ওদের উপর।'

আলোচনা আর এগোল না, খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল খিয়ান। সে জানে না আগামীকাল এই সময়ে কোথায় বিশ্রাম নিতে পারবে, অথবা আর কখনও আদৌ বিশ্রাম নিতে পারবে কি না—মরা মানুষের তা দরকার হয় না।

ঘুমে দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসার আগে খিয়ান দেখল, ঘোড়াগুলোর পরিচর্যা করছেন ওই চার আজব ভাই। কাজ করতে করতে গম্ভীর চেহারায় আর নিচু গলায় কথা বলছেন নিজেদের মধ্যে। খিয়ানের পাশেই হাঁটু গেড়ে বসে আছে টেমু, একমনে প্রার্থনা করছে। হয়তো নদী পার হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য চাইছে দেবতাদের কাছে।

কতক্ষণ পর বলতে পারবে না খিয়ান, ওর মনে হলো ঘুমিয়ে পড়ার অল্প কিছুক্ষণ পরই, ওকে ডেকে তুললেন চার ভাইয়ের একজন। জানালেন, রওয়ানা দেয়ার সময় হয়েছে।

BanglaBook.org

'বালির বিছানা' ছেড়ে কাজে লেগে গেল ওরা তারার আলোয়। জিন আর লাগাম পরাল যার যার ঘোড়ায়, তারপর চড়ে বসল ওগুলোর পিঠে। আগে আগে যাচ্ছেন চার ভাই, তাঁদেরকে অনুসরণ করছে খিয়ান আর টেমু। বিনা বাধায় হাজির হতে পারল নদীর কাছে। আকাশে তখন ভোরের আলো ফুটছে।

খিয়ান দেখল, নদীটা আসলে যথেষ্ট চওড়া। এপাড়ে দাঁড়িয়ে তীর মারলে তা ওপাড়ে পৌঁছাবে কি না সন্দেহ। জোরালো স্রোত বইছে নদীতে, শক্তিশালী জলধারা যেন নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে চলেছে মোহনার দিকে। মোহনা বরাবর একটানা কিছুদূর এগোনোর পর ডানে-বাঁয়ে দু'দিকেই সমান চওড়া হয়েছে নদীটা, দূর থেকে দেখলে মদের বোতলের কথা মনে পড়ে।

সূর্য ওঠার আগেই হাজির হতে হবে ওপাড়ে, জানিয়ে দিলেন অনল। আরবদের কায়দায় মাথা নিচু করে কী যেন বললেন নিজের ঘোড়ার কানে। সঙ্গে সঙ্গে ছুট লাগাল তাঁর ঘোড়া, একলাফে গিয়ে পড়ল নদীর পানিতে। তাঁর পিছন পিছন পানিতে নেমে পড়ল খিয়ান। ওর পেছনে গেলেন পৃথ্বী। তারপর টেমু। সবশেষে পবন আর সলিল।

সাহস হারায়নি একটা ঘোড়াও, ওদের পক্ষে যতটা স্বাভাবিকভাবে সম্ভব এগিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরই সাঁতরাতে শুরু করল অনলের ঘোড়া, জিন ছেড়ে নেমে পড়লেন তিনি। একহাতে জিন, আরেকহাতে ঘোড়ার কেশর আঁকড়ে ধরে আছেন। নিজের ঘোড়াটা সাঁতরাতে শুরু করেছে টের পাওয়ামাত্র অনলের কায়দা অনুসরণ করল খিয়ান।

স্রোত শুধু জোরালো না, সারারাতের ঠাণ্ডায় প্রায় বরফশীতল। খিয়ানের মনে হচ্ছে, ওর গায়ে যেন পানির ছিটা লাগছে না, বরং কামড় বসিয়ে দিচ্ছে কোনও হিংস্র মাংসাশী। কখনও কখনও স্রোতের ধাক্কায় ওর মাথা চলে যাচ্ছে পানির

BanglaBook.org

নিচে।

ঘোড়াগুলো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, তাই সাহস হারায়নি এখনও। টের পাচ্ছে, আর বেশি দূরে নেই ওদের জন্মভূমি, তাই এগিয়ে চলার আগ্রহ আগের মতোই আছে।

নদীর ওপাড়ে পৌঁছে গেল ওরা একসময়। এতক্ষণ স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করে কাহিল হয়ে গেছে খিয়ান, বলতে গেলে ওর ঘোড়াটাই হিঁচড়ে টেনে তুলল ওকে তীরে। জিন আঁকড়ে ধরে ওটাতে উঠে বসতে যাচ্ছিল সে, এমন সময় কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'বাঁচাও!'

চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল খিয়ান।

বিপদে পড়েছে টেমুর ঘোড়া। বিপদে পড়েছে টেমু নিজেও। এখনও তীরের কাছে পৌঁছাতে পারেনি ঘোড়াটা, আসলে ঠিকমতো যুঝতে পারছে না শক্তিশালী স্রোতের বিরুদ্ধে। ওটার জিন আর কেশর ছুটে গেছে টেমুর হাত থেকে, লাগামের একটা প্রান্ত এখনও কোনওরকমে আঁকড়ে ধরে আছে বলে ভেসে যায়নি সে। সাঁতার জানে না বলে রীতিমতো খাবি খাচ্ছে। ওই অবস্থাতেই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল আবার, 'বাঁচাও!'

পবন আর সলিলের ঘোড়াও তখন পর্যন্ত হাজির হয়নি তীরে। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁরা দু'জন, স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কেটে হাজির হলেন টেমুর কাছে। যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে বাঁচালেন ওকে ডুবে মরা থেকে, তারপর কষ্টেসৃষ্টে নিয়ে এলেন তীরে।

এর আগেই পানি ছেড়ে উঠে পড়েছে টেমুর ঘোড়া, একদিকে দাঁড়িয়ে কাঁপছে অল্প অল্প। টেমুকে একরকম ঠেলে-ধাক্কিয়ে ওটার পিঠে চড়িয়ে দিলেন অনল। নিজেও চড়ে বসলেন তাঁর ঘোড়ার পিঠে, একই কাজ করার ইঙ্গিত দিলেন বাকিদেরকে।

BanglaBook.org

নদীতীরে একসারিতে জন্মে আছে কতগুলো কাঁটাগাছ। ওগুলোর আড়ালে থেকে আবার রওয়ানা হলো খিয়ানরা। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই ওর মনোযোগ আকর্ষণ করে অনল বললেন, 'শুনতে পাচ্ছেন, লর্ড?'

কান পাতল খিয়ান।

ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

'দুর্ভাগ্য পিছু ছাড়েনি আমাদের,' বলছেন অনল। 'পুরোহিত টেমুর চিৎকার শুনে ফেলেছে দুর্গের ঘোড়সওয়ারেরা। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে সময় নষ্ট হয়েছে আমাদের, সে-সুযোগে কাছে চলে এসেছে ওরা। ভেবেছিলাম ভোরের পাতলা কুয়াশায় গা ঢেকে চলে যেতে পারবো অনেকদূর, কিন্তু তা-ও হলো না—উধাও হয়ে গেছে কুয়াশা। এখন ওই গিরিপথের দিকে সোজা ছুট লাগাতে হবে আমাদেরকে। রাজা আপেপির ঘোড়সওয়ারেরা যেসব ঘোড়া ব্যবহার করছে, সেগুলোর চেয়ে আমাদেরগুলো ভালো। তবে ওদের ঘোড়াগুলো ক্লান্ত না। ...লর্ড, আজকের পর যদি আর কথা বলার সুযোগ না পাই, এবং যদি আপনি পৌঁছাতে পারেন ব্যাবিলনে, লেডি নেফ্‌রাকে বলবেন, আমাদের উপর যে-আদেশ ছিল তা পালন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।' ঘোড়ার গতি বাড়ালেন তিনি।

বেশ কিছুক্ষণ একটানা চলার পর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন, তাঁর দেখাদেখি খিয়ান।

সূর্য উঠে গেছে আগেই, এখন আস্তে আস্তে তেজ বাড়ছে রোদের। যে-জায়গা দিয়ে নদী পার হয়েছে ওরা সেখান দিয়ে ওই একই কাজ করার চেষ্টা করছে রাজা আপেপির ঘোড়সওয়ারেরা। রোদ লেগে চকচক করছে ওদের বর্শার ফলা। কেউ কেউ নদী পার হয়ে ইতোমধ্যেই উঠে পড়েছে এই তীরে; ঘোড়ার গতি বাড়াচ্ছে এখন। বড়জোর আধ লীগ দূরে আছে

BanglaBook.org

ওরা।

ধাওয়া করা হচ্ছে খিয়ানদেরকে!

ধরা পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ছুটছে খিয়ানদের ঘোড়াগুলো, তারপরও যেন শেষ হতে চাইছে না সুবিস্তৃত সমতলভূমি, পাহাড়গুলো যেন এগিয়ে আসছে না মোটেও। ওদের ঘোড়াগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী, সমতলভূমির বেলেমাটির সঙ্গে পরিচিত। তাই পিছু ধাওয়া করে আসা ঘোড়াগুলোর তুলনায় ক্লান্ত হওয়ার পরও ছুটতে পারছে এখনও। নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছে না আপেপির সওয়ারিদের ঘোড়াগুলো, তাই পূর্ণ গতিতে ছুটতে পারছে না।

সন্ধ্যা নাগাদ ওই গিরিপথের কাছাকাছি হাজির হতে পারল খিয়ানরা। তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছে ওদের ঘোড়াগুলো, মুখ হাঁ করে দম নিচ্ছে, দু'দিক থেকে বার বার ভিতরের দিকে দেবে যাচ্ছে ওগুলোর পেট। বেলেমাটিতে দৌড়াতে না পেরে আপেপির ঘোড়সওয়ারিদের অনেক ঘোড়াই থেমে গেছে, এখন খিয়ানদের পেছনে লেগে আছে শুধু জনা বিশেক সওয়ারি।

গিরিপথে শেষপর্যন্ত হাজির হতে পারল খিয়ানরা। ধাওয়াকারী ঘোড়সওয়ারিদের প্রথমজন তখন মাত্র পঞ্চাশ গজের মতো দূরে আছে।

পথটা খুব সরু এখানে, যত এগিয়েছে তত উপরের দিকে উঠেছে আস্তে আস্তে। এখানে দু'জন ঘোড়সওয়ার পাশাপাশি চলতে পারবে না, একজনের পেছনে এগোতে হবে আরেকজনকে।

বেশ কিছুদূর এগোনোর পর জিনে বসে থাকা অবস্থায় ঘুরলেন অনল, ব্যাবিলোনিয়ান ভাষায় চিৎকার করে কী যেন

BanglaBook.org

বললেন তাঁর ভাইদের।

তাঁর আদেশ শোনামাত্র জিন ছেড়ে নেমে পড়লেন সলিল, কোমরের খাপ থেকে বের করলেন তলোয়ার। পথ আগলে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর ঘোড়াটা তখনও খোঁড়াতে খোঁড়াতে অনুসরণ করছে অন্যগুলোকে।

আরও কিছুদূর যাওয়ার পর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল খিয়ান। বিশ থেকে চোদ্দতে নেমে এসেছে ধাওয়াকারীদের সংখ্যা। ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওরা সলিলের উপর। বীরবিক্রমে লড়াই করছেন তিনি। কিন্তু একা একজনের পক্ষে চোদ্দজনকে সামাল দেয়া সম্ভব না, এবং সেটা পারলেনও না সলিল। তবে অনেকক্ষণ আগলে রাখতে পারলেন সরু পথটা, ততক্ষণে আরও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেল খিয়ানরা। তিনজনকে খতম করার পর শত্রুদের হাতে মারা পড়লেন সলিল।

বিজয় টের পাচ্ছে ধাওয়াকারীরা, ঘোড়ার গতি বাড়িয়েছে ওরা। খিয়ানদের থেকে ওদের দূরত্ব আরও একবার নেমে এল পঞ্চাশ গজে। আবার আদেশ দিলেন অনল, এবার জিন ছেড়ে নেমে তলোয়ার হাতে পথ আগলে দাঁড়ালেন পবন। বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছেন তিনি, তাই নিজের থেমে-দাঁড়ানো ঘোড়ার পাছায় জোরে চাপড় মেরে এগিয়ে চলার আদেশ দিলেন ওটাকে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁকে একবার দেখল বোবা জন্তুটা, তারপর এগোতে শুরু করল।

পঞ্চাশ গজ বলতে গেলে কোনও দূরত্বই না, পবনের সঙ্গে শত্রুপক্ষের লড়াইয়ের আওয়াজ কান এড়াল না খিয়ানদের কারও। তলোয়ারের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে তলোয়ার, কখনও পবন নিজের তলোয়ার দিয়ে ঠেকাচ্ছেন শত্রুপক্ষের বর্শা। তিনি মুখে লুটিয়ে পড়ার কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, এগিয়ে আসছে শত্রুপক্ষের এগারোজন ঘোড়সওয়ার।

BanglaBook.org

এবার ওদের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন পৃথ্বী। আগের দুই ভাইয়ের তুলনায় আরও দক্ষ লড়াকু তিনি, তাঁর বিরুদ্ধে লড়তে যথেষ্ট বেগ পেতে হলো শত্রুপক্ষের এগারোজনকে। এবং লড়াইটা শেষ হতে সময়ও লাগল আগের চেয়ে অনেক বেশি। নিজে মরার আগে পাঁচ ঘোড়সওয়ারকে মারতে সক্ষম হলেন পৃথ্বী। এখন ওদের সংখ্যা ছয়

এগিয়ে আসছে ওরা, বলতে গেলে হাজির হয়ে গেছে খিয়ানদের ঘাড়ের উপর। নিজের তলোয়ার বের করলেন অনল, জিন ছেড়ে নেমে পড়ার আগে খিয়ানকে বললেন, 'লর্ড, এগিয়ে যান। যে-দেবতাদের পূজা করি আমরা তাঁরা যদি শক্তি দেন আমাকে, নিরাপদেই হাজির হতে পারবেন আপনারা সেনাফাঁড়িতে। আশা করি লেডি নেফ্‌রার কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন আমার মেসেজ।'

'না!' প্রতিবাদ করল খিয়ান। 'এতক্ষণ কিছুই করিনি আমি, এবার দয়া করে শত্রুদের মুখোমুখি দাঁড়াতে দিন আমাকে। টেমু এগিয়ে যাক, আমাদের হয়ে নেফ্‌রার কাছে তিনিই পৌঁছে দেবেন মেসেজ।'

'চলে যান, লর্ড!' চিৎকার করে উঠলেন অনল। 'এমন কিছু করবেন না যার ফলে মরার পরও অসম্মান বয়ে বেড়াতে হয় আমাকে। এমন কিছু করবেন না যার ফলে লোকে বলে, আমরা চার ভাই শেষপর্যন্ত রক্ষা করতে পারিনি আপনাকে। চলে যান, নইলে আপনার চোখের সামনে এই তলোয়ার দিয়ে আত্মহত্যা করবো,' জিন ছেড়ে নেমে পড়লেন তিনি।

কিছুক্ষণ পরই শুরু হলো ছ'জনের বিরুদ্ধে একজনের লড়াই। সিংহের মতো গর্জন করতে করতে লড়ছেন অনল, যতটা না আক্রান্ত হচ্ছেন তারচেয়ে বেশি আক্রমণ করছেন। একাই হয়তো ঠেকিয়ে দিতে পারতেন ছ'জনকে, কিন্তু

BanglaBook.org

দুর্ভাগ্য—আলগা একটা পাথরে পা পড়ে পিছলে গেলেন তিনি, ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার আগেই তাঁর দিকে উড়ে গেল শত্রুদের একটা বর্শা। বুকটা এফোঁড়ওফোঁড় হয়ে গেল তাঁর। হাত থেকে আপনাআপনি ছুটে গেল তলোয়ার, চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল তাঁর রণহুঙ্কার। তবে তার আগে স্তব্ধ করে দিতে পেরেছেন তিন শত্রুকে।

থেমে দাঁড়াল খিয়ানের ঘোড়া। আর এগোতে পারছে না ওটা। কাতর হ্রেষা বেরিয়ে এল ওটার গলা দিয়ে, সমানে কাঁপছে বেচারা। এই দৃশ্য দেখে খুশিতে চিৎকার করে উঠল পিছু ধাওয়াকারী তিন শত্রু। জিন ছেড়ে নেমে পড়তে বাধ্য হয়েছে ওরা, কারণ অনেক গুঁতিয়ে-চাবকিয়ে এক পা-ও আগে বাড়াতে পারেনি ওদের ঘোড়াগুলোকে। এখন নিজেরাই ছুটে আসছে খিয়ানের দিকে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল খিয়ান, ঘুরল। ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে দেখছে তিন শত্রুকে। ওরা তিনজনই শক্তিশালী, দেখলেই মনে হয় সৈনিক। ধুলো আর ঘামে নোংরা হয়ে আছে সারা শরীর। একজন আহত; কপাল কেটে গেছে ওর। রক্ত গড়িয়ে নামছে চেহারা দিয়ে। লাল হয়ে আছে ওর রোবের বুকের কাছটা।

খিয়ানকে ঘিরে ধরল ওরা তিনজন।

'যুবরাজ খিয়ান, জীবিত অথবা মৃত—আপনাকে যে-কোনওভাবে গ্রেপ্তার করার আদেশ আছে আমাদের উপর। আপনি কি আত্মসমর্পণ করবেন? নাকি আপনাকে হত্যা করবো আমরা?'

জবাব না দিয়ে কোমরের খাপ থেকে তলোয়ার বের করল খিয়ান। জায়গা বদল করার জন্য ছোট্ট একটা লাফ দিল, তলোয়ারটা ডান হাত থেকে ছুঁড়ে দিয়েছে বাঁ হাতের দিকে, ডান হাতের একথাবায় বের করে এনেছে পিঠে ঝোলানো খাটো

BanglaBook.org

বর্শা। ওর পা দুটো মাটি স্পর্শ করল, সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতে ধরল নিজের তলোয়ার, আর ডান হাতে প্রচণ্ড জোরে বর্শাটা ছুঁড়ে মারল রক্তে-লাল রোব-পরা সৈনিকের দিকে। এক পা সরে যাওয়ারও সুযোগ পেল না লোকটা, তার আগেই ওর বুক ভেদ করে ভিতরে ঢুকে গেল খিয়ানের বর্শা। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে, মারা গেছে।

খিয়ান আত্মসমর্পণ করবে, নাকি ওকে হত্যা করা হবে—একটু আগে কথাটা জিজ্ঞেস করেছিল যে-সৈনিক, আগে বাড়ল সে। দুই হাত দিয়ে ধরেছে সে নিজের তলোয়ার, ওই অবস্থাতেই কোপ মারল খিয়ানের মাথা লক্ষ্য করে। ততক্ষণে ডান হাতে তলোয়ার নিয়েছে খিয়ান, আঘাতটা ঠেকাল সে। একটা মুহূর্তও দেরি না করে আগে বাড়ল, ডান পায়ে প্রচণ্ড একটা লাথি মারল শত্রুর বুকে। এই হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল না লোকটা, ছিটকে গিয়ে কয়েক হাত দূরে আলগা একটা পাথরের উপর পড়ল।

খিয়ানকে শেষ করে দেয়ার জন্য এগিয়ে এসেছে তৃতীয় সৈনিক, আগেরজনের মতো তলোয়ারের কোপ মারল সে খিয়ানকে নিশানা করে। কিন্তু এবারও আঘাত ঠেকাতে পারল খিয়ান। সিরিয়ার যুদ্ধে অংশ নেয়ার সময় অসিচালনার উপর বিশেষ কিছু কৌশল আয়ত্ত করেছিল সে, সেগুলো কাজে লাগাচ্ছে এখন। তলোয়ার দিয়ে বার বার কোপ মারা হচ্ছে ওকে, কখনও নিজের তলোয়ার দিয়ে আঘাত ঠেকাচ্ছে সে, কখনও ঝুঁকে পড়ে এড়িয়ে যাচ্ছে, কখনও আবার লাফিয়ে সরে যাচ্ছে। লাফ দেয়ার আগে চট করে দেখে নিচ্ছে, যেখানে গিয়ে পড়বে সেখানে আলগা পাথর আছে কি না।

অসিলড়াই করতে করতে খুব কাছে চলে আসার সুযোগ দিল সে শত্রুকে, লোকটাকে টের পেতে দিল না এটা আসলে একটা

BanglaBook.org

ফাঁদ। আরও একবার ওকে নিশানা করে কোপ মারল লোকটা, আরও একবার সেটা সফলভাবে ঠেকিয়ে দিল খিয়ান। একমুহূর্তও দেরি না করে কোমরে গুঁজেরাখা খঞ্জর একটানে বের করল বাঁ হাতে, শত্রুর গলা নিশানা করে চালিয়ে দিল ওটা। অস্ত্রটা আমূল ঢুকে গেল লোকটার গলায়। আছড়ে পড়ল সে মাটিতে।

খিয়ানের লাথি খেয়ে ছিটকে পড়েছিল যে-সৈনিক, সে বুঝে গেছে, অন্তত অসিলড়াইয়ে জীবনেও পারবে না খিয়ানের সঙ্গে। কূটকৌশল অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নিল সে। খিয়ান যখন লড়াই করছে তৃতীয় লোকটার বিরুদ্ধে, তখন চকিতে এগিয়ে গেছে সে বর্শা-বুকে-নিয়ে মরে পড়ে-থাকা লোকটার দিকে। বর্শাটা খুলে নিল সে মৃত লোকটার বুক থেকে, উঠে দাঁড়াল একলাফে, কোনওরকমে খিয়ানকে নিশানা করেই ছুঁড়ে মারল বর্শাটা।

সে যদি একটু সময় নিয়ে নিশানা করত, তা হলে খিয়ানকেও হয়তো বরণ করতে নিতে হতো ওর-হাতে-নিহত দুই শত্রুর ভাগ্য। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে লোকটা, তাই বর্শাটা উড়ে এসে খিয়ানের বুকের বদলে লাগল ওর বাঁ হাঁটুর কিছুটা উপরে। মাংস কেটে দিয়ে ফলাটা ঢুকে গেল বেশ ভিতরে।

টানা কয়েকটা দিন বলতে গেলে শুধু খেজুর আর পানি খেয়ে থাকা, তারপর দীর্ঘ যাত্রা—এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল খিয়ান, বর্শাটা ওর পায়ে ঢোকামাত্র চক্কর দিয়ে উঠল ওর মাথা। তলোয়ারটা আপনাআপনি ছুটে গেল হাত থেকে। পড়ে যাচ্ছিল, হাত বাড়িয়ে গিরিপথের একদিকের দেয়াল ধরে সামলে নিল কোনওরকমে। ঝাপসা হয়ে এসেছিল দৃষ্টি, কয়েক মুহূর্ত পরই যখন তা স্বাভাবিক হলো তখন তলোয়ারের খোঁজে এদিকওদিক তাকাতে লাগল সে। কিন্তু ওকে সে সুযোগ দিল না শত্রু। ছুটে

BanglaBook.org

এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে খিয়ানের উপর।

রাজা আপেপি ঘোষণা দিয়েছেন, খিয়ানকে মৃত অবস্থায় তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারলে যে-অর্থপুরস্কার দেয়া হবে, জীবিত অবস্থায় যদি নিয়ে যাওয়া হয় তা হলে তা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। টাকার লোভে খিয়ানকে খুন করল না ওর উপর ঝাঁপিয়ে-পড়া লোকটা। খিয়ানের বুকের উপর চড়ে বসেছে সে, একহাতে ওর গলা টিপে ধরে আরেকহাতে সমানে ঘুসি মারছে ওকে।

দৃষ্টি আবারও ঝাপসা হয়ে এল খিয়ানের, সে-ও ঘুসি মারল শত্রুর নাকেমুখে, কিন্তু জোরালো হলো না সেটা। প্রচণ্ড শক্তিতে ওর গলা চেপে ধরেছে লোকটা, চেষ্টা করেও হাতটা সরাতে পারছে না সে। আস্তে আস্তে দম আটকে আসছে ওর। শত্রুকে লক্ষ্য করে দুর্বল ঘুসি মারল আরেকবার, কোনও লাভ হলো না এবারও। হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে সে কিছুক্ষণের মধ্যেই, ভাবল।

হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল। ভোঁতা একটা আওয়াজ শুনতে পেল খিয়ান। পরমুহূর্তে টের পেল, ওর গলা চেপে ধরা শত্রুর-হাত শিথিল হয়ে আসছে আস্তে আস্তে, দম নিতে পারছে সে। পরমুহূর্তে আবার শোনা গেল ভোঁতা আওয়াজটা। সঙ্গে সঙ্গে ওর বুক থেকে যেন খসে পড়ে গেল হামলাকারী লোকটা। আর তখনই টেমুকে দেখতে পেল খিয়ান। দু'হাতে বেশ বড় আর ভারী একটা পাথর ধরে আছে সে।

'বিশ্বাস রাখুন!' খিয়ানকে তাকাতে দেখে বলল টেমু। 'বিশ্বাস রাখুন দেবতাদের উপর!'

উঠে বসল খিয়ান, তাকাল পাশে পড়ে-থাকা লোকটার দিকে। ভারী পাথরের উপর্যুপরি এবং প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙা-ডিমের মতো চুরমার হয়ে গেছে লোকটার খুলি। তারপরও পাথরটা হাত থেকে ছাড়েনি টেমু, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে

BanglaBook.org

লোকটার দিকে। সে নড়ে উঠলেই পাথর দিয়ে আবার বাড়ি মারবে ওর মাথায়।

'মরে গেছে বোধহয়,' কিছুক্ষণ পর বলল সে, থতমত খেয়ে গেছে যেন। 'কে কবে ভেবেছিল আমার মতো কেউ এভাবে পাথরের বাড়ি মেরে খুন করবে একটা লোককে? অথচ ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের সদস্য হিসেবে শপথ নেয়ার সময় রক্তপাত না ঘটানোর প্রতিজ্ঞা করেছিলাম!' পাথরটা ফেলে দিল হাত থেকে।

'আপনার তলোয়ার কোথায়?' জিজ্ঞেস করল খিয়ান।

'মনে হয় নদী পার হওয়ার সময় পড়ে গেছে।'

'বর্শাটা টেনে বের করতে পারবেন আমার পা থেকে?'

'শুয়ে থাকুন চুপচাপ। চেষ্টা করে দেখি।'

বর্শাটা টেনে বের করল টেমু। প্রচণ্ড ব্যথায় এবং রক্তপাতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল খিয়ান।

বেশ কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখল, ব্যাবিলোনিয়ান সৈন্যদের উর্দি-পরা এবং চাপ দাড়িওয়ালা বেশ কয়েকজন দীর্ঘদেহী সৈন্য ঘিরে ধরেছে ওকে। ওদের একজন মাটিতে বসে পড়ে নিজের কোলে তুলে নিয়েছে খিয়ানের মাথা, লাউয়ের শুকনো খোলস দিয়ে বানানো পাত্র থেকে একটু একটু করে পানি ঢালছে ওর মুখে।

'আর ভয় নেই, লর্ড,' খিয়ানকে চোখ মেলতে দেখে বলল লোকটা। আমরা আপনাদের বন্ধু। এখানে লড়াই হচ্ছে টের পেয়ে সেনাফাঁড়ি থেকে ছুটে এসেছি আমরা। তবে এই অবস্থায় দেখতে পাবো আপনাকে, ভাবিনি। এখন ফাঁড়িতে নিয়ে যাবো আপনাকে, আপনার ক্ষতের চিকিৎসা করা হবে সেখানে।'

রক্তপাতে কাহিল হয়ে পড়েছে খিয়ান, কিছু বলতে চেয়েও পারল না। চোখ নামিয়ে দেখল, কোনও এক শত্রুর রোব ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজের মতো করে পেঁচিয়ে দেয়া হয়েছে ওর আহত

BanglaBook.org

পায়ে। প্রয়োজন না থাকার পরও ওর তলোয়ারের খোঁজে মাটি হাতড়াতে লাগল, কিন্তু নিথর হয়ে গেল ওই অবস্থাতেই—জ্ঞান হারিয়েছে আবার।

সেনাফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। এখানে আহত অবস্থায় অনেকদিন শুয়েবসে থাকতে বাধ্য হলো সে। পুঁজ জন্মে গেল বাঁ পায়ের ক্ষতস্থানে, পা-টা কেটে বাদ দেবেন কি না সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না স্থানীয় চিকিৎসক।

এবং একদিন, আটিদের বেশ বড় একটা দল সীমান্ত পাড়ি দিয়ে এসে ঘিরে ধরল ফাঁড়িটা। ব্যাপারটা টের পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল ফাঁড়ির সৈন্যরা। কার টাকা খেয়ে কাজটা করছে ওরা, বুঝতে বাকি নেই ওদের।

ব্যাবিলনে যাওয়া তো পরের কথা, ফাঁড়ি ছেড়ে বের হওয়ারও উপায় থাকল না অবরুদ্ধ খিয়ানের।

বিশ

ব্যাবিলন থেকে কুচকাওয়াজ

ব্যাবিলনের রাজপ্রাসাদ যত সুন্দর, নেফ্‌রার মন যেন ঠিক ততটাই দুঃখিত। প্রাসাদের ভিতরে দম নিলে সুগন্ধ টের পাওয়া যায়, তারপরও যেন দম আটকে আসে নেফ্‌রার। কারণ মাসের পর মাস কোনও খবর নেই খিয়ানের। মাসের পর মাস দেখতে পাচ্ছে না সে মানুষটাকে।

BanglaBook.org

প্রস্তুত করা হচ্ছে ব্যাবিলনের সেনাবাহিনীকে। সাম্রাজ্যের সমস্ত সেনাছাউনি থেকে রাজধানী শহরে জড়ো হয়েছে সৈন্যরা। ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সাধারণ অনেক মানুষও। এসেছে তীরন্দাজ, রথচালক, পদাতিক সৈন্য, বর্শাবাহী সৈন্য আর উটচালকরা। নিয়মিত কুচকাওয়াজ করিয়ে আর রণপ্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করে তোলা হচ্ছে ওদেরকে। এত বড় একটা সেনাবাহিনীর জন্য জোগাড় করা হয়েছে রসদ আর পানি। বেশ বড় একটা অগ্রগামী বাহিনী প্রস্তুত হয়ে গেছে ইতোমধ্যে; যে-পথ দিয়ে যাবে সেনাবাহিনী তা ঠিক আছে কি না, নিরাপদ আছে কি না ইত্যাদি তদারক করবে। সৈন্যদের মূল রসদ পরিবহনের দায়িত্বও ওদের উপর।

নেফ্‌রা ব্যাবিলনে আসার তিন চান্দ্রমাস পর একদিন শহরটার পিতলনির্মিত প্রবেশদ্বার দিয়ে কুচকাওয়াজ করতে করতে বের হয়ে গেল অগ্রগামী দলটা।

ইদানীং ব্যাবিলন শহরটা অসহ্য ঠেকছে নেফ্‌রার কাছে। এত আড়ম্বর আর জাঁকজমক কখনোই ভালো লাগে না ওর, আজকাল বিষের মতো মনে হচ্ছে। শহরের অধিবাসীরা যে-ধর্ম পালন করে তা ওর ধর্ম না। এখানকার সবাই যে-দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করে, তাঁদের কাছে কিছু চায় না সে। বড় বড় টেরেসওয়ালা মন্দিরগুলোকে বলা হয় ব্যাবিলনের শোভা, সেগুলোতে অহরহ অনুষ্ঠিত হয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সে-রকম কয়েকটা অনুষ্ঠানে ওকে নিয়েও গেছেন ডিটানাহ্, কিন্তু ওসব মন্দিরের কোনও মূর্তির সামনেই মাথা নত করতে পারেনি সে। বার বার মনে পড়ে গেছে, সে সাধু রয়ের ছাত্রী। মনে পড়েছে, সে ভ্রাতৃসঙ্ঘের একজন সদস্যা।

রাজদরবারে যখনই যান ডিটানাহ্, অথবা সেখান থেকে যখনই বেরিয়ে আসেন, উপস্থিত সবাই চিৎকার করে বলতে

BanglaBook.org

থাকে, 'রাজা চিরজীবী হোন!' নেফ্‌রা নিজেও চায় আরও অনেকদিন বেঁচে থাকুক ওর নানা, কিন্তু সে জানে কোনও মানুষই চিরজীবী হতে পারে না। ওর নানা বয়সে হয়তো সাধু রয়ের সমান, কিংবা বেশিও হতে পারেন। হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে হবে তাঁকে। তাই ষাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে যে-মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করে রাজদরবারের লোকেরা, তা মেকি বলে মনে হয় নেফ্‌রার কাছে।

প্রাসাদের ভিতরে নিজেকে কেমন বন্দি বন্দি লাগে ওর। সুন্দর সুন্দর বাগান আছে প্রাসাদের ভিতরে, কিন্তু ওই সৌন্দর্যও মেকি লাগে ওর কাছে। কিছুই ভালো লাগে না ওর। কেম্মাহ্‌ একদিন খেয়াল করলেন, খাওয়াদাওয়া বলতে গেলে ছেড়ে দিয়েছে নেফ্‌রা। দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে সে। কেমন ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে ওর চামড়া। আসলে যে বিচ্ছেদবেদনায় কাতর, রঙিন পৃথিবীও তার কাছে বর্ণহীন।

ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের কয়েকজন সদস্যের মাধ্যমে খবর পাওয়া গেছে, ট্যানিস থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছে যুবরাজ খিয়ান আর পুরোহিত টেমু। মেমফিসে হাজির হয়েছিল ওরা, কিন্তু তারপর আটকা পড়েছিল পিরামিডের ভিতরে। পরে সেখান থেকেও পালিয়ে রওয়ানা হয়ে যায় মিশরের সীমান্তের দিকে, আরবের উদ্দেশে। ওদেরকে সাহায্য করার জন্য ওদের সঙ্গে আছে কয়েকজন বিশ্বস্ত লোক।

পরে নতুন খবরও এল, যা শুনে মন ভেঙে গেল নেফ্‌রার। মিশরীয় সীমান্তের কাছে নাকি ধরা পড়েছে খিয়ান আর টেমু। কেউ কেউ বলছে সেখানেই হত্যা করা হয়েছে ওদের দু'জনকে। কেউ বলছে, ওদেরকে গ্রেপ্তার করে খুব গোপনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মিশরে। তবে বেশিরভাগের মত, আর বেঁচে নেই খিয়ানরা। কারণ ভ্রাতৃসঙ্ঘের যে-সদস্যরা সাহায্য করছিলেন

BanglaBook.org

ওদেরকে, তাঁদের লাশ পাওয়া গেছে মিশর-আরব সীমান্ত-সংলগ্ন একটা সঙ্কীর্ণ গিরিপথে।

মিশর-আরব সীমান্ত।

রোদে শুকানো ইট দিয়ে বানানো দুর্গের ক্যাপ্টেন বেশ চিন্তিত। কী হবে তাঁর, তা-ই ভাবছেন তিনি।

সীমান্তে কড়া নজর রাখার আদেশ ছিল তাঁর উপর। আদেশ ছিল যুবরাজ খিয়ান আর ওর সহচরদের ফাঁদে ফেলার। কিন্তু তাঁর মুঠো থেকে যেন পিচ্ছিল মাছের মতো বেরিয়ে গেছে খিয়ান আর ওই পুরোহিত। শুধু পালিয়েই যায়নি ওরা, ওদের হাতে মারা পড়েছে ক্যাপ্টেনের বেশ কয়েকজন সহযোদ্ধাও।

ওই দু'জন এখন কোথায় আছে, জানেন তিনি। সঙ্গে এখনও যে-ক'জন ঘোড়সওয়ার আছে, তাদেরকে নিয়ে ইচ্ছা করলে ওই সেনাফাঁড়িতে হামলা চালাতে পারেন তিনি। কিন্তু তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। কারণ তিনি জানেন, ফাঁড়িটা যথেষ্ট মজবুতভাবে বানানো। অকস্মাৎ হামলার কথা চিন্তা করে সেখানে সবসময় মজুদ করে রাখা হয় রসদ। মিশরের সঙ্গে ব্যাবিলনের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে প্রায়ই যুদ্ধ সংঘটিত হয়, কিন্তু ইদানীং যুদ্ধবিরতি চলছে সব জায়গায়। বলা নেই কওয়া নেই ক্যাপ্টেন যদি হঠাৎ করে হামলা চালান ওই ফাঁড়িতে, তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক আচরণের অভিযোগ করতে পারেন খোদ আপেপি। তখন কী জবাব দেবেন ক্যাপ্টেন? হামলা করার জন্য তো আসলেই আজপর্যন্ত কোনও ফরমান এসে পৌঁছায়নি তাঁর হাতে।

নিজের চামড়া বাঁচাতে শেষপর্যন্ত একটা উপায় অবশ্য বের করেছেন তিনি। কাঁচা টাকা বিনিয়োগ করে মিশরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো থেকে জোগাড় করেছেন সাধারণ কিছু আটিকে,

BanglaBook.org

তারপর অস্ত্র তুলে দিয়েছেন ওদের হাতে। কী করতে হবে বলে দিয়েছেন লোকগুলোকে, এবং সে-অনুযায়ীই কাজ করেছে ওরা।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, নিজের খেয়ালখুশিমতো এই অবরোধ কতদিন চালাতে পারবেন ক্যাপ্টেন? ফাঁড়ির সৈন্যরা প্রশিক্ষিত, গায়েগতরেও শক্তিশালী; ওরা যদি কোনও এক রাতে হঠাৎ করে অবরোধ ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়, বিশেষ কিছু কি করতে পারবে আটিরা? বিশেষ কিছু কি আসলেই আশা করা যায় ওদের কাছ থেকে?

টাউকে ডেকে পাঠিয়েছে নেফ্‌রা। লেডি কেম্মাহ্‌ও এসেছেন।

'মামা, খবর শুনেছেন নিশ্চয়ই?' পাথরের মতো হয়ে গেছে নেফ্‌রার চেহারা, কণ্ঠ ভেঙে গেছে। 'খিয়ান মারা গেছে।'

'ওর মারা যাওয়ার খবর নিশ্চিত করে বলতে পারছে না কেউ। আমি যা শুনেছি তা হলো, সে হয় মারা গেছে, নয়তো বন্দি হয়েছে। তবে কেউ একজন মারা গেছেন ঠিকই, এবং সে-ব্যাপারে পাকা খবর আছে আমার কাছে।'

'কে?'

'মহান সাধু রয়।'

মাথা নিচু করে চুপ করে বসে থাকল নেফ্‌রা, নিঃশব্দে কাঁদছে। কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে নিচু গলায় বলল, 'কী দরকার ছিল খিয়ানকে ট্যানিসে ফেরত পাঠানোর? সে যদি আমাদের সঙ্গে ব্যাবিলনে চলে আসত তা হলেই কি ভালো হতো না?'

'হয়তো হতো, হয়তো হতো না। যুবরাজ খিয়ান যা করেছে, স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে করেছে। একটা দায়িত্ব ছিল ওর উপর, তা শেষ না করে যদি পালিয়ে চলে আসত এখানে, ওর দেশের লোকেরাই ওকে কাপুরুষ বলত সারাজীবন।'

'কিন্তু খিয়ান বেঁচে না থাকলে কোনওকিছুরই দরকার নেই

BanglaBook.org

আমার। সে মারা গেলে কোনও সিংহাসনই চাই না আমি। সে মারা গেলে...কবর ছাড়া আর কিছু চাই না নিজের জন্য। ...না, চাই...প্রতিশোধ নিতে চাই। খিয়ান যদি মরে গিয়ে থাকে, আপেপি আর ওর আটিদের শেষ দেখে ছাড়বো আমি। ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে ছাড়বো ট্যানিসকে।'

'ভ্রাতৃসঙ্ঘের একজন সদস্যার মুখে, যাঁর উপাধি "দেশ জোড়াদাত্রী", এসব কথা মানায় না। ...আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন?'

'হ্যাঁ, হয়েছি। আমার জায়গায় আপনি থাকলেও তা-ই হতেন। ...রুকে আমার সামনে আসতে বলুন। লড়াই করার কায়দাকানুন শিখতে চাই ওর কাছ থেকে। হাজির হতে বলুন কামারদেরকে। আমার শরীরের মাপ নিক ওরা, যাতে আমার জন্য চমৎকার একটা বর্ম বানাতে পারে।'

প্রতিবাদ করেননি টাউ, নিঃশব্দে চলে গিয়েছিলেন। রু আর বর্মপ্রস্তুতকারীদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নেফ্‌রার কাছে। ফলস্বরূপ ব্যাবিলনের রাজপ্রাসাদে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখা যাচ্ছে আজকাল।

কমনীয় কিন্তু চটপটে একটা মেয়ে রূপার বর্ম পরিহিত অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মারামারি করে দৈত্যাকৃতির কালো একটা লোকের বিরুদ্ধে। মেয়েটার 'মার' খেয়ে কখনও কখনও মেকি ব্যথায় চিৎকারও করে ওঠে দৈত্যটা। কাঠের তলোয়ার দিয়ে অসিলড়াই শেখে মেয়েটা ওই লোকের কাছে। মেয়েটা যখন কোপ মারে, অবলীলায় ঠেকিয়ে দেয় লোকটা; কখনও হয়তো ঠেকায়ই না, কারণ জানে ওই আঘাতে কিছুই হবে না তার। কিন্তু যখন সে নিজে কোপ মারে, সামান্য শক্তি ব্যবহার করে, এবং ঠেকানোর সুযোগ দেয় মেয়েটাকে; অথবা শেষমুহূর্তে তুলে নেয় নিজের তলোয়ার। তলোয়ার দিয়ে কত রকমভাবে

কুপোকাত করা যায় প্রতিপক্ষকে, তা শেখানোর জন্য কখনও সুকৌশলে গুঁতো দেয় মেয়েটার শিরস্ত্রাণে। সামান্য সেই গুঁতোতেই হুড়মুড় করে পড়ে যায় মেয়েটা, কিন্তু অদম্য কোনও ইচ্ছাশক্তির বলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় আবার, 'লড়াই' শুরু করে।

সত্যিই, অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে মানুষ অসম্ভবকেও সম্ভব করে দেখাতে পারে। রুর অধীনে প্রশিক্ষণ শুরু করার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সে-রকম এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটিয়ে দিল নেফ্‌রা। অসিলড়াইয়ে ক্ষিপ্রতায় এখন নেফ্‌রার ধারেকাছেও নেই রু। অদ্ভুত কায়দায় বার বার দিক বদল করে কাঠের তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে পারে সে রুকে; কখনও কখনও রুর বুক আর পেটের মাঝখানে এত জোরে গুঁতো দেয় যে, সত্যিই ব্যথা পায় লোকটা। তলোয়ার ফেলে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে তখন ভাবে রু, 'এই সিংহীর কবল থেকে আপেপিকে রক্ষা করুক ওর দেবতারা। শয়তানটাকে যদি একবার নিজের থাবার মধ্যে ধরতে পারে এই সিংহী, টুকরো টুকরো করে ফেলবে।'

কখনও কখনও তীর-ধনুক নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় করে নেফ্‌রা, চর্চা করে কীভাবে দ্রুত ও নিখুঁতভাবে তীর মারতে হয়। ক্লান্ত হয়ে গেলেও বিশ্রাম দেয় না নিজেকে, গিয়ে হাজির হয় প্রাসাদের ব্যক্তিগত বৃত্তাকার-ক্রীড়াভূমিতে, রথচালনা শেখে। ওর সঙ্গে তখন যাত্রী হিসেবে থাকে ওর একজন দাসী। এক্ষেত্রে সঙ্গে রাখা যায় না রুকে, কারণ ওর ওজন অনেক বেশি। কেম্মাহ্‌কে যাত্রী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল নেফ্‌রা, কিন্তু তিনি সোজা মানা করে দিয়ে বলেছেন, 'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'আমি যখন মেমফিসের পিরামিডে চড়তে শিখছিলাম,

BanglaBook.org

তখনও কিন্তু একই কথা বলেছিলেন আপনি। কিন্তু আমি জানি, আমার সেই বিদ্যা আমাকে ঠকায়নি। সৎ উদ্দেশ্যে মানুষ যা-ই শিখুক না কেন, ঠকে না।' বলে আগের চেয়েও জোরে রথ ছুটিয়েছে নেফ্‌রা, যা ওর আগে কখনওই করেনি কোনও মেয়েমানুষ।

এসব খবর কান এড়াল না ডিটানাহ্‌র।

আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি, এবং একদিন এমন একজায়গায় এসে লুকালেন, যেখান থেকে গোপনে চোখ রাখতে পারবেন রণপ্রশিক্ষণে-ব্যস্ত নেফ্‌রার উপর। তাঁর সঙ্গে আছেন টাউ।

নেফ্‌রাকে দেখতে দেখতে ভ্রূ কুঁচকে নিচু গলায় ডিটানাহ্‌ বললেন, 'আবেশু, আমার মনে হচ্ছে, তোমার বদলে নেফ্‌রাকেই সেনাপতি বানানো উচিত আমার।'

'কেন?'

'কারণ একসময় সেনাপতি ছিলে তুমি, তারপর পুরোহিত হয়েছ। লড়াই করতে যে-তেজ লাগে তা কতখানি বাকি আছে তোমার ভিতরে জানি না। কিন্তু নেফ্‌রাকে দেখে মনে হচ্ছে, লড়াইয়ের তেজ ছাড়া ওর ভিতরে যেন আর কিছুই নেই। মনে হচ্ছে, সে যেন একজন রণদেবী।'

রণপ্রশিক্ষণ দু'দিক দিয়ে কাজে লাগছে নেফ্‌রার। এক, মন ভেঙে গিয়েছিল ওর, এবং সেই ভগ্ন-হৃদয়ের প্রভাব পড়েছিল ওর স্বাস্থ্যের উপর; স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে সে। দুই, কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে ব্যাবিলন এবং আরও যা যা অসহনীয় ঠেকছিল ওর কাছে সেসব ভুলে থাকতে পারছে।

কিন্তু যত যা-ই হোক, মানুষ রক্তমাংসে গড়া, আবেগ ভুলে থাকতে চাইলেও তা সবসময় পারে না সে। তাই খিয়ানের চিন্তা যেন তাড়া করে ফিরে নেফ্‌রাকে, বিশেষ করে রাতে ঘুমানোর

BanglaBook.org

সময়। খিয়ানের খোঁজ পাওয়ার আশায় ব্যাবিলনের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে লোক পাঠানোর জন্য প্রায়ই পীড়াপীড়ি করে সে টাউকে, কখনও কখনও ডিটানাহ্‌কে। এবং ওর অনুরোধ ফেলতে না পেরে কাজটা করেনও ডিটানাহ্‌। যারা খোঁজ করতে যায় তারা নিয়মিত খবর পাঠায়, কিন্তু তাতে আশাব্যঞ্জক কিছুই থাকে না। মিশর থেকে পালিয়ে এসে কেউই নাকি আশ্রয় নেয়নি ব্যাবিলনের সীমান্তবর্তী কোনও গ্রামে।

একদিন নতুন একটা খবর এল।

মিশর-আরব সীমান্তে সঙ্কীর্ণ একটা গিরিপথ-সংলগ্ন একটা ব্যাবিলোনিয়ান সেনাফাঁড়ি ঘেরাও করে রেখেছে রাজা আপেপির অনুগত আটিরা।

ব্যাপার কী, জানার জন্য গুপ্তচর পাঠানো হলো ওখানে।

জানা গেল, খবর সত্যি। আসলেই অবরুদ্ধ হয়ে আছে ওই সেনাফাঁড়ি। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে ওদের সবরকমের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। আটিরা হামলাও করে না ফাঁড়িতে, ফাঁড়ির সেনারাও রসদ ফুরিয়ে আসার আগপর্যন্ত কিছু করছে না।

নতুন এই খবরে বিস্মিত হলেন টাউ। সীমান্তবর্তী সামান্য একটা সেনাফাঁড়িতে হঠাৎ কী হলো যে, সেটা আটিদের দিয়ে অবরোধ করিয়ে রাখতে হবে? দুইয়ে দুইয়ে চার মেলানোর চেষ্টা করলেন টাউ, এবং গোপনে দেখা করলেন ডিটানাহ্‌র সঙ্গে। রাজার অনুমতি নিয়ে এক শ' দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ারের একটা দলকে পাঠিয়ে দিলেন ওই জায়গায়। পাঠালেন আরও কয়েকজন গুপ্তচরকে। তবে এই ব্যাপারে কিছুই বললেন না নেফ্‌রাকে।

তিনি চান না অতি আশায় বুক বাঁধতে গিয়ে শেষপর্যন্ত আশাভঙ্গ হোক মেয়েটার।

প্রস্তুতিপর্ব সারার জন্য ইউফ্রেটিস নদের তীরে ঘাঁটি গেড়েছিল

BanglaBook.org

ব্যাবিলনের সেনাবাহিনী, সেটা শেষ হয়েছে। মিশরের দিকে যাত্রা শুরু করার জন্য আদেশের অপেক্ষায় আছে ওরা এখন। এই বাহিনীতে পদাতিক সৈন্য ও ঘোড়সওয়ারের মোট সংখ্যা দুই লক্ষ। রথ আছে এক হাজারের কিছু বেশি। রসদবাহী উট আর গাধা আছে হাজার হাজার। আর সেনাচরদের সংখ্যা বোধহয় গুনে শেষ করা যাবে না।

ব্যাবিলন থেকে বিদায় নেয়ার সময় হয়েছে নেফ্‌রার। মিশরের রানির মুকুট পরে শেষবারের মতো দেখতে গেল সে ব্যাবিলোনিয়ান রাজাদের প্রাচীন সমাধি, শেষবারের মতো পা রাখল এখানকার কয়েকটা বিখ্যাত মন্দিরে। বিষণ্ন মন নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ওর মা'র কবরের পাশে, নিজের হাতে ফুল দিল সেখানে। তারপর ওর নানার সঙ্গে দেখা করার জন্য গেল রাজদরবারে।

ওকে আশীর্বাদ করলেন ডিটানাহ্, ওর মঙ্গল কামনা করলেন। তিনি ধরে নিয়েছেন আর কখনও দেখা হবে না নেফ্‌রার সঙ্গে, তাই রাজদরবারে উপস্থিত সবার সামনেই কেঁদে ফেললেন মেয়েটার জন্য। বার্ধক্যের কারণে নেফ্‌রাকে সঙ্গ দিতে পারছেন না এই রণযাত্রায়, বললেন দুঃখিত ভঙ্গিতে।

পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন টাউ। পুরোহিতের সেই সাদা রোবের বদলে সেনাপতির পোশাক পরে আছেন তিনি। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যাবিলনের যুবরাজের পদমর্যাদাসূচক ব্যাজ। তাঁকে এখন দেখলে কেউ বলবে না কোনওকালে পুরোহিত ছিলেন তিনি।

তাঁর দিকে তাকালেন ডিটানাহ্। 'নিয়তির খেলা কী অদ্ভুত! অনেক বছর আগে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী মধুর ছিল! তারপর ঝগড়া হলো আমাদের মধ্যে, স্বীকার করছি তাতে তোমার চেয়ে আমার দোষই বেশি। সিংহাসনের আশা ত্যাগ

BanglaBook.org

করে গৃহত্যাগী হলে তুমি, পুরোহিত হয়ে গেলে। তোমার উত্তরাধিকার দিয়ে দিলাম আরেকজনকে। অনেক আশা নিয়ে আমার যে-মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলাম মিশরের এক ফারাওয়ের সঙ্গে, তার লাশ নিয়ে ফিরে এলে; যুবরাজ হয়ে গেলে আবার। আজ তোমার গায়ে আবারও শোভা পাচ্ছে ব্যাবিলনের সেনাপতির পোশাক। যদি যুদ্ধে জেতো, হয়তো ফিরে যাবে মেমফিসে, সাধনা শুরু করবে আবার। কিন্তু আমি? আমি ব্যাবিলনের রাজপ্রাসাদে বসে অপেক্ষা করতে থাকবো মৃত্যুর। ...আবেশু, মাঝেমধ্যে ভাবি, দেবতাদের দৃষ্টিতে তোমার আর আমার কাজের মধ্যে কারটা ঠিক।'

'মানুষ নিয়তিকে বেছে নেয় না,' গম্ভীর গলায় বললেন টাউ, 'নিয়তিই খুঁজে নেয় মানুষকে। কেন, সে-জবাব দিতে পারবেন শুধু দেবতারা। ...বিদায়, বাবা।'

আবেগ সামলাতে কষ্ট হচ্ছে ডিটানাহ্‌র, তারপরও আপেপির বিরুদ্ধে ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন তিনি।

ব্যাবিলনের প্রবেশদ্বার খুলে গেল আবার, টাউয়ের নেতৃত্বে বিশাল এক সেনাবাহিনী কুচওয়াজ করতে করতে বেরিয়ে এল শহর ছেড়ে। দিনের পর দিন ধরে সে-বাহিনী এগিয়ে চলল মরুর পথে। বড় কোনও দল যখন যাত্রা করে তখন তাদের গতি ধীর হয়, ব্যাবিলনের সেনাবাহিনীও এগিয়ে চলেছে ধীর গতিতে। এবং একদিন তারা হাজির হলো ব্যাবিলন-আরব সীমান্তে।

গুপ্তচরদের কাছ থেকে আগেই খবর পেয়েছেন টাউ, ব্যাবিলোনিয়ানদের অগ্রযাত্রা রুখে দেয়ার জন্য আরবের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সুরক্ষিত দুর্গব্যবস্থা গড়েছেন আপেপি। টাউয়ের কাছেই একটা রথে চকচকে রূপার-বর্ম পরে বসে আছে নেফ্‌রা, খবরটা জানালেন তিনি ওকে। নেফ্‌রাকে আসলেই

BanglaBook.org

কোনও যুবতী রণদেবীর মতো দেখাচ্ছে। রুর নেতৃত্বে কয়েকজন দেহরক্ষী ঘিরে ধরে আছে ওকে।

'ভালো,' বলল নেফ্‌রা। 'যত তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শুরু করবো আমরা, তত তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে পারবো আটিদের। যাদেরকে হারিয়েছি, তাদের রক্তের বদলা নিতে পারবো।'

ব্যাবিলন ছেড়ে চলে আসার আগমুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল নেফ্‌রা, কোনও না কোনও খবর পাওয়া যাবে খিয়ানের। কিন্তু তা যখন পাওয়া যায়নি, তখন সে ধরে নিয়েছে মারা গেছে খিয়ান।

'যুবরাজ খিয়ান কিন্তু বেঁচেও থাকতে পারেন,' নেফ্‌রার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বললেন টাউ।

'তা-ই যদি হবে, তা হলে কোথায় সে? আপনার এক হুকুমে ব্যাবিলন থেকে যাত্রা করল এত বড় সেনাবাহিনী, অথচ খিয়ান বেঁচে আছে নাকি মারা গেছে তা এখন পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানতে পারলেন না?'

টাউ কিছু বলার আগেই তাঁদের দিকে ছুটে আসতে দেখা গেল এক দাসকে। দৌড়াতে দৌড়াতেই চিৎকার করে বলছে সে, 'চিঠি! চিঠি! রাজাদের রাজা মহান ডিটানাহ্ চিঠি পাঠিয়েছেন ব্যাবিলন থেকে!'

চিঠিটা হস্তান্তর করা হলো টাউয়ের কাছে।

ওটা খুলে পড়লেন তিনি। তারপর নেফ্‌রাকে বললেন, 'যুবরাজ খিয়ান সম্ভবত বেঁচে আছেন।'

'বেঁচে আছে!' চিৎকার করে উঠল নেফ্‌রা।

মাথা ঝাঁকালেন টাউ। 'খুব সম্ভব একটা গিরিপথ-সংলগ্ন সেনাফাঁড়িতে অবরুদ্ধ অবস্থায় আছেন। তিনি আহত, পায়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। সেটা ছাড়া আর কোনও সমস্যা নেই। আগেও একাধিকবার খবর পাঠানোর চেষ্টা করেছেন

BanglaBook.org

ব্যাবিলনে, কিন্তু প্রতিবারই তাঁর বার্তাবাহকরা ধরা পড়েছে অবরোধকারীদের হাতে, শেষ করে দেয়া হয়েছে ওদেরকে।'

একটু আগেও বদলা নেয়ার কথা বলছিল যে-মেয়ে, প্রেমিকের বেঁচে থাকার খবর শুনে মাথা যেন টলে উঠল ওর; রথ থেকে তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে আরেকটু হলে পড়েই গিয়েছিল। চট করে ওকে ধরে ফেললেন টাউ।

'চিঠিটা যে নিয়ে এসেছে সে কোথায়?' জিজ্ঞেস করল নেফ্‌রা।

দাস নয়, বরং চিঠি বহনের দায়িত্ব পালন করেছে যে-গুপ্তচর, টাউয়ের সামনে হাজির করা হলো তাকে।

লোকটার চেহারা ও পোশাক ধূলিধূসরিত হলেও ওকে চিনতে পারলেন টাউ। এক শ' ঘোড়সওয়ারের দলের সঙ্গে গুপ্তচর হিসেবে যাদেরকে পাঠানো হয়েছিল, তাদের মধ্যে এই লোকও ছিল।

'কী খবর, বলো,' আদেশ দিলেন টাউ।

'অবরোধ করে রাখা আটিদের উপর হামলা করা হয়েছে। ফাঁড়ির সৈন্যরাও যোগ দিয়েছিল আমাদের সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে শেষপর্যন্ত কুলিয়ে উঠতে না পেরে পালিয়ে গেছে ওরা। ভিতরে ঢুকে দেখি, সব ঠিকই আছে। ফাঁড়িটা আসলে এত মজবুতভাবে বানানো হয়েছে যে, আটিরা হামলা করার সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। ...যাঁদের খোঁজ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল আমাদেরকে, তাঁদেরকে পাওয়া গেছে।'

চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল নেফ্‌রার। রথে হেলান দিল সে। কথা বলতে পারছে না।

'কী খবর তাঁদের?'

'পুরোহিত ভালো আছেন। গিরিপথ পার হওয়ার সময় বীরের মতো লড়াই করতে করতে মারা গেছেন চার ভাই।

BanglaBook.org

মিশরীয় লর্ডকে দেখলাম গুরুতর আহত অবস্থায়। তাঁর বাঁ হাঁটুর উপরে বর্শা বিঁধেছিল। ক্ষত শুকায়নি এখনও। স্থানীয় চিকিৎসক বলেছেন, পা-টা হয়তো শেষপর্যন্ত কেটে বাদ দিতে হবে না, কিন্তু কারও সাহায্য অথবা কোনও অবলম্বন ছাড়া হাঁটাচলা করতে পারবেন না ওই লর্ড। আপাতত পঙ্গু বলা যায় তাঁকে।'

'তাঁকে নিজচোখে দেখেছ তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন টাউ।

'জী, লর্ড। আমার সঙ্গের আরও অনেকেও দেখেছে।'

'তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন?'

'লর্ড, যে-মানুষটা অসুস্থ, যিনি হাঁটাচলা করতে পারেন না, তাঁকে পাহাড়ি বন্ধুর পথ ধরে কীভাবে এতদূরে নিয়ে আসবো? সাহায্য করার অনুরোধ করেছিলাম ফাঁড়ির সৈন্যদেরকে, কিন্তু ওরা বলল ফাঁড়ি ছেড়ে এতদূর আসার হুকুম নেই ওদের উপর। তাই শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম, যেখানে যে-অবস্থায় আছেন যুবরাজ খিয়ান, সেখানে সেভাবেই থাকুন তিনি; তাঁর দেয়া চিঠি নিয়ে আমরাই বরং ফিরে যাই ব্যাবিলনে।'

'ঠিক কাজই করেছ,' সৈন্যদেরকে কী করতে হবে তা জানানোর জন্য চলে গেলেন টাউ।

গুপ্তচরকে একা পেয়ে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল নেফ্‌রা, আরও অনেককিছু জেনে নিল খিয়ানের ব্যাপারে।

ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এলেন টাউ। তখন গুপ্তচর লোকটাকে চলে যেতে বলে টাউয়ের কাছে জানতে চাইল নেফ্‌রা, 'কী করবেন এখন?'

'যুবরাজ খিয়ানকে নিয়ে আসার জন্য পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ারের একটা দল পাঠাবো। রথে অথবা পালকিতে করে তাঁকে এখানে নিয়ে আসবে ওরা। তিনি এখানে না আসা পর্যন্ত আর এগোবো না আমরা।'

'ওই পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে তা হলে আমিও

BanglaBook.org

যাবো, নেতৃত্ব দেবো ওদেরকে। কেম্মাহ্ থাকবেন আমার সঙ্গে

'আপনার ওখানে যাওয়াটা উচিত হবে না।'

'উচিত হবে না! অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে খিয়ান অথচ ওর কাছে যাওয়াটা উচিত হবে না আমার! কেন?'

'প্রথম কথা, কাজটা আপনার জন্য নিরাপদ না। ফাঁড়ি ঘিরে-রাখা আটিরা পালিয়ে গেছে, কিন্তু যুবরাজ খিয়ানকে পাকড়াও করার জন্য নতুন কোনও ফন্দি এঁটেছেন কি না আপেপি, জানি না আমরা। তা ছাড়া লেডি কেম্মাহ্ মনে হয় এত দূরের যাত্রা সহ্য করতে পারবেন না।'

'আমার নিরাপত্তার কথা ভাবছেন আপনি? তা হলে পুরো সেনাবাহিনীকে আদেশ দিন যাতে আমার সঙ্গে যায় ওরা।'

'সেটা সম্ভব না। এই সেনাবাহিনীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আপেপির বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। সেভাবেই প্রস্তুত করা হয়েছে ওদেরকে। এখন হুট করে নতুন কিছু চাপিয়ে দেয়া যাবে না ওদের উপর।'

'নতুন কিছু চাপিয়ে দেয়া যাবে না?' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে নেফ্রা। 'আমি, মিশরের রানি, আদেশ দিচ্ছি, পুরো সেনাবাহিনীকে আমার সঙ্গে যেতে বলুন।'

বরাবরের মতোই শান্ত কিন্তু গম্ভীর ভঙ্গিতে টাউ বললেন, 'এই সেনাবাহিনী আমার নেতৃত্বে আছে, আপনার নেতৃত্বে না। এবং আপনি যখন বর্ম পরেছেন তখন তার মানে হচ্ছে, আপনিও আমার-অধীনে-থাকা হাজার হাজার সৈন্যের মতোই একজন। তাই মিশরের রানির প্রতি, ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের একজন সদস্যার প্রতি আমার অনুরোধ, আমার আদেশ মেনে চলুন। যুবরাজ খিয়ানের নিরাপত্তা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, রানি নেফ্রার নিরাপত্তাও ততটা গুরুত্বপূর্ণ।'

সাপের মতো ফুঁসে উঠতে যাচ্ছিল নেফ্রা, কিন্তু টাউয়ের

BanglaBook.org

সদা-শান্ত চেহারা আর ভাবলেশহীন চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে গেল। কান্নায় ভেঙে পড়ল সে, ঘুরে দাঁড়িয়ে একছুটে গিয়ে ঢুকল নিজের তাঁবুতে।

পরদিন ভোরে কয়েকজন গুপ্তরচরসহ রওয়ানা হয়ে গেল পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ারের দলটা।

একুশ

বিশ্বাসঘাতক অথবা নায়ক

অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে নিরাপদে আরব-মিশর সীমান্তে হাজির হয়েছে ব্যাবিলোনিয়ান সেনাবাহিনী। এর আগে এত বড় কোনও বাহিনী বোধহয় আক্রমণ করেনি নীল নদের দেশকে। নদের ধারেই ঘাঁটি স্থাপন করেছে ওরা, শেষমুহূর্তের রণপ্রস্তুতি চলছে। তিন লীগ দূরে আপেপির দুর্গব্যবস্থা, প্রথমে হামলা করা হবে সেখানেই।

খবর পেয়ে গোপনে কাছেপিঠে হাজির হয়েছিলেন আটিদের বাহিনীর কয়েকজন ক্যাপ্টেন, স্বচক্ষে দেখে গেছেন যাঁকে রাজাদের রাজা বলা হয় তাঁর বাহিনী কত বড়। কী নেই এই বাহিনীতে? ঘোড়সওয়ার, রথ, উট, পদাতিক সৈন্য, তীরন্দাজ—মাইলের পর মাইল জুড়ে তাদের বিস্তার। তাদের কুচকাওয়াজ দেখলেই বোঝা যায় যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে এতদূর এসেছে।

BanglaBook.org

এসব দেখে ঘাবড়ে গেলেন ওই ক্যাপ্টেনরা, কাঁপতে কাঁপতে ফিরে গেলেন তাঁদের ঘাঁটিতে। কী করা উচিত জানতে খবর পাঠানো হলো আপেপির কাছে।

ট্যানিসের রাজপ্রাসাদে বসে সব খবরই পেলেন আপেপি। রাগে পাগলপারা হয়ে ডেকে পাঠালেন উজির অ্যানাথকে। বললেন, 'আমার কাপুরুষ ক্যাপ্টেনরা তো যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই হেরে বসে আছে! কী করা উচিত আমাদের, বলো।'

জবাব দেয়ার আগে আরও কয়েকজন মন্ত্রণাদাতার সঙ্গে পরামর্শ করলেন আপেপি। তারপর বাউ করে আপেপিকে সম্মান জানিয়ে বললেন, 'মহান রাজা, আপনি হয়তো রেগে গেছেন, কিন্তু আমাদের ক্যাপ্টেনরা যে-খবর পাঠিয়েছেন তা মিথ্যা না।'

'কী বলতে চাও?'

'যুবরাজ আবেশুর নেতৃত্বে যে-বাহিনী হাজির হয়েছে সীমান্তে, সে-বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা আটি সৈন্যদের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। অরক্ষিত শস্যক্ষেতে যেভাবে হামলা করে পঙ্গপাল, আমাদের উপর সেভাবে হামলা করবে ওরা। আমাদেরকে স্রেফ উজাড় করে ফেলবে। তাই আমাদের সবার পরামর্শ হচ্ছে, দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই ব্যাবিলোনিয়ানদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করা।'

'আমি...আমি শান্তিচুক্তি করবো ব্যাবিলোনিয়ানদের সঙ্গে?'

'জী। কারণ আমাদের মনে হয় না মিশর দখল করে ব্যাবিলনের সঙ্গে একত্রিত করতে চান ডিটানাহ্। আমরা শুনেছি তাঁকে নাকি জাদু করেছেন সুন্দরী নেফ্‌রা। ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের জাদুকররা ব্যাবিলনে যাওয়ার সময় সঙ্গে করে রানি রিমার মমি নিয়ে গেছে। তারপর নাকি জাদু করে ওই মমির মুখ দিয়ে মিশর আক্রমণ করার আদেশ দিয়েছে ডিটানাহ্‌কে। নিজের ছেলে মির-বেলের সঙ্গে সুন্দরী নেফ্‌রার বিয়ে দিতে চাইছিলেন

BanglaBook.org

ডিটানাহ্, কিন্তু সে-ব্যাপারেও নাকি জাদু করা হয়েছে তাঁকে। সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হয়েছেন ডিটানাহ্, এখন তিনি চান আপনার ছেলে যুবরাজ খিয়ানের সঙ্গেই বিয়ে হোক সুন্দরী নেফ্‌রার।'

কিছু বললেন না আপেপি, প্রচণ্ড রাগ সামলাতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর।

'যদি এখনও বেঁচে থাকেন যুবরাজ খিয়ান,' বলে চললেন অ্যানাথ, 'তা হলে যত জলদি সম্ভব খুঁজে বের করার ব্যবস্থা করুন তাঁকে। তাঁর সঙ্গে রাজকুমারী নেফ্‌রার বিয়ের ব্যবস্থা করুন। এমনিতেই কথা ছিল রাজত্ব বুঝিয়ে দেবেন যুবরাজ খিয়ানকে, এমনভাবে কাজটা করুন যাতে সবাই মনে করে চাপে পড়ে না, বরং যথাসময়ে করা হচ্ছে কাজটা। এবং এসব যদি আসলেই করতে পারেন, সম্মানজনক অবসরে যাওয়ার একটা সুযোগ থাকবে আপনার।'

'এ-ই কি তোমাদের পরামর্শ?'

'আপনাকে পরামর্শ দেয়ার যোগ্যতা আমার নেই, মহান ফারাও। আমার কাছে যা ভালো বলে মনে হয়েছে, তা-ই বলেছি শুধু। কয়েক শতাব্দী আগে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে আপনার পূর্বপুরুষরা এসেছিল মিশরে, যুদ্ধ লাগলে আবার সেই মরুভূমি পাড়ি দিয়ে পালাতে হবে আটিদের সবাইকে।'

সিংহাসন ছেড়ে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন আপেপি, রাগে রীতিমতো কাঁপছেন। যে-রাজদণ্ড বহন করেন তা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মারলেন অ্যানাথের মাথায়। বেচারা উজিরের মাথা ফেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল, হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে বাধ্য হলেন তিনি।

'কুত্তা!' চেঁচিয়ে উঠলেন আপেপি, 'একটু আগে যে-পরামর্শ দিয়েছিস সাহস থাকলে তা আবার বল্। বিশ্বাসঘাতকদের মতো

BanglaBook.org

চাবকাতে চাবকাতে তোকে শেষ করে দেয়ার আদেশ দেবো আমি। অনেকদিন থেকেই আমার সন্দেহ, তুই একটা দু'মুখো সাপ—টাকা খাচ্ছিস ব্যাবিলোনিয়ানদের। আজ আমার সন্দেহ দূর হলো। ...সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে ডিটানাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করবো আমি, না? একজন বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে বিয়ে দেবো যে-মেয়েকে নিজের বউ বানাতে চেয়েছি তাকে? এসব করার আগে দরকার হলে আগুন লাগিয়ে ছাই করবো মিশরকে। দরকার হলে ওই মেয়ের বুকে নিজের হাতে ঢুকিয়ে দেবো তলোয়ার। ...আমার সামনে থেকে দূর হ, কুত্তা!'

উঠে দাঁড়ালেন অ্যানাথ, ঘুরে মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছেন রাজদরবার ছেড়ে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে, বরাবরের মতো ঘুরলেন; বাউ করে সম্মান জানালেন আপেপিকে।

গাঢ় ছায়া আছে ওই জায়গায়, তাই অ্যানাথের চোখের বিষদৃষ্টি আর চেহারার শয়তানি ভাব দেখতে পেল না কেউ।

মন্ত্রণাদাতা আর উচ্চপদস্থ সেনাকর্মকর্তাদের সবাইকে চলে যেতে বলে রাজদরবার-সংলগ্ন নিজের খাসকামরায় একা বসে আছেন মনমরা আপেপি। সবাই বলে তিনি বদরাগী, তিনি নিজেও জানেন কথাটা সত্যি। নিজেও জানেন তাঁর মধ্যে আবেগের বাড়াবাড়ি আছে। কিন্তু একইসঙ্গে তাঁর ভিতরে দূরদর্শিতাও আছে। তিনি একজন ভালো সমরনায়কও। উত্তরাধিকারসূত্রে এসব দোষ ও গুণ পেয়েছেন তিনি। এগুলো যদি না থাকত তাঁর বাপ-দাদার ভিতরে, মিশর জয় করতে পারতেন না তাঁরা।

আপেপি জানেন, উজির অ্যানাথের বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনও অনেক বিষয়ে টনটনে জ্ঞান আছে লোকটার। এখনও সে

BanglaBook.org

ঠাণ্ডা মাথায় ধূর্ত পরিকল্পনা আঁটতে পারে। এবং যখন কোনও সমস্যার সমাধান বাতলাতে পারে না, তখনও এমন কিছু বলে যার ফলে একূল-ওকূল দু'কূলই রক্ষা পায়।

আসলেই, বিশাল এক সেনাবাহিনী নিয়ে হাজির হয়েছে ব্যাবিলোনিয়ানরা। শক্তিমত্তা এবং রণকৌশলের বিচারে ওদের সামনে আপেপির সেনাবাহিনী পাত্তা পাবে না। আপেপি নিজে এত বড় বাহিনীর কথা শোনেননি আগে কখনও, দেখা দূরে থাক।

উজির অ্যানাথকে তখন ওভাবে অপমান না করে একবারে শেষ করে দিলেই কি ভালো হতো? মনে হয় না। লোকটা ক্ষমতাবান, নিজস্ব একদল অনুসারী আছে ওর। মিশরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমনিতেই ভালো না, তার উপর যদি গুপ্তহত্যা চালানো হয় তা হলে আপেপির কাছের লোকেরাই তাঁর সঙ্কটমুহূর্তে দূরে সরে যেতে পারে। এমনকী বিদ্রোহের ঘোষণা দেয়া হতে পারে তাঁর বিরুদ্ধে। অথচ এখন একত্রিত থাকাটা খুব দরকার।

তা হলে এখন কী করবেন আপেপি? লোক পাঠিয়ে ডেকে আনবেন অ্যানাথকে? ক্ষমা চাইবেন লোকটার কাছে? বলবেন যা করেছেন সন্দেহের বশবর্তী হয়ে রাগের মাথায় করেছেন...আসলে ঘটে গেছে ঘটনাটা? যা ঘটেছে তা যেন ভুলে যায় সেজন্য কিছু টাকাপয়সা ধরিয়ে দেবেন লোকটার হাতে?

কিন্তু তারপর? অ্যানাথের কাছে ক্ষমা চাওয়ার মানে হচ্ছে লোকটার প্রস্তাব মেনে নেয়া। আপেপি কি পারবেন স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে ব্যাবিলোনিয়ানদের দাসত্বের জোয়াল নিজের ঘাড়ে পরতে? নেফ্‌রার সৌন্দর্য এখনও যেন লেগে আছে তাঁর চোখে, চোখের সামনে মেয়েটাকে দেখবেন খিয়ানের বউ হতে? তারপর পুত্রবধূর মাধ্যমে অনুরোধ জানাবেন ডিটানাহ্‌কে

BanglaBook.org

যাতে নিজের সেনাবাহিনী ফিরিয়ে নিয়ে যায় সে? বিনিময়ে কী পাবেন তিনি? সম্মানজনক অবসর? অন্যকথায় নির্বাসন? সেখানে স্মৃতি হাতড়ে বেড়াবেন বাকি জীবন? মিশরীয়দেরকে রাজত্ব করতে দেখবেন তাঁরই জ্ঞাতিগোষ্ঠী আটিদের উপর?

না, এসব সহ্য করা সম্ভব না। পরাজয় যদি স্বীকার করতেই হয়, রণাঙ্গনেই করতে হবে সেটা।

তা ছাড়া...যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই পরাজয়ের কথা ভাবছেন কেন আপেপি? যুদ্ধের ময়দানে কীভারে কূটকৌশল অবলম্বন করতে হয় জানা আছে তাঁর।

এবং যেহেতু কোনও বিকল্প নেই তাঁর হাতে, ওই কূটকৌশল নিয়েই ভাবতে লাগলেন তিনি।

সেনাফাঁড়িতে হাজির হয়েছে পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ারের দলটা। কী উদ্দেশ্যে এসেছে, জানানো হলো ফাঁড়ির অধিনায়ককে।

ওদের কাছ থেকে খিয়ান জানতে পারল, ব্যাবিলনের বিশাল সেনাবাহিনী বেশি দূরে নেই। আরও জানতে পারল, ওর প্রেমিকা নেফ্‌রা ভালো আছে। খুশিতে আত্মহারা হওয়ার মতো অবস্থা হলো খিয়ানের। ওর মনে হচ্ছে, এই ফাঁড়িতে এতদিন প্রায় পঙ্গু অবস্থায় অবরুদ্ধ থেকে যে-দুশ্চিন্তা আর অনিশ্চয়তা ভর করেছিল ওর মনে, তা একনিমেষে কেটে গেছে।

পরদিন সকাল পর্যন্ত বিশ্রাম নিল পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ার, বিশ্রাম দিল ওদের ঘোড়াগুলোকেও। তারপর খিয়ান আর টেমুকে নিয়ে রওয়ানা দিল নীল নদের তীরের উদ্দেশে, যেখানে ঘাঁটি গেড়েছে ব্যাবিলোনিয়ান সেনাবাহিনীর মূল অংশ।

খিয়ানকে কায়দা করে শুইয়ে দেয়া হয়েছে একটা রথে, কারণ ওর পক্ষে ঘোড়ায় চড়া সম্ভব না। ওর পেছনে আরেকটা রথে আছে টেমু। ইচ্ছা করেই ঘোড়ায় চড়েনি সে। কারণ

BanglaBook.org

আত্মপ্রতিজ্ঞা করেছে, এ-জীবনে আর কখনও ঘোড়ায় চড়বে না।

আটিদের বড় একটা দল জড়ো হচ্ছিল আবার, ওদের ইচ্ছা ছিল গোপনে হামলা করবে সেনাফাঁড়িতে। কিন্তু যারা এক শ' সওয়ারির বিরুদ্ধেই পারেনি, তারা পাঁচ হাজার যোদ্ধার সামনে দাঁড়াতেই পারবে না। অত বড় একটা দল দেখে, যেভাবে গোপনে হাজির হয়েছিল ওরা সেনাফাঁড়ির কাছে, সেভাবেই চুপিসারে কেটে পড়ল।

নেফ্‌রার সঙ্গে আবার দেখা হবে, ওর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে—যতবার ভাবছে খিয়ান, ততবার খুশিতে ভরে যাচ্ছে ওর মন। বার বার ভাবছে, আরও জোরে কেন ছুটছে না রথটা? রথের গতি বাড়ানোর জন্য বার বার তাগাদা দিচ্ছে সে ওটার চালককে।

কিন্তু আগেই নিষেধ করা আছে লোকটাকে, খিয়ানের কথা যেন কানে না তোলে সে। কারণ টাউ অনুমান করেছিলেন, ঐ-রকম কিছু ঘটতে পারে। নেফ্‌রার কথা শোনামাত্র আত্মহারা হয়ে যাবে খিয়ান, নিজের শারীরিক অবস্থার কথা ভুলে গিয়ে তাড়াহুড়ো করার জন্য তাগিদ দেবে বার বার। তাই পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ারের নেতৃত্বে আছেন যে-অফিসার, তাঁকে খিয়ানের কথামতো কাজ না করতে বলেছেন।

তাই খিয়ান যতবার তাগাদা দেয়, ধৈর্য ধরে অফিসার ততবার বলেন, 'দুঃখিত, কাজটা করতে পারছি না, নিষেধ আছে।'

সেনাফাঁড়ি থেকে যাত্রা শুরু করার পর তৃতীয় দিন বিকেলে কয়েকজন ভবঘুরে বেদুইনের কাছ থেকে জানা গেল, নীল নদের তীরে ঘাঁটি-স্থাপন-করা ব্যাবিলোনিয়ান বাহিনীর মূল দলটা বেশি দূরে নেই।

BanglaBook.org

ঘোড়সওয়ারদের ক্যাপ্টেন থামার আদেশ দিলেন পুরো দলকে। যাত্রাবিরতির ঘোষণা দিয়ে বললেন, মাঝরাতে চাঁদ ওঠার পর আবার রওয়ানা হবেন তাঁরা। চাঁদের আলোয় সারারাত যদি এগোতে পারেন, ভোরের কিছু সময় পরে যোগ দিতে পারবেন সেনাবাহিনীর মূল অংশটার সঙ্গে।

মাঝরাতের দিকে আবার যাত্রা শুরু করল খিয়ানরা। আকাশে আধখানা চাঁদ, মরুর গরম বাতাসে যেন দম আটকে আসতে চায়। দুই ঘণ্টা একটানা এগোল ওরা। নিজের রথের গতি বাড়িয়ে খিয়ানের পাশাপাশি চলে এল টেমু, এটা-সেটা নিয়ে কথা বলছে। বেশিরভাগ কথার জবাবেই শুধু হুঁ-হ্যাঁ করছে খিয়ান, আসলে ওর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। নেফ্‌রাকে দেখার জন্য ছটফট করছে ওর বুকের ভিতরটা। একইসঙ্গে অদ্ভুত এক অস্বস্তি টের পাচ্ছে।

বেশ বড় একটা বালিয়াড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। ওদের কেউই টের পাচ্ছে না, অনতিদূরের ওই বালিয়াড়ির আড়ালে ওঁৎ পেতে আছে আপেপির পঁচিশ হাজার সৈন্যের একটা দল। টের পাওয়ার কথাও না। আপেপির কূটচালের অংশ হিসেবে বিকল্প পথে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে এখানে অবস্থান নিয়েছে দলটা, আগামীকাল ভোরে অতর্কিতে হামলা করার ইচ্ছা আছে ব্যাবিলোনিয়ানদের উপর। তখন ঘুমন্ত অবস্থায় থাকবে বেশিরভাগ ব্যাবিলোনিয়ান সৈন্য; আপেপির সৈন্যরা যদি ঝড়ের গতিতে হামলা করতে পারে তা হলে চোখের-পলকে অন্তত পঞ্চাশ হাজার সৈন্য হারাবেন টাউ। এত বড় একটা ক্ষতি মনোবল ভেঙে দেবে ওদের, যা সম্মুখসমরে প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা করছেন আপেপি।

'ভাই,' খিয়ানকে বলছে টেমু, 'সেনাফাঁড়িতে যখন অবরুদ্ধ হয়ে ছিলেন, তখন সারাটা সময় নিয়তির বিরুদ্ধে শুধু অভিযোগ

BanglaBook.org

করেছেন। আমাদের বাঁচাতে গিয়ে বীরের মতো যুদ্ধ করতে করতে মারা গেলেন আজব নামওয়ালা ওই চার ভাই, অথচ ওদের মৃত্যু মেনে নিতে পারেননি আপনি। আপনাকে সান্ত্বনা দিয়ে কতবার বললাম বিশ্বাস রাখুন দেবতাদের উপর, অথচ তা করতে পারেননি। দেখলেন তো, শেষপর্যন্ত বিশ্বাসেরই জয় হলো? শেষপর্যন্ত ব্যাবিলোনিয়ানদের মূল সেনাবাহিনীর দেখা পেতে চলেছি আমরা। ভাবতেই ভালো লাগছে, লর্ড টাউয়ের সঙ্গে দেখা হবে আবার। মনে রাখবেন, কখনওই বিশ্বাস হারানো ঠিক না...'

কথাটা শেষ করতে পারল না টেমু, কারণ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে সে।

একটা তীর উড়ে এসেছে ওর রথের দিকে, এফোঁড়ওফোঁড় হয়ে গেছে ওর রথচালকের বুক। যে-ঘোড়াগুলো ওর রথ টানছিল, ঘাবড়ে গিয়ে জোরে ছুট লাগিয়েছে ওগুলো, আর তাতেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে বেচারা। পড়ে যাচ্ছিল রথ থেকে, একটা ঘোড়ার লেজ আঁকড়ে ধরে কীভাবে রক্ষা পেল তা হয়তো বলতে পারবে না নিজেও।

পাগলপারা ঘোড়াগুলো মুহূর্তের মধ্যে উঠে গেল বালিয়াড়ির একটা ঢালে, লাগাম টেনে ওগুলোর গতি নিয়ন্ত্রণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে টেমু। এ-রকম কোনও ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না আপেপির সৈন্যরা, ওদের কয়েকজনকে পায়ের নিচে চাপা দিয়ে আরও অনেকদূর ছুটে গেল ঘোড়াগুলো।

টেমুকে শত্রু ভেবে নিয়ে সমানে তীর ছুঁড়ছে আপেপির সৈন্যরা। একটা তীর কেটে দিয়ে গেল টেমুর একটা ঘোড়ার নিতম্বের মাংস। আরও ভড়কে গেল ওটা, তীক্ষ্ণ হ্রেষা ছাড়ল। চিৎকারটা শুনে ভয় বাড়ল ওটার সঙ্গীদের। ছোটার গতি বাড়াল ওরা।

BanglaBook.org

টেমু নিজেও জানে না, ওর পাগলপারা ঘোড়াগুলো কখন ওর রথটাকে নিয়ে গেল ব্যাবিলোনিয়ান সৈন্যদের ঘাঁটিতে।

বালিয়াড়িটার পাদদেশে লড়াই শুরু হয়ে গেছে পাঁচ হাজার ব্যাবিলোনিয়ান আর পঁচিশ হাজার আটি সৈন্যের মধ্যে। আটিদের ধারণা, হামলা করা হয়েছে ওদের উপর। পূর্ণ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওরা ব্যাবিলোনিয়ানদের উপর।

জানা না থাকায় এগিয়ে এসে সোজা ওদের সামনেই পড়েছে ব্যাবিলোনিয়ানরা। তবে কত বড় বিপদে পড়েছে তা বুঝতে সময় লাগল না ওদের, সামলে নিল নিজেদেরকে। দলে দক্ষ অনেক যোদ্ধা থাকার কারণে লড়াই করতে করতে এগোনোর পথ করে নিতে পারল নিজেদের জন্য। কিন্তু পঁচিশ হাজারের বিরুদ্ধে মাত্র পাঁচ হাজার—ব্যাবিলোনিয়ানরা যত বীর যোদ্ধাই হোক না কেন, সময় যত যাচ্ছে ওদের সংখ্যা তত কমছে; ওদের উপর যেন ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে আটি সৈন্যরা। মরণ আর্তনাদ ছেড়ে লুটিয়ে পড়ছে ব্যাবিলোনিয়ানদের অনেকে। মরুর বাতাসের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ওদের শেষনিঃশ্বাস।

উজ্জ্বলতা হারাল চাঁদের আলো। তবুও লড়াই থামার কোনও লক্ষণ নেই। চারদিকে এখন ছায়া ছায়া অন্ধকার, ভোর হতে বেশি বাকি নেই। অনুজ্জ্বল আলোয় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কে সহযোদ্ধা আর কে শত্রু।

একসময় ভোরের ফ্যাকাসে আলো দেখা দিল পুব আকাশে। ব্যাবিলোনিয়ানদের ক্যাপ্টেন বুঝতে পারছেন, তাঁর এগোনোর পথ বন্ধ, এমনকী পালাতেও পারবেন না। আটি ঘোড়সওয়ারেরা বলতে গেলে ঘেরাও করে ফেলেছে তাঁদেরকে, ঘোড়ার খুরের আঘাতে তৈরি হয়েছে বালিঝড়, সেটা যেন চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরেছে ব্যাবিলোনিয়ানদের।

BanglaBook.org

দু'হাজারের মতো ব্যাবিলোনিয়ান সৈন্য বেঁচে আছে, অনুমান করলেন ক্যাপ্টেন; ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে চট করে একটা বর্গের মতো বানিয়ে ফেললেন তিনি। চিৎকার করে জানালেন, দরকার হলে মরবেন সবাই কিন্তু আত্মসমর্পণ করবেন না কেউই—ব্যাবিলোনিয়ানদের কাছে জীবনের চেয়ে সম্মান বড়।

ঊষার আলো আরও বেড়েছে। এখন আটি সৈন্যদের ক্যাপ্টেন সহজেই বুঝতে পারছেন, তাঁদের প্রতিপক্ষের অবস্থা কত নাজুক। একইসঙ্গে এ-ও বুঝতে পারছেন, যে-উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল তাঁদেরকে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কারণ ইতোমধ্যে হামলা চালানোর কথা ছিল ব্যাবিলোনিয়ান সেনাবাহিনীর মূল অংশের উপর, ওদের কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে শেষ করে দেয়ার কথা ছিল, কিন্তু ব্যাবিলোনিয়ানদের ছোট একটা দলের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে নষ্ট হয়েছে মূল্যবান সময়। ট্যানিসে ফিরে গিয়ে রাজা আপেপিকে মুখ দেখাবেন কী করে তাঁরা? কী অজুহাত দেবেন তাঁকে?

লড়াইয়ের সময় শত শত ব্যাবিলোনিয়ান আহত হয়েছে, বন্দি করা হয়েছে ওদের অনেককে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে লোকগুলোকে। মৃত্যুভয় দেখানো হচ্ছে কাউকে, নির্যাতন চালানো হচ্ছে কারও উপর, কাউকে আবার চাবকানো হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই: বালিয়াড়ির কাছে কেন, কীভাবে, কোত্থেকে হঠাৎ করে হাজির হয়েছিল দলটা, তা জানা। এবং সঠিক উত্তরটা জানতে বেশি সময় লাগল না আটি সৈন্যদের।

সীমান্তের কাছে নির্দিষ্ট একটা সেনাবাড়িতে গিয়েছিল ব্যাবিলোনিয়ানরা, সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাউকে।

নতুন একটা প্রশ্নের জবাবের জন্য নতুন করে অত্যাচার শুরু হলো যুদ্ধবন্দিদের উপর: একটা রথের ভিতরে-থাকা ওই 'খুব

BanglaBook.org

গুরুত্বপূর্ণ' লোক কে?

যুদ্ধবন্দিরা জানিয়ে দিল, ওই লোকের পরিচয় জানে না তারা।

চাবকাতে চাবকাতে ওদের পিঠের ছাল তুলে ফেলার আদেশ দিলেন আটি সৈন্যদের ক্যাপ্টেন।

কিছুক্ষণ পর আবার জানতে চাইলেন, 'ওই লোক কে?'

এবার সঠিক উত্তরটা বলে দিতে দেরি করল না কয়েকজন ব্যাবিলোনিয়ান।

বিদ্যুচ্চমকের মতো একটা চিন্তা খেলে গেল ক্যাপ্টেনের মাথায়। তাঁর মনে হলো, যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পাচ্ছেন তিনি। যে-উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে তা পূরণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। কিন্তু একইসঙ্গে, সৌভাগ্যক্রমে বা দুর্ভাগ্যক্রমে যা-ই হোক না কেন, নিজের সৈন্যদের দিয়ে ঘিরে ধরেছেন যুবরাজ খিয়ানকে। এখন যুবরাজকে যদি বন্দি করতে পারেন, তাঁকে নিয়ে যদি ফিরতে পারেন ট্যানিসে, তা হলে হয়তো...

সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করলেন না ক্যাপ্টেন। ব্যাবিলোনিয়ান সেনাবাহিনীর মূল অংশের উপর হামলা চালানোর পরিকল্পনা বাদ। এখন তিনি হত্যা করবেন মুঠোর-ভিতরে-পাওয়া ব্যাবিলোনিয়ানদের সবাইকে, তারপর বন্দি করবেন যুবরাজ খিয়ানকে—জ্যান্ত বা মৃত যা-ই হোক না কেন। তাঁকে, অথবা তাঁর লাশ নিয়ে যদি ফিরতে পারেন ট্যানিসে, তা হলে ক্যাপ্টেনের উপর রাজা আপেপির কোনও রাগ তো থাকবেই না, বরং যুবরাজকে পাকড়াও করার জন্য যে অর্থপুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি, তা জুটে যেতে পারে ক্যাপ্টেনের ভাগ্যে।

তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাবিলোনিয়ানদের উপর নতুন করে হামলা শুরু করল আটিরা।

BanglaBook.org

তীর-ধনুক নেই কোনও দলের কাছেই, বর্শা যা ছিল তার বেশিরভাগই ব্যবহৃত হয়ে গেছে বলে সেগুলোর সংখ্যাও এখন কম। কাজেই এখন তলোয়ারই ভরসা।

আটিদের সাঁড়াশি হামলার বিরুদ্ধে নতুন কৌশল অবলম্বন করল ব্যাবিলোনিয়ানরা। 'মানববর্গের' ভিতরে নিয়ে গেল ওদের সবগুলো ঘোড়া, যারা আহত তাদেরকে চড়িয়ে দিল ওগুলোর পিঠে, যারা এখনও আহত হয়নি তারা হয়ে গেল পদাতিক সৈন্য। ওদের ক্যাপ্টেনের আদেশ অনুযায়ী হাত, পাথর অথবা রান্না করার সরঞ্জাম কাজে লাগিয়ে মরুভূমির নরম বালি খুঁড়ে মোটামুটি গভীর গর্ত করে ফেলল বর্গের বাইরে, চারদিকে। জানে বাঁচার তাগিদে বলতে গেলে চোখের পলকে করে ফেলল ওরা কাজটা। তারপর সেই বর্গাকৃতির গর্তের ভিতরদিকে অবস্থান নিল ওরা সবাই।

ব্যাবিলোনিয়ানদেরকে শেষ করে দেয়ার নিয়তে নগ্ন তলোয়ার নিয়ে গর্তের ভিতরে নেমে পড়ল অনেক আটি সৈন্য। সঙ্গে সঙ্গে ওদের চোখেমুখে ছুঁড়ে মারা হলো বালি, অকেজো করে দেয়া হলো ওদেরকে। যারা গর্ত টপকে লাফিয়ে এপাড়ে আসতে পারল, সম্মুখসমরে পরাজিত হলো তাদের প্রায় সবাই, গর্তের ভিতরে পড়ে থাকল ওদের লাশ। কোনও কোনও আটি সৈন্যের ঘোড়া লাফিয়ে ঢুকে পড়ল গর্তের ভিতরদিকে, ওগুলোর পা বালি স্পর্শ করামাত্র তলোয়ার দিয়ে কোপ মেরে সেগুলো কেটে ফেলল ব্যাবিলোনিয়ানরা। সওয়ারিসহ উল্টে গর্তের ভিতরে পড়ে গেল জন্তুগুলো।

মাথায় হাত দেয়ার মতো অবস্থা হয়েছে আটি সৈন্যদের ক্যাপ্টেনের। মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেছে যুদ্ধের পরিস্থিতি। নিজেদের চারদিকে গর্ত খুঁড়ে নিয়ে নিজেদেরকে শুধু সুরক্ষিতই করেনি ব্যাবিলোনিয়ানরা, সেই গর্ত অতিক্রম করতে গিয়ে

BanglaBook.org

দেদারসে মরছে আটি সৈন্যরা। এখন যদি কোনওভাবে খবর পৌঁছে যায় ব্যাবিলোনিয়ান সেনাবাহিনীর মূল অংশের কাছে, যদি ধাওয়া করে আসে ওরা, তা হলে একজন আটি-সৈন্যও প্রাণ নিয়ে ট্যানিসে ফিরতে পারবে না।

রথের ভিতরে-থাকা আহত ওই লোক কি আসলেই যুবরাজ খিয়ান? ব্যাবিলোনিয়ান যুদ্ধবন্দিরা ধোঁকা দেয়নি তো? ওদের কথা যদি ঠিকও হয়, মানে ওরা যদি আসলেই ওই সেনাফাঁড়ি থেকে যুবরাজ খিয়ানকে উদ্ধার করে থাকে, এতক্ষণের লড়াইয়ে তো মারাও গিয়ে থাকতে পারে লোকটা?

আর...ব্যাবিলোনিয়ান বাহিনীর মূল অংশটা যদি আটি সৈন্যদের উপর হামলা না করে ওদের মিশরে-ফেরার-পথ বন্ধ করে দেয়, তা হলে মরুভূমিতে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ভুগে মরতে হবে নির্ঘাৎ।

এসব ভেবে লড়াই বন্ধ করার আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন।

তাঁর পক্ষ থেকে একটা সাদা পতাকা হাতে নিয়ে ব্যাবিলোনিয়ান বাহিনীর ক্যাপ্টেনের কাছে হাজির হলো একজন দূত। বলল, 'আমাদের ক্যাপ্টেন বলছেন, আপনার সৈন্যসংখ্যা এখন দু'হাজারের কম, ওদিকে আমরা সংখ্যায় এখনও বিশ হাজারের বেশি। তারমানে আপনার যদি একজন সৈন্য থাকে, তা হলে আমাদের ক্যাপ্টেনের আছে দশজন। তাই তিনি আপনাকে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। রাজা আপেপির নামে শপথ করে তিনি বলেছেন, যদি কাজটা করেন তা হলে হত্যা করা হবে না আপনাদের একজনকেও। কিন্তু যদি লড়াই চালিয়ে যান, আপনাদের সবাইকে হত্যা না করে এখান থেকে যাবো না আমরা।'

ব্যাবিলোনিয়ান ক্যাপ্টেন সব শুনলেন, কিন্তু চট করে কোনও জবাব দিলেন না। বুঝতে পারছেন, এখন যত কালক্ষেপণ

BanglaBook.org

করতে পারবেন, তাঁর জন্য তত লাভ। কারণ কোনওভাবে খবর পেয়ে যদি হাজির হয়ে যেতে পারে তাঁদের সেনাবাহিনীর মূল অংশটা, তা হলে স্রেফ কচুকাটা হয়ে যাবে আটিরা।

আটিদের দূতকে তাই তিনি বললেন, 'সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য সময় চাই আমি। কারণ আমার অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা না করে নিজের ইচ্ছামতো কিছু বলতে পারবো না।'

সময় দেয়া হলো তাঁকে।

কয়েকজন অফিসারসহ খিয়ানের কাছে চলে এলেন তিনি। জানতে চাইলেন, 'কী করবো এখন? যদি লড়াই চালিয়ে যাই তা হলে একসময়-না-একসময় ঠিক ঠিকই আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে ওরা। আবার ব্যাবিলনের সম্মানের কথা ভেবে আত্মসমর্পণ করার কোনও ইচ্ছাই নেই আমার।'

খিয়ান বলল, 'একটা উপায় আছে। আটিদের হাতে তুলে দিন আমাকে। তবে তার আগে শর্ত দেবেন, আমাকে বন্দি করার পর আপনাদের কারও গায়ে ফুলের-টোকাটাও দিতে পারবে না ওরা।'

হেসে ফেললেন ক্যাপ্টেন। 'আপনাকে তুলে দেবো আটিদের হাতে? তারপর কী জবাব দেবো লর্ড টাউয়ের কাছে? কী জবাব দেবো রাজকুমারী নেফ্‌রার কাছে? তারচেয়ে আমি যদি আত্মহত্যা করি তা হলেই সবদিক দিয়ে ভালো হয় সম্ভবত।'

'আপনি মনে হয় আমার কথা বুঝতে পারেননি। আটি সৈন্যদের ক্যাপ্টেন বুঝে গেছেন, আমি আছি আপনাদের সঙ্গে। পুরস্কারের লোভ পেয়ে বসেছে তাঁকে। তাঁরা বিশ হাজার, আর আপনারা মাত্র দু'হাজার—তিনিও ভালোমতো জানেন, লড়াই চালিয়ে গেলে একসময়-না-একসময় পরাজিত করতে পারবেন আপনাদেরকে। তারপরও হাতে সাদা পতাকা দিয়ে একজন দূত পাঠিয়েছেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্যটা কি বুঝতে পারছেন এখন?'

BanglaBook.org

'কিন্তু আপনি যদি ধরা দেন, যদি নিজেকে এভাবে উৎসর্গ করেন, তা হলে অত্যাচার চালানো হতে পারে আপনার উপর। এমনকী ধরে নিয়ে গিয়ে মেরেও ফেলা হতে পারে আপনাকে।'

'নিয়তিতে মরণ লেখা থাকলে তা ঠেকানোর উপায় আছে কারও?'

'জানি না। তবে বেঁচে থাকতে আপনাকে আটিদের হাতে তুলে দেবো না আমি।'

'ঠিক আছে, যা ভালো বোঝেন।'

সঙ্গের অফিসারদের নিয়ে দূরে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন, নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করছেন তাঁরা।

টেমু যে-রথে আছে, সেটার ঘোড়াগুলো হঠাৎ থেমে দাঁড়াল ব্যাবিলোনিয়ানদের ক্যাম্পের একজায়গায়। তাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে। গা থেকে বেলেমাটি ঝাড়তে ঝাড়তে যখন উঠে দাঁড়াচ্ছে, তখন ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ব্যাবিলোনিয়ান বাহিনীর সেনাপতি।

'কে তুমি?' গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি টেমুকে। 'আমাদের ঘাঁটিতে এভাবে রথ নিয়ে ঢুকে পড়ার মানে কী? ...এই, কেউ একজন এদিকে এসো! সরিয়ে নিয়ে যাও রথটা!'

টাউকে চিনতে পেরে খুশিতে তাঁকে জড়িয়ে ধরল টেমু। 'আমাকে চিনতে পারছেন না, লর্ড টাউ? আমি টেমু! ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের একজন পুরোহিত। আমাকে বিশেষ একটা কাজ দিয়ে আপেপির দরবারে পাঠিয়েছিলেন আপনি, মনে পড়ে?'

'মনে পড়েছে। কিন্তু এই রথ নিয়ে কোত্থেকে কীভাবে হাজির হলে এখানে?'

কী ঘটেছে, বলল টেমু। তারপর বলল, 'বালিয়াড়িটার আড়ালে যারা ওঁৎ পেতে আছে, তাদের প্রায় সবাইকে বর্ম পরে

BanglaBook.org

থাকতে দেখেছি। ও-রকম বর্ম ব্যবহার করে আপেপির সৈন্যরা। ওদের সঙ্গে আটিদের পতাকাও দেখেছি। ট্যানিসে গিয়ে ও-রকম পতাকা দেখেছিলাম।'

'তোমার রথচালক যখন বুকে তীর খেল তখন তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে?'

'মহাফেজ রাসা, ওরফে...'

'যুবরাজ খিয়ান!' চিৎকার করে উঠল নেফ্‌রা, হট্টগোলের আওয়াজ শুনে নিজের তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। 'ওকে কোথায় রেখে এসেছেন আপনি, পুরোহিত টেমু?'

'দয়া করে টেমুকে যুবরাজ খিয়ানের ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন করবেন না এখন,' বলে উঠলেন টাউ।' 'আমাদের উপর অতর্কিতে হামলা করার জন্য সৈন্য পাঠিয়েছে আপেপি। দক্ষিণদিক থেকে আমাদের উপর আক্রমণ করার ফন্দি এঁটেছে ওরা।' চিৎকার করে অধীনস্থ ক্যাপ্টেনদেরকে ডাকলেন তিনি, অবস্থা বুঝিয়ে বললেন।

তূর্য বেজে উঠল। দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলেন ক্যাপ্টেনরা। ঘুম থেকে জেগে উঠছে হাজার হাজার সৈন্য, হাই তুলছে, অস্ত্র টেনে নিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে গেল পুরো সেনাবাহিনী।

খিয়ান বুঝতে পারছে, সে যে-উপায় বাতলে দিয়েছে, সেটার কোনও বিকল্প নেই এখন। তিন হাজার ব্যাবিলোনিয়ানকে চোখের সামনে মরতে দেখেছে সে, যারা বেঁচে আছে তাদেরকে বাঁচানোর জন্য নিজেকে কি উৎসর্গ করতে পারবে না? করাটা কি উচিত না?

ওর রথে একটা বর্শা আছে, সেটাতে ভর দিয়ে সবার অলক্ষে নেমে পড়ল রথ থেকে। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে সওয়ারিবিহীন

BanglaBook.org

একটা ঘোড়া, দাঁতে দাঁত চেপে প্রচণ্ড ব্যথা সহ্য করে চুপিসারে উঠে পড়ল ওটার জিনে। তারপর হঠাৎ, অনেককে চমকে দিয়ে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটাল ঘোড়াটাকে। গর্তের কাছে হাজির হওয়ামাত্র লাফ দিল ঘোড়াটা, একলাফে গিয়ে হাজির হলো ওদিকে। ব্যাবিলোনিয়ানদের কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটে গেল পুরো ঘটনাটা।

ঘোড়া দাবড়ে আটিদের ভিড়ে ঢুকে পড়ল খিয়ান। লাগাম টেনে ধরে বলল, 'আমি যুবরাজ খিয়ান। আমাকে হয়তো চেনেন আপনারা অনেকেই। আমি জানি আপনাদের কেউ কেউ আমার সহযোদ্ধা হিসেবে লড়াই করেছেন সিরিয়ার যুদ্ধে। আপনাদের ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে চলুন আমাকে, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাই আমি।'

ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো খিয়ানকে। তাঁকে বলল সে, 'আমার যদি বুঝতে ভুল হয়ে না থাকে, দূত পাঠিয়ে আসলে আমাকেই চেয়েছিলেন আপনি ব্যাবিলোনিয়ানদের ক্যাপ্টেনের কাছে। ঠিক না?'

হাসছেন আটিদের ক্যাপ্টেন, আত্মতৃপ্তি দেখা যাচ্ছে তাঁর চোখেমুখে। 'ঠিক।'

'যদি আমি আত্মসমর্পণ করি, ওই দু'হাজার ব্যাবিলোনিয়ানকে কি ছেড়ে দেবেন?'

'জী, দেবো।'

'কথা দিচ্ছেন?'

'দিচ্ছি।'

'কোনও ক্ষতি করবেন না ওদের?'

'না, করবো না।'

'তা হলে আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম আমি।'

খিয়ানকে আপাদমস্তক দেখলেন ক্যাপ্টেন। 'আপনি গুরুতর

BanglaBook.org

আহত। আমাদের সঙ্গেও রথ আছে, তবে সংখ্যায় খুব কম। একটা দেয়ার ব্যবস্থা করছি আপনাকে, যাতে আরামে ফিরতে পারেন।'

রথের ব্যবস্থা করা হলো খিয়ানের জন্য। ধরাধরি করে সেটাতে বসিয়ে দেয়া হলো ওকে।

ওর পাশে, রথের বাইরে দাঁড়ানো ক্যাপ্টেন বললেন, 'আপনি যে হঠাৎ করে ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে এলেন, ব্যাবিলোনিয়ানরা কী ভাববে আপনাকে? বিশ্বাসঘাতক নাকি নায়ক?'

'কেন?'

'আপনি রাজা আপেপির ছেলে। ব্যাবিলোনিয়ানদের কেউ কেউ ভাবতে পারে, সুযোগ পাওয়ামাত্র পালিয়ে গেছেন আপনি—উপেক্ষা করতে পারেননি রক্তের ডাক। কিন্তু আমি জানি আপনি কত বড় আত্মত্যাগ করেছেন।'

খিয়ান কিছু বলল না।

ক্যাপ্টেন বললেন, 'যদি একটা ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করতে বলি আপনাকে, করবেন?'

'কী?'

'যদি কখনও ব্যাবিলোনিয়ানদের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পান, তা হলে করবেন না কাজটা, বরং যেভাবেই হোক ট্যানিসে ফিরে যাবেন। রাজা আপেপির সঙ্গে দেখা হলে আমার কথা বলবেন। আমি যদি অর্থপুরস্কার না-ও পাই, আমার পরিবার যাতে তা গ্রহণ করতে পারে সে-ব্যবস্থা করবেন।'

ক্যাপ্টেনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল খিয়ান। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আমি প্রতিজ্ঞা করলাম। এবং এটা রক্ষা করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো আমি।'

'পাগল,' মনে মনে বললেন ক্যাপ্টেন। 'বুদ্ধিশুদ্ধি সব গেছে আমাদের যুবরাজের। তারপরও তিনি যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন,

BanglaBook.org

টাকাপয়সা পাই বা না-পাই, অন্তত শিরশ্ছেদের শাস্তি থেকে রেহাই পাবো আমি।'

বাইশ

ট্যানিসে প্রত্যাবর্তন

মিশর সীমান্তে যে-দুর্গব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন আপেপি, দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে যাচ্ছে আটি ঘোড়সওয়ারেরা। আহত সহযোদ্ধাদের সাহায্য করার কোনও ইচ্ছা ওদের আছে বলে মনে হচ্ছে না। অসহায় লোকগুলো পারলে অনুসরণ করবে ওদেরকে, না পারলে মরবে।

ঘোড়সওয়ারদের প্রায় মাঝখানে কয়েকজন প্রহরী-বেষ্টিত অবস্থায় ছুটছে খিয়ানের রথ। ওদের ক্যাপ্টেন জানেন নষ্ট করার মতো সময় নেই তাঁর হাতে। কারণ যে-ব্যাবিলোনিয়ান সৈন্যদের ছেড়ে দিয়েছেন তিনি, মূল ঘাঁটিতে ফিরে যেতে বেশি সময় লাগবে না তাদের। তারপর...

তবে ক্যাপ্টেন যা জানেন না তা হলো, ব্যাবিলোনিয়ান সেনাবাহিনীর বড় একটা অংশ দুই ঘণ্টা আগেই রওয়ানা দিয়েছিল বালিয়াড়িটার উদ্দেশে।

সামনে, দূরে, উড়ন্ত বালির একটা মেঘ দেখা যাচ্ছে। আস্তে আস্তে কাছিয়ে আসছে মেঘটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওটার ভিতরে দেখা গেল শিরস্ত্রাণ, বর্ম আর ছুটন্ত রথ। রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল

BanglaBook.org

আটিদেব। এগোনোর পথ বন্ধ হয়ে গেছে ওদের। এসে গেছে ব্যাবিলোনিয়ানরা। পালানো অসম্ভব এখন। কয়েক ঘণ্টা আগে তিন হাজার ব্যাবিলোনিয়ান সৈন্যের যে-অবস্থা হয়েছে, পলায়নরত আটিরা অনুমান করল, ওদেরও একই অবস্থা হবে কিছুক্ষণের মধ্যে।

থামল ওরা, একটা কীলকের আকৃতিতে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর পুরো বাহিনী ডানদিকে ছুট লাগাল হঠাৎ। যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে ব্যাবিলোনিয়ান সৈন্যসংখ্যা সবচেয়ে কম মনে হচ্ছে।

ওদের পরিকল্পনাটা আঁচ করতে পারছে খিয়ান। ওদের সংখ্যা এখন বিশ হাজারের মতো, অথচ সামনে পথ রোধ করে দিয়ে ছুটে আসছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ব্যাবিলোনিয়ান সৈন্য। তাই যেদিকে ব্যাবিলোনিয়ানদের সংখ্যা কম, সেদিকে হামলা করে এগোনোর পথ করে নিতে চাইছে আটিরা।

নিজেদের সংখ্যা আটিদের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি বুঝতে পেরে একসঙ্গে বিজয়োল্লাস করে উঠল হাজার হাজার ব্যাবিলোনিয়ান সৈন্য। কিন্তু পাল্টা রণহুঙ্কার করল না আটি সৈন্যরা।

ওদের ক্যাপ্টেন এসে হাজির হলেন খিয়ানের রথের পাশে। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা অবস্থায় চিৎকার করে বললেন, 'যুবরাজ, দেবতারা আমাদের বিপক্ষে চলে গেছেন। মরতে বোধহয় আর বেশি বাকি নেই আমাদের কারও। তারপরও আপনাকে আপনার প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দিতে চাই আমি।'

'কী বলতে চাইছেন?' চিৎকার করতে হলো খিয়ানকেও।

'আমি জানতে চাই, আপনি কি পরিস্থিতির সুযোগ নেবেন? আমরা যখন লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকবো তখন আপনি কি পালিয়ে

BanglaBook.org

যাবেন? নাকি যেমনটা কথা দিয়েছেন সে-অনুযায়ী এগিয়ে গিয়ে আত্মসমর্পণ করবেন রাজা আপেপির দুর্গব্যবস্থার সৈন্যদের কাছে?'

'এই জীবনে যতবার কথা দিয়েছি, নিজের জীবন বিপন্ন করে হলেও ততবার তা রক্ষা করেছি। আমাকে কেউ কখনও ওয়াদার বরখেলাপকারী বলতে পারবে না।'

তলোয়ার উঁচু করে ধরে খিয়ানকে সম্মান জানালেন ক্যাপ্টেন, তারপর ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে উধাও হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শোনা গেল বজ্রপাতের মতো একটা আওয়াজ—লড়াই শুরু হয়ে গেছে দুই পক্ষের মধ্যে।

কীলকের মতো আকৃতি বজায় রেখেছে আটি সৈন্যরা, যেখানে সবচেয়ে কম ব্যাবিলোনিয়ান সৈন্য আছে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে ওদের, তাই প্রচণ্ড আক্রমণ করেছে ওরা; ঝড়ে-পড়া কোনও জাহাজ যেভাবে সাগরের ঢেউ দু'দিকে ছিটকে দিয়ে এগোতে থাকে, ওদের হামলায় সেভাবে ছিটকে পড়ছে ব্যাবিলোনিয়ানরা।

কিন্তু প্রাথমিক এই সাফল্য বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারল না ওরা। আহত-নিহত হচ্ছে ওদের ঘোড়সওয়ারেরা, মারা পড়ছে ওদের ঘোড়াগুলোও। গতি কমাতে বাধ্য হলো পুরো দলটা। অসহায় সহযোদ্ধাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে অন্য ব্যাবিলোনিয়ানরা, রথ নিয়ে ধেয়ে এসেছে শত শত ব্যাবিলোনিয়ান যোদ্ধা।

মরিয়া হয়ে লড়ছে দুই দলই। প্রথমদিকে বীরত্ব দেখাতে পেরেছিল আটি সৈন্যরা, কিন্তু এখন ওরা নিহত হচ্ছে একের পর এক। কেউ লুটিয়ে পড়ছে, কেউ চাপা পড়ছে ব্যাবিলোনিয়ানদের রথের নিচে।

খিয়ান হঠাৎ করেই টের পেল, আটি দলটার পুরোভাগে চলে

BanglaBook.org

এসেছে ওর রথ। অনতিদূরে যেন জটলা পাকিয়ে আছে কয়েকজন আটি সৈন্য। ওদের কেউ কেউ নেমে পড়েছে ঘোড়া ছেড়ে, কেউ আবার বসে আছে ঘোড়ার পিঠেই। সবাই মিলে হামলা করেছে চমৎকার এক রথের উপর। দেখে মনে হচ্ছে, ব্যাবিলোনিয়ানদের অন্য রথগুলোকে পেছনে ফেলে সামনে চলে এসেছে ওই রথ। ওটা টানছে যে-ঘোড়াগুলো, সেগুলোর সব ক'টাই মনে হয় আহত হয়েছে।

রথ আগলে রেখে বীরবিক্রমে লড়াই করছে শিরস্ত্রাণ আর বর্ম পরিহিত কেউ একজন, অল্পবয়সী যোদ্ধা বলে মনে হচ্ছে ওকে। রূপা দিয়ে বানানো হয়েছে ওর বর্ম, বার বার আলোর প্রতিফলনের কারণে অদ্ভুত ঝিলিক দিচ্ছে সেটা। সন্দেহ নেই ওই যুবক ব্যাবিলোনিয়ান রাজবংশের কেউ, রণাঙ্গন কী তা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়ার জন্য এই যুদ্ধে পাঠানো হয়েছে ওকে।

যুবকের সহযোদ্ধা মাত্র একজন—পিতলের বর্ম-পরা দৈত্যাকৃতির এক কৃষ্ণাঙ্গ; বিশাল এক হাতকুড়াল নিয়ে একাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে সাত-আটজন আটি-সৈন্যের উপর।

রু!

দৈত্যাকৃতির ওই কৃষ্ণাঙ্গ আর কেউ না, এক ও অদ্বিতীয় রু!

তারমানে...রথ আগলে রাখা ওই বীর যোদ্ধা আর কেউ না, সে কোনও যুবকও না...সে নেফ্‌রা!

খিয়ান নিজেও জানে না কখন অসুরের শক্তি ভর করেছে ওর উপর। নিজেও জানে না, কখন দু'হাত দিয়ে প্রচণ্ড জোরে টেনে ধরেছে ওর রথ-টানা ঘোড়াগুলোর লাগাম। জানে না, আহত পায়ের কথা ভুলে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে কখন।

নেফ্‌রাকে সাহায্য করার জন্য ঘোড়া দাবড়ে ছুটে এল কয়েকজন ব্যাবিলোনিয়ান সৈন্য, আটি সৈন্যদের ছুঁড়ে-মারা বর্শা বুকে নিয়ে লুটিয়ে পড়ল ওরা সবাই। রথ ঘিরে-ধরা শত্রুরা বার

BanglaBook.org

বার কাবু করার চেষ্টা করছে নেফ্‌রাকে, প্রতিবারই ওদের আক্রমণ সফলভাবে ঠেকিয়ে দিচ্ছে সে। ওদিকে পাগলপারা হয়ে গেছে রু, বুনো সিংহের মতো গর্জন করছে একটানা, শত্রুদের উপর নির্দয়ের মতো বার বার নেমে আসছে ওর হাতকুড়াল। কিন্তু একসঙ্গে সবদিক সামাল দেয়া সম্ভব না ওর পক্ষে, সেটা পারছেও না সে।

নেফ্‌রার রথের সামনের দিক থেকে সেটার উপর চড়ে বসার চেষ্টা করছে কয়েকজন আটি সৈন্য। আরও পাঁচ-ছ'জন চেষ্টা করছে রথের একদিক দিয়ে ওটার ভিতরে ঢুকে পড়ার, যাতে ভিতরে থাকা নেফ্‌রাকে পাকড়াও অথবা হত্যা করতে পারে। ওদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ওরাও চিনে ফেলেছে নেফ্‌রাকে, বুঝতে পারছে ওকে ধরতে পারলে কী লাভ হবে।

নেফ্‌রাকে কীভাবে চিনে ফেলেছে আটি সৈন্যরা, বুঝতে দেরি লাগল না খিয়ানের। রূপার যে-শিরস্ত্রাণ পরে আছে মেয়েটা, সেটা সরে গেছে একদিকে, বেরিয়ে পড়েছে মিশরের রানির ঐতিহ্যবাহী সোনার-সাপের মাথাওয়ালা মুকুট। সাপের চোখের জায়গায় বসানো রত্নপাথর দুটো জ্বলজ্বল করছে।

'আত্মসমর্পণ করার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি,' বিড়বিড় করল খিয়ান, 'কিন্তু লড়াই না করার প্রতিজ্ঞা করিনি।' আটি সৈন্যদের ওই জটলার উদ্দেশে তুমুল গতিতে ঘোড়া ছোটাল সে।

যে-লোকগুলো ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছিল রথের ভিতরে, সফল হলো তাদের একজন। ওকে লক্ষ্য করে তলোয়ারের কোপ মারল নেফ্‌রা। কিন্তু লোকটার পুরু শিরস্ত্রাণে লাগল আঘাতটা, কিছুই হলো না ওর। বিশালদেহী সে, হাত বাড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে জাপ্টে ধরল নেফ্‌রাকে, হ্যাঁচকা টানে ওকে কাছে আনতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল, হুড়মুড় করে পড়ে গেল বালির উপর। ভারসাম্য রাখতে পারল না নেফ্‌রাও, পড়ে গেল সে-ও।

BanglaBook.org

ওকে পাকড়াও করার জন্য এগিয়ে গেল বাকিরা।

ঠিক তখনই ওই জায়গায় আবির্ভাব ঘটল খিয়ানের। রণহুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে ঘোড়াসহ পুরো রথটা তুলে দিল সে নেফ্‌রাকে-ধরতে-যাওয়া লোকগুলোর উপর। ওদের কেউ মরল ঘোড়ার খুরের নিচে পড়ে, কেউ গুরুতরভাবে আহত হলো রথের চাকায় পিষ্ট হয়ে। থতমত খেয়ে গেল নেফ্‌রাকে জড়িয়ে-ধরে-রাখা বিশালদেহী লোকটা, ঠিক বুঝতে পারছে না কী ঘটে গেছে মুহূর্তের মধ্যে।

খিয়ান নিজেও বলতে পারবে না কীভাবে লাফিয়ে নামল সে রথ থেকে, বলতে পারবে না কীভাবে ঝুঁকে পড়ে একটা বর্শা কেড়ে নিল আহত এক আটি সৈন্যের হাত থেকে। বলতে পারবে না, বর্শা হাতে কীভাবে রওয়ানা হলো ওই বিশালদেহীর উদ্দেশে।

বিপদ টের পেয়েছে বিশালদেহী, ছেড়ে দিয়েছে নেফ্‌রাকে। চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে হন্তদন্ত হয়ে খুঁজছে নিজের হারানো তলোয়ার। কিন্তু সেটা খুঁজে পাওয়ার সুযোগ দিল না খিয়ান লোকটাকে। প্রচণ্ড জোরে বর্শা চালাল সে লোকটাকে নিশানা করে। এবং একবার আঘাত করেই থামল না, উন্মত্তের মতো আঘাত করছে বার বার। ধারালো বর্শার বারংবার আঘাতে কুঁজো হয়ে গেল লোকটা, যে-হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল নেফ্‌রার একটা হাত সেটা আলগা হয়ে গেল আপনাআপনি। মাটিতে পড়ে গেল সে, মারা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছে রু, ছুটে আসছে এদিকে।

ভ্রাতার রণমূর্তি দেখে হতবিহ্বল হয়ে গিয়েছিল নেফ্‌রা। মুখ তুলে তাকাল সে খিয়ানের দিকে, ওকে চিনতে পারল সঙ্গে সঙ্গে।

BanglaBook.org

'খিয়ান!' চিৎকার করে উঠল সে।

কিন্তু খিয়ান জানে এখন যদি নেফ্‌রার কাছে ফিরে যায় সে, তা হলে আটিদের ক্যাপ্টেনের কাছে করা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হবে ওকে—সেটা ভঙ্গ করতে বাধ্য করা হবে ওকে।

তাই কোনওরকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আবার গিয়ে চড়ল রথে, ঘোড়াগুলোর মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে।

'খিয়ান! খিয়ান!' আবারও চিৎকার করল নেফ্‌রা।

ঘোড়াগুলোর পিঠে কষে চাবুক চালাল খিয়ান।

'লর্ড!' এবার চিৎকার করল রু। 'কী করছেন আপনি? থামুন!'

জবাবে শুধু মাথা নাড়ল খিয়ান, রথের গতি বাড়িয়ে চলে গেল।

হতভম্ব হয়ে গেছে নেফ্‌রা। এতক্ষণ যে-তলোয়ার দিয়ে বীরবিক্রমে লড়াই করছিল তা এখন মুগুরের মতো ভারী মনে হচ্ছে ওর কাছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে খিয়ানের গমনপথের দিকে।

পঞ্চাশ হাজার ব্যাবিলোনিয়ান সৈন্যের বিরুদ্ধে বিশ হাজার আটি সৈন্যের লড়াইটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। গ্রীষ্মের অবসানে তুমুল বর্ষায় শুকনো নদীতে যেভাবে বান ডাকে, আটিদের উপর সেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্যাবিলোনিয়ানরা।

কিন্তু খিয়ান ততক্ষণে রথ নিয়ে চলে গেছে অনেক দূরে।

আটি সৈন্যদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজারের মতো, অথচ পালাতে পেরেছে মাত্র কয়েক শ'। বাকিদের বেশিরভাগই মারা পড়েছে রণক্ষেত্রে, কয়েক শ' সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়ে পালানোর সময় মরেছে।

আপেপির দুর্গব্যবস্থায় নিরাপদেই পৌঁছাতে পেরেছে খিয়ান।

BanglaBook.org

দেবতারা রক্ষা করেছেন ওকে এবং ওর ঘোড়াগুলোকে। যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা যেখানে অবস্থান নেন, সাধারণত সেখানে পতাকা উড়ানো হয়; সে-রকম একটা উড়ন্ত পতাকা দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল সে। চিৎকার করে বলল, 'আমি যুবরাজ খিয়ান। আমি আহত, হাঁটতে পারছি না।'

আপেপির সেনাবাহিনীর বড় একটা অংশ এখনও পছন্দ করে খিয়ানকে। তাই ওকে চিনতে পেরে খুশি হলো অনেকেই, কেউ কেউ এগিয়ে এসে অভিবাদন জানাল। এরা সবাই সিরিয়ায় ওর সহযোদ্ধা ছিল।

রথ থেকে সাবধানে নামানো হলো ওকে, একটা পালকিতে করে দুর্গের ভিতরে রাজকীয় একটা কক্ষে নিয়ে গিয়ে বসানো হলো। খাবার আর মদ দেয়া হলো ওকে। সে জানতে পারল, সেনাবাহিনীর সদস্যরা যে যেখানে আছে তাদের সবাইকে ট্যানিসে ডেকে পাঠিয়েছেন ওর বাবা। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন, যত শক্তিশালী দুর্গব্যবস্থাই গড়ে তোলা হোক না কেন, ব্যাবিলোনিয়ানদের এত বড় একটা বাহিনীর বিরুদ্ধে মিশরের সীমান্ত বেশিদিন নিজেদের দখলে রাখতে পারবে না তাঁর বাহিনী। তাই তিনি শক্তিশালী করতে চাইছেন নিজের রাজধানী শহরকে।

সেনাবাহিনীর যেসব কর্মকর্তা সিরিয়ার যুদ্ধে খিয়ানের সহযোদ্ধা ছিল, তাদের কয়েকজন ওকে সেনাপতির দায়িত্ব নিতে বলল, ব্যাবিলোনিয়ানদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে বলল। জবাবে শুধু মুচকি হাসল খিয়ান, কিছু বলল না। ওই কর্মকর্তারা ভাবলেন, যেহেতু দাঁড়াতেই পারছে না খিয়ান, সেহেতু ওর পক্ষে সেনাপতির দায়িত্ব নেয়া অসম্ভব, তাই হ্যাঁ-না কিছু বলছে না।

যে-ক্যাপ্টেনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল খিয়ান, সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছেন তিনি; পালিয়ে আসতে পেরেছেন।

BanglaBook.org

ডাকাডাকি করে সহযোদ্ধাদের জড়ো করলেন তিনি, জানালেন কখন কীভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল খিয়ানকে। শুনে, এতক্ষণ যারা সেনাপতির দায়িত্ব নেয়ার ব্যাপারে চাপাচাপি করছিল খিয়ানকে, তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, আর কোনও অনুরোধ করল না ওকে।

খিয়ান বুঝতে পারছে, আসলে কী ঘটেছিল তা যদি বলে সে, তা হলে সম্ভবত কেউই অবিশ্বাস করবে না ওকে। বুঝতে পারছে, দুর্গের কোনও সেনা-কর্মকর্তাই ওকে আটকে রাখতে চান না; সে যদি ফিরে গিয়ে ব্যাবিলোনিয়ানদের সঙ্গে যোগ দেয়ার প্রার্থনা জানায়, তা হলে তা সম্ভবত মঞ্জুর করা হবে। কিন্তু দুটো ব্যাপারের কোনওটাতেই মুখ খুলল না সে।

তরতাজা ঘোড়া জুড়ে দেয়া হলো ওর রথের সঙ্গে, সীমান্তের দুর্গগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখে ওকে নিয়ে ট্যানিসের পথে রওয়ানা হয়ে গেল সৈন্যরা।

তাই ব্যাবিলোনিয়ানরা যখন অনায়াসে দখল করে নিল সবগুলো দুর্গ, গুটিকয়েক অসুস্থ আর আহত সৈন্য ছাড়া কাউকেই পেল না ওরা। এই লোকগুলোর সঙ্গে যেন কোনওরকম অন্যায় আচরণ করা না হয় সে-ব্যাপারে কঠোর আদেশ দিলেন টাউ। ওদের কাছ থেকে জানা গেল, যুবরাজ খিয়ান নিরাপদেই পৌঁছাতে পেরেছিল এখানে। ওকে স্বাগতমও জানানো হয়েছে। তারপর অন্যদের সঙ্গে ট্যানিসের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেছে সে।

ব্যাবিলোনিয়ান সৈন্যরা যেখানে অস্থায়ী শিবির স্থাপন করেছে, সেখানে একজায়গায় সেনাবাহিনীর কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, রু, টেমু আর লেডি কেম্মাহ্‌কে নিয়ে নেফ্‌রার জন্য অপেক্ষা করছেন টাউ। রণক্ষেত্রে হঠাৎ হাজির হয়ে কীভাবে

BanglaBook.org

নেফ্‌রাকে বাঁচিয়েছে খিয়ান, তা নেফ্‌রা আর রুর কাছ থেকে জানতে পেরেছেন টাউ। আরও জানতে পেরেছেন, যখন খিয়ানকে ডেকেছে ওরা, তখন মাথা নেড়ে ওদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে সে, ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেছে।

এর মানে কী? খিয়ান কি আটি সৈন্যদের হাতে বন্দি অবস্থায় ছিল না? যদি বন্দি থাকবে, তা হলে সুযোগ পাওয়ামাত্র ব্যাবিলোনিয়ানদের সঙ্গে যোগ দেয়ার কথা ওর। তা না করে পাগলের মতো পালিয়ে গেল কেন?

এই ব্যাপারটা নিয়েই কথা বলার জন্য একত্রিত হয়েছেন তাঁরা কয়েকজন। একসময় নেফ্‌রা যোগ দিল তাঁদের সঙ্গে।

সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের প্রায় সবাই একমত, আসলেই পাগল হয়ে গেছে খিয়ান। অথবা সে একজন বিশ্বাসঘাতক। তা না হলে সুযোগ থাকার পরও, নেফ্‌রাকে দেখার পরও ব্যাবিলোনিয়ানদের সঙ্গে যোগ না দেয়ার কারণ কী? আটিদের রক্ত বইছে ওর শরীরে, যত যা-ই হোক সে রাজা আপেপির ছেলে। সঙ্কটমুহূর্তে নিজের দেশের পক্ষ অবলম্বন না করে পারেনি সে।

'আসলেই পাগল হয়ে গেছেন যুবরাজ খিয়ান,' মুখ খুললেন কেম্মাহ্‌। 'তা না হলে যাঁকে এত ভালোবাসেন তিনি, যাঁর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হওয়ার কথা, তাঁকে ফেলে পালিয়ে যেতে পারলেন কীভাবে? ...আমার মনে হয় রানি নেফ্‌রার সঙ্গে দীর্ঘ-বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারেননি তিনি। খুব সম্ভব অন্য কোনও সুন্দরীর দেখা পেয়েছেন তিনি, এবং বিরহকাতর অবস্থায় ওই মেয়েকে রানি নেফ্‌রার চেয়েও সুন্দরী বলে মনে হয়েছে তাঁর। তাই তিনি আমাদের রানির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি...'

'চুপ করুন!' চেঁচিয়ে উঠল নেফ্‌রা।

BanglaBook.org

টেমুর দিকে তাকালেন টাউ। 'ট্যানিস থেকে শুরু করে মিশর-আরব সীমান্ত পর্যন্ত যুবরাজ খিয়ানের সঙ্গে ছিলেন আপনি। কী মনে হয় আপনার? আসলেই কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তিনি?'

'বিশ্বাস!' জবাবে বরাবরের মতোই বলে উঠলেন টেমু, 'বিশ্বাস রাখুন!'

এতক্ষণ রাগ চেপে রেখেছিল নেফ্‌রা, এবার আর পারল না। ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে তাকাল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দিকে। 'রক্তের ডাক উপেক্ষা করতে না পেরে খিয়ান যদি আটিদের সহযোদ্ধা হয়ে যাবে, তা হলে হঠাৎ হাজির হয়ে কয়েকজন আটি সৈন্যকে হত্যা করার মানে কী? আমাকে যদি ভুলেই যেতে চাইবে, তা হলে আমার চরম বিপদের সময় আমাকে রক্ষা করার মানে কী? আমি যদি ওর পথের-কাঁটাই হবো, তা হলে আমাকে শেষ হয়ে যেতে দিলেই কি ভালো করত না সে?'

টাউ বললেন, 'যুবরাজ খিয়ান আর দশজন মানুষের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। আমার মনে হয় তাঁর পালিয়ে-যাওয়ার আসল কারণটা অনুমান করতে পেরেছি আমি। তবে সেটা ঠিক না বেঠিক সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার আগপর্যন্ত কিছু বলতে চাই না। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সবার প্রতি আমার অনুরোধ, আমাদের ভাই টেমু যা বলেছে তা করুন, অর্থাৎ বিশ্বাস রাখুন।'

সেনাবাহিনীর সংরক্ষিত সৈন্যদের দ্বারা আগেই সুরক্ষিত করা হয়েছে ট্যানিস, মিশরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অবশিষ্ট সৈন্যরা প্রতিদিনই এসে যোগ দিচ্ছে ওদের সঙ্গে। খিয়ানরাও ট্যানিসে পৌঁছে গেল একদিন।

প্রতিদিনই মিশরের বিভিন্ন জায়গায় অগ্রসরমাণ ব্যাবিলোনিয়ানদের বিরুদ্ধে ছোট-বড় যুদ্ধ হচ্ছে আটি সৈন্যদের।

BanglaBook.org

এবং, বলা বাহুল্য, প্রতিটা যুদ্ধে হারছে ওরা। যারা মারা যাচ্ছে তাদের ব্যাপারে কিছু বলার নেই, কিন্তু যারা ধরা পড়ছে তাদের ব্যাপারে অদ্ভুত একটা কথা ছড়িয়ে পড়েছে। ওদেরকে নাকি প্রথমেই হত্যা করছে না ব্যাবিলোনিয়ানরা। এমনকী ভবিষ্যতে দাস বানানোর নিয়তে কয়েদও করে রাখছে না। বরং নিরস্ত্র করা হচ্ছে ওদেরকে, যুদ্ধবন্দি হওয়ার পরও ভালো ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং ওদের কেউ যদি প্রতিজ্ঞা করছে নেফ্‌রাকে মিশরের রানি মেনে নিয়ে ওর অধীনে কাজ করে যাবে তা হলে তাকে নাকি মুক্তিও দেয়া হচ্ছে।

নিজেদের পরাজয়ের ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত আটি সৈন্যরা, এখন নিজেদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে গোপনে গোপনে আলোচনাও করছে অনেকে।

যে-ক্যাপ্টেনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল খিয়ান, তাঁর সঙ্গে একরকম বন্ধুত্ব হয়ে গেছে ওর। ভোরে ওদের দু'জনকে নিয়ে আসা হলো রাজপ্রাসাদে। খিয়ান ভেবেছিল আবার কয়েদ করা হবে ওকে পাতাল কারাগারে, কিন্তু তার বদলে যখন ওকে নিয়ে যাওয়া হলো ওর নিজের কামরায়, তখন যারপরনাই আশ্চর্য হলো সে।

দাসরা আগের মতোই অপেক্ষা করছে ওর জন্য। উপস্থিত আছেন একাধিক চিকিৎসক, ওর আহত পায়ের পরিচর্যা করবেন। টানা বিশ্রামের বদলে এত লম্বা একটা যাত্রায় অংশ নেয়ার কারণে ফুলে উঠেছে ক্ষতস্থানটা, আবারও ফোঁড়া দেখা দিয়েছে কয়েক জায়গায়।

গুপ্তচর আর পাহারাদারেরা অবস্থান নিয়েছে ঘরের বাইরে। খিয়ানের সঙ্গে কে কী বলছে সে-খবর জোগাড় করে জায়গামতো পাচার করে দিচ্ছে গুপ্তচররা। সতর্ক নজর রেখেছে পাহারাদারেরা, যাতে পালাতে না পারে সে। খিয়ান টের পাচ্ছে,

BanglaBook.org

আসলে গৃহবন্দি সে।

সূর্য অস্ত যাওয়ার তিন ঘণ্টা পর পর্যন্ত ঘরেই বিশ্রাম নিল সে। গোসল আর খাওয়া বাদ দিয়ে বললে বেশিরভাগ সময়ই ঘুমিয়েছে, কারণ ভীষণ ক্লান্ত সে। একসময় হাজির হলেন একজন অফিসার, সঙ্গে কয়েকজন সৈন্য। এই অফিসারই পঁচিশ হাজার আটি সৈন্যের নেতৃত্বে ছিলেন।

একটা পালকি নিয়ে এসেছেন তাঁরা। জানালেন, ওটাতে চড়িয়ে রাজা আপেপির সামনে নিয়ে যেতে হবে খিয়ানকে।

অফিসারের সঙ্গে উজির অ্যানাথও আছেন। খিয়ান খেয়াল করল, শুকিয়ে গেছেন তিনি, কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তাঁর চামড়া। চঞ্চল দুই চোখে বার বার তাকাচ্ছেন এদিকেওদিকে, যেন দেখছেন কোথাও কোনও আততায়ী লুকিয়ে আছে কি না। তাঁর ঠিক পেছনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ধারালো চেহারার একজন মহাফেজ। লোকটাকে গুপ্তচর বলে মনে হলো খিয়ানের।

ওকে এমনভাবে বাউ করলেন অ্যানাথ যে, ভঙ্গিটা দেখলে কেউ বলতে পারবে না কাজটা করতে কার্পণ্য ছিল তাঁর ভিতরে, আবার এ-কথাও বলতে পারবে না, বেশি শ্রদ্ধা দেখিয়ে ফেলেছেন তিনি। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর বললেন, 'স্বাগতম, যুবরাজ। শুনেছি বিভিন্ন জায়গায় অনেক ঘুরতে হয়েছে আপনাকে, রোমাঞ্চকর অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে আপনার। মহান ফারাও দেখা করতে চাইছেন আপনার সঙ্গে। দয়া করে আসুন আমাদের সঙ্গে।'

পালকিতে বসিয়ে দেয়া হলো খিয়ানকে, সেটা বহন করছে আটজন সৈন্য। ওর পাশাপাশি হাঁটছেন অ্যানাথ। পেছনেই আছেন সৈন্যদের ক্যাপ্টেন। একটা প্যাসেজের একদিকের কোনা ঘুরতে গিয়ে একটুখানি কাত হয়ে গেল পালকিটা, হাত দিয়ে ধরে সেটা ঠিক করে দিলেন অ্যানাথ। অথবা মনে হলো পালকির

BanglaBook.org

গায়ে হাত দিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখলেন নিজের। গুপ্তচর লোকটা তখন পিছিয়ে পড়েছে কিছুটা।

চটজলদি খিয়ানের কানে ফিসফিস করে বললেন অ্যানাথ, 'সামনে ভীষণ বিপদ। শান্ত থাকবেন, সাহস রাখবেন। মনে রাখবেন সব জায়গায় আপনার বন্ধু আছে, যারা আপনার জন্য মরতেও রাজি।'

কাছে চলে এল গুপ্তচর লোকটা, পালকির কাছ থেকে সরে গেলেন অ্যানাথ। আর কিছু বললেন না।

আপেপির সামনে হাজির হলো ওরা।

নিচু একটা চেয়ারে বর্ম পরিহিত অবস্থায় বসে আছেন তিনি, হাতে একটা নগ্ন তলোয়ার। তাঁর থেকে কিছুটা দূরে নামিয়ে রাখা হলো পালকিটা। ওটার বাহকরা নামতে সাহায্য করল খিয়ানকে। আপেপির মুখোমুখি আরেকটা চেয়ার দেখা যাচ্ছে, ওটাতে বসিয়ে দেয়া হলো ওকে।

একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ খিয়ানকে দেখলেন আপেপি। তারপর বললেন, 'দেখে মনে হচ্ছে বড় রকমের আঘাত পেয়েছ তুমি। কে করেছে কাজটা?'

'আপনারই একজন সৈন্য।' কী ঘটেছিল, তা সংক্ষেপে বলল খিয়ান।

'ওহ্! কিন্তু তুমি মিশর ছেড়ে পালাচ্ছিলে কেন?'

'নিজেকে বাঁচাতে এবং কোনও একজনকে জিতে নিতে।'

অফিসারের দিকে তাকালেন আপেপি। 'আমার ওই পঁচিশ হাজার সৈন্যের নেতৃত্বে তো তুমিই ছিলে, না? ব্যাবিলোনিয়ানদের উপর অতর্কিতে হামলা করার কথা ছিল তোমার, পারোনি। খুন করার কথা ছিল ওদের কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে, পারোনি। তোমার এই ব্যর্থতার কারণ কী?'

কারণটা সংক্ষেপে আপেপিকে জানালেন ওই ক্যাপ্টেন।

BanglaBook.org

তাঁর কথা শেষ হলে আপেপি বললেন, 'তোমার ব্যর্থতা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে আমাকে। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে আমার সেনাবাহিনী, এখন ট্যানিস দখল করার জন্য এগিয়ে আসছে ব্যাবিলোনিয়ানরা।'

নিজের সাফাই গাইবার জন্য কিছু বলতে চাইলেন ক্যাপ্টেন, কিন্তু হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিলেন আপেপি। বলে চললেন, 'অল্প কিছুসময়ের লড়াইয়ে কচুকাটা করার কথা মাত্র পাঁচ হাজার যোদ্ধার একটা দলকে, কিন্তু তা করতে পারোনি তুমি। উল্টো নিজেদের উপস্থিতি ফাঁস করে দিয়ে ভেস্তে দিয়েছ আমার পরিকল্পনা। এখন আর বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই তোমার। পরকালে চলে যাও, সেখানে গিয়ে পারলে শিখে নিয়ো কীভাবে লড়াই করতে হয়।' ইশারায় ডাকলেন অনতিদূরে-দাঁড়িয়ে-থাকা কয়েকজন সশস্ত্র দাসকে।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল ওরা, ঘিরে ধরল ওই ক্যাপ্টেনকে।

যা বোঝার বোঝা হয়ে গেছে ক্যাপ্টেনের। তাই আপেপির কোনও কথার প্রতিবাদ করলেন না তিনি, প্রত্যুত্তর দেয়ারও চেষ্টা করলেন না। বরং খিয়ানের দিকে ঘুরে স্যালুট করলেন ওকে। বললেন, 'যুবরাজ, এখন বুঝতে পারছি, আপনাকে আপনার প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্তি দেয়া উচিত ছিল আমার, কিন্তু তা করিনি। কয়েকজন দাসের হাতে মরা যদি আমার পরিণতি হয়, তা হলে আপনার কী হবে? যা-হোক, কিছু বলে লাভ নেই; দেবতা ওসিরিসের কাছে বিচার দিয়ে গেলাম শুধু। শুনেছি তিনি খুবই ন্যায়পরায়ণ, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা হলে তার শোধ নেন। ...বিদায়।'

খিয়ান কিছু বলার আগেই ওই দাসরা প্রায় জাপ্টে ধরল ক্যাপ্টেনকে, তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে গেল একটা পর্দার আড়ালে। কিছুক্ষণ পর সেটা সরিয়ে বেরিয়ে এল একজন দাস,

BanglaBook.org

ওর হাতে একটা কাটা-মাথা। নিঃশব্দে বুঝিয়ে দিচ্ছে সে, আপেপির আদেশ পালিত হয়েছে।

এই জীবনে খিয়ান অনেকবার অন্যায় কাজ করতে দেখেছে ওর বাবাকে, তারপরও কখনোই ঘৃণা করেনি তাঁকে। কিন্তু এখন দগদগে ঘৃণা টের পাচ্ছে সে। যুদ্ধ মানেই হয় জয় নয়তো পরাজয়; যে-লোক অনুগত সৈন্যের মতো আদেশ পালন করল, সামান্য অজুহাতে এত বড় শাস্তি দেয়া হলো তাকে?

আপেপির আরেক ইশারায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সবাই।

এখন ঘরে শুধু বাবা আর ছেলে। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছেন। কেউ কিছু বলছেন না।

শেষপর্যন্ত খিয়ান বলল, 'শিরশ্ছেদই যদি আমার শাস্তি হয়ে থাকে, তা হলে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, তাড়াতাড়ি আমার ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করা হোক। কারণ আমি খুব ক্লান্ত, যে-কোনও সময় ঘুমিয়ে পড়তে পারি।'

নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে হাসলেন আপেপি। 'রাজনীতির অনেককিছুই এখনও শিখতে পারোনি তুমি।'

'মানে?'

'তুমি আমার তূণের শেষ তীর। ...ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের সঙ্গে থেকে ভয়ঙ্কর জাদুবিদ্যা শিখেছ তুমি, তারপর তা প্রয়োগ করেছ নেফ্‌রার উপর। ফলে তোমাকে মনেপ্রাণে ভালোবেসে ফেলেছে সে। অথচ ওই মেয়েকে বিয়ে করার কথা ছিল আমার। তুমি ওকে চুরি করেছ। ...এখন বলো তো, আগামীকাল সকালে ব্যাবিলোনিয়ানরা যখন হাজির হবে ট্যানিসের উপকণ্ঠে, যখন ঘিরে ধরবে শহরটাকে, তখন নেফ্‌রা যদি পুবদিকের প্রবেশদ্বারে ঝুলতে দেখে তোমার লাশ, ওর প্রতিক্রিয়া কী হবে?'

'জানি না। তবে আমার মনে হয় সারা শহরে আগুন লাগিয়ে দেয়ার হুকুম দেবে সে। পুড়ে মরবে অনেক মানুষ, একইসঙ্গে

BanglaBook.org

চালানো হবে গণহত্যা। আপনিও মনে হয় না রেহাই পাবেন।'

'ঠিক। প্রেমে পাগল কোনও মেয়ে প্রেমিককে হারিয়ে কতটা প্রতিহিংসাপরায়ণ হতে পারে, জানি আমি। অসহায়দের উপর কীরকম অত্যাচার চালাতে পারে সে, অনুমান করতে পারি। সেজন্যই তোমার ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করা হবে না আপাতত।'

'আপনার পরিকল্পনাটা কী?'

'আমার পরিকল্পনা হচ্ছে, নির্দিষ্ট কিছু শর্তের বিনিময়ে তোমাকে জানে না মারার ঘোষণা দেয়া। শর্তগুলো কী, অনুমান করতে পারছ নিশ্চয়ই?'

'না।'

'আমার মনে হয় মিথ্যা কথা বলছ তুমি। আমার মনে হয় শর্তগুলো কী, তা ভালোমতোই জানা আছে তোমার। তারপরও বলে দিচ্ছি, যাতে কখনও বলতে না-পারো ন্যায়বিচার করা হয়নি তোমার সঙ্গে। ...প্রথম শর্ত, ব্যাবিলোনিয়ানদের সব রথ আর সব ঘোড়া তুলে দিতে হবে আমার সেনাবাহিনীর হাতে। এই মর্মে শান্তিচুক্তি করতে হবে, যেখান থেকে এসেছে ওরা সেখানেই ফিরে যাবে।'

'তারপর?'

'আমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে নেফ্‌রা। দুই দেশের সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে, দেবতাদের সাক্ষী মেনে নিজেকে আমার স্ত্রী এবং রানি হিসেবে ঘোষণা করবে সে।'

'নেফ্‌রা রাজি হবে বলে মনে হয় না।'

'হবে, অবশ্যই হবে। প্রেমে পাগল একটা মেয়েমানুষ কী করবে অথবা কী করবে না, তা নিশ্চিত করে বলতে পারে না কেউই। একটা কথা ভেবে দেখো। মিশরের সিংহাসন অথবা তোমার মধ্যে এখন যে-কোনও একটা বেছে নিতে হবে

BanglaBook.org

নেফ্‌রাকে। তোমার গায়ে যদি নির্যাতনের চিহ্ন দেখতে পায় সে, তোমাকে যদি আর্তনাদ করতে শোনে, তা হলে সে কোন্‌টা বেছে নেবে? মনে রেখো, আমার প্রাসাদে কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ দাস আছে এবং তোমার পায়ের ক্ষত এখনও প্রায় আগের মতোই। লোহা গরম করে যদি...' কথা শেষ না করে থেমে গেলেন আপেপি।

কিছু না বলে শুধু মুচকি হাসল খিয়ান।

'হাসছ কেন? কীভাবে রেহাই পাওয়া যায় আমার হাত থেকে সে-বুদ্ধি বের করার চেষ্টা করছ? লাভ হবে না। আত্মহত্যা করার ইচ্ছা আছে? স্রেফ ভুলে যাও, সে-সুযোগ পাবে না। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারির হুকুম দেয়া হয়েছে তোমার উপর। আগেরবার পালিয়ে গিয়েছিলে, এবার তা-ও পারবে না। এখন যাও, নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমাও। আগামীকাল সকাল সকাল উঠতে হবে তোমাকে। শুভরাত্রি।'

BanglaBook.org

তেইশ

কুইন অভ দ্য ডন

ভোর হতে আর এক ঘণ্টা বাকি।

ট্যানিসের পূর্বদিকের প্রবেশদ্বারে, ভিতরের দিকে, প্রশস্ত সিঁড়ি আছে; সেটার কাছে নিয়ে আসা হয়েছে খিয়ানকে। সিঁড়ির শেষধাপে ওঠা মানে তোরণের চূড়ায় হাজির হওয়া; জায়গাটা

এত প্রশস্ত যে, কমপক্ষে পঞ্চাশজন লোক অনায়াসে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে ওখানে। একটা চেয়ারে বসিয়ে ওটা ধরাধরি করে ওখানে নিয়ে যাওয়া হলো খিয়ানকে।

সূর্যদেবতা রা পূর্ণাঙ্গভাবে দেখা দিলেন একসময়। ট্যানিস শহর ঘিরে বানানো আছে পানিপূর্ণ পরিখা, নীল নদ থেকে গোপন সুড়ঙ্গপথে পানি আসা-যাওয়া করে সেখানে; দিনের প্রথম সূর্যকিরণে চকচক করে উঠল পরিখার পানি। ওটা পার হয়ে প্রাসাদে যাওয়ার জন্য টানাসেতু আছে, তবে এখন সেতুটা দড়ি আর কপিকলের সাহায্যে সরিয়ে এনে পূর্বদিকের প্রবেশদ্বার ঘেঁষে রাখা হয়েছে।

ব্যাবিলোনিয়ান সেনাবাহিনী ইতোমধ্যেই ঘিরে ধরেছে ট্যানিস শহর। শহরটার প্রতিরক্ষা-দেয়ালের ভিতরে যারা আছে তাদের পালানোর পথ বন্ধ।

পরিখার ওপ্রান্তে, পাড় ঘেঁষে স্থাপন করা হয়েছে অস্থায়ী কিছু সেনাশিবির। আটি সৈন্যদের নিক্ষিপ্ত তীর বা বর্শার কোনওটাই প্রশস্ত পরিখা ছাড়িয়ে পৌঁছাবে না সেখানে, কাজেই মোটামুটি নিরাপদেই আছে ওখানকার সৈন্যরা।

ব্যাবিলোনিয়ান রাজপ্রতীকযুক্ত পতাকা উড়ছে কোনও কোনও শিবিরে, ওগুলোর কোনওটাতেই হয়তো অবস্থান করছে নেফ্‌রা।

পূর্বদিকের প্রবেশদ্বারের দু'পাশে অবস্থান নিয়েছে আটি সৈন্যদের বেশ বড় একটা দল। কেন যেন অস্থিরতা বিরাজ করছে ওদের সবার মধ্যে। আরামে দাঁড়িয়ে থাকার আদেশ পাওয়ার পরও তা ঠিকমতো করতে পারছে না ওরা।

তোরণের মাথায়, খিয়ানের পাশে বসে আছেন আপেপি। নিজের সবচেয়ে জমকালো পোশাকটা পরেছেন তিনি। রোদ প্রতিফলিত হচ্ছে তাঁর মাথার সোনার-মুকুটে।

BanglaBook.org

তূর্য বেজে উঠল ব্যাবিলোনিয়ান শিবিরে। অদ্ভুত এক নীরবতা নেমে এল সেখানে। কথা বলা দূরে থাক, যেন নড়তে পর্যন্ত ভুলে গেছে সব ব্যাবিলোনিয়ান সৈন্য। একটা নৌকা নামানো হচ্ছে পরিখার পানিতে, হাতে সাদা পতাকা নিয়ে তাতে চড়ে বসল এক ব্যাবিলোনিয়ান দূত। পূর্বদিকের প্রবেশদ্বারের উদ্দেশে এগিয়ে আসছে নৌকাটা। এপাড়ে পৌঁছার পর ওই দূতের হাতে একটা চিঠি দিলেন আটি সৈন্যদের একজন ক্যাপ্টেন। চিঠিটা নিয়ে ফিরে গেল সে, ওটা হস্তান্তর করা হলো টাউয়ের কাছে।

চিঠিটা খুললেন টাউ, পড়লেন। দুশ্চিন্তায় চোখমুখ-বসে-যাওয়া নেফ্‌রা দাঁড়িয়ে আছে টাউয়ের পাশেই, চিঠির বিষয়বস্তু জানানো হলো ওকে।

'শর্ত দিয়েছেন আপেপি,' বললেন টাউ। 'আমাদের সব রথ আর ঘোড়া আটিদের হাতে তুলে দিয়ে পায়ে হেঁটে ব্যাবিলনে ফিরে যেতে হবে আমাদেরকে।'

'আর?' জিজ্ঞেস করল নেফ্‌রা।

'আপেপির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে আপনাকে, যথাযোগ্য অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে আপনাকে বিয়ে করবে সে। এবং বিয়ের অনুষ্ঠানটা হবে এখানেই, যাতে সবাই দেখতে পায়।'

'আর?'

'এসব শর্ত যদি না মানা হয়, আমাদের চোখের সামনে অত্যাচার করতে করতে মেরে ফেলা হবে যুবরাজ খিয়ানকে। ...এবার বলুন, আপনার জবাব কী?'

ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে নেফ্‌রার চেহারা। 'খিয়ান কী বলে?'

'সেটা এখনও জানতে পারিনি আমরা। এবং আমার মনে

BanglaBook.org

হয় চেষ্টা করলেও তা জানতে দেয়া হবে না আমাদেরকে।'

'কিন্তু আমি বোধহয় জানি। খিয়ানকে জিজ্ঞেস করলে সে বলবে, আপেপির সব শর্ত অমান্য করে ট্যানিসে হামলা চালাতে, এবং ওকে ওঁর নিয়তির হাতে ছেড়ে দিতে।'

'বিশ্বাস!' কাছে দাঁড়ানো টেমু বলে উঠল, 'বিশ্বাস রাখুন!'

'খিয়ানকে ভালোবেসেছি আমি,' বলছে নেফ্‌রা, 'কথা দিয়েছি ওকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবো না। এখন সবার সামনে স্বামী বলে মেনে নেবো আপেপিকে? জীবনেও না! ব্যাবিলোনিয়ান সেনাবাহিনীকে সম্মুখসমরে মোকাবেলা করার সাহস হয়নি আপেপির, ইঁদুরের মতো গর্তে লুকিয়েছে সে, ওর মতো একটা কাপুরুষের শর্তে রাজি হবো? জীবনেও না! মরণ যদি লেখা থাকে খিয়ানের নিয়তিতে তবে তা-ই হোক, তারপর আপেপিকে শেষ করে দিয়ে আমিও মরবো। ...দূত মারফত খবরটা পৌঁছে দেয়া হোক আপেপির কাছে।' টাউয়ের দিকে তাকাল। 'পরিখা পার হওয়ার আদেশ দিন ক্যাপ্টেনদেরকে। ট্যানিসের উপর হামলা চালাবো আমরা। আপেপির শেষ দেখে ছাড়বো আমি।'

ক্যাপ্টেনদেরকে প্রয়োজনীয় আদেশ দিলেন টাউ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পরিখা পার হওয়ার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে শুরু করল হাজার হাজার ব্যাবিলোনিয়ান সৈন্য। অবরুদ্ধ ট্যানিসে প্রচণ্ড আক্রমণ চালানোর আদেশ দেয়া হয়েছে ওদেরকে।

টেমুকে দিয়ে একটা প্যাপাইরাসে আপেপির প্রস্তাবের জবাব লেখা হলো। ওটা দেয়া হলো একজন দূতের হাতে।

ওই লোকের সঙ্গে একই নৌকায় উঠল রু। লোকটাকে সে বলল, 'চিঠিটা হস্তান্তর করার সময় আমার পক্ষ থেকে কয়েকটা কথা বলতে পারবেন আটিদের রাজাকে?'

BanglaBook.org

'কী কথা?'

'বলবেন, যুবরাজ খিয়ানের কোনও ক্ষতি করা তো পরের কথা, তাঁর দিকে যদি একটা আঙুলও তোলে শয়তান আপেপি, তা হলে লোকটার হাত ভেঙে দেবো আমি। ওর জিভ ছিঁড়ে নেবো। আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে বের করে আনবো ওর চোখ। তারপর টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবো মরুভূমিতে, যাতে না খেতে পেয়ে মারা যায় সে। ...আমার কথা ঠিকমতো বলতে না পারলে একই অবস্থা হবে আপনারও। আপনি যা বলবেন তা কান খাড়া করে শুনবো আমি।'

দৈত্যাকৃতির রুর মারমুখী চেহারা দেখে আপাতত চুপ করে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করল দূত লোকটা। পরিখার অপরপাড়ে হাজির হলো সে, পুবদিকের প্রবেশদ্বার-সংলগ্ন ছোট্ট একটা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। সিঁড়ি বেয়ে হাজির হলো আপেপির কাছে। বাউ করে সম্মান জানাল তাঁকে, তাঁর হাতে দিল প্যাপাইরাসটা। কী লেখা আছে ওটাতে তা যতটুকু বিস্তারিতভাবে সম্ভব জানাল। তারপর তাঁকে আরেকবার বাউ করে চেঁচিয়ে বলল রু যা বলতে বলেছে তার প্রতিটা বর্ণ।

তোরণটার কিনারায় চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে খিয়ানকে। এমনভাবে করা হয়েছে কাজটা যে, ব্যাবিলোনিয়ানরা যদি আপেপিকে নিশানা করে তীর মারে অথবা বর্শা ছুঁড়ে, তা হলে সেগুলো প্রথমে খিয়ানের গায়েই লাগবে।

ব্যাবিলোনিয়ান দূতের মুখ থেকে নেফ্‌রার জবাব শুনতে পেয়ে খুশি হলো খিয়ান। ঘাড় ঘুরিয়ে আপেপিকে বলল, 'নেফ্‌রা যা বলেছে তা ঠিক ঠিকই করবে, ফালতু হুমকি দেয়ার মানুষ না সে। এবার আপনার কথামতো অত্যাচার শুরু করুন আমার উপর। তবে তার আগে একটা কথা বলে রাখি। মৃত্যুকে খুব একটা ভয় পাই না আমি, কারণ একদিন না একদিন মরতে

BanglaBook.org

হবেই। আমার খারাপ লাগছে ট্যানিসের জন্য। আমাকে মরতে দেখবে নেফ্‌রা, তারপর সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে ট্যানিসের উপর, পুরো শহর পুড়িয়ে ছাই করার পরও ওর রাগ কমবে কি না সন্দেহ।'

উজির অ্যানাথসহ রাজদরবারের আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা দাঁড়িয়ে আছেন আপেপির পাশে, তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত বিবেচনা করার পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁরা।

অ্যানাথ বললেন, 'মহান রাজা, যুবরাজ খিয়ানের উপর নিজের ঘৃণা চরিতার্থ করতে পারবেন আপনি, কিন্তু তার ফলে কিছুই পাবেন না শেষপর্যন্ত।'

ইতোমধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়েছে ট্যানিসের সব জায়গায়, পুবদিকের প্রবেশদ্বারের কাছে সাধারণ জনতার ভিড় বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে। সৈন্যদেরকে ঠেলে-ধাক্কিয়ে পথ করে নিচ্ছে ওরা নিজেদের জন্য। ওদের বেশ বড় একটা দল হাজির হতে পারল সিঁড়ির নিচে, একজন চিৎকার করে বলল, 'মহান ফারাও! যুবরাজ খিয়ানকে ছেড়ে দিন! নিজের ছেলের রক্তে যদি নিজের হাত রঞ্জিত করেন আপনি, তা হলে মরতে হবে আমাদের সবাইকে!'

'কাজটা আসলে খুবই খারাপ হচ্ছে,' সুযোগ পেয়ে গলার জোর বেড়ে গেল অ্যানাথের। 'যুবরাজ খিয়ানকে ভালোবাসে ট্যানিসের প্রায় সবাই। তাঁর এই নিষ্ঠুর এবং অকারণ হত্যাকাণ্ডের কথা ভুলতে পারবে না ওরা কেউই।'

জবাবে যেন সাপের মতো হিসহিস করে উঠল ক্রোধোন্মত্ত আপেপির কণ্ঠ, 'চুপ করো, অ্যানাথ! সিঁড়ির নিচে দাঁড়ানো ওই লোকগুলোকেও চুপ করতে বলো! তা না হলে বিশ্বাসঘাতক খিয়ানের যে-পরিণতি ঘটতে চলেছে, তা বরণ করে নিতে হবে তোমাদেরকেও। ...দাসেরা! মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

BanglaBook.org

কাজ শুরু কর্!'

চেয়ারের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে বলে ঘাড়টা পুরোপুরি ঘুরাতে পারছে না খিয়ান, কিন্তু শুনতে পেল, ওর পেছনে নিচু গলায় কথা বলছে কারা যেন। গুঞ্জনের মতো শোনাচ্ছে সে-আওয়াজ। মনে হচ্ছে, কৃষ্ণাঙ্গ দাসেরা এগিয়ে এসে 'কাজ শুরু করতে' অস্বীকৃতি জানাচ্ছে।

আবারও একই আদেশ দিলেন আপেপি, আবারও শোনা গেল সেই গুঞ্জনধ্বনি।

ভোঁতা একটা আওয়াজ শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে, মরণ আর্তনাদ করে উঠল কে যেন। খিয়ান বুঝল, নিজের তলোয়ার দিয়ে কোনও এক কৃষ্ণাঙ্গ দাসকে শেষ করে দিয়েছেন ওর বাবা।

'বল্!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি বাকি দাসদের উদ্দেশে, 'আমার আদেশ পালন করবি কি না?'

ঘাড় ঘুরিয়ে পরিখার দিকে তাকাল খিয়ান।

একটা নৌকায় দেখা যাচ্ছে রুকে। অস্থিরভঙ্গিতে হাঁটছে নৌকার ভিতরে, এ-মাথা থেকে ও-মাথায় যাচ্ছে বার বার। কে জানে কেন সমানে ঘুরাচ্ছে ওর বিশাল হাতকুড়ালটা। ওকে দেখে খাঁচায়-বন্দি সিংহের কথা মনে পড়ছে। ওর আশপাশে হাজির হয়েছে আরও কতগুলো নৌকা, সবগুলো বোঝাই হয়ে আছে ব্যাবিলোনিয়ান তীরন্দাজ দিয়ে। ধনুকে তীর পরিয়ে হুকুমের অপেক্ষায় আছে ওরা।

দৃষ্টি সরিয়ে পরিখার অপরপাড়ের দিকে তাকাল খিয়ান।

টাউকে দেখা যাচ্ছে, বরাবরের মতোই ভাবলেশহীন চেহারায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ঠিক পাশেই চকচকে বর্ম পরে দাঁড়িয়ে আছে নেফ্রা, চেহারায় রাজ্যের দুশ্চিন্তা।

বুকের ভিতরে মোচড় দিয়ে উঠল খিয়ানের, নিজের অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

BanglaBook.org

বিচ্ছেদই তা হলে পরিণতি হিসেবে লেখা ছিল ওদের দু'জনের নিয়তিতে?

'রু!' চেঁচিয়ে উঠল খিয়ান। 'তীর ছুঁড়তে বলো তীরন্দাজদেরকে! আমার গায়ে তীর লাগুক—অসুবিধা নেই, তিলে তিলে মরার চেয়ে একবারে মরে যাওয়া অনেক ভালো।'

আর কিছু বলতে পারল না, কারণ এগিয়ে এসে ওর গালে ঠাস্ করে চড় মেরেছেন আপেপি। দাসদের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন, 'এই, তোরা তাকিয়ে তাকিয়ে কী দেখছিস? গোঁজ ভরে দে এই বিশ্বাসঘাতকের মুখে যাতে টুঁ শব্দটাও করতে না পারে সে।'

কথামতো কাজ করা হলো।

দৃশ্যটা দেখে গুঙিয়ে উঠল ব্যাবিলোনিয়ান সেনাবাহিনীর অনেক সৈন্য। ইতোমধ্যে সিঁড়ির নিচে জড়ো হয়েছে ট্যানিসের কয়েক হাজার সাধারণ অধিবাসী, গুঙিয়ে উঠল ওরাও।

ওদিকে গর্জন করে উঠল রু, সে-আওয়াজ শুনে মনে হলো যেন ডেকে উঠেছে কোনও আহত ষাঁড়। ঝট করে তাকাল সে তীরন্দাজদের দিকে, চিৎকার করে বলল, 'তীর মারো!'

কিন্তু সেনাপতির আদেশ ছাড়া লড়াই করার নিয়ম নেই, তীরন্দাজরা তাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল টাউয়ের দিকে।

মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন টাউ, কোনও আদেশ দিচ্ছেন না।

খিয়ান টের পেল, কয়েক জোড়া কালো হাত টেনে ছিঁড়ে ফেলছে ওর কাপড়। আগুন জ্বালানো হলো কাছেই কোথাও, পোড়া কাঠের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। চোখ বন্ধ করে ফেলল সে, নিয়তিকে মেনে নেয়ার জন্য প্রস্তুত করছে নিজেকে।

আঙুলে হঠাৎ চোখা কিছু বিঁধে গেলে যেভাবে চমকে উঠে লোকে, সেভাবে চমকে উঠল সে—গরম লোহা চেপে ধরা

BanglaBook.org

হয়েছে ওর শরীরে। জ্বালাপোড়া সহ্য করার জন্য দাঁতে দাঁত চাপল সে। একটু পর আবারও করা হলো কাজটা।

পরিখার ওপ্রান্তে গগনবিদারী আর্তনাদ করে উঠল একটা নারীকণ্ঠ।

হঠাৎ অদ্ভুত একটা আওয়াজ শুনতে পেল সে কাছেই কোথাও। মনে হচ্ছে, কারা যেন মারামারি করছে। চোখ খুলে তাকাল সে।

একটা ছুরি আমূল বিঁধে আছে ওর বাবার বুকে, টলমল পায়ে পিছিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তাঁর খেয়ালই নেই, আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে তোরণের কিনারার দিকে। 'বিশ্বাসঘাতক উজির!' যেন দম নিতে কষ্ট হচ্ছে এমন ভঙ্গিতে বললেন তিনি কোনওরকমে, 'কুত্তা! সেদিন তোর শিরশ্ছেদ না-করে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছিলাম!'

'হ্যাঁ, ফারাও,' অ্যানাথের গলা শান্ত, কিন্তু তাঁর দুই চোখ যেন জ্বলছে। 'সুযোগ পেলে কুকুর তো কামড়াবেই! গোপন বার্তার মাধ্যমে আমাকে এ-রকম কোনও সুযোগের অপেক্ষায় থাকার আদেশ দিয়ে গেছেন মহান রয়। ট্যানিসের রাজদরবারে আমিই ছিলাম তাঁর সবচেয়ে বড় গুপ্তচর,' ছুট লাগালেন তিনি আপেপির উদ্দেশে, প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারলেন তাঁকে।

তোরণের কিনারা থেকে যেন উড়াল দিল আপেপির শরীরটা, চিৎকার করে উঠলেন তিনি। তারপর ঝপাৎ আওয়াজ তুলে পড়ে গেলেন পরিখার পানিতে।

সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে নৌকার ভিতরে কুড়াল ফেলে দিল রু, পরমুহূর্তে ঝাঁপ দিল পানিতে। অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে সাঁতার কাটছে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হাজির হয়ে গেল আপেপি যেখানে পড়েছেন সেখানে। তাঁকে জড়িয়ে ধরল সে, পানি থেকে ডাঙায় তুলল। তারপর সর্বশক্তিকে গলা টিপে ধরে খুন করল

BanglaBook.org

তাঁকে।

'ফারাও আপেপি মারা গেছেন!' চেঁচিয়ে উঠলেন অ্যানাথ। 'কিন্তু ফারাও খিয়ান বেঁচে আছেন! জীবন! রক্ত! শক্তি! ফারাও! ফারাও! ফারাও!'

আলখাল্লার ভিতর থেকে আরেকটা ছুরি বের করলেন তিনি, এগিয়ে যাচ্ছেন খিয়ানের দিকে। ছুরির কয়েক পোঁচে কেটে ফেললেন খিয়ানের দড়ির বাঁধন। তারপর ওর মুখ থেকে বের করে নিলেন গোঁজ, ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সেটা।

সিঁড়ির নিচে আরও বেড়েছে জনতার ভিড়, ওদেরকে সামলাতে পারবে না বুঝতে পেরে সৈন্যরা নিজেদের ভালোর জন্যই দূরে সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

'জীবন! রক্ত! শক্তি!' একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল ট্যানিসের অধিবাসীরা। 'ফারাও! ফারাও! ফারাও!'

সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে।

খিয়ানের আদেশ অনুযায়ী ওকে নিয়ে আসা হয়েছে ব্যাবিলোনিয়ান শিবিরে, কারণ এখনও ট্যানিস শহরে ঢুকতে পারেনি নেফ্‌রার সেনাবাহিনী। প্রচণ্ড আক্রমণ চালানোর হুকুম দেয়া হয়েছিল ব্যাবিলোনিয়ান সৈন্যদের, কিন্তু আপেপি মারা যাওয়ায় স্থগিত করা হয়েছে সে-আদেশ। পরিখা পার হয়ে শিবিরে ফিরে এসেছে সৈন্যরা।

লেডি কেম্মাহ্ আর একজন চিকিৎসক মিলে শুশ্রূষা করেছেন খিয়ানের। ওর শরীরের ক্ষতস্থানগুলোতে ওষুধ লাগানো হয়েছে, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়া হয়েছে বাঁ হাঁটুর ফুলে-ওঠা জায়গাটায়। কাছেই দাঁড়িয়ে ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে নেফ্‌রা। গরম লোহা চেপে ধরায় পুড়ে গেছে খিয়ানের শরীরের কয়েক জায়গা, পোড়া জায়গাগুলোর দিকে যতবার তাকিয়েছে ততবার

BanglaBook.org

শিউরে উঠেছে মেয়েটা।

লেডি কেম্মাহ্ আর ওই চিকিৎসক চলে গেছেন, তাঁবুর ভিতরে এখন শুধু খিয়ান আর নেফ্‌রা।

মেয়েটা বলল, 'খিয়ান, যুদ্ধের ময়দানে তখন ওভাবে পালিয়ে গেলে কেন আমার কাছ থেকে? যদি আমার কাছে ফিরে আসতে, আজ এত কষ্ট পেতে হতো না তোমাকে।'

'আমি পালিয়ে যাওয়ার আগে কি দু'হাজার ব্যাবিলোনিয়ান সৈন্য ফিরে গিয়েছিল মূল শিবিরে?'

'হ্যাঁ, এসেছিল। তোমার ব্যাপারে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। কিন্তু ওরা শুধু বলেছে, তুমি নাকি রথসহ আত্মসমর্পণ করেছ আটি সৈন্যদের কাছে। এবং তারপর আর হামলা করা হয়নি ওদের উপর।'

'তুমি কি বুঝতে পারছ না, কখনও কখনও নিজের বিনিময়ে অনেক লোকের জীবন রক্ষা করা যায়?'

খিয়ানের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল নেফ্‌রা। 'হ্যাঁ, পারছি। কিন্তু পালিয়ে গেলে কেন?'

'কারণ অতর্কিতে-হামলা-করা আটি দলটার ক্যাপ্টেনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সীমান্তে গড়ে-তোলা দুর্গগুলোয় যাবো আমি, আত্মসমর্পণ করবো। কথা দিলে তা রাখি আমি, তাতে নিজের যত বড় ক্ষতিই হোক না কেন। এবং সেটা জানা আছে তোমার।'

'কিন্তু তুমি যদি মারা যেতে তা হলে আমার কী হতো?'

'আমি মারা যাইনি, প্রিয়তমা। নিয়তি মরতে দেয়নি আমাকে। নিয়তি তোমার জন্য বাঁচিয়ে রেখেছে আমাকে।'

খিয়ানের পাশে বসে পড়ে ওকে জড়িয়ে ধরল নেফ্‌রা, ওভাবেই ধরে রাখল কিছুক্ষণ।

তাঁবুর বাইরে থেকে আওয়াজ দিল পাহারাদার

BanglaBook.org

সৈন্যরা—কেউ এসেছে।

খিয়ানকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল নেফ্‌রা।

ভিতরে ঢুকল রু। ওর পেছনে আছেন উজির অ্যানাথ, ট্যানিসের রাজদরবারের কয়েকজন মন্ত্রণাদাতা এবং আটিদের সেনাবাহিনীর কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। টাউ-ও আছেন।

ষাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে প্রথমে খিয়ান, তারপর নেফ্‌রা এবং সবশেষে টাউকে সম্মান জানালেন অ্যানাথ এবং তাঁর সঙ্গীরা।

উঠে দাঁড়ালেন অ্যানাথ। নেফ্‌রাকে বললেন, 'রানি এবং রাজকুমারী, আটিদের পক্ষ থেকে আমরা কয়েকজন আত্মসমর্পণ করার জন্য আপনার কাছে এসেছি। ইচ্ছা করলে ট্যানিস শহরের দখল নিতে পারেন আপনি। আপনার মনে যদি কোনও প্রতিশোধস্পৃহা থাকে, ইচ্ছা করলে তা পূরণ করতে পারেন। কিন্তু আমরা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

'আমার মনে প্রতিশোধস্পৃহা নেই,' বলল নেফ্‌রা। 'তারপরও...ব্যাবিলোনিয়ান সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন আমার মামা টাউ, তাঁর যদি কিছু বলার থাকে এ-ব্যাপারে, বলতে পারেন। তাঁর কথাই আমার কথা, তাঁর সিদ্ধান্তই আমার সিদ্ধান্ত।'

'আপনাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো,' বললেন টাউ, 'রানি নেফ্‌রা এবং যুবরাজ খিয়ানের প্রতি যারা অনুগত থাকবে, তাদের সবাইকে ক্ষমা করা হবে। আগামীকাল ট্যানিস শহরে প্রবেশ করে শান্তির ঘোষণা দেবো আমরা।'

খিয়ানের দিকে তাকালেন অ্যানাথ, 'আপনার কাছে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা চাই আমি। আপনার বাবার রক্ত লেগে আছে আমার হাতে। কিন্তু আপনাকে বাঁচানোর জন্য অন্য কোনও উপায় ছিল না তখন।'

' "বুদ্ধিটা আমিই দিয়েছিলাম," অনেকদিন আগে বলা

BanglaBook.org

অ্যানাথের একটা উক্তি তাঁকেই শোনাচ্ছে খিয়ান, "হয়তো ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের সদস্যদের বাঁচানোর জন্য করেছিলাম কাজটা। হয়তো আমি চাইনি আরেকটা যুদ্ধ লাগুক উত্তর আর দক্ষিণ মিশরের মধ্যে।" ...তা হলে আপনিই ছিলেন ট্যানিসের রাজদরবারে মহান রয়ের সবচেয়ে বড় গুপ্তচর?'

মাথা ঝাঁকালেন অ্যানাথ। ' "আমার বিপদের সময় আপনি যদি সাহায্য করেন আমাকে," ' এবার তিনি খিয়ানকে শোনাচ্ছেন অনেকদিন-আগে-বলা ওর একটা উক্তি, ' "আপনার বিপদের সময় মনে রাখবো সেটা।" ...যদি অনুমতি দেন, আরও কয়েকটা কথা বলতে চাই।'

মাথা ঝাঁকাল খিয়ানও।

'আপনি জানেন, আমিই আড়ালে থেকে কলকাঠি নেড়ে পাতাল কারাগার থেকে মুক্ত করি আপনাকে আর পুরোহিত টেমুকে। কিন্তু আপনার বাবা সন্দেহ করেন আমাকেই। পরে আপনাকে ধরতে না পেরে তাঁর সন্দেহ পরিণত হয় ক্রোধে। আমাকে কয়েদ করার আদেশ দেন তিনি। আপনারা যখন পিরামিডের ভিতরে আটকা পড়ে ছিলেন, তখন আমি নিজে বন্দি হয়ে থাকার কারণে সাহায্য করতে পারিনি। ...একসময় যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে মিশরে। রাজা আপেপি বুঝতে পারেন, ওই সঙ্কটমুহূর্তে কেউ যদি তাঁকে বুদ্ধি-পরামর্শ দিতে পারে, তা হলে তা আমি। তাই মুক্তি পাই কারাগার থেকে, ফিরে পাই উজিরের পদ। কিন্তু আমি যে-পরামর্শ দিয়েছিলাম তাঁকে তা মোটেও পছন্দ হয়নি তাঁর। রেগে গিয়ে রাজদণ্ড দিয়ে আঘাত করে আমার মাথা ফাটিয়ে দেন তিনি। তারপর...তার পরের ঘটনা জানা আছে আপনাদের। যা-হোক, আপনাদের সবাইকে সাক্ষী রেখে যুবরাজ খিয়ানের কাছে আমার প্রশ্ন, তিনি কি আমাকে ক্ষমা করতে রাজি আছেন?'

BanglaBook.org

'আপনি যা করেছেন,' বলল খিয়ান, 'তা লেখা ছিল বাবার নিয়তিতে। আগামীকাল মন্দিরে গিয়ে দেবতাদের উদ্দেশে বলি দেবেন, ক্ষমা চেয়ে নেবেন তাঁদের কাছে। ...আপনি একজনকে বাঁচাতে গিয়ে আরেকজনকে খুন করেছেন, কিন্তু হত্যাকাণ্ডটা বাঁচিয়ে দিয়েছে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে। ...আপনার সঙ্গে বাকি কথা হবে ট্যানিসের রাজদরবারে।'

ত্রিশ দিন অতিবাহিত হয়েছে।

ব্যাবিলোনিয়ান সেনাবাহিনীর সেনাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন টাউ। বর্ম আর রাজকীয় ব্যাজ খুলে ফেলে আবার সেই সাদা রোব পরেছেন, ফিরে গেছেন মেমফিসে, স্ফিংসের মন্দিরে। বাকি জীবন নেতৃত্ব দিয়ে যাবেন ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনকে।

তবে নেফ্‌রা আর খিয়ানের ইচ্ছা অনুযায়ী ওদের সঙ্গে রয়ে গেছে টেমু। ব্যাবিলনে ফিরে গেছে দেশটার সেনাবাহিনী, শুধু হাজার দশেক সৈন্য রয়ে গেছে রাজা ডিটানাহ্‌র নাতনিকে পাহারা দেয়ার জন্য।

ফারাও হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে খিয়ান, তবে সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল না নেফ্‌রা।

অমীমাংসিত কয়েকটা প্রশ্ন ইদানীং ঘুরপাক খাচ্ছে মিশরবাসীর মনে, কিন্তু কেউ খোলাখুলিভাবে কিছু বলতেও পারছে না। ওদের শাসক আসলে কে? খিয়ান কি উত্তর মিশরের ফারাও? তা হলে নেফ্‌রা কি দক্ষিণ মিশরের রানি? যদি তা-ই হয়, তা হলে মিশরের ভূখণ্ডে কী করছে ব্যাবিলোনিয়ান সেনাবাহিনীর দশ হাজার সৈন্য?

ধীরে ধীরে সেরে উঠছে খিয়ান। উপযুক্ত চিকিৎসা পেয়ে ওর পায়ের ক্ষত সেরেছে বটে, কিন্তু ইতোমধ্যে সে জেনে গেছে,

BanglaBook.org

বাকি জীবন একরকম পঙ্গু হয়েই কাটাতে হবে ওকে। শরীরের চোটের চেয়ে ওর মানসিক আঘাতটা গুরুতর বেশি। প্রথমে পাতাল কারাগারে কয়েদ হয়ে থাকা, তারপর পিরামিডের ভিতরে নজরবন্দি হওয়া। সেখান থেকে পালিয়ে আরব সীমান্তে সেনাফাঁড়িতে পৌঁছানো, আত্মত্যাগকারী চার ভাইকে হারানো। পায়ে গুরুতর জখম নিয়ে দিনের পর দিন ফাঁড়িতে অবরুদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকা। নেফ্‌রার জন্য দুশ্চিন্তায় খিয়ানের মন তখন উথালপাথাল...

কত ঘটনা! কত বিচিত্র মানুষের জীবন! কত বিচিত্র তার নিয়তি!

খিয়ান তাই আজকাল খুব মনমরা হয়ে থাকে। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে ওর। লোকজন গোপনে বলাবলি করছে, মনের অসুখে ভুগতে ভুগতে শীঘ্রিই মারা যাবেন ওদের নতুন ফারাও।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য খিয়ানের কাছে যান অ্যানাথ, চুপ করে সব শোনে সে, জবাবে প্রায় কিছুই বলে না। প্রাচীন কিছু পুঁথি পড়ে ওকে শোনায় টেমু, বিশ্বাস রাখতে বলে, খিয়ানের মধ্যে কোনও ভাবান্তর দেখা যায় না। ওকে দেখতে আসে রু, নেফ্‌রা কীভাবে লড়াই শিখল সে-গল্প বলে, মুচকি হেসে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে খিয়ান। নেফ্‌রা আসে, বিয়ের ব্যাপারে কথা বলে, খিয়ান চুপ করে থাকে।

কী করা যায় জানতে চেয়ে টাউয়ের কাছে দূত পাঠাল নেফ্‌রা। তাঁর বুদ্ধি অনুযায়ী খিয়ানকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। একটা জাহাজে করে নীল নদের পানিতে ভেসে পড়ল ওরা একদিন।

মেমফিসের পিরামিডগুলো দেখা গেল একসময়, সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটল খিয়ানের আচরণে। হাসিখুশি হয়ে উঠেছে সে, কথার খই ফুটেছে ওর মুখে।

BanglaBook.org

তীরে জাহাজ ভেড়াতে বলল নেফ্‌রা। খিয়ানকে নিয়ে হাজির হলো তালগাছের সেই বাগানে যেখানে খিয়ানের সঙ্গে প্রথমবার দেখা হয়েছিল ওর। রাত্রিযাপনের জন্য ওখানেই তাঁবু খাটানো হলো ওদের জন্য।

সে-রাতে, ফারাও নির্বাচিত হওয়ার অনেকদিন পর, ভালো ঘুম হলো খিয়ানের।

পরদিন ভোরের আগে, অন্ধকার তখনও লেপ্টে আছে প্রকৃতিতে, খিয়ানের তাঁবুতে ঢুকল রু। ডেকে তুলল ওকে। তারপর কোলে করে তাঁবুর বাইরে নিয়ে এল ওকে। এখানে একটা পালকি অপেক্ষা করছে ওর জন্য। আশ্চর্য হলেও কিছু জিজ্ঞেস করল না খিয়ান। ওকে বসিয়ে দেয়া হলো পালকির ভিতরে।

আকাশে এখনও মিটমিট করছে অসংখ্য তারা। অনুজ্জ্বল আকাশের পটভূমিতে যেন থাবা পেতে বসে আছে স্ফিংসের প্রকাণ্ড মূর্তিটা। এখানে থামল খিয়ানের পালকি, নামতে সাহায্য করা হলো ওকে। বিদায় নিয়ে চলে গেল রু আর বেহারারা। পালকিতে ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল খিয়ান, একা।

একটা একটা করে অদৃশ্য হয়ে গেল তারাগুলো, একটু একটু করে ভোরের আলো ফুটছে আকাশে। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। হঠাৎ বুঝতে পারল খিয়ান, আসলে একা না সে। অনতিদূরে, পালকির আরেকদিকে, কখন যেন নিঃশব্দে হাজির হয়েছে ধূসর একটা আলখাল্লা পরিহিত কোনও এক কিশোর অথবা হালকাপাতলা কোনও মেয়েমানুষ। আলখাল্লার হুড তুলে দিয়েছে সে, তাই চেহারা দেখা যাচ্ছে না ওর। অন্ধকারের কারণে ওর উপস্থিতি টের পাওয়া যায়নি এতক্ষণ।

মুচকি হাসল খিয়ান। আলখাল্লা-পরা মানুষটার উদ্দেশে বলল, 'তুমি তা হলে এখনও পর্যটকদের পথপ্রদর্শক হিসেবে

BanglaBook.org

কাজ করছ?'

'জী, মহাফেজ রাসা,' জবাব শোনা গেল পালকির অন্যদিক থেকে।

'তুমি কি এখনও তাদের মালপত্র চুরি করে লুকিয়ে রাখো?'

'সবারটা না। কারও কারওটা। তা-ও যদি ইচ্ছা হয় তা হলে।'

'যারা বার্তা বহন করে নিয়ে আসে, এখনও কি তাদের চোখ বাঁধো তুমি?'

'জী, বাঁধি। কারণ গোপন বিষয় গোপন রাখার জন্য কাজটা করা জরুরি। ...যদি কিছু মনে না করেন, আবারও কিছুসময়ের জন্য আপমার চোখ বাঁধা দরকার। তাই মাথাটা নিচু করলে ভালো হয়।'

'ঠিক আছে,' হাসছে খিয়ান।

পালকির এদিকে চলে এল আলখাল্লা-পরা মানুষটা, একটা রেশমী রুমাল দিয়ে চোখ বেঁধে ফেলল খিয়ানের।

কোমল একজোড়া হাতের কথা মনে পড়ে গেল খিয়ানের। মনে পড়ে গেল, আজ যে-সুগন্ধী রুমাল দিয়ে চোখ বাঁধা হচ্ছে ওর, ঠিক একইরকম একটা রুমাল দিয়ে একই কাজ করা হয়েছিল অনেকদিন আগে।

মাথা নিচু করার সময় পথপ্রদর্শকের কাঁধে ভর দিল খিয়ান। ওর চোখ বাঁধা শেষ হয়ে গেলে ওকে একহাতে জড়িয়ে ধরল সেই পথপ্রদর্শক, আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে বলছে।

কিছুদূর যাওয়ার পর আবার শোনা গেল ওর কণ্ঠ, 'থামুন। বালির উপর বসিয়ে দিচ্ছি আপনাকে, এখানেই চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে থাকুন।'

কিছুক্ষণ পর বেশ কয়েকজন লোকের পায়ের-আওয়াজ শুনতে পেল সে, বালি পার হয়ে ওর দিকেই আসছে ওরা। কাছে

BanglaBook.org

এসে ধরাধরি করে দাঁড় করিয়ে দিল ওরা ওকে, তারপর ধরাধরি করে নিয়ে চলল কোনও এক জায়গায় উদ্দেশে।

চোখবাঁধা খিয়ান শুনতে পাচ্ছে, একটা প্যাসেজের ভিতরে ওর সঙ্গের লোকগুলোর পায়ের-আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কোনও একটা কামরায় নিয়ে আসা হলো ওকে, সেখানে ওর পরনের কাপড় বদলে নিয়ে নতুন কাপড় পরানো হলো ওকে। উষ্ণীষ জাতীয় কিছু একটা পরানো হলো ওর মাথায়। কী কাপড় আর কী উষ্ণীষ পরানো হলো, ঠিক বুঝতে পারল না সে। ব্যাপার কী, জিজ্ঞেস করল, কিন্তু কেউ কোনও জবাব দিল না।

ওকে নিয়ে আবারও এগিয়ে চলেছে লোকগুলো। একসময় খিয়ানের মনে হলো, বড় কোনও জায়গায় হাজির হয়েছে সে। ওর মনে হচ্ছে, একসঙ্গে ফিসফিস করছে অনেক লোক। একটা চেয়ারের কাছে নিয়ে গিয়ে ওকে বসতে বলল কেউ একজন। বসার পর টের পেল খিয়ান, তুলতুলে গদি আঁটা আছে চেয়ারে।

অপেক্ষা করছে সে।

দূর থেকে চেঁচিয়ে উঠল একটা কণ্ঠ, 'সূর্যদেবতা রা দেখা দিয়েছেন!'

নিচু গলায় স্তুতিসঙ্গীত গাইতে শুরু করল খিয়ানের আশপাশের সবাই। সম্মিলিত মিষ্টি গুনগুনের মতো হচ্ছে গানটা।

একসময় থেমে গেল ওটা। চারদিকে এখন থমথমে নীরবতা। এগিয়ে আসছে কে যেন, শরীরের সঙ্গে ঘষা খাচ্ছে ওর পরনের রোব, খসখস আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

খিয়ানের আশপাশের অনেক লোক চেঁচিয়ে উঠল একসঙ্গে, 'কুইন অভ দ্য ডন! দেখো! কুইন অভ দ্য ডন! আমাদের জন্য নতুন সকাল নিয়ে এসেছেন তিনি! আমাদের জন্য নতুন জীবন নিয়ে এসেছেন! তিনিই দেশ জোড়াদাত্রী!'

BanglaBook.org

আর সহ্য করতে পারছে না খিয়ান। দু'হাত চোখের সামনে তুলে একটানে সরিয়ে দিল রেশমী রুমালটা—তেমন শক্ত করে বাঁধা হয়নি সেটা।

ওর সামনে ঝলমলে সূর্যের-আলোয় দাঁড়িয়ে আছে নেফ্‌রা, মেয়েটা নিজেও যেন ঝলমল করছে। মিশরের রানির রোব পরেছে সে, মাথায় মিশরের রানির মুকুট। ওর রমণীয়তায় আবারও মুগ্ধ হয়ে গেছে খিয়ান, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে।

উপস্থিত অন্যরা জয়ধ্বনি দিচ্ছে, তা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বিশাল হলে। নিজের রাজদণ্ড উঁচু করল নেফ্‌রা, সঙ্গে সঙ্গে চুপ হয়ে গেল সবাই। খিয়ানের দিকে এগিয়ে এল মেয়েটা, ওর সামনে দাঁড়াল। খিয়ান হঠাৎ করেই টের পেল, আসলে একটা সিংহাসনে বসে আছে সে।

লেডি কেম্মাহ্‌র হাতে নিজের রাজদণ্ডটা দিল নেফ্‌রা, গা থেকে খুলে রাজকীয় প্রতীকগুলো দিল রুর হাতে। মুকুটটা খুলে নিল মাথা থেকে, ওটা পরিয়ে দিল খিয়ানের মাথায়। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল খিয়ানের সামনে, মিশরীয়দের কায়দায় সম্মান জানাল ওকে। খিয়ানের একটা হাত টেনে নিয়ে চুমু খেল তাতে।

'মিশরের রানি সম্মান জানাচ্ছেন মিশরের রাজাকে,' বলল নেফ্‌রা।

মেয়েটার দিকে আবারও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে খিয়ান, তাজ্জব হয়ে গেছে। ব্যথা আর দুর্বলতা উপেক্ষা করে উঠে দাঁড়াল কোনওরকমে, মুকুটটা খুলে নিয়ে পরিয়ে দিতে চাইল নেফ্‌রার মাথায়। কিন্তু মাথা নাড়ল মেয়েটা, হাত তুলে বাধা দিল খিয়ানকে। আরেকহাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ওকে যাতে পড়ে না যায় সে।

কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন টাউ। বললেন, 'ওরা এখন দু'জনে

BanglaBook.org

দু'জনার—আজীবনের জন্য, অনন্তকালের জন্য। আজ এই মন্দিরে ওদের বিয়ে হবে।'

হাতে পরে-থাকা খিয়ানের-দেয়া আংটিটা দেখল নেফ্‌রা। ওর দেয়া আংটিটা পরে আছে খিয়ান, দেখল সেটাও। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আজ এই আংটি দুটোর বিনিময় হবে আমাদের মধ্যে।'

খাফ্‌রার পিরামিডের পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছে খিয়ান আর নেফ্‌রা, চাঁদের আলোয় তাকিয়ে আছে ওটার দিকে।

'আমাদের ছুটি শেষ, নেফ্‌রা,' বলল খিয়ান। 'আগামীকাল ট্যানিসের উদ্দেশে যাত্রা করতে হবে আমাদেরকে। দেশ শাসনের দায়িত্ব তুলে নিতে হবে কাঁধে।'

নেফ্‌রা কিছু বলল না।

'মনে পড়ে, একদিন এই পিরামিডের পাদদেশে এভাবে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমরা? ...মানুষের নিয়তি কী অদ্ভুত, না?'

মাথা ঝাঁকাল নেফ্‌রা। 'রাজা বা রানি যা-ই হই না কেন আমরা, ব্রাদারহুড অভ দ্য ডনের সদস্যদের মতো মানুষের সেবা করার কথা ভুলবো না কখনও।'

'না, ভুলবো না। এবং ট্যানিসে ফিরে গিয়ে প্রথম কোন্ কাজটা করবো আমি, জানো?'

'কোন্‌টা?'

'যে-ক্যাপ্টেনের কাছে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছিলাম, তাঁকে কথা দিয়েছিলাম পুরস্কারের অর্থ পৌঁছে দেবো তাঁর পরিবারের কাছে। প্রতিজ্ঞাটা পালন করবো।'

'আপনারা কি পিরামিডে চড়তে চান আবার?'

চমকে উঠল খিয়ান আর নেফ্‌রা, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

BanglaBook.org

অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছেন পিরামিডের সর্দার, মিটিমিটি হাসছেন।

'আকাশে ঝকঝকে চাঁদ,' বললেন তিনি, 'জোরালো বাতাস বইছে না। পিরামিডে চড়ার জন্য এমন পরিবেশ সবসময় পাওয়া যায় না।'

'না, সর্দার,' হেসে মানা করল খিয়ান। 'সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছি আমি, আমার পক্ষে পিরামিডে চড়া আর সম্ভব না। আজ থেকে আপনিই এই পিরামিডগুলোর রাজা।'

'আমিও আর কখনও চড়বো না পিরামিডে,' বলল নেফ্‌রা। 'সর্দার, আপনি যে-সাহায্য করেছেন আমাদেরকে, তার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

ঘুরে দাঁড়াল খিয়ান আর নেফ্‌রা, খিয়ানকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে নেফ্‌রা। দূরে রাখা পালকির উদ্দেশে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা।

ওদেরকে নিয়ে আজ রাতেই ট্যানিসের উদ্দেশে যাত্রা করবে ওদের জাহাজটা।

পালকির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন লেডি কেম্মাহ্ আর রু। দেখছেন, খিয়ানকে জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে নেফ্‌রা।

'রানি নেফ্‌রা যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন,' বললেন কেম্মাহ্, 'তখন যা দেখেছিলাম আমি, তার মানে বুঝতে পারছি আজ। বুঝতে পারছি, কেন "দেশ জোড়াদাত্রী" বলা হয়েছিল তাঁকে।'

রু বলল, 'আমিও বুঝতে পারছি, কেন ইথিয়োপিয়ান দেবতারা ভালো একটা কুড়াল এবং সেটা চালানোর মতো শক্তি দিয়েছিলেন আমাকে।'

***

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG